সহজ

[আরবি-বাংলা]

কালয়ূবী

গ্রন্থকার

শায়েখ আহমদ ইবনে আহমদ কালয়ূবী (রহ)

ভাষান্তর

মাওলানা আব্দুর রহিম মুহাম্মদ নো'মান

সম্পাদনা ও সংযোজনা

মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরী

আল আকসা লাইব্রেরী

৫০, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

❑ সহজ [আরবি---বাংলা] কালয়ূবী ❑ গ্রন্থকার শায়েখ আহমদ ইবনে আ-হমদ কালয়ূবী (র) ❑ ভাষান্তর - মাওলানা আব্দুর রহিম মুহাম্মদ নো'মান ❑ সম্পাদনা ও সংযোজনা- মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরী ❑ প্রকাশক- নাজমুস সা'আদাত শিবলী ❑ প্রকাশকাল- রমাযান ১৪২৫ হিঃ, কার্তিক ১৪১২ বাং, অক্টোবর ২০০৫ ইং, ❑ প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত ❑ বর্ণ বিন্যাস- আল আকসা কম্পিউটার ❑ মুদ্রণ- আল আকাবা প্রেস, বাংলাবাজার, ঢাকা

❑ সুভেচ্ছা বিনিময় - ০ টাকা মাত্র।

আল আকসা লাইব্রেরী

৫০, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

ইলমূল আদব ও প্রসঙ্গ কথা

★ اَدَبٌ শব্দের ইতিহাস : ادب শব্দের ইতিহাসের ব্যাপারে সুনিশ্চিত কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। তবে যতোটুকু প্রতীয়মান হয় শব্দটি প্রাচীনকালে উত্তর ইরাকের অধিবাসী সিময়ারীদের থেকে সামীয়দের ভাষায় এটি ব্যবহৃত হতে থাকে। সামীয়দের ভাষায় এটি ادب হতে ادم এবং ادم থেকে ادم রূপে রূপান্তরিত হয়। তবে আরবগণ অবিকৃতভাবে একে মনুষত্ব্য বা মানবতা অর্থে ব্যবহার করতে থাকে। রাসূল (সা) এর যবানেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন তিনি ইরশাদ করেন– اَدَّبَنِىْ رَبِّىْ فَاَحْسَنَ تَأْدِيْبِىْ 'আমার রব আমার প্রতিপালন করেছেন, আর তা অতি উত্তমভাবেই সম্পন্ন করেছেন' এবং اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَأْدَبَةُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ فَتَعَلَّمُوْا مِنْ مَأْدَبَتِهٖ "নিঃসন্দেহে ধরার বুকে কুরআন হলো আল্লাহর দস্তরখান স্বরূপ। কাজেই তোমরা এ থেকে উপকার সাধন করো"

উমাইয়া শাসনামলে– ادب এর মূল ইতিহাস সূচিত হয়। সে আমলে প্রথমে শব্দটি তা'লীম, রবিয়্যত অর্থে ব্যবহৃত হয়। ক্রমান্বয়ে তা শাস্ত্রীয়রূপ গ্রহণ করে এবং ادب শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। গদ্য, পদ্য, সাহিত্য, অভিধান, নাহব, ছরফ ইত্যাদি সবই এতে শামিল ছিলো।

লিসানুল আরব প্রণেতার ভাষায়- আদব দুটি বস্তুর নাম, (ক) আত্মিক উৎকর্ষতা, (খ) গদ্য-পদ্য শিক্ষা। উমাইয়া শাসনামলে প্রথমত اديب ও شاعر এর মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। যার মধ্যে সাহিত্য চর্চার ব্যাপকতা থাকলে তাকে اديب বলা হতো, আর যার মধ্যে কবিতার প্রতি বেশি আকর্ষণ দেখা যেতো তাকে شاعر বলা হতো।

★ ادب এর শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ ادب এর শাব্দিক অর্থ اَلْمَدْعَاةُ وَالْمَأْدَبَةُ অর্থাৎ সে সকল পুস্তক-পুস্তিকা যার মাধ্যমে কোনো সাহিত্যিক সাহিত্যজ্ঞান লাভ করে। اَلْاَدَبُ (মধ্যবর্ণ যবরসহ) খোশ মেজায, প্রফুল্ল স্বভাব, اَدَّبَ تَأْدِيْبًا অর্থ শিক্ষা দেয়া, تَأَدَّبَ تَأَدُّبًا শিক্ষা গ্রহণ করা, اَلْاَدْبُ (মধ্যবর্ণে সুকূন) অর্থ আশ্চর্য, বিস্ময়।

★ ادب **এর পারিভাষিক অর্থ ঃ** করো মতে–

هِىَ رِيَاضَةٌ مَحْمُوْدَةٌ يَتَخَرَّجُ الرَّجُلُ فِى فَضِيْلَةٍ مِّنَ الْفَضَائِلِ

"আদব হলো সর্বোৎকৃষ্ট কুসুম কানন তাতে বিচরণ করে মানুষ মনুষত্বের বিভিন্নমুখী উৎকর্ষতা লাভে স্বক্ষম হয়।" উল্লেখ্য যে, এ সংজ্ঞাটি বস্তুত খাছ সাহিত্যের বুঝানোর জন্যে যথেষ্ট নয়।

২. কারো মতে,, هُوَ عِلْمٌ يُتَحَرَّزُ بِهٖ عَنْ جَمِيْعِ اَنْوَاعِ الْخَطَاءِ فِى الْكَلَامِ الْعَرَبِ لَفْظًا اَوْ كِتَابَةً

৩. কারো মতে, هُوَ عِلْمٌ يُقْتَدَرُ بِهٖ عَلٰى تَأْدِيَةِ الْمَعْنَى الْمَقْصُوْدِ الَّذِىْ فِىْ ضَمِيْرِهٖ

★ علم الادب **এর আলোচ্য বিষয় :**

১. কারো মতে, نثر বা গদ্য, ২ কারো মতে, مَعْرِفَةُ الْاَشْعَارِ বা কাব্যিক জ্ঞান, ৩ অধিকাংশের মতে ইলমুল আদবের সুনির্দিষ্ট কোন আলোচ্য বিষয় নেই। ইমাম ইবনে খালদূন ও শায়খুল আদব আল্লামা ইযায আলী (র) এর অভিমত এটাই। কারণ প্রকৃতপক্ষে ১২টি বিষয়ের সমষ্টি হলো ইলমুল আদব। অতএব তাকে একটির মধ্যে গণ্ডিভূত করা সম্ভব নয়। উক্ত ১২টি বিষয়ের মধ্যে ৮টি হলো মৌলিক। যথা–১ ইলমুন নাহব, ২ ইলমুছ ছরফ, ৩. লুগাত, ৪. ইশতিকাক, ৫. বয়ান, ৬. মাআনী, ৭. আরূয ও ৮ ইলমূল ক্বাফিয়া।

আর অবশিষ্ট চারটি হলো– শাখা পর্যায়ের, যথা– ১ ইলমে রসমে খত, ২. ইলমে করযে শে'র, ৩. ইলমে ইনশা ও ৪. ইলমে মুহাদারাত।

★ غَرضُ عِلْمِ الْأَدَبِ (উদ্দেশ্য) : কারো মতে فَهْمُ كَلَامِ اللّٰهِ تَعَالَى وَفَهْمُ اَقْوَالِ النَّبِيِّ صلعم

কারো মতে– বিশুদ্ধ ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করা এবং বলাও লেখার ক্ষেত্রে শাব্দিক ভুল ত্রুটি হতে রক্ষা পাওয়া।

ইলমুল আদব এর মর্যাদা : যেহেতু ইলমুল আদব দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য বিশেষত আরবি সাহিত্য, আর আরবি ভাষা বিশ্বের অপরাপর ভাষাসমূহের তুলনায় শ্রেষ্ঠ হওয়ার কথা বলারই অপেক্ষা রাখে না। স্বয়ং নবী করীম (স) এ মর্মে বলেন–

اَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلَاثٍ - لِاَنِّىْ عَرَبِىٌّ وَالْقُرْاٰنُ عَرَبِىٌّ وَلِسَانُ اَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِىٌّ -

"তোমরা তিন কারণে আরবি ভাষাকে ভালবাসা, কারণ ১. আমি আরবি, ২. কোরআনের ভাষা আরবি ও ৩. বেহেশতের ভাষা আরবি।"

আল্লামা ইবনুল আমীর (র) লিখেন–

نَزَلَ اَشْرَفُ الْكِتَابِ بِاَشْرَفِ اللُّغَاتِ عَلٰى اَشْرَفِ الرُّسُلِ بِسِفَارَةِ اَشْرَفِ الْمَلَائِكَةِ وَكَانَ ذَالِكَ فِىْ اَشْرَفِ الْاَرْضِ وَابْتِدَاءُ نُزُوْلِهٖ فِىْ اَشْرَفِ شُهُوْرِ السَّنَةِ وَهُوَ رَمَضَانُ فَكَمُلَ مِنْ كُلِّ الْوُجُوْهِ -

"সর্বাধিক মর্যাদাবান গ্রন্থ সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট রাসূলের ওপর সর্বোৎকৃষ্ট ফেরেশতার মাধ্যমে সর্বাধিক উৎকৃষ্ট ভূমিতে বছরের সেরা মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই তা সর্বদিক থেকে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে।"

জনৈক কবির ভাষায়–

لِكُلِّ شَيْءٍ زِيْنَةٌ فِي الْوَرٰى ÷ وَزِيْنَةُ الْمَرْءِ تَمَامُ الْاَدَبِ
قَدْ يَشْرُفُ الْمَرْءُ بِاٰدَابِهٖ ÷ فِيْنَا وَاِنْ كَانَ وَضِيْعُ النَّسَبِ

মোদ্দা কথা আরবী সাহিত্যের সাথে বিশেষত মুসলিম মিল্লাতের আত্মিক সম্পর্ক ও বৈষয়িক সার্বিক সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান। কাজেই এর গুরুত্ব ও মর্যাদা বলার অপেক্ষা রাখে না।

★ تَعَارُفُ الْمُصَنِّفِ **(গ্রন্থকার পরিচিতি) :** আরবী সাহিত্যাঙ্গণের নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের সুপরিচিত গ্রন্থ 'কালয়ূবী' এর গ্রন্থকার হলেন– শায়েখ আহমদ ইবনে আহমদ সালামা, উপনাম বা কুনিয়াত– আবুল আব্বাস, উপাধী– শিহাবউদ্দীন। তিনি মিশরের "কালয়ূব' নামক জনপদে জন্মগ্রহণ করেন। সে হিসেবে কালয়ূবীনামে খ্যাতিলাভ করেন।

আল্লামা কালয়ূবী (র) অসাধারণ মেধা ও দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। ইলমের সাথে সাথে আমলের প্রতি তাঁর ছিল অতি আকর্ষণ। অত্র গ্রন্থের ঘটনাবলি চয়নের মাধ্যমেই বিষয়টি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এক কথায় তিনি ছিলেন দুনিয়া বিমুখ আলিম ও সুফী সাধকদের কাতারের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

ওফাত : মুসান্নিফ (র) ১০৬৯ হিজরী মোতাবেক ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

রচনাবলি : আল্লামা কালয়ূবী (র) বেশ কতিপয় মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। যথা– ১. কালয়ূব, ২. তুহফাতুর রাগিব (আহলে বায়তের আলোচনা প্রসঙ্গে), ৩. রিসালায়ে মক্কা ও মদীনা, ৪. আওরাকে লতীফা, ৫. জামে সগীরের তা'লীক, ৬. কিতাবুল হেদায়া মিনাদ দলালা প্রভৃতি।

সূচিপাতা

(১) বুযুর্গ এক গোলাম ১৫
(২) প্রকৃত আবেদ ২৯
(৩) একেই বলে মকবুল নামায ৩৩
(৪) ইবলিসের প্রতারণা ও তার অশুভ পরিণাম ৪১
(৫) হারুনুর রশীদের কুশ্রী দাসী ৪৯
(৬) ইমাম জাফর সাদেক (রহ) এর অপূর্ব দান ৫৪
(৭) সাত দিন কবরে অবস্থান ৫৭
(৮) দুর্বল গোলামের দু'রাকাত নামায ৬৪
(৯) পানির ওপর নামায ৭২
(১০) সাপে উঠাল কূপ থেকে ৭৬
(১১) বিসমিল্লাহর অলৌকিক গুণ ৭৮
(১২) রোম সম্রাটের ব্যর্থতা ৭৯
(১৩) পাথরের ভেতর বৃদ্ধ ৮৪
(১৪) যে নবীর যে বিচার পদ্ধতি ৮৬
(১৫) কবরে আমায় একা রেখো না ৮৮
(১৬) বৃষ্টির পানিতে জীবন ধারণ ৯০
(১৭) 'আল্লাহ' শ্রবণেই যুবকের মৃত্যু ৯৩
(১৮) যূননূন মিসরী (র) ৯৪
(১৯) ঈদের দিনে এতিম শিশু ৯৭
(২০) শূলিতেও তার মৃত্যু হলো না ১০০
(২১) কা'বার পথে যাচ্ছে নারী ১০২
(২২) ত্রিশ বছর পর ১০৪
(২৩) আল্লাহর নিকট পত্র প্রেরণ ১০৬
(২৪) গাজীর বেশে চোর ১১০
(২৫) শয়তানের চুম্বন ১১৩
(২৬) প্রেমের মঞ্চ ১১৬
(২৭) শাহাদাৎ হতে বঞ্চিত ১১৮
(২৮) সাপ গলায় চল্লিশ দিন ১২১
মসজিদে আকসার চাবি ১২২
সুলাইমান (আ)-এর সিংহাসন ১২৩
(২৯) সাগরতলে আবেদ যুবক ১২৬
(৩০) বাতাসে ডিম, বাতাসেই বাচ্চা ১২৯

(৩২) লাগাম থেকে মুক্তা চুরি ১৩২
(৩২) গুপ্তধনে ছেলে মেয়ের বিয়ে ১৩৩
(৩৩) হরিণের মিনতী ১৩৫
(৩৪) বাকল খাওয়ায়ে তরমুজের সওয়াব ১৩৬
(৩৫) অগ্নি পূজক দু'ভাই ১৩৮
(৩৬) ফেরেশতার সাথে উট কেনাবেচা ১৪৪
(৩৭) নেককার ছেলের বদৌলতে ১৪৭
(৩৮) পিতার সেবার বদৌলতে ১৪৯
(৩৯) মায়ের কষ্টের ভয়ে সাতশো বছর রোনাজারী ১৫১
(৪০) কবরে গাধার আওয়াজ ১৫৩
(৪১) আল্লাহ মুক্তা ফিরিয়ে নাও ১৫৪
(৪২) ইয়াযীদের মৃত্যু ১৫৬
(৪৩) ইবাদতে বিস্বাদ কেন? ১৫৭
(৪৪) আবু হানিফা (রহ) এর সাদ্‌কা ১৫৮
(৪৫) সন্তানের বিস্‌মিল্লাহ শিক্ষায় পিতার মুক্তি ১৫৯
(৪৬) ইহুদির প্রশ্নোত্তর ১৬০
(৪৭) আঙ্গুলে গোশতের ছাপের দরুন ১৬১
(৪৮) ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) দু'টো খেজুর খেয়ে ১৬২
(৪৯) হযরত যূননূন মিসরী (র) ১৬৫
(৫০) মন্ত্রীর উপদেশে বাদশার ইসলাম গ্রহণ ১৬৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

অনুবাদ ॥ পরম করুণাময় মহান দয়ালু-আল্লাহর নামে শুরু করছি

সমূহ প্রশংসা আল্লাহর জন্যই যিনি উভয় জগতের প্রতিপালক, করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের সর্দার হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর পরিবার ও প্রিয় সহচরদের প্রতি।

তাহকীক : ★ শুরুতে بِسْمِ اللّٰه উল্লেখের কারণ–

★ ب এর অর্থ ب হরফটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১. الصاق (মিলিত করণ), ২. إِسْتِعَانَتْ (সাহায্য কামনা), ৩. مُصَاحَبَتْ (সঙ্গ), ৪. سَبَب (কারণ), ৫. بَدل (বিনিময়), ৬. مُقَابَلَه (বিপরীত), ৭. تَبْعِيْض (আংশিক), ৮. قَسَم (শপথ), ৯. تاكيه (গুরুত্বারোপ), ১০. تَعْدِيَه (لازم কে مُتَعَدِّى বানান) ইত্যাদি।

★ অনেকের মতে এখানে ب টি إِسْتِعَانَتْ অর্থে। অর্থাৎ আল্লাহর নামের সাহায্যে শুরু করেছি।

★ কারো মতে اَلْصَاق অর্থটি উত্তম। অর্থাৎ আল্লাহর নামের সাথে মিলিত করে শুরু করছি। কারণ إِسْتِعَانَتْ এর ক্ষেত্রে নাম (اسم) টি اله তথা উপকরণ বা মাধ্যম বুঝায়। আর اله কখনো মুখ্য উদ্দেশ্য হয় না। ফলে বিসমিল্লাহটি উদ্দেশ্য হতে খারিজ হয়ে যায়। আর الصاق অর্থ নিলে উদ্দেশ্য হতে খারিজ হয় না।

★ **اسم-এর তাহকীক :** اسم এর মূলের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। بَصَرِيِّيْن (বসরার নাহুবিদগণ) এর মতে মূলত سُمُوٌّ ছিলো। অর্থ উচ্চ, এর থেকে سَمَاء (আকাশ) গঠিত واو কে খিলাফে কিয়াস হযফ করা হয়েছে। এবং সীনকে সাকিন করে শুরুতে হামযায়ে মাকসূরা আনা হয়েছে। كُوفِيِيْن (কুফার নাহুবিদগণ) এর মতে اسم মূলত وسم ছিলো। অর্থ আলামত, নিদর্শন। اشاح এর কায়দায় واو হামযা হয়েছে। নামটা বস্তু চেনার আলামত হয় বিধায় নামকে اسم বলে।

★ বিসমিল্লাহ অধিক পঠিত হওয়ার কারণে اسم এর হামযাটি বিলুপ্ত হয়েছে।

★ اَللّٰهُ শব্দের তাহকীক : اَللّٰهُ মূলত اَلْاِلٰهُ ছিলো। অর্থ মা'বুদ, উপাস্য, পূজ্য, পরিভাষায় اَللّٰهُ هُوَ اِسْمٌ لِّذَاتٍ وَاجِبِ الْوُجُوْدِ اَلْمُسْتَجْمِعُ لِجَمِيْعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ অর্থাৎ আল্লাহ এমন এক সত্তার নাম যাঁর অস্তিত্ব অবধারিত এবং যার মধ্যে পূর্ণতার সকল গুণ বিদ্যমান।

اَللّٰهُ শব্দটি অধিকাংশের মতে আরবি। তবে আবূ যায়েদ বলখী (র)-এর মতে এটি ইবরানী বা সুরয়ানী। সুতরাং এটি ইসমে জামিদ। যারা এটাকে আরবি বলেন- তাদের মধ্যে আবার এটি জামিদ বা মুশতাক হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম সীবওয়ায়হি, খলীল ও যমখশরী (র)-এর মতে এটি اسمِ جَامِد তথা আল্লাহর জাত-সত্তার ন্যায় এটি পরিবর্তন বিবর্তন মুক্ত। আর কাজী বায়যাবী ও কিছু সংখ্যকের মতে صِفَتِ مُشْتَقٌّ

★ অপর এক জামাআতের মতে এটি اسمِ مُشْتَق তবে مُشْتَق مِنه এর ব্যাপারে আবার তাদের মধ্যে এখতেলাফ রয়েছে। ১. কারো মতে اَلَهَ يَأْلَهُ (ازف) اِلَاهَةً و اُلُوْهَةً অর্থ উপাসনা করা হতে উদ্গত।

২. কারো মতে (س) اَلِهَ يَأْلَهُ اَلَهًا (বাবে سَمِعَ) হতে অর্থ বিচলিত হওয়া, পেরেশান হওয়া।

৩. কারো মতে اَلَهَ يُؤْلِهُ اِيْلَاهًا বাবে اِفْعَال হতে অর্থ আশ্রয় দেয়া।

★ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর তাহকীক : উভয়টি رَحْمَة হতে উদ্গত نَدْمَانٌ و نَدِيْمٌ এর ওযনে اِسْمِ مُبَالَغَهٌ এর ছীগা। অর্থ অতিশয় দয়ালু ও করুণাময়। رَحْمَة এর শাব্দিক অর্থ رِقَّتِ قَلْبِ তথা অন্তরের কোমলতা। আল্লাহর প্রতি সম্বন্ধিত হলে এর غَايَتْ তথা আছর ও পরিণাম বা দয়া ও করুণা উদ্দেশ্য হয়। এ হিসেবে رَحْمٰن ও رحيم এর অর্থ হলো পরম করুণাময় ও অতিশয় দয়ালু।

তারকীব : ب হরফে জার اسم মুযাফ اَللّٰهُ শব্দটি মওসূফ, اَلرَّحْمٰنِ প্রথম সিফত ও اَلرَّحِيْمِ দ্বিতীয় সিফত, মওসূফ তার উভয় সিফত মিলে মুযাফ ইলায়হি। অতঃপর মুযাফ ও মুযাফ ইলায়হি মিলে মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে اَبْتَدِءُ ফে'লে মাহযূফের সাথে মুতাআল্লিক। ابتدء ফে'ল তার মধ্যে انا যমীর লুকায়িত ফায়েল ও মুতাআল্লিক মিলে جملهٔ فِعْلِيه خَبْرِيه

★ **ফায়েদা :** بسم اللّٰه এর মধ্যকার জার মাজরূরের متعلق - اسم হতে পারে, فعل ও হতে পারে। عام ও হতে পারে خاص ও হতে পারে। এবং

তা শুরুতেও হতে পারে শেষেও হতে পারে। এ হিসেবে মোট ৮টি ছূরত হতে পারে। নিম্নের চিত্রে লক্ষ কর

উপরোক্ত আট ছূরতের মধ্যে যে فعل خاص হয়ে مؤخّر হওয়ার ছূরতটিই বেশি উত্তম। কারণ এতে মুশরিকদের পঠিত بِاسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزّٰى এর বিরোধিতা বুঝায় এবং সাথে সাথে حصر ও اختصاص এরও ফায়দা দেয়।

★ اَلْحَمْدُ : (س) حَمِدَ حَمْدًا مَحْمِدَةً প্রশংসা করা গুণ-কীর্তন করা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, পরিভাষায়- কারো অর্জিতগুণের কারণে তার প্রশংসা করা, চাই তা কোনো কিছুর বিনিময়ে হোক বা বিনিময় ছাড়া।

★ رَبٌّ : رَبٌّ - صفتِ مُشَبَّهَةْ এর ছীগা, বহুঃ اَرْبَابٌ অর্থ প্রভু, মালিক, পালনকর্তা। اضافت বিহীন কেবল আল্লাহর জন্য খাস, আর মালিক অর্থে اضافت এর সাথে গায়রুল্লাহর জন্যও ব্যবহৃত হয়। যথা- رَبُّ الْمَالِ - رَبُّ الدَّارِ প্রভৃতি, কারো মতে رب - رابب এর ওযনে اسم فاعل এর ছীগা। বা مصدر যেমন- زَيْدٌ عَدْلٌ

★ اَلْعَالَمِيْنَ - عَالَمٌ এর বহুঃ اسم آله معنوى এর ছীগা, অর্থ مَايُعْلَمُ بِهٖ যার দ্বারা জানা যায়। যেমন- خَاتَمٌ অর্থ مَايُخْتَمُ بِهٖ (যার দ্বারা মোহরাঙ্কিত করা হয় বা সীলমোহর। পরিভাষায় مَاسِوَى اللّٰهِ কে عالم বলা হয়। কেননা সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তু দ্বারা আল্লাহকে চেনা যায়। বহুঃ عَوَالِمُ - عَالمون

★ اَلصَّلٰوةُ : এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। ক. আল্লাহ তাআলার প্রতি সম্বন্ধিত হলে রহমত। খ. ফেরেশতাদের প্রতি সম্বন্ধ হলে এস্তেগফার। গ. বান্দার প্রতি সম্বন্ধ হলে দোয়া। ঘ. জীব-জন্তুর প্রতি সম্বন্ধ হলে তাসবীহ। বহুঃ صَلَوَاتٌ বাবে تفعيل হতে দোয়া করা, নামায পড়া, বাবে سمع হতে অগ্নিতাপ সহ্য করা, আগুনে জ্বলা।

★ سلام বাবে تفعيل এর মাসদার। অর্থ শান্তি, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, سلم বাবে سمع হতে নিরাপদ ও শান্তিতে থাকা।

★ سَيِّدٌ অর্থ সরদার, নেতা বহুঃ سَادَةٌ ـ سَيَائِدٌ ـ سَادَةٌ এর বহুঃ তথা جمع الجمع ـ سَادَاتٌ মূলত سَيْوِدٌ ছিল। واو ও ياء একত্রে اجوفِ واوى আসায় ও প্রথমটি সাকিন হওয়ায় واو টি ياء দ্বারা পরিবর্তন হয়ে অপর ياء এর মধ্যে ইদগাম হয়েছে। سَادَ يَسُوْدُ বাবে نصر হতে سُوْدًا وسِيَادَةً অর্থ নেতৃত্ব দান করা, ভদ্র হওয়া।

★ آلٌ পরিবার, ফ্যামিলি, বংশধর, جِنْسِ صَحِيْح মূলত أَهْلٌ ছিলো। কারণ এর تَصْغِيْر আসে أُهَيْلٌ অতএব ال ও اهل - مُرادِف তথা সমার্থবোধক শব্দ। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ال কেবল সম্মানিত ও সম্ভ্রান্তদেরকে বুঝায়। আর اهل উঁচু-নিচু সবার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

ইমাম কাছায়ীর মতে ال শব্দটি মূলত اول (اجوفِ واوى) ছিলো, واو কে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। اهل শব্দটি মালিক, অধিবাসী, প্রিয়জন ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন- أَهْلُ اللّٰهِ، أَهْلُ مَكَّةَ، أَهْلُ الْبَيْتِ ইত্যাদি।

★ صَحْبٌ ঃ صَاحِبٌ এর বহুঃ অর্থ সাথী, এর বহুঃ صُحْبَانٌ صَحَابَةٌ أَصْحَابٌ ও আসে, আর صَحْبٌ এর جمعُ الجَمْع (جج) আসে صِحَابٌ পরিভাষায় যারা রাসূল (স) এর ওপর ঈমান এনেছেন এবং উক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন তাদেরকে সাহাবী বলে।

★ أَجْمَعِيْنَ : أَجْمَعُ এর বহুঃ অর্থ সকল, এটি শব্দের তাকীদের জন্য ব্যবহৃত হয়।

তারকীব : الصَّلٰوةُ মা'তূফ আলায়হি, واو হরফে আতফ السَّلَامُ মা'তূফ, মা'তূফ-মা'তূফ আলায়হি মিলে মুবতাদা, عَلٰى হরফে জার, سيّد মুযাফ ও نا যমীর মুযাফ ইলায়হি মিলে মুবদাল মিনহু, محمّد বদল, বদল-মুবদাল মিনহু মিলে মা'তূফ আলায়হি, اله মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মা'তূফ আলায়হি এবং صحبه মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মা'তূফ, মা'তূফ ও মা'তূফ আলায়হি মিলে تاكيد تاكيد مُوَكَّد ও ـ أَجْمَعِيْنَ ـ موكد মিলে মা'তূফ, মা'তূফ ও মা'তূফ আলায়হি মিলে মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে متعلق ـ نَازِلَتَانِ উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে, نَازِلَتَانِ ـ شبه فعل তার هُمَا যমীর ফায়েল ও متعلق মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে جملةٌ اسميه خبريه

اَمَّا بَعْدُ فَهٰذِهٖ حِكَايَاتٌ غَرِيْبَةٌ جَمَعَهَا شَيْخُنَا وَاُسْتَاذُنَا الشَّيْخُ الْاِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْحِبْرُ الْبَحْرُ الْفَهَّامَةُ الشَّيْخُ الْاِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِيْنَ ـ وَوَارِثُ عُلُوْمِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ فَرِيْدُ عَصْرِهٖ وَوَحِيْدُ دَهْرِهٖ اَلشَّيْخُ اَحْمَدُ شِهَابُ الدِّيْنِ اَلْقَلْيُوْبِىُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَنَفَعَنَا بِبَرَكَاتِهٖ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اٰمِيْنَ ـ

অনুবাদ ॥ হামদ ও সালাতের পর। এ হচ্ছে কতকগুলো বিস্ময়কর ঘটনাবলি, যেগুলো সংকলন করেছেন আমাদের শাইখ ও ওস্তাদ, ইমাম, মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞ, জ্ঞানের সাগর, মুসলমানদের ও ইসলামের অভিভাবক, নবীকুলের নেতা (সা)-এর জ্ঞানের উত্তরসূরি যুগ শ্রেষ্ঠ ও যুগ অনন্য ব্যক্তিত্ব শাইখ আহমদ শিহাবুদ্দীন আল কালয়ূবী (রহ) তার প্রতি আল্লাহ্পাক রহমত বর্ষণ করুন এবং তার বরকতে আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে উপকৃত করুন। আমীন

তাহকীক : ★ اَمَّا بَعْدُ– اَمَّا اِسْتِيْنَافِيَّة তথা শুরু বাক্য বুঝানোর জন্যে, এটি মূলত مَهْمَا ছিলো। ه কে قَلْبِ مَكَانِىْ (স্থানান্তর) করে শুরুতে আনা হয়েছে। তারপর খিলাফে কিয়াস হামযা দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

بَعْدُ ঃ এর পরে মুযাফ ইলায়হি উহ্য রয়েছে। বিধায় এটি মবনী। মূল বাক্যটি ছিলো– مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْئٍ بَعْدَ الْحَمْدِ وَ الصَّلٰوةِ

حِكَايَاتٌ শব্দটি حِكَايَةٌ এর বহুঃ অর্থ কাহিনী, ঘটনা حَكٰى يَحْكِىْ حِكَايَة (ض) অর্থ বর্ণনা করবা, মাদ্দা ح ـ ك ـ ى জিনস – نَاقِص غَرِيْبَة

অর্থ আশ্চর্য, দুর্লভ, নিরীহ, দুষ্প্রাপ্য। বাবে كَرُمَ হতে غَرُبَ غَرَابَةً দুষ্প্রাপ্য হওয়া।

جَمَعَ جَمْعًا : বাবে فَتَحَ হতে একত্রিত করা, সংকলন করা, اِجْمَعَ বাবে اِفْعَال হতে একমত হওয়া, জিনসে صَحِيْح

اَلشَّيْخُ : অর্থ বৃদ্ধ, শিক্ষক, গুরুজন, নেতা, মান্যবর, বহু – اَشْيَاخٌ شُيُوْخٌ مَشَائِخُ شَيْخَانٌ شَيْخًا، شَيْخُوْخَةً বাবে ضَرَب হতে شَاخَ يَشِيْخُ – شُيُوْخٌ শিক্ষক شَيْخُوْخَةً বৃদ্ধ হওয়া, জিনস اجوف يائ

اُسْتَاذ : শিক্ষক, বহুঃ اَسَاتِذَة মূলত اُسْتَاد শব্দের আরবি রূপ বা مُعَرَّب

اِمَام : اِمَام শব্দটি مذكر ও مونث উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অর্থ নেতা, অনুসৃত, বহুঃ اَئِمَّة– اَمَّ يَؤُمُّ বাবে نصر হতে ইমামতি করা, নেতৃত্ব দান

করা, সংকল্প করা। إِئْتَمَّ বাবে اِفْتِعَال হতে একেদা করা, জিন্‌স- مَهْمُوزِ فَاء ও مضاعف ثلاثى

اَلْعَلَّامَةُ : عَلَّامَة ـ مُبَالغة اسم فاعل এর ছীগা অধিক জ্ঞাত, শেষের ة টি مُبَالَغَه এর জন্যে। সুতরাং শব্দটি مذكر - গায়রুল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। تاءِ تانيث এর সাথে সাদৃশ্যের কারণে আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে ة বিহীন তথা عَلَّامٌ ব্যবহৃত হয়। عَلِمَ عِلْمًا বাবে سَمِعَ হতে অর্থ জানা।

اَلْحِبْرُ : নেককার, জ্ঞানী, বিদগ্ধ আলিম। বহুঃ حُبُوْرٌ ـ اَحْبَارٌ ـ حَبْرًا حَبَرَ (ن) حَبْرَةً সন্তুষ্ট হওয়া।

اَلْبَحْرُ : بَحْر নদী, সমুদ্র, বহুঃ بِحَارٌ، اَبْحُرٌ، بُحُوْرٌ

اَلْفَهَّامَةُ : اَلْفَهْمُ (س) (বুঝা) মাসদার হতে مُبَالغه اسم فاعل অর্থ অধিক বুঝ সম্পন্ন।

اَلْاِسْلَام : اَلْاِسْلَام বাবে افعال এর মাসদার, অর্থ- অনুগত হওয়া, মান্য করা, মুসলমান হওয়া, (س) سَلِمَ মাসদার سَلَامًا ـ سَلَامَةً দোষক্রটিযুক্ত হওয়া। سَلَّمَ تَسْلِيْمًا সালাম করা, অর্পণ করা, স্বীকৃতি দেয়া।

وَارِثٌ : উত্তরাধিকারী, মালিক, وَرِثَ বাবে حَسِبَ হতে وِرْثًا، وِرَثَةً উত্তরাধিকারী হওয়া, وَرَّثَ تَوْرِيْثًا উত্তরাধিকারী বানান।

عُلُوْم : عِلْمٌ এর বহুঃ জ্ঞান, শাস্ত্র, সঠিক সংবাদ।

اَلْمُرْسَلِيْن : مُرْسَل এর বহুঃ প্রেরীত, ছাড় প্রাপ্ত, নবী-রাসূলগণ উদ্দেশ্য, বাবে افعال হতে اسم مفعول، جمع مذكر মাসদার اَلْاِرْسَال প্রেরণ করা, ছেড়ে দেয়া, فَرِيْدٌ একক সত্তার অধিকারী, একাকী, অনন্য, বহুঃ فَرَائِدُ ও فُرَدٌ (س، ك) فَرْدًا একাকী হওয়া, জিন্‌সে সহীহ।

عَصْر : যুগ, কাল, সময়। বহুঃ اَعْصَارٌ، عُصُوْرٌ ـ عَصْرًا (ن) عَصَرَ নিংড়ানো।

وَحِيْد : صِفَتِ مُشَبَّهَة এর واحد এর ছীগা, মাদ্দাহ, و ـ ح ـ د জিনসে مِثَال واوى অর্থ একক, অদ্বিতীয়, অনন্য, বহুঃ وُحَدَاءُ ـ وَحَدَةٌ বাবে فَتَحَ হতে وَحَدَ وَحْدًا এবং (ض) وَحُدَ وَحَادَةً অনন্য হওয়া।

دَهْر : دَهْرٌ সময়, যুগ একবচন, বহুঃ اَدْهُر، دُهُوْر

شِهَابٌ : এক বচন, অর্থ নক্ষত্র, তারকা, আলোকচ্ছটা, বর্শার ধারালো অংশ। বহুঃ شُهُبٌ، شُهْبَانٌ، اَشْهُبٌ জিন্‌সে- صحيح

اَلدِّيْنُ : ধর্ম, প্রতিশোধ, প্রতিফল, একবচন, বহুবচন اَدْيَانٌ - دَانَ - يَدِيْنُ دِيْنًا (ض) ঋণ দেয়া, (ض) دَيْنًا মালিক হওয়া, (ض) دِيْنًا وَدِيَانَةً ধার্মিক হওয়া,জিনসে اجوف يائى

اَلْقَلْيُوْبِىُّ - قَلْيُوْبُ একটি গ্রাম বা জনপদের নাম, তার প্রতি সম্বোধিত ياءِ نِسْبَتِى সংযুক্ত হয়েছে।

تَعَالٰى : মহান, বাবে تفاعل এর واحد غائب এর ছীগা, মূলত تَعَالُوَ ছিলো। মাদ্দা عُلُوٌّ উঁচু বা মহান হওয়া জিন্‌স- ناقص واوى,

نَفَعَنَا - আমাদেরকে উপকৃত করেছেন- نَفْعًا (فَ) نَفَعَ উপকার করা, إفتعال হতে, اِنْتَفَعَ উপকৃত হওয়া, نَفْعٌ و مَنْفَعَةٌ লাভ, উপকার, (جنس صحيح)

بَرَكَات : بَرَكَةٌ এর বহুঃ অতিরিক্ততা, আধিক্য, বৃদ্ধি, بِرْكَةٌ হাউজ, পানি জমা হওয়ার স্থান, بُرْكَةٌ ছোটো সাদা পাখি বিশেষ , بَرَّكَ فِيْهِ وبَارَكَ ও تَبَرَّكَ বরকতের দোয়া করা, تَبَارَكَ বরকতময় বা পবিত্র হওয়া।

اَلدُّنْيَا : واحد مؤنث - اسم تَفْضِيْل পৃথিবী, ইহকাল دَنَا يَدْنُوْ دُنُوًّا (ن) دَنَوًا و دَنَاوَةً নিকটবর্তী হওয়া থেকে গৃহীত। কারণ ইহকাল পরকালের তুলনায় নিকটবর্তী, অথবা (س) دَنِىَ يَدْنَى دَنَاءً ودَنَائَةً হতে অর্থ নিকৃষ্ট হওয়া, دَنِيٌّ ইতর.বহুঃ اَدْنِيَاءُ - পরকালের তুলনায় ইহকাল নিকৃষ্ট হওয়ায় এ নাম রাখা হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে ناقص واوى দ্বিতীয় ছূরতে ناقص يائ

اٰخِرَة : واحد مونث - اسم فاعل পেছনে আগমনকারী اَخَّرَتَاخِيْرًا বিলম্বে বা পশ্চাতে করা, تَاَخَّرَ বিলম্বে হওয়া।

اٰمِيْن : কবুল কর, اسم فعل (ফে'লের অর্থদানকারী ইস্‌ম) এটি মবনী।

তারকীব : اَمَّا হল فعل ناقص - يَكُنْ - كلمةُ اِسْتِيْنَاف - مِنْ زائده - شَيْئٌ হল মুযাফ, اَلْحَمْدُ والصَّلٰوة মা'তূফ - মা'তূফ আলায়হি মিলে بَعْد মুযাফ ইলায়হি, মুযাফ ও মুযাফ ইলায়হি মিলে যরফ বা متعلق - يَكُنْ ফে'লে নাকিস তার ইসম ও খবর মিলে جملہ হয়ে শর্ত।

فَهٰذِه حِكَايَاتٌ غَرِيْبَةٌ الخ এর মধ্যে فاء টি জাযার জন্যে - اسم اشاره هٰذِه মুবতাদা, حِكَايَاتٌ মওসূফ, غَرِيْبَة প্রথম সিফত, আর جَمَعْنَا الخ বাক্যটি দ্বিতীয় সিফত, সিফত- মওসূফ মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে جملهٔ اسميه خبرية

তারকীব : اَلْاٰخِرَة ..... جَمَعَهَا شَيْخُنَا পূর্বের তারকীবে অতিবাহিত جَمَعَ ছিলো ফে'ল, هَا মাফউলে বিহী, شَيْخُنَا মুযাফ্-মুযাফ ইলায়হি মিলে মা'তূফ আলায়হি। এভাবে اُسْتَاذُنَا হলো মা'তূফ, মা'তূফ ও মা'তূফ আলায়হি মিলে মওসূফ। اَلشَّيْخُ থেকে اَلْفَهَّامَةُ পর্যন্ত ছয়টি সিফাত شَيْخُ الْاِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِيْنَ মা'তূফ আলায়হি وَارِثُ عُلُوْمِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ মা'তূফ মিলে ৭ম সিফত, এভাবে فريد دهرهالخ ৮ম সিফত, شيخنا মওসূফ তার ৮টি সিফত মিলে মুবদাল মিনহু। الشيخ মা'তূফ আলায়হি (عطف بيان) احمد (মূলনাম) মা'তূফ মিলে মুবদাল মিনহু, شِهَابُ الدِّيْنِ (উপাধী) বদল মিলে মা'তূফ, বদল মুবদাল মিলে মওসূফ। اَلْقَلْيُوْبِى সিফত মিলে প্রথম মুবদাল মিনহুর বদল, বদল ও মুবদাল মিনহু মিলে جَمَعَ ফে'লের ফায়েল, ফে'ল ফায়েল ও ها মাফউলে মিলে جملةٌ فعليه হয়ে حِكَايَات এর হয় সিফত। মওসূফ তার উভয় সিফত মিলে هٰذِهٖ মুবতাদার খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে جملةٌ اسميه خبريه

তারকীব : وَالْاٰخِرَة ..... رَحِمَ ـ رَحِمَهُ اللّٰهُ ফে'ল ه যমীর মাফউলে বিহী, اَللّٰه শব্দটি যুলহাল, تعالى ফে'ল ফায়েল মিলে جملہ হয়ে হাল, হাল যুলহাল মিলে ফায়েল, ফে'ল ফায়েল ও মাফউল মিলে মা'তূফ আলায়হি, نَفَعَ ফে'ল ة যমীর ফায়েল نَا যমীর মাফউলে বিহী ببركاته হলো نفع এর প্রথম মুতাআল্লিক, فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ হলো দ্বিতীয় মুতাআল্লিক। ফে'ল ফায়েল মাফউল ও উভয় মুতাআল্লিক মিলে মা'তূফ। মা'তূফ ও মা'তূফ আলায়হি মিলে جملةٌ دُعائيه

তারকীব : اٰمِيْن ইসমে ফে'লটি استجب অর্থে, এর পূর্বে اَللّٰهُمَّ নেদা উহ্য রয়েছে। اِسْتَجِبْ ফে'ল ফায়েল মিলে জওয়াবে নেদা, নেদা ও জওয়াবে নেদা মিলে جُمْلَةٌ نِدَائِيَه اِنْشَائِيَه

حِكَايَةٌ : حُكِيَ اَنَّ رَجُلًا اِشْتَرٰى غُلَامًا فَقَالَ لَهٗ يَامَوْلَا يَ اُرِيْدُ مِنْكَ ثَلٰثَةَ شُرُوْطٍ اَحَدُهَا اَنْ لَّا تَمْنَعَنِيْ عَنِ الصَّلٰوةِ اِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا وَالثَّانِيْ اَنْ تَسْتَخْدِمَنِيْ بِالنَّهَارِ وَلَاتَشْغُلَنِيْ بِاللَّيْلِ وَالثَّالِثُ اَنْ تَجْعَلَ لِيْ بَيْتًا لَا يَدْخُلَهٗ اَحَدٌ غَيْرِيْ،فَقَالَ لَهٗ لَكَ ذٰلِكَ فَانْظُرْ اِلٰى هٰذِهِ الْبُيُوْتِ فَطَافَ بِهَا حَتّٰى رَاٰى بَيْتًا خَرَابًا فَاخْتَارَهٗ

(১) বুযুর্গ এক গোলাম

অনুবাদ ॥ বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি একটি গোলাম ক্রয় করল। গোলাম তাকে বললো, হে আমার মনিব! আপনার নিকট আমি তিনটি আবেদন পেশ করতে চাই– (১) নামাযের সময় এসে গেলে আপনি আমাকে তা থেকে বাধা দেবেন না। (২) আপনি আমার দ্বারা খিদমত গ্রহণ করবেন দিনের বেলায়, রাতে আমাকে আপনার খিদমতে ব্যস্ত রাখবেন না। (৩) আপনি আমার জন্য একটি ঘর নির্দিষ্ট করে দেবেন। তাতে আমি ছাড়া কেউ প্রবেশ করবে না। মালিক বললো, তোমার শর্তাবলি মঞ্জুর। (মনিব কতকগুলো ঘরের দিকে ইশারা করে বললো) তুমি এ ঘরগুলো দেখো। (কোনটা তোমার মছন্দমতো।) তখন গোলাম ঘরগুলোর চার পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করলো। এক পর্যায়ে সে একটি পতিত ঘর দেখে সেটাই পছন্দ করলো।

তাহকীক : حُكِيَ : ماضى مجهول ـ واحد غائب অর্থ বর্ণিত। حَكٰى يَحْكِيْ حِكَايَةً (ض) বর্ণনা করা, ناقص يائى

اَنَّ : এটি حرفِ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعل ইসমকে রফা ও খবরকে নসব দেয়। বাক্যের গুরুত্ব বা তাকীদের জন্যে আসে। বাক্যের মাঝে আসায় হামযা যবর বিশিষ্ট হয়েছে।

رَجُلًا : পুরুষ, লোক, বহুঃ رِجَالًا ـ رَجْلًا (س) رَجِلَ পদব্রজে চলা, হাঁটা।

اِشْتَرٰى : ماضى مطلق، واحد مذكر غائب বাবে افتعال কিনলো, মাদ্দা ش ر ى ـ ناقص يائ মাসদার اِشْتِرَاءٌ ক্রয়/বিক্রয় করা।

غُلَامٌ : সবুজ পত্র, যুবক, বালক, সেবক, ভৃত্য, বহুঃ اُغْلِمَةٌ، غِلْمَانٌ

قَالَ : ماضى معروف ـ واحد مذكر غائب বাবে نصر মাসদার اَلْقَوْلُ বলা, জিন্‌স اجوف واوى (ض) قَالَ يَقِيْلُ قَيْلُوْلَةً দুপুরে শয়ন করা, মাদ্দা اجوف يائى، ق ـ ى ـ ل

مَوْلَايَ ঃ مَوْلَا শব্দটি একবচন, বহুঃ مَوَالِيُ অর্থ চাচাত ভাই, মনিব, নেতা, আযাদকৃত গোলাম, বন্ধু প্রভৃতি। ىটি মুযাফ ইলায়হি।

أُرِيْدُ : শব্দটি اَلْإِرَادَةُ মাসদার اِفْعَال বাবে مضارع معروف، واحد متكلم ইচ্ছা করা, সংকল্প করা, আগ্রহ পোষণ করা, বাবে نصر হতে رَادَ يَرُوْدُ رَوْدًا কারো খোঁজে ঘোরা, এ থেকেই رَائِدٌ অর্থ সি,আই,ডি, বা গুপ্তচর।

شُرُوْط : شَرْطٌ এর বহুঃ চুক্তি, অঙ্গীকার, কোনো কাজের বহির্গত বিষয়াদি, شَرَطَ(ن) শর্তারোপ করা, (س) شَرِطَ বড়ো কোনো বিষয়ে মগ্ন হওয়া। شَرَط আলামত, চিহ্ন, شُرْطِيٌّ পুলিশ।

أَحَدٌ : এক, মূলত وَحَدٌ ছিলো, وَحَدَ (ض) وَحْدًا حِدَةً-مثال واوى একাকী হওয়া, وَحَّدَ تَوْحِيْدًا একক ঘোষণা করা, توحد একাকী থাকা, (افتعال) اَلْإِتِّحَادُ এক হওয়া

لَاتَمْنَعْنِيْ : আমাকে নিষেধ করবেন না। مضارع - واحد مذكر حاضر বাবে فتح - جنس صحيح মাসদার اَلْمَنْعُ বিরত রাখা, নিষেধ করা।

دَخَلَ : সে প্রবেশ করলো (ن) دَخَلَ دُخُوْلًا প্রবেশ করা, (افعال) اَدْخَلَ প্রবেশ করানো, ঢুকানো, دَاخِلَةٌ ভর্তি, دَاخِلِيَّةٌ ভেতরগত, অভ্যন্তরীণ।

وَقْتٌ : সময়, কাল, বহুঃ أَوْقَات - وَقَّتَ تَوْقِيْتًا সময় নির্ধারণ করা।

تَسْتَخْدِمُنِيْ : আমাকে কাজে লাগাবেন, আমার থেকে সেবা নেবেন। واحد مذكر حاضر مضارع معروف বাবে استفعال (ض) خَدَمَ يَخْدِمُ সেবা করা, কাজ করা, خَادِم সেবক, কর্মচারী।

نَهَارٌ : দিন, বহুঃ أَنْهُرٌ ও نُهُرٌ - نَهْر নহর, ঝর্ণা, বহুঃ أَنْهَارٌ

لَاتَشْغَلْنِيْ : আমাকে লিপ্ত করবেন না। واحد حاضر - مضارع منفى বাবে ضرب - شَغَلَ কাজ, চাকরি। বহুঃ اشغال - بصلهٔ باء মগ্ন করা, بصلهٔ مِنْ মুখ ফিরানো।

لَيْلٌ : রাত مذكر ও مونث উভয়রূপে ব্যবহৃত হয়। বহুঃ لَيَالِى

تَجْعَلُ : নির্মাণ/নির্দিষ্ট করবেন مضارع - واحد مذكرحاضر বাবে فتح -

بَيْتًا : ঘর, বহুঃ أَبْيَاتٌ، بُيُوْتٌ আর جمعُ الْجَمْعِ হলো أَبَابِيْتُ، بُيُوْتَاتٌ

بَاتَ يَبِيْتُ بَيْتًا بَيَاتًا بَيْتُوْتَةً - রাত যাপন করা, বিবাহ করা।

غَيْر : ব্যতিত, ছাড়া, অন্য। বহুঃ أَغْيَارٌ শব্দটি অতিরিক্ত অস্পষ্টতা থাকায় ইযাফত সত্ত্বে نكرة গণ্য হয়। এ কারণে احد। সিফত হওয়া বৈধ।

أُنْظُرْ : তাকাও, امر معروف - واحد مذكرحاضر বাবে صحيح - نصر এর بصلهٔ فى গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা, بصلهٔ لام দয়া ও স্নেহ করা بصلهٔ إِلَى চিন্তা-গবেষণা করা, বাবে افعال হতে اَلْإِنْتِظَار অপেক্ষা করা।

طَافَ طَوَافًا (ن) ـ ماضى مطلق واحد مذكر غائب : طَافَ সে প্রদক্ষিণ করলো, ঘুরলো ঘোরা, প্রদক্ষিণ করা, اجوف واوى ـ قال এর কায়দায় واو টি আলিফ হয়েছে।

رَأَى يَرَى رُؤْيَةً (ف) ـ ماضى معروف واحد مذكر غائب ঃ رَأَىٰ সে দেখল, দেখা, ناقص ياى

مهموز عين অতএব جنس مركب

لِمَ ঃ কেন, লামটি হরফে জার, আর مَا হল اِسْتِفْهَامِيَّة এর সাথে হরফে জার মিলিত হলে আলিফ বিলুপ্ত হওয়া ওয়াজিব। যেমন- لِمَ تَقُوْلُوْنَ ـ عَمَّ يَتَسَائَلُوْنَ ইত্যাদি।

خَرَابٌ ঃ বিরান, জনমানবহীন, বহুঃ خِرَاب ،اَخْرِبَة ـ (س) خَرِبَ خَرَبًا উজাড় হওয়া।

اِخْتَارَ ঃ সে সব পসন্দ করল, নির্বাচন করল, ماضى معروف ـ واحد مذكر غائب বাবে افتعال اِخْتَارَ اِخْتِيَارًا নির্বাচন করা, বেছে নেয়া, اجوف يائى মূলত اِخْتَيَرَ ছিল। بَاعَ এর কায়দায় তা'লীল হয়েছে।

اِخْتَرْتَ ঃ ماضى معروف ـ واحد مذكرحاضر বাবে افتعال মূলত اختيرت ছিল, ইয়া আলিফ হয়ে واو এর সাথে اجتماع ساكنين হওয়ায় বিলুপ্ত হয়েছে।

তারকীব ঃ حرف مُشَبَّه بفعل হল اَنَّ ـ حُكِىَ فعل مجهول আর رَجُلاً হল তার ইসম। اِشْتَرٰى ফে'ল, هُوَ যমীর উহ্য ফায়েল। غُلَامًا মাফউল, ফে'ল, ফায়েল ও মাফউল মিলে জুমলা হয়ে اَنَّ এর খবর। اَنَّ তার ইসমও খবর মিলে حُكِىَ এর নায়িবে ফায়েল।

فَقَالَ لَهٗ يَامُوْلَاىَ ঃ فا টি تَعْقِيْبِيَّه ـ قَالَ ফে'ল, هوযমীর মুস্তাতির ফায়েল এবং له এর متعلق এসব মিলে قول ـ يَامُوْلَاىَ নেদা-মুনাদা মিলে نداء ফে'ল ফায়েল مِنْكَ মুতাআল্লিক ثَلَاثَة মুমায়্যাজও شُرُوْط তমীয মিলে মাফউল। অতঃপর এসব মিলে জুমলা হয় مقوله

اَحَدُهَا الخ ঃ اَحَد মুযাফ, هَا মুযাফ ইলায়হি মিলে মুবতাদা, ان মাসদারিয়্যা, لاتَمْنَعْنِىْ ফে'ল, انت যমীর মুস্তাতির ফায়েল, ن নূনে বেকায়া ইয়া মুতাকিল্লিম মাফউলে বিহি, عَنِ الصَّلٰوة মুতাআল্লিক, اذا যরফিয়া ইসমে শর্ত, دَخَلَ ফে'ল, وَقْتُهَا মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে ফায়েল, ফে'ল ফায়েল ও যরফ (মাফউলে ফীহ)

মিলে لَاتَمْنَعْ ফে'লের সাথে মুতাআল্লিক। অতঃপর এসব মিলে مفرد এর তাবীলে اَحَدُهَا মুবতাদার এর খবর, মুবতাদা-খবর মিলে জুমলায়ে খবরিয়্যাহ।

الثَّانِى أَنْ تَسْتَخْدِمَنِى الخ : الثَّانِى মুবতাদা, ان মাসদারিয়্যাহ تَسْتَخْدِمَنِى ফে'ল, ফায়েল, মাফউল এবং بِالنَّهَارِ মুতাআল্লিক মিলে মা'তূফ আলায়হি, واو হরফে আত্ফ, لَاتَشْغَلَنِى ফে'ল ফায়েল মাফউল এবং بِاللَّيْلِ মুতাআল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যা হয়ে মাতূফ, অতঃপর মাতূফ-মা'তূফ আলায়হি মিলে بتاويل مُفرد হয়ে খবর, মুবতাদা খবর...

اَلثَّالِثُ اَنْ تَجْعَلَ الخ : اَنْ মাসদারিয়্যা, تَجْعَلَ ফে'ল-ফায়েল, لِى মুতাআল্লিক, بَيْتًا মাওসূফ, لَايَدْخُلُهُ ফে'ল, ه যমীর মাফউল, اَحَدٌ মাওসূফ, غَيْرِى মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে সিফত, মাওসূফ সিফত, মিলে ফায়েল। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউল মিলে بَيْتًا এর সিফত, بَيْتًا মাওসূফ তার সিফত মিলে মাফউল, ফে'ল ফায়েল ও মাফউল মিলে মুফরাদের তাবীলে হয়ে খবর, মুবতাদা খবর...

فَقَالَهُ لَكَ الخ فا টি تعقيبية - قَالَ ফে'ল, هُوَ যমীর মুস্তাতির ফায়েল, لَهُ জার-মাজরূর মিলে মুতাআল্লিক, এসব মিলে قول - لَكَ জার-মাজরূর মিলে ثَابِتٌ উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে মুতাআল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম, ذَالِكَ মুবতাদায়ে মুয়াখ্যার, মুবতাদা খবর মিলে قول - مُقُولہ ও مقوله মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া খবরিয়্যাহ।

فَانْظُرْ اِلَى الخ، تعقيبيه - اُنْظُرْ ফে'ল, اَنْتَ যমীর মুস্তাতির ফায়েল, اِلَى জার هٰذِهِ ইসমে ইশারা, اَلْبُيُوْتِ মুশারুন ইলায়হি মিলে মাজরূর, জার মাজরুল মিলে اُنْظُرْ ফে'লের সাথে মুতাআল্লিক।

فَطَافَ بِهَا الخ : طَافَ ফে'ল, هُوَ যমীর মুস্তাতির ফায়েল بِهَا প্রথম মুতাআল্লিক, حَتّٰى টি اِلَى এর অর্থে হরফে জার, اَنْ উহ্য رَاٰى ফে'ল هُوَ যমীর মুস্তাতির ফায়েল, بَيْتًا মাওসূফ, خَرَابًا সিফত মিলে মাফউলে বিহী। رَاٰى ফে'ল তার ফায়েল ও মাফউল মিলে مفرد এর তাবীলে হয়ে মাজরূর। জার মাজরূর মিলে দ্বিতীয় মুতাআল্লিক। طَافَ ফে'ল তার ফায়েল ও উভয় মুতাআল্লিক মিলে জুমালায়ে ফে'লিয়াহ খবরিয়্যাহ।

فَاخْتَارَهُ : اِخْتَارَ ফে'ল-ফায়েল, ও ه মাফউল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া খবরিয়্যা।

فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ لِمَ اخْتَرْتَ الْخَرَابَ؟

فَقَالَ يَامَوْلَايَ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْخَرَابَ يَكُونُ مَعَ اللّٰهِ عِمَارَةً وَبُسْتَانًا. فَصَارَ الْغُلَامُ يَأْوِي إِلَيْهِ بِاللَّيْلِ. فَفِي بَعْضِ اللَّيَالِي اِتَّخَذَ مَوْلَاهُ مَجْمَعًا لِلشَّرَابِ وَاللَّهْوِ. فَلَمَّا انْتَصَفَ اللَّيْلُ وَتَفَرَّقَ أَصْحَابُهُ. قَامَ يَطُوفُ فِي الدَّارِ. فَوَقَفَ عَلَى حُجْرَةِ الْغُلَامِ. فَإِذَا فِيهَا قِنْدِيلٌ مِنْ نُورٍ مُعَلَّقٍ مِنَ السَّمَاءِ، وَالْغُلَامُ فِي السُّجُودِ يُنَاجِي رَبَّهُ وَهُوَ يَقُولُ: إِلٰهِي أَوْجَبْتَ عَلَيَّ خِدْمَةَ مَوْلَايَ نَهَارًا وَلَوْلَاهُ مَا اشْتَغَلْتُ إِلَّا بِخِدْمَتِكَ لَيْلِي وَنَهَارِي، فَأَعْذِرْنِي رَبِّي. فَلَمْ يَزَلْ مَوْلَاهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ. فَارْتَفَعَ الْقِنْدِيلُ وَانْخَتَمَ السَّقْفُ.

অনুবাদ॥ মনিব তাকে বললেন, তুমি এ জনমানবহীন পতিত ঘরটিকে পছন্দ করলে কেন? সে উত্তরে বললো, হে আমার মনিব! আপনি কি জানেন না, জনমানবহীন ঘরও আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে সজীবতা লাভ করে এবং তা মনোরম উদ্যানে পরিণত হয়? গোলামটি উক্ত ঘরে রাত যাপন করতে লাগলো, এক রাতে তার মনিব বিনোদন ও সূরা পানের আসর জমালেন। যখন রাত দ্বিপ্রহর হলো এবং তার সঙ্গী সাথীগণ যার যার গন্তব্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো তখন তিনি উঠে বাড়িতে পায়চারী করতে লাগলেন। এক সময় তিনি গোলামের কক্ষের সামনে এসে দাঁড়ালে হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন তার কক্ষে একটি নূরের ঝাড়বাতি আকাশ থেকে ঝুলছে। আর গোলামটি সেজদায় লুটিয়ে পড়ে স্বীয় প্রতিপালকের সমীপে কেঁদে কেঁদে আবেদন নিবেদন জানাচ্ছে। সে বলছে– হে আমার প্রভু! তুমি দিনের বেলায় আমার উপর আমার মনিবের সেবা ওয়াজিব করেছো। যদি তা না হতো তাহলে দিবা-নিশি আমি তোমারই ইবাদতে মগ্ন থাকতাম। কাজেই প্রভু হে! তুমি আমার অপারগতা ও অক্ষমতা কবুল করো। তার মনিব তার দিকে তাকিয়েই থাকলেন এক সময় সুবহে সাদিক উদয় হয়ে গেলো। তখন ঝাড়বাতিটি (আকাশের দিকে) উঠে গেলো। আর ছাদ বন্ধ হয়ে গেলো।

তাহকীক : عِمَارَةٌ আবাদী, বসতী, জনবহুল, সজীব। বহুঃ عِمَارَاتٌ

عَمَرَ عِمَارَةً (ن) নির্মাণ করা, মুখরিত রাখা।

بُسْتَانٌ : বাগান, উদ্যান, بُوسِتَانْ এর مُعَرَّبْ বা আরবিরূপ। বহু ঃ بَسَاتِيْنُ

صَارَ ঃ فعل ناقص অর্থ-হলো; صَارَ صَيْرُوْرَةٌ হওয়া, পরিবর্তন হওয়া। চাই অবস্থার পরিবর্তন হোক। যেমন- صَارَ الشَّابُّ شَيْخًا যুবক বৃদ্ধ হয়ে গেছে বা হাকীকাত পরিবর্তন যেমন- صَارَ الطِّيْنُ خَزَفًا কাদা কাঁকরে পরিণত হয়েছে। বা সিফতের পরিবর্তন হোক যেমন- صَارَ الْجَاهِلُ عَالِمًا মূর্খ বিদ্যান হয়ে গেছে।

يَأْوِيْ : আশ্রয় নিলো, واحد مذكر غائب ـ مضارع معروف (ض) أَوَى يَأْوِيْ আশ্রয় নেয়া, أَوْيٌ ـ اوا ، মাসদার جِنْسِ مُرَكَّبْ অতএব ناقص يائ ও اجوف واوى

اِتَّخَذَ : সে ধরলো, শুরু করলো, তৈরি করলো, ماضى قمعروف ـ واحد مذكر غائب বাবে افتعال মূলত اِاتَّخَذَ ছিলো। মাদ্দা ا ـ خ ـ ذ মহমুযফা।

مَجْمَعٌ : সমাবেশ, একাডেমী, সংস্থা, সভা, اسم ظرف ـ واحد مذكر বহুঃ مَجَامِعُ

شَرَابٌ : পানীয় বস্তু, মদ (س) شَرِبَ شُرْبًا পান করা, বহুঃ مَشْرَبٌ ـ أَشْرِبَةٌ মতাদর্শ।

اَللَّهْوُ : খেলা, ক্রীড়া, (ن) لَهَى يَلْهُوْ لَهْوًا খেলা করা, اَلْهَى يُلْهِىْ উদাসীন করা, বেখবর করা।

اِنْتَصَفَ : অর্ধেক হলো, واحد مذكر غائب ـ ماضى معروف বাবে افتعال (ن ض) نصف অর্ধেক পর্যন্ত পৌছানো।

تَفَرَّقَ : واحد مذكر غائب ـ ماضى معروف বাবে تفعل বিচ্ছিন্ন হলো; এ থেকেই مفرق মোড় বা রাস্তার সংযোগস্থল, চুলের সীতা।

قَامَ : দাঁড়ালো, واحد مذكر غائب ـ ماضى معروف ـ (ن) قَامَ يَقُوْمُ قِيَامًا দাঁড়ালো। মূলত قَوَمَ اجوف واوى ছিলো। أَقَامَ إِقَامَةً দাঁড় করানো, মুকীম হওয়া, অবস্থান করা।

اَلدَّارُ : ঘর, বাড়ি, বহুঃ دُوْرٌ، أَدْؤُرٌ، دِيَارٌ، أَدْوِرَةٌ বাবে نصر হতে دَارَ دَوْرًا ঘূর্ণন করা, আবর্তন করা, مُدَوَّرٌ গোলাকার, বৃত্ত।

وَقَفَ : থেমে গেলো, واحد مذكر غائب ـ ماضى معروف ـ مثال واوى (ض) وَقَفَ وُقُوْفًا থেমে যাওয়া।

حُجْرَةٌ : কক্ষ, কুটির, বহুঃ حُجُرَاتٌ ـ حُجَرَاتٌ ـ حُجْرَاتٌ ـ حُجَرٌ

غُلَامٌ : ভৃত্য, দাস, নবযুবক, সবুজ রেখা, বহুঃ غِلْمَانٌ - (ض) غَلَمَ غَلْمًا রিপু পূজারি হওয়া, غُلْمَةٌ، أَغْلِمَةٌ غَيْلَمٌ কেঁচো, ব্যাঙ।

قِنْدِيلٌ : ফানুস, লান্টিন, হারিকেন, প্রদীপ, বহু ঃ قَنَادِيلُ

نُورٌ : আলো, জ্যোতি, ঐ অবস্থা যা দৃষ্টিশক্তি সর্বপ্রথম অনুমান করে অতঃপর তার মাধ্যমে দৃশ্যমান বস্তুর জ্ঞান লাভ করে। বহুঃ أَنْوار، نِيرَانٌ

مُعَلَّقٌ : ঝুলন্ত, واحد مذكر اسم مفعول বাবে تفعيل হতে ঝুলানো। تفعّل - تَعَلَّقَ হতে সম্পর্ক রাখা।

اَلسَّمَاءُ : আকাশ, আসমান, মহাশূন্য যা পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে। বহুঃ سَمَاوَاتٌ - أَسْمِيَة সমা, سُمِيٌّ খ্যাতি।

اَلسُّجُوْد : বাবে نصر এর মাসদার, সাজদা করা, ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করা, বিনয়ী হওয়া, سَاجِدٌ সাজদাকারী বহুঃ سُجَّدٌ سُجُود

يُنَاجِيْ : مفاعلة বাবে مضارع معروف - واحد مذكر غائب গোপনে মৃদুস্বরে আলাপ করা। কানে কানে কথা বলা, نَجَى - يَنْجُوْ (ن) ناقص واوى দ্রুত পায়ে হাঁটা। اِسْتَنْجَى اِسْتِنْجَاءً মুক্তি পাওয়া।

اَوْجَبْتَ : افعال বাবে ماضى معروف - واحد حاضر অবধারিত করেছো। জরুরি সাব্যস্থ করেছো। مثال واوى মাসদার الايجاب অবধারিত করা।

لَوْلَا : এটি মূলত لَوْ এবং لَا এর যুক্তরূপ, কারো মতে ভিন্ন একটি হরফ। এটি চারভাবে ব্যবহৃত হয়- ক, দু'বাক্যের পূর্বে এসে প্রথমটির অস্তিত্বের কারণে দ্বিতীয়টির অস্তিত্ব না হওয়া বুঝায়। যেমন- لَوْلَا زَيْدٌ لَهَلَكَ عُمَرُ খ. تَحْضِيْض তথা উৎসাহদান কল্পে, যথা- لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ গ. عَرَض তথা অনুনয় বিনয় প্রকাশ, لَوْلَا اَخَّرْتَنِيْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ঘ. تَوْبِيْخ তথা ধমক দেয়ার জন্যে, যথা- لَوْلَا جَاؤُوْا عَلَيْهِ তারা আসলো না কেন?

فَاعْذِرْنِيْ : আমাকে অপারগ মনে করুন। امر معروف - (ن) عَذَرَ عُذْرًا وَمَعْذِرَةً واحد مذكر حاضر ওজর বা অপারগতা গ্রহণ করা।

لَمْ يَزَلْ : جنس ناقص - نفى جحد بلم معروف - واحد مذكر غائب সব সময় রয়েছে। زَالَ يَزُوْلُ زَوَالًا (ن) এবং زَالَ يَزَالُ زَيْلًا (س) অর্থ বিনষ্ট হওয়া, বিনষ্ট করা, اجوف واوى বা يائ মূল অর্থে نفى থাকায় এর ওপর حرف نفى আসার ফলে اِثبات তথা সব সময় থাকার অর্থ দেয়।

طَلَعَ ঃ ماضى معروف ـ واحد مذكر غائب মাসদার (ن) الطُّلُوْعُ উদয় হওয়া, প্রকাশ পাওয়া।

فَجْرٌ : ভোরের আলো, فُجُوْرًا (ن) فَجَرَ মিথ্যা বলা, পাপ করা, ব্যভিচার করা, (س) فَجْرًا দান করা, فَجَّرَ বাবে تفعيل হতে পানি প্রবাহিত করা।

তারকীব : فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ الخ ঃ فا টি تعقيبيه قَالَ ফে'ল لَهُ প্রথম মুতাআল্লিক। مَوْلَاهُ মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে ফায়েল। ফে'ল-ফায়েল ও মুতাআল্লিক মিলে قول - لم এর ل হরফে জার, مَا মাজরূর মিলে اِخْتَرْتَ এর সাথে মুতাআল্লিক, اِخْتَرْتَ ফে'ল, تَ যমীরে বারিয ফায়েল, اَلْخَرَابَ মাফউল ও মুতাআল্লিক মিলে জুমলা হয়ে مَقوله

لِمَ اخْتَرْتَ الْخَرَابَ : لام হরফে জার, مَا হলো اِسْتِفْهَامِيّه মাজরূর, জার মাজরূর মিলে মুতাআল্লিক اخترت ফে'লের সাথে। اخترت ফে'ল ت যমীর ফায়েল اَلْخَرَابَ মাফউল, ফে'ল ফায়েল মাফউল ও মুতাআল্লিক মিলে জুমলা হয়ে مقوله

يَامَوْلَاىَ - قول মিলে যমীর মুস্তাতির هُوَ ফে'ল قال : فَقَالَ يَا مَوْلَاىَ الخ নিদা - মুনাদা মিলে ندا, হামযা ইস্তিফহামিয়্যা, مَا عَلِمْتَ ফে'ল ت ফায়েল, ان হরফে মুশাব্বাহা বিল ফে'ল اَلْخَرَابَ ইসম, يَكُوْنُ ফে'লে নাকিস, যমীর ইস্‌ম, مَعَ মুযাফ, اللّٰه মুযাফ ইলায়হি মিলে يَكُوْنُ এর সাথে মুতাআল্লিক, عِمَارَةٌ মাতূ'ফ, واو হরফে আতফ ও بُسْتَانٌ মা'তূফ মিলে يَكُوْنُ এর খবর, ফে'লে নাকিস তার ইসম খবর ও মুতাআল্লিক মিলে ان এর খবর, ان তার ইসমও খবর মিলে عَلِمْتَ এর মাফউল, عَلِمْتَ ফে'ল, ফায়েল ও মাফউল মিলে جواب ندا - جواب نداء ও نداء মিলে جمله نِدايه

فَصَارَ الْغُلَامُ الخ - فا تعقيبيه صَارَ ফে'লে নাকিস, اَلْغُلَامُ ইসম, يَاوِىْ ফে'ল, هُوَ যমীর মুস্তাতির ফায়েল, اِلَيْه প্রথম মুতাআল্লিক بِاللَّيْلِ দ্বিতীয় মুতাআল্লিক, ফে'ল ফায়েল ও উভয় মুতাআল্লিক মিলে جملة فعليه হয়ে খবর, صَارَ ফে'লে নাকিস তার ইসম ও খবর মিলে جمله فعليه خبريه

فَفِىْ بَعْضِ اللَّيَالِىْ الخ - فى হরফে জার, بَعْض মুযাফ ও اللَّيَالِىْ মুযাফ ইলায়হি মিলে মাজরূর হয়ে اتخذ ফে'লের, متعلق مقدم - مَولاه ফায়েল, مَجْمَعًا শিবহে ফে'ল, لام হরফে জার, الشَّرَاب ও اللَّهْو মাতূফ -

মাতূফ আলায়হি মিলে মাজরূর, জার মাজরূর মিলে মুতাআল্লিক مُجْتَمَعًا এর সাথে। শিবহে ফে'ল তার মুতাআল্লিক মিলে মাফউল, ফে'ল ফায়েল মাফউল ও মুতাআল্লিক মিলে جملةٌ فعليه خبريه

اَللَّيل الخ فَلَمَّا انْتَصَفَ اللَّيْلُ - لما হরফে শর্ত। اِنْتَصَفَ ফে'ল اَللَّيل ফায়েল মিলে মা'তূফ আলায়হি, تفرق اصحابه মা'তূফ, মা'তূফ ও মা'তূফ আলায়হি মিলে শর্ত।

قَامَ يَطُوْفُ الخ - قَامَ ফে'ল هُوَ যমীর মুস্তাতির জুলহাল, يَطُوْفُ ফে'ল ফায়েল, اَلدَّار এর সাথে মুতাআল্লিক। ফে'ল ফায়েল ও মুতাআল্লিক মিলে হাল। হাল ও জুলহাল মিলে قَامَ এর ফায়েল। قَامَ ফে'ল-ফায়েল মিলে মা'তূফ আলায়গি।

فَوَقَفَ عَلَى حُجْرَةِ الخ - وا হরফে আত্ফ। وَقَفَ ফে'ল -ফায়েল, عَلَى হরফে জার, حُجْرَةِ الْغُلَامِ মাজরূর মিলে মুতাআল্লিক وَقَفَ ফে'লের সাথে। ফে'ল ফায়েল মিলে جملة فعليه হয়ে মা'তূফ, মা'তূফ ও মা'তূফ আলায়হি মিলে জাযা।

فَاِذَا فِيْهِ قِنْدِيْلٌ الخ : اذا টি مفاجاتيه তথা আকস্মিকতা বুঝানোর জন্যে। এরপরে সাধারণত اُحِسَّ ফে'ল উহ্য থাকে। فِيْهَا তার সাথে মুতাআল্লিক, قِنْدِيْل মাওসূফ, فِىْ نُوْرٍ উহ্য كَائِنٌ এর সাথে মুতাআল্লিক, كَائِن তার هُوَ যমীর ফায়েল ও মুতাআল্লিক মিলে প্রথম সিফত। مُعَلَّق শিবহে ফে'ল هُوَ যমীর ফায়েল, مِنَ السَّمَاءِ মুতাআল্লিক। শিবহে ফে'ল তার ফায়েল ও মুতাআল্লিক মিলে ২য় সিফত, মাওসূফ তার উভয় সিফত মিলে اُحِسَّ উহ্য ফে'লের নায়িবে ফায়েল, ফে'ল তার নায়িবে ফায়েল ও মুতাআল্লিক মিলে جملة جزائيه

وَالْغُلَامُ فِى السُّجُوْدِ الخ - اَلْغُلَامُ মুবতাদা, فِي السُّجوْدِ উহ্য كَائِن শিবহে ফে'লের সাথে মুতাআল্লিক حَال مقدم - يُنَاجِىْ যমীর যুলহাল, رَبَّهُ মাফউল, واو টি حَاليه - هو মুবতাদা يقولُ ফে'ল - ফায়েল, মিলে খবর, মুবতাদা খবর মিলে جملةٌ اسميه হয়ে قول - اِلٰهِىْ এখানে يا হরফে নেদা মাহযুফ রয়েছে। নিদা ও মুনাদা মিলে নেদা। اِلٰهِىْ أَوْجَبْتَ ফে'ল ফায়েল عَلَىَّ এর সাথে মুতাআল্লিক। خِدْمَةَ মুযাফ ও مَوْلَاىَ মুযাফ ইলায়হি মিলে মাফউলে বিহী, نَهَارًا মাফউলে ফীহ,

এসব মিলে جملة فعليه হয়ে মা'তূফ আলায়হি। (সামনে গোলামের সকল কথা مقوله হয়ে বাক্য পূর্ণ হবে।)

وَلَوْلَاهُ مَا اشْتَغَلْتُ الخ ـ واو টি আতিফা, لَوْلَا সাধারণত মুবতাদার ওপর দাখিল হয়। এখানে সেটি হলো لَوْلَا اِيْجَابُ الْخِدْمَةِ ثَابِتٌ ـ اِيْجَابُ الْخِدْمَةِ মুবতাদা, ثابت খবর মিলে শর্ত।

مَا اشْتَغَلْتُ ফে'ল-ফায়েল, بِخِدْمَةِ اَحَدٍ মুস্তাসনা মিনহু মাহযূফ, اِلَّا হরফে ইস্তিসনা, بِخِدْمَتِكَ মুস্তাসনা, উভয় মিলে مَا اشْتَغَلْتُ এর সাথে মুতাআল্লিক। لَيْلِيْ وَنَهَارِيْ মাফউলে ফীহ। ফে'ল ফায়েল মাফঊল ও মুতাআল্লিক মিলে جملة فعليه হয়ে جَزاء মা'তূফ। মা'তূফ ও মা'তূফ আলায়হি মিলে جواب نداء ـ نِداء ـ جواب نداء মিলে মা'তূফ আলায়হি।

فَاعْذِرْنِىْ رَبِّىْ الخ ـ اعذر : ফে'ল, যমীর اَنْتَ মুস্তাতির ফায়েল نون টি نون وقايه ইয়া মুতাআল্লিক মাফউল, ফে'ল ফায়েল ও মাফউল মিলে ـ ربى جوابِ نِدا مقدّم এর পূর্বে يا হরফে নিদা মাহযূফ রয়েছে يا ربى নিদা মুনাদা মিলে نِدَاء ـ نِدا ،نِداء جوابِ মিলে মা'তূফ।

فَلَمْ يَزَلْ مَوْلَاهُ الخ ـ لَمْ يَزَلْ ফে'লে নাকিস مولاه ইসম يَنْظُرُ ফে'ল ফায়েল اِلَيْهِ প্রথম মুতাআল্লিক, حَتّٰى হরফে জার, طَلَعَ الْفَجْرُ ফে'ল, ফায়েল মিলে মুফরাদের তাবীলে হয়ে মাজরূর, জার-মাজরূর মিলে ২য় মুতাআল্লিক। ফে'ল তার ফায়েল ও উভয় মুতাআল্লিক মিলে জুমলা হয়ে খবর, لم يزل ফে'লে নাকিস তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যা খবরিয়্যা।

فَارْتَفَعَ الْقِنْدِيْلُ : ارتفع ফে'লও اَلْقِنْدِيْلُ ফায়েল মিলে মা'তূফ আলায়হি এভাবে اِنْخَتَمَ السَّقْفُ হলো মা'তূফ।

فَجَاءَ الرَّجُلُ وَاَخْبَرَ اِمْرَاَتَهُ بِذٰلِكَ . فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الْقَابِلَةُ قَامَ الرَّجُلُ وَامْرَاَتُهُ عَلٰى الْحُجْرَةِ وَالْقِنْدِيلُ مُعَلَّقٌ وَالْغُلَامُ فِى السُّجُوْدِ وَالْمُنَاجَاتِ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ، ثُمَّ دَعَوا الْغُلَامَ وَقَالَا اَنْتَ حُرٌّ لِّوَجْهِ اللّٰهِ . حَتّٰى تَتَفَرَّغَ لِخِدْمَةِ مَنْ كُنْتَ تَعْتَذِرُ اِلَيْهِ وَاَخْبَرَاهُ بِمَا رَاَيَا مِنْ كَرَامَاتِهِ عَلَى اللّٰهِ فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ : اِلٰهِىْ ! كُنْتُ اَسْئَلُكَ اَنْ لَّا تَكْشِفَ سِتْرِىْ وَاَنْ لَّا تُظْهِرَ حَالِىْ . فَاِذَا كَشَفْتَهُ فَاَقْبِضْنِىْ اِلَيْكَ . فَخَرَّ مَيِّتًا . رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى

অনুবাদ ॥ তারপর মনিব তার কক্ষের সম্মুখ থেকে চলে আসলেন। তিনি তার স্ত্রীকে এ বিষয়ে অবহিত করলেন। যখন পরবর্তী রাত আসলো মনিব তার স্ত্রীসহ গোলামের কক্ষের সামনে এসে দাঁড়ালে দেখলেন। ঝাড়বাতিটি ঝুলছে আর গোলামটি সুবহে সাদিক উদয় হওয়া পর্যন্ত সাজদা ও মোনাজাতে রত রয়েছে। এরপর তারা উভয়ে গোলামকে ডেকে বললেন আল্লাহর ওয়াস্তে আমরা তোমাকে মুক্ত করলাম। ফলে তুমি যে সত্তার কাছে ওজর আপত্তি পেশ করছিলে তাঁর ইবাদতের জন্যে অপসর হয়ে গেলে। এরপর তারা আল্লাহর কাছে তার যে কারামত ও বুযর্গি প্রত্যক্ষ করেছেন সে সম্পর্কে অবহিত করলেন। একথা শ্রবণে গোলাম তার উভয় হাত উত্তোলন করে বললো– হে আমার প্রভু! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যে, তুমি আমার গোপন তত্ত্ব কারো কাছে প্রকাশ করবে না এবং আমার অবস্থা কখনো ফাস করবে না। তুমি যখন তা প্রকাশ করে দিয়েছো কাজেই তুমি আমাকে তোমার কাছে উঠিয়ে নাও। এরপরই সে মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়লো। আল্লাহ তা'আলা তার উপর করুণা করুন!

তাহকীক : جَاءَ : হলো ماضى معروف ـ واحد مذكر غائب মাসদার اَلْمَجِيْئُ (ض) আসা, এটি لازم ـ باء দ্বারা মুতাআদ্দী হলে অর্থ হয় নিয়ে আসা। যেমন– جَاءَ بِهِ সে তা নিয়ে এলো جِئْ بِمَاءٍ পানি নিয়ে এসো, (মূলত جِئْنِى ছিলো। জিনস্ يائ اجوف ও مهموز لام অতএব جِنْس مُرَكَّبْ بِالْمَاءِ

اَخْبَرَ : সংবাদ দিলো ماضى معروف ـ واحد مذكر غائب বাবে اَلْاِخْبَارُ ـ افعال সংবাদ দেয়া, অবহিত করা।

اِمْرَاَةٌ : মহিলা, নারী, বহুঃ نِسَاءٌ، نِسْوَانٌ، نِسْوَةٌ এটা جمع مِنْ غَيْرِ اللَّفْظِ (ভিন্ন শব্দ দ্বারা বহুঃ) যেমন– ذُوْ এর বহুঃ اُولُوْ ইত্যাদি।

قَابِلَاتٌ বহুঃ اسم فاعل ـ واحد مونث ধাত্রী, আগন্তুক, আগামী : اَلْقَابِلَةُ ـ قَوَابِلُ

دَعَوَا : تثنيه مذكر غائب ـ ماضى معروف (ن) اَلدَّعْوَةُ وَالدُّعَاءُ ডা কা, আহ্বান করা, ناقص واوى

حُرٌّ : واحد مذكر স্বাধীন, আযাদ, স্ত্রী- حُرَّةٌ বহুঃ اَحْرَارٌ ـ حِرَارٌ জিন্‌স مُضَاعَفِ ثلاثى

وَجْه : চেহারা, সত্তা, লাম যোগে সন্তুষ্টি, لِوَجْهِ اللّٰهِ অর্থ لِرِضَاءِ ذَاتِ اللّٰهِ বহুঃ وجوه ـ مثال واوى

تَتَفَرَّغُ : واحد مذكر حاضر ـ مضارع বাবে تفعل মাসদার اَلْفَرَاغُ অবসর হওয়া।

مَنْ : مَنْ মোট ৬ ধরনের-১. اسم موصول এটা এক বা একাধিক, স্ত্রী-পুরুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। মূল গঠন ذوى العقول তথা মানুষ ও জিনের জন্যে তবে تَغْلِيْبًا সর্ব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ২. نكره موصوفه যেমন- مَرَرْتُ بِمَنْ مُعْجِبٌ لَكَ ৩. شرط যথা- مَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا يُجْزَ بِهٖ ৪. استفهام যথা- مَنْ اَتٰى عِنْدَكَ؟ ৫. خبريه যথা- رَاَيْتُ مَنْ عِنْدَكَ

كَرَامَاتٌ : كَرَامَةٌ এর বহুঃ বুযর্গী, আল্লাহর অলী থেকে প্রকাশিত অস্বাভাবিক কর্ম-কাণ্ড।

سَمِعَ : واحد مذكرغائب ـ ماضى معروف শুনলো, মাসদার اَلسَّمْعُ وَالسَّمَاعُ শ্রবণ করা, কান সজাগ রাখা, اِسْتَمَعَ বাবে افتعال হতেও শ্রবণ করা।

رَفَعَ : واحد مذكرغايب ـ ماضى معروف উঠালো, উত্তোলন করলো, মাসদার (ف) اَلرَّفْعُ

يَدَيْهِ : তার উভয় হস্ত, يَدٌ এর দ্বিবচন। বহুঃ اَيْدِى، اَيَادِىْ ـ يَدٌ মূলত يَدْىٌ ছিলো।

كُنْتُ اَسْئَلُ : واحد متكلم ـ ماضى استمرارى আমি প্রার্থনা করছিলাম, মাসদার السؤال ـ المسئلة চাওয়া, প্রশ্ন করা, سائل প্রশ্নকারী, ভিক্ষুক, مهموز عين

لَاتَكْشِفْ : واحد حاضر ـ مضارع منفى বাবে ضرب ـ اَلْكَشْفُ খোলা, উন্মুক্ত করা, প্রকাশ করা।

سِتْرٌ : পর্দা, আড়াল, আবরণ, ভয়, লজ্জা, বহুঃ سُتُوْرٌ، أَسْتَارٌ মাসদার اَلسَّتْرُ (ن) লুকানো, গোপন করা, আবৃত করা।

لَاتُظْهِرُ : واحد مذكر حاضر ـ مضارع معروف বাবে فتح ـ الاظهار। বাবে افعال হতে প্রকাশ করা, স্পষ্ট করা।

حَالٌ : অবস্থা, পরিস্থিতি। বহুঃ أَحْوَالٌ ـ (ن) حَالَ يَحُوْلُ حَوْلاً ঘূর্ণন করা, حَائِل আড়াল, حَوَّلَ বাবে تفعيل হতে ঘুরানো –

إِقْبِضْ : واحد مذكر حاضر ـ امرمعروف মাসদার اَلْقَبْضُ ধরা, ধারণ করা, পাকড়াও করা। قَبَضَ اللّٰهُ মৃত্যু দান করা, فاقبضنى আমাকে মৃত্যু দান করুন।

خَرَّ : واحد مذكر غائب ـ ماضى معروف ـ (ض) خَرَّ يَخِرُّ خَرًّا وخُرَارًا ওপর থেকে পড়ে যাওয়া, মুখ থুবড়ে পড়া, مُضاعف ثلاثى

مَيِّتًا : মৃত একবচন। ছীগায়ে সিফাত, ওযন ও তা'লীলের ক্ষেত্রে سيد এর ন্যায় অর্থাৎ মূলত مَيْوِتٌ ছিলো, (ن) مَاتَ يَمُوْتُ মৃত্যুবরণ করা, اَلْإِمَاتَتُ (এফয়াল) মেরে ফেলা।

তারকীব : فَجَاءَ الرَّجُلُ وَاَخْبَرَ اِمْرَاَتَهُ الخ : فا টি তা'কীবিয়া, جَاءَ ফে'ল الرجل ফায়েল মিলে মা'তুফ আলায়হি, واو হরফে আতফ, اَخْبَرَ ফে'ল যমীর ফায়েল اِمْرَاَتَهُ মাফউল, اَخْبَرَ ـ بِذٰلِكَ এর সাথে মুতাআল্লিক। এসব মিলে জুমলা হয়ে মা'তূফ।

فَلَمَّا كَانَتْ الخ ـ لما হলো شرطيه ـ كَانَتْ টি تَامَّه، اَللَّيْلَةُ মওসূফ اَلْقَابِلَةُ সিফত মিলে كَانَتْ এর ইসম, ফে'লে নাকিস তার ইসম মিলে জুমলা হয়ে শর্ত। قَامَ ফে'ল.....

عَلَى الْحُجْرَةِ: اَلرَّجُلُ মাতূফ আলায়হি اِمْرَاَتَهُ মা'তূফ মিলে ফায়েল মুতাআল্লিক। এসব মিলে جزا।

اَلْقِنْدِيْلُ مُعَلَّقٌ الخ : اَلْقِنْدِيْلُ মুবতাদা مُعَلَّقٌ খবর মিলে জুমলায়ে খবরিয়্যা, اَلْغُلَامُ মুবতাদা, اَلسُّجُوْد মা'তূফ আলায়হি, اَلْمُنَاجَاةُ। মা'তূফ মিলে মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে উহ্য كَائِنٌ এর সাথে মুতাআল্লিক الى طلوع اَلْفَجْرُ দ্বিতীয় মুতাআল্লিক। كَائِنٌ তার هو যমীর মুস্তাতির ফায়েল ও উভয় মুতাআল্লিক মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা হয়ে حال হয়েছে উপরের اَلرَّجُلُ وَامْرَأَتَهُ জুল হালের।

اَلْغُلَامُ دَعَوَا اَلْغُلَامَ الخ : ثُمَّ دَعَوا ثُمَّ হরফে আত্‌ফ, دَعَوَا ফে'ল ফায়েল মাফউল মিলে জুমালায়ে ফে'লিয়্যা হয়ে মা'তূফ আলায়হি। واو হরফে আত্‌ফ, قَالَا ফে'ল, আলিফ যমীর ফায়েল মিলে قول - اَنْتَ মুবতাদা, حُرٌّ শিবহে ফে'ল لِوَجْهِ اللّٰهِ এর সাথে প্রথম মুতাআল্লিক, حَتّٰى হরফে জার تَتَفَرَّغَ ফে'ল ফায়েল ل হরফে জার, خِدْمَةِ মুযাফ, مَن ইসমে মাওসূল, كُنْتَ تَعْتَذِرُ اِلَيْهِ এর সাথে মুতাআল্লিক, ফে'ল ফায়েল ও মুতাআল্লিক মিলে মুযাফ ইলায়হি, মুযাফ ও মুযাফ ইলায়হি মিলে মাজরূর, জার মাজরূর মিলে ২য় মুতাআল্লিক। حر শিবহে ফে'ল তার ফায়েল ও উভয় মুতাআল্লিক মিলে খবর, মুবতাদা-খবর মিলে قول - قوله ও مقوله মিলে جملة فعليه خبريه

وَاَخْبَرَاهُ بِمَا رَاَيَاهُ الخ : اخبر ফে'ল, আলিফ যমীর ফায়েল, ب হরফে জার, رايا ফে'ল ফায়েল من হরফে জার كَرَامَاتِ মুযাফ ، মুযাফ ইলায়হি, عَلَى اللّٰهِ এর সাথে মুতাআল্লিক. كَرَامَات তার মুযাফ ইলায়হি ও মুতাআল্লিক মিলে মাজরূর। জার মাজরূর মিলে رايا এর সাথে মুতাআল্লিক। رايا ফে'ল ফায়েল ও মুতাআল্লিক মিলে صلة - موصول ও صله মিলে মাজরূর। জার মাজরূর মিলে اخبرا এর সাথে মুতাআল্লিক।

فَلَمَّا سَمِعَ ذَالِكَ الخ : لما হরফে শর্ত, سَمِعَ ফে'ল-ফায়েল ذالك মাফউল মিলে شرط - رَفَعَ يَدَيْهِ জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে মা'তূফ, واو হরফে আতফ, قَالَ ফে'ল ফায়েল মিলে قول - اِلٰهِى উহ্য নেদা মুনাদা মিলে كُنْتُ اَسْئَلُكَ ফে'ল-ফায়েল, ك প্রথম মাফউল, اَنْ মাসদারিয়্যা, لَاتَكْشِفُ জুমলা হয়ে মুফরাদ এর তাবীলে মাতূফ আলায়হি, اَنْ لَّا تُظْهِرَحَالِى ঐভাবে জুমলা হয়ে মাতূফ, অতঃপর মা'তূফ ও মা'তূফ আলায়হি মিলে ২য় মাফউল, ফে'ল ফায়েল ও উভয় মাফউল মিলে জুমলা হয়ে, قول - قول ও مقوله মিলে جزاء - جزاء ও شرط - جزاء মিলে جمله شرطيه

فَاِذَا كَشَفْتَهُ الخ : فا টি تعقيبيه - اذا হরফে শর্ত, كَشَفْتَهُ জুমলা হয়ে فا شرط - اِقْبِضْنِى - جزائيه টি - شرط এর সাথে, اليك মুতাআল্লিক মিলে جزاء ও جزاء মিলে جملةُ شرطيه

فَخَرَّ مَيِّتًا : فا টি تعقيبيه - خر ফে'ল ফায়েলও ميتا মাফউল .....

رَحِمَهُ اللّٰهُ : ফে'ল ফায়েল মাফউল মিলে جملةُ دعائيه

حكايت -٢: حُكِيَ اَنَّ عَابِدًا دَخَلَ فِي الصَّلٰوةِ فَلَمَّا وَصَلَ اِلٰى قَوْلِهِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ خَطَرَ بِبَالِهِ اَنَّهُ عَابِدٌ حَقِيْقَةً ـ فَنُوْدِيَ فِي سِرِّهِ : كَذَبْتَ اِنَّمَا تَعْبُدُ الْخَلْقَ ـ فَتَابَ وَاعْتَزَلَ عَنِ النَّاسِ ـ ثُمَّ شَرَعَ فِي الصَّلٰوةِ ـ فَلَمَّا انْتَهٰى اِلٰى اِيَّاكَ نَعْبُدُ نُوْدِيَ: كَذَبْتَ اِنَّمَا تَعْبُدُ زَوْجَتَكَ ـ فَطَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ ـ ثُمَّ شَرَعَ فِي الصَّلٰوةِ ـ فَلَمَّا وَصَلَ اِلٰى اِيَّاكَ نَعْبُدُ نُوْدِيَ : كَذَبْتَ اِنَّمَا تَعْبُدُ مَالَكَ ـ فَتَصَدَّقَ بِجَمِيْعِهِ ثُمَّ شَرَعَ فِي الصَّلٰوةِ ـ فَلَمَّا وَصَلَ اِلٰى اِيَّاكَ نَعْبُدُ نُوْدِيَ: كَذَبْتَ، اِنَّمَا تَعْبُدُ ثِيَابَكَ ـ فَتَصَدَّقَ بِهَا اِلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ ـ ثُمَّ شَرَعَ فِي الصَّلٰوةِ ـ فَلَمَّا وَصَلَ اِلٰى اِيَّاكَ نَعْبُدُ ، نُوْدِيَ : اَنْ صَدَقْتَ فَاَنْتَ مِنَ الْعَابِدِيْنَ حَقِيْقَةً واللّٰهُ اعلم ـ

(২) প্রকৃত আবেদ

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে, এক আবেদ নামায শুরু করে যখন ايـاك نـعـبـد (আমরা তোমারই ইবাদত করি) পর্যন্ত পৌছলো, তার মনে জাগলো যে, সে প্রকৃতই একজন ইবাদতকারী, তখন তার হৃদয়ে বেজে উঠলো, তুমি মিথ্যাবাদী, তুমি তো মাখলুকের ইবাদত করো। তখন সে তওবা করলো এবং মানুষ থেকে পৃথক হয়ে গেলো। এরপর পুনরায় নামায শুরু করলো; সে যখন ايـاك نـعـبـد পর্যন্ত পৌছলো। (তার হৃদয়ে) বেজে উঠলো, তুমি মিথ্যাবাদী, তুমি তোমার স্ত্রীর পূজা কর। তখন সে স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিলো। অতঃপর সে নামায শুরু করলো। যখন সে ايـاك نـعـبـد পর্যন্ত পৌছলো, (তার) হৃদয়ে বেজে উঠলো, তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি তো তোমার ধন-সম্পদের পূজা করছো। তখন সে তার সমস্ত মাল সাদকা করে দিলো। এরপর সে পুনরায় নামায শুরু করলো। যখন ايـاك نـعـبـد পর্যন্ত পৌছলো, তখন (তার হৃদয়ে) জাগলো তুমি তো তোমার কাপড়-চোপড়, পোষাক-আশাকের পূজা করছো। তখন সে জরুরী পোশাক রেখে সমস্ত পোশাক সাদকা করে দিলো। অতঃপর সে পুনরায় নামায শুরু করলো। যখন সে ايـاك نـعـبـد পর্যন্ত পৌছলো (তাঁর হৃদয়ে) জেগে উঠলো, হ্যা! তুমি সত্য বলেছো, তুমি প্রকৃতই আবেদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

তাহকীক : حُكِيَ : حَكٰى يَحْكِيْ حِكَايَةً (ض) ماضى مجهول ـ واحد ঃ (غـائب ـ حَكٰى বর্ণনা করা, حُكِيَ অর্থ বর্ণিত আছে؛ ناقص يائى ـ

عَبَدَ يَعْبُدُ عِبَادَةً (ن) উপাসক, পূজারি, اسم فاعل، واحد مذكر عَابِد উপাসনা করা, পূজা-অর্চনা করা, দাসত্ব বরণ করা। বহুঃ عَبَدَةٌ ـ عِبَادٌ ـ عَابِدُوْن

وَصَلَ يَصِلُ وَصْلًا (ض) ـ ماضى ـ واحد مذكر غائب :وَصَلَ মিলিত হওয়া مثال واوى –

قَالَ قَوْلًا مَقُوْلًا (ن) ـ أَقْوَالٌ বহুঃ হাসিল মাসদার, কথা, উক্তি, বাণী : قَوْل বলা।

خطر خطرا خطورا (ن ض) ـ ماضى معروف ـ واحد مذكر غائب পেশ আসা, সম্মুখীন হওয়া, অন্তরে কোনো কিছু উদয় হওয়া।

بَالٌ : অন্তর, অবস্থা, খেয়াল, গুরুত্বপূর্ণ, এক ধরনের মাছ।

حَقِيقَةٌ : কোনো বস্তু বা বিষয়ের মূল তত্ত্ব, বাস্তবতা, রহস্য। বহুঃ حَقَائِقُ حَقَّ حَقًّا সাব্যস্ত ও প্রমাণিত হওয়া। اَلْحَاقَّةُ কিয়ামত حَقَّ حَقًّا و حَقَّةً (ن ض) (ن) সত্যে বিজয়ী হওয়া مُضَاعِف ثلاثى

نُوْدِيَ : ماضى مجهول ـ واحد مذكر غائب বাবে مفاعلة আওয়াজ দেয়া হলো, আহ্বান করা হলো, نِدَاء ডাক, আযান।

سِرٌّ : গোপন তত্ত্ব, ভেদ-রহস্য, অন্তর অর্থে। বহুঃ ـ مُضَاعِف ثلاثى ـ أَسْرَارٌ বাবে افعال হতে গোপনে কথা বলা, খুশী করা। سَرَّ يَسُرُّ سُرُوْرًا বাবে نصر হতে খুশী হওয়া। تَسَارٌّ বাবে تفاعل হতে চুপি চুপি কথা বলা।

كَذَّبْتَ : ماضى معروف ـ واحد مذكر حاضر তুমি মিথ্যে বলেছো। كَذَبَ (ن) كِذْبٌ মিথ্যা বলা।

إِنَّمَا: حصر তথা সীমিতকরণ অব্যয়। (إِنْ + مَا) مائے كافه যুক্ত, এ সময় এটির আমল বাতিল হয়ে যায় এবং ফে'লের পূর্বেও দাখিল হয়।

اَلْخَلْق : মাখলুক তথা সৃষ্ট বস্তু, গায়রুল্লাহ। خَلَقَ (ن) خَلْقًا خِلْقَةً সৃষ্টি করা। অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব দান করা, خَلُقَ (ن، س) خُلُوْقَةً خَلْقًا কাপড় পুরান হওয়া।

تَابَ (ن) تَوْبًا تَوْبَةً مَتَابًا ـ ماضى معروف ـ واحد مذكر غائب : تَابَ তওবা করা, রুজু হওয়া, পাপ থেকে ফিরে আসা। অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া اجوف واوى

اِعْتَزَلَ : সে বিচ্ছিন্ন হলো, ماضى معروف ـ واحد مذكر غائب বাবে افعال মাদ্দাহ ل ــ ز ــ ع – ثلاثى হতে (ض) عَزَلَ عَزْلًا বরখাস্ত করা, বিচ্ছিন্ন করা,

معتزله কাদরিয়া সম্প্রদায়ের এক গ্রুপ, যারা আহলে সুন্নাহ ও খাওয়ারিজকে গোমরাহ মনে করে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

نَاسٌ : মানুষ, اِنْسٌ থেকে قلب مكانى : তথা বর্ণ স্থানান্তর করে نَاسٌ হয়েছে। বহুঃ اُنَاسٌ - اَنَاسِىّ - (ض) اَنَسَ اُنْسًا মহব্বত করা, স্বস্তি পাওয়া।

شَرَعَ : সে শুরু করলো, ماضى معروف - واحد مذكر غائب - (ش) شَرَعَ شُرُوْعًا আরম্ভ করা, (ف) شَرَعَ شَرْعًا আইন তৈরি করা, شَرِيْعَتٌ তরীকা, রীতিনীতি।

زَوْجَةٌ : স্ত্রী, বহুঃ زَوْجَاتٌ - زَوْجٌ স্বামী, জোড়, সঙ্গি, বহুঃ اَزْوَاجٌ

طَلَّقَ: সে তালাক দিলো, ماضى - واحد مذكر غائب বাবে تفعيل - طَلَّقَ طَلَّقَ ছেড়ে দেয়া (ض) طَلَقَ দেয়া (س) طَلِقَ দূরবর্তী হওয়া, طَلُقَ طَلَاقًا وَتَطْلِيْقًا (ك) হাসিমুখ হওয়া।

اِنْتَهٰى : সে সীমা পর্যন্ত পৌছলো, ماضى معروف - واحد مذكر غائب বাবে افتعال মাদ্দাহ ن - ه - ى - ناقص يائ - (ف) نَهٰى يَنْهٰى نَهْيًا নিষেধ করা, اِنْتَهٰى اِنْتِهَاءً সীমা পর্যন্ত পৌছানো, উপনীত হওয়া, বিরত থাকা।

تَصَدَّقَ : সে সাদকা করে দিলো, ماضى معروف - واحد مذكر غائب বাবে تفعل - اَلتَّصَدُّقُ সাদকা করা। صَدَقَ صِدْقًا সত্য বলা, صُدَاقٌ মোহরানা।

جَمِيْعٌ : সমস্ত, একত্রিত (ف) جَمَعَ جَمْعًا একত্রিত করা, اَجْمَعَ اِجْمَاعًا একমত হওয়া جَامَعَ مُجَامَعَةً সহবাস করা।

তারকীব : حُكِىَ ফে'লে মাজহুল, اَنَّ হরফে মুশাব্বাহা বিল ফে'ল, عَابِدًا ইসম, دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ জুমলা হয়ে اَنَّ এর খবর। اَنَّ তার ইসম ও খবর মিলে جملهٔ اسميه (সামনে সম্পূর্ণ ঘটনাটি حكى এর নায়িবে ফায়েল হয়ে جمله فعليه হবে।

فَلَمَّا وَصَلَ اِلَى الخ : لما টি شرطيه - وصل ফে'ল -ফায়েল اِلٰى হরফে জার, قوله মুবদাল মিনহু, اياك نعبد বদল মিলে মাজরূর, জার মাজরূর মিলে وَصَلَ এর সাথে মুতাআল্লিক, ফে'ল-ফায়েল ও মুতাআল্লিক মিলে شرط - خَطَرَ ফে'ল بِبَالِهٖ এর সাথে মুতাআল্লিক, ، হলো اَنَّ এর ইসম, عَابِد মুমায়্যায حَقِيْقَةً তমীয মিলে খবর, ইসম ও খবর মিলে মুফরাদের তাবীলে হয়ে خَطَرَ এর ফায়েল। ফে'ল ফায়েল ও মুতাআল্লিক মিলে جزاء - شرط ও جزا মিলে جمله شرطيه

فَنُوْدِىَ فِىْ سِرِّهِ الخ : نودى ফে'লে মাজহুল, فِىْ سِرِّهِ জার-মাজরূর মিলে كَذَبْتَ ফে'লের সাথে মুতাআল্লিক, ফে'ল ফায়েল ও মুতাআল্লিক মিলে نُوْدِىَ এর নায়িবে ফায়েল, ফে'ল-নায়িবে ফায়েল মিলে جملهٗ فعليه

اِنَّمَا تَعْبُدُ الْخَلْقَ : اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ, ما টি كافه - تَعْبُدُ ফে'ল ফায়েল ও اَلْخَلْقَ মাফউল মিলে جملهٗ فعليه خبريه

فَتَابَ الخ : تَابَ ফে'ল-ফায়েল মিলে জুমলা হয়ে মা'তূফ আলায়হি واو হরফে আতফ, اِعْتَزَلَ عَنِ النَّاسِ জুমলা হয়ে মা'তূফ

ثُمَّ شَرَعَ الخ : ثم হরফে আতফ, شَرَعَ فِى الصَّلٰوةِ ফে'ল-ফায়েল মুতাআল্লিক।

فَلَمَّا انْتَهٰى الى الخ : لَمَّا শর্তিয়া, اِنْتَهٰى ফে'ল-ফায়েল ايالك মাফউলে মুকাদ্দাম এবং نَعْبُدُ ফে'ল-ফায়েল মিলে জুমলা হয়ে মাজরূর, জার-মাজরূর মিলে اِنْتَهٰى এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে شرط - আর كَذَبْتَ জুমলা হয়ে نُوْدِىَ এর নায়িবে ফায়েল হয়ে جزاء - شرط ও جزاء মিলে جملهٗ شرطيه

اِنَّمَا تَعْبُدُ زَوْجَتَكَ : এখান থেকে اِنَّمَا تَعْبُدُ ثِيَابَكَ পর্যন্ত ওপরের ন্যায় তারকীব হবে।

فَتَصَدَّقَ بِهَا اِلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ : تصدق ফে'ল-ফায়েল ها মুস্তাসনা মিনহু اِلَّا হরফে ইস্তিসনা, مَا মাওসূলা لَا হলো لائے نفى جنس - بُدَّ এর ইসম مِنْهُ জার-মাজরূর মিলে উহ্য ثَابِتٌ এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে খবর, لائے نفى جنس তার ইসম ও খবর মিলে মুস্তাসনা, মুস্তাসনা ও মুস্তাসনা মিনহু মিলে মাজরূর, জার-মাজরূর মিলে تَصَدَّقَ এর সাথে মুতাআল্লিক, ফে'ল ফায়েল ও মুতাআল্লিক মিলে جملهٗ فعليه خبريه

فَلَمَّا وَصَلَ ...... اَنْ صَدَقْتَ : اَنْ صَدَقْتَ এর اَنْ হলো اَنْ مخففه من المثقله, صَدَقْتَ ফে'ল-ফায়েল মিলে نُوْدِىَ এর নায়িবে ফায়েল।

اَنْتَ মুবতাদা, مِنَ الْعَابِدِيْنَ উহ্য كَائِنٌ এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে মুমায়্যায, حقيقة তমীয মিলে খবর। ..... الله মুবতাদা, اعلم খবর মিলে.....

حكايت -٣ : حُكِيَ اَنَّ عِصَامَ بْنَ يُوْسُفَ اَتَى اِلَى مَجْلِسِ حَاتِمِ الْاَصَمِّ ـ فَاَرَادَ الْاِعْتِرَاضَ عَلَيْهِ ـ فَقَالَ لَهُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كَيْفَ تُصَلِّيْ؟ فَحَوَّلَ حَاتِمُ وَجْهَهُ اِلَى عِصَامٍ وَقَالَ لَهُ :اِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلٰوةِ قُمْتُ فَاَتَوَضَّاءُ وُضُوْءًا ظَاهِرًا وَ وُضُوْءًا بَاطِنًا ـ فَقَالَ عِصَامُ كَيْفَ هُمَا ؟ فقالَ : اَمَّا الْوُضُوْءُ الظَّاهِرُ : فَاَغْسِلُ الْاَعْضَاءَ بِالْمَاءِ وَاَمَّا الْوُضُوْءُ الْبَاطِنُ فَاَغْسِلُهَا بِسَبْعَةِ اَشْيَاءَ : بِالتَّوْبَةِ وَالنَّدَامَةِ وَتَرْكِ حُبِّ الدُّنْيَا وثَنَاءِ الْخَلْقِ وَالرِّيَاسَةِ وَالغِلِّ وَالحَسَدِ ـ

---

(৩) একেই বলে মকবুল নামায

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে, হযরত ইসাম বিন ইউসূফ একদা হযরত হাতিম আসাম্ম (র)-এর মজলিসে এসে তাকে প্রশ্ন করতে চাইলেন। তিনি হাতিম আসাম্মকে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান! আপনি কিভাবে নামায আদায় করেন? হযরত হাতিম তখন ইসলামের দিকে মুখ ফেরালেন এবং বললেন, যখন নামাযের ওয়াক্ত আসে, তখন আমি উঠে। প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য উযু করি। ইসাম বললেন, প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য উযু কিরূপ? তিনি বললেন, প্রকাশ্য উযু হলো, আমি পানি দ্বারা প্রকাশ্য অঙ্গসমূহ ধুয়ে নিই। আর অপ্রকাশ্য উযু হলো, আমি অঙ্গসমূহ সাত জিনিস তথা– অতীত গুনাহের তাওবা, অনুশোচনা, পার্থিব ভালোবাসা বর্জন, সৃষ্টি জীবের প্রশংসা, নেতৃত্বের লোভ, বিদ্বেষ এবং হিংসা বর্জন দ্বারা ধৌত করি।

তাহকীক : عِصَامٌ : فِعَال এর ওযনে অর্থ সুরমা, লেজের চিকন অংশ, হীরার বাদশাহ নো'মান ইবন মুনযির এর দারোয়ানের নাম, (ض) عَصَمَ عَصْمًا উপার্জন করা, বিরত রাখা, রক্ষা করা, اِعْتَصَمَ শক্তভাবে ধারণ করা।

يوسف : এ নামে হযরত ইয়াকূব (আ) এর এক পুত্র বিশিষ্ট নবী ছিলেন। তিনি মিশরের গভর্নরও ছিলেন। শব্দটি عُجْمه ও علم হওয়ায় غيرمنصرف –

اَتَى : এলো اَتَى يَاْتِيْ اِتْيَانًا (ض) ـ ماضى معروف ـ واحد مذكر غائب আসা, با এর পরে এলে আনয়ন করার অর্থ হয়। ناقص يائ ও مهموز فا – অতএব جنس مركب

مَجْلِسٌ : বৈঠক, কাসারী, সংস্থা, সংঘ ـ اسم ظرف ـ (ن) جَلَسَ جُلُوْسًا বসা, বহুঃ مَجَالِسٌ واحد مذكر

حَاتِمُ الْاَصَمّ : নাম হাতিম, উপাধি আসাম্ম (বধির) কুনিয়াত আবূ আব্দুর রহমান, পিতার না উনওয়ান, খোরাসান প্রদেশের বিশিষ্ট বুযর্গ হযরত শাকীক বলখী (র)-এর মুরীদ ছিলেন। মূলত তিনি বধির ছিলেন না। স্বেচ্ছায় বধির সেজেছিলেন। বর্ণিত আছে যে, এক মহিলা তার কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলেন। ঘটনাক্রমে তার স্বশব্দে বায়ু বের হয়ে যায়। এতে মহিলাটি যারপরনাই লজ্জিত হয়। হাতিম (র) তার অবস্থা বুঝতে পেরে এমন ভান করলেন যেন তিনি তার বায়ুপাত হওয়ার শব্দ শুনতেই পাননি। তিনি বললেন, জোরে বলো– আমি তা শুনতে পাচ্ছি না, মহিলাটি ভাবলো সম্ভবত তিনি বধির। এতে সে স্বস্তি পেলো। এরপর উচ্চস্বরে মাসআলা জিজ্ঞেস করলো। এরপর থেকে তিনি আজীবন বধির সেজে থাকেন এবং আসাম্ম উপাধিতে খ্যাতি লাভ করেন।

কারো মতে–তিনি আল্লাহর কালাম ছাড়া মানুষের কথার প্রতি লক্ষ দিতেন না বিধায় এ উপাধিতে ভূষিত হন। বলখ এলাকায় ২৩৭ হি. সনে ইনতিকাল করেন।

اَلْاِعْتِرَاض : প্রশ্ন বা অভিযোগ করা, প্রস্থ বিশিষ্ট হওয়া, বাবে افتعال এর মাসদার, اَبٌ পিতা বহুঃ اٰبَاء ـ اَبُوْنَ, মূলত اَبُوْ ছিলো।

عَبْدٌ : গোলাম, ভৃত্য, দাস, বহুঃ اَعْبُدٌ ـ عَبَدَةٌ ـ عِبَادٌ ـ عَبِيْدٌ جمع الجمع হলো– اَعَابِدُ اَعْبِدَةٌ عبدون ـ (ن) عَبَدَ ইবাদত করা।

كَيْفَ : ইসমে মুবহাম, অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন বুঝায়, যবরের ওপর মবনী। কখনো تَعَجُّبٌ বুঝায় যেমন– كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰه শর্তের অর্থে مَا যোগেও مَا বিহীন ব্যবহৃত হয়। যেমন–كَيْفَمَا تَصْنَعُ

تُصَلِّى : واحد مذكر حاضر مضارع معروف، বাবে تفعيل তুমি নামায পড়ো। মাদ্দা ص، ل، و মাছদার صلاة এটি ৪ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা– শে'র–

صلواة را در لغت معنى امد چار ـ رحمت ودرود ودعا استغفار

حَوَّلَ : واحد مذكر غائب ـ ماضى معروف বাবে تفعيل ফিরালো, ثلاثى হতে (ن) حال حولا ঘোরা, حائل পর্দা, আড়াল। اجوف واوى

اَتَوَضَّأُ : আমি উযূ করি, واحد متكلم مضارع বাবে تفعل মাদ্দা و ـ ض ـ و مهموز لام مثال واوى

ظَاهِرًا : বাহ্যিক, দৃশ্যমান, (ف) اسم فاعل ـ واحدمذكر ظَهَرَ ظُهُوْرًا প্রকাশ হওয়া।

بَاطِنٌ : বস্তুর ভেতর গত অংশ বা অবস্থা, গুপ্ত, (ن) بَطَنَ بُطُوْنًا بَطْنًا গোপন হওয়া, بِطَانَةٌ গেঞ্জি।

مَاءٌ : পানি, বহুঃ مِيَاهٌ মূলত مَوْهٌ ছিলো, এর তাসগীর আসে يَاءِ نِسْبَتِى، مُوَيْهٌ সহ مَاهِىٌّ আসে।

سَبْعَةٌ : সাত اسم عدد (সংখ্যা জ্ঞাপক বিশেষ্য) سُبُعٌ এক সপ্তমাংশ।

أَشْيَاءُ : شَيْئٌ এর বহুঃ বস্তু, জিনিস, অস্তিত্বমান সকল কিছু।

اَلتَّوْبَةُ : ফিরে আসা, লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া, মাসদার اجوف واوى۔تَابَ (ن) تَوْبَةً

نَدَامَتٌ : লজ্জা, (س) نَدِمَ نَدَامَةً লজ্জিত হওয়া, نَدِيْمٌ সহচর, সভাসদ।

تَرْكٌ : মাসদার (ن) تَرَكَ تَرْكًا ছেড়ে দেয়া, পরিত্যাগ করা।

حُبٌّ : মাসদার (ض) حَبَّ حُبًّا مَحَبَّةً আগ্রহপোষণ করা, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব রাখা, مضاعف ثلاثى

دُنْيَا : পৃথিবী, اسم تفضيل، واحد مونث ـ (ف) اَلدَّنَائَةُ মাসদার হতে- নিকৃষ্ট হওয়া, অথবা, (ن) اَلدُّنُوُّ নিকটবর্তী হওয়া থেকে গঠিত।

ثَنَاءٌ : প্রশংসা, বহু, اَثْنِيَةٌ ـ (ض) ثنى ثنيا ভাঁজ করা, মোড়ানো, ناقص ياى

رِيَاسَةٌ : নেতৃত্ব, (ض) رَاسَ رِيَاسَةً নেতৃত্ব দেয়া, সরদার হওয়া। এ থেকে رَئِيْسٌ নেতা, প্রধান ব্যক্তি, জিএম বা ডাইরেক্টর।

غِلٌّ : বিদ্বেষ, মাসদার (ض) غَلَّ বিদ্বেষপূর্ণ হওয়া, ধোকাবাজ হওয়া, مُضَاعَفْ ثلاثى হাসিল বিল মাসদার বিদ্বেষ অর্থে।

حَسَدٌ : হিংসা (ن - ض) حَسَدَ حَسَدًا হিংসা করা, কারো সম্পদ বা নেয়ামত ইত্যাদির বিনাশ এবং নিজের জন্য তার কামনা করা, কুকামনা করা।

তারকীব : حُكِىَ اَنَّ عِصَامَ الخ : حُكِىَ ফে'লে মাজহুল, ان হরফে মুশাব্বাহা, عِصَام মাওসূফ, بن يوسف মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে সিফত, মাওসূফ সিফত মিলে ان এর ইসম। اَتَى ফে'ল ফায়েল اِلَى হরফে জার, مَجْلِس মুযাফ, حَاتِم মুবদাল মিনহু, اَلْاَصَمّ বদল মিলে মুযাফ ইলায়হি। মুযাফ ও মুযাফ ইলায়হি মিলে মাজরূর, জার-মাজরূর মিলে اَتَى এর সাথে মুতাআল্লিক, اَتَى ফে'ল ফায়েল ও মুতাআল্লিক মিলে জুমলা হয়ে খবর। اَنَّ তার ইসম ও খবর মিলে

জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে حُكْيَ এর নায়িবে ফায়েল। বস্তুত সম্পূর্ণ কাহিনীটি পরস্পর আতফের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট হয়ে নায়িবে ফায়েল হবে।

فَارَادَ الْاِعْتِرَاضَ الخ : عَلَيْهِ হলো اَلْاِعْتِرَاضَ মাসদারের সাথে মুতাআল্লিক। আর اَلْاِعْتِرَاضَ হলো اَرَادَ এর মাফউল।

فَقَالَ لَهٗ : لَهٗ ـ قَالَ এর সাথে মুতাআল্লিক, قال ফে'ল ফায়েল ও মুতাআল্লিক মিলে قول ـ يَا اَبَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ নেদা মুনাদা মিলে نداء -كَيْفَ تَصِلَّ জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে جواب نداء ـ كَيْفَ মূলত تصلى এর যমীর انت হতে حال অর্থাৎ عَلٰى اَيِّ حَالٍ تَصِلِّ -

فَحَوَّلَ حَاتِمٌ وَجْهَهٗ الخ : حَوَّلَ ফে'ল, حاتم ফায়েল, وجهه মাফউল الى عصام মুতাআল্লিক।

قَالَ لَهٗ : জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে قول – সামনের পূর্ণ বক্তব্য হলো مقوله

اِذَا جَاءَ وَقْتُ الخ : اِذَا হলো ইসমে শর্ত, جَاءَ وَقْتُ الصَّلٰوةِ জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে شرط ـ قُمْتُ ফে'ল -ফায়েল মিলে মা'তূফ আলায়হি, ف হরফে আত্‌ফ, اَتَوَضَّأُ ফে'ল, ফায়েল, وُضُوْءًا মাওসূফ ও طَاهِرًا সিফত মিলে মা'তূফ আলায়হি, واو হরফে আত্‌ফ, وضوء اباطنا মা'তূফ, মা'তূফ ও মা'তূফ আলায়হি মিলে মাফউল, পরে এসব মিলে شرط جزا ও جزا মিলে جمله شرطيه

فَقَالَ عِصَامُ الخ : قَالَ ফে'ল عِصَام ফায়েল মিলে قول ـ كَيْفَ খবরে মুকাদ্দাম, هما মুবতাদায়ে মুয়াখ্যার মিলে مقوله

فَقَالَ اَمَّا الْوُضُوْءُ : قال ফে'ল ফায়েল মিলে قول ـ اما তাফসীলের জন্যে اَلْوُضُوْءُ الظَّاهِرُ মুবতাদা. فا টি تفصيلية ـ اغسل الاعضاء بالما জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে খবর।

اَمَّا الْوُضُوْءُ الْبَاطِنُ الخ : اما তাফসীলের জন্যে اَلْوُضُوْءُ الْبَاطِنُ মুবতাদা, غَسْلُهَا ফে'ল ফায়েল মাফউল, ب হরফে জার, سَبْعَةُ اَشْيَاءَ মুবদাল মিনহু। ب হরফে জার اَلتَّوْبَةُ থেকে اَلْحَسَدُ পর্যন্ত সবগুলো মা'তূফ ও মা'তূফ আলায়হি মিলে মাজরূর, জার মাজরূর মিলে اَغْسِلُ এর সাথে মুতাআল্লিক, অতঃপর এসব মিলে جملهٌ فعليه হয়ে খবর, মুবতাদাও খবর মিলে .....

ثُمَّ اَذْهَبُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَاَبْسُطُ الْاَعْضَاءَ، فَاَرَى الْكَعْبَةَ ، فَاَقُوْمُ بَيْنَ حَاجَتِىْ وَحَذَرِىْ وَاللّٰهُ نَاظِرِىْ وَالْجَنَّةُ عَنْ يَمِيْنِىْ وَالنَّارُ عَنْ شِمَالِىْ وَمَلَكُ الْمَوْتِ خَلْفَ ظَهْرِىْ . وَكَاَنِّىْ وَاضِعُ قَدَمَىَّ عَلَى الصِّرَاطِ واَظُنُّ اَنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ اٰخِرُ صَلٰوةٍ اُصَلِّيْهَا . ثُمَّ اَنْوِىْ وَاُكَبِّرُ بِالْاِحْسَانِ وَاَقْرَاُ بِالتَّفَكُّرِ وَ اركعُ بِالتَّوَاضُعِ واسجُدُ بِالتَّضَرُّعِ وَاَتَشَهَّدُ بِالرَّجَاءِ وَاُسَلِّمُ بِالْاِخْلَاصِ . فَهٰذِهِ صَلٰوتِىْ مُنْذُ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً . فَقَالَ لَهُ عِصَامُ : هٰذَا شَئٌ لَّا يَقْدِرُ عَلَيْهِ غَيْرُكَ وَبَكٰى بُكَاءً شَدِيْدًا .

অনুবাদ॥ এরপর আমি মসজিদের দিকে যাই এবং মসজিদে গিয়ে অঙ্গসমূহকে প্রসারিত করি। এরপর আমি খানায়ে কা'বাকে দেখতে থাকি, ভয় ও আশার মাঝে দাঁড়িয়ে যাই। মনে করি আল্লাহ আমাকে দেখছেন, জান্নাত আমার ডানে, জাহান্নাম আমার বামে, মালাকুল মউত আমার পেছনে। আর এ সময় আমি কেমন যেন আমার পদযুগল পুলসিরাতের উপর রাখা অবস্থায় থাকি। আর মনে মনে ভাবি, এ নামাযই আমার (জীবনের) শেষ নামায। অতঃপর আমি নিয়ত করি এবং যথাযথভাবে তাকবীর বলি, গভীর ধ্যানে ক্বিরাত পাঠ করি, বিনয় ও হেয়তার সহিত রুকু করি। রোনাজারীর সহিত সিজদা করি, আল্লাহর রহমতের আশা নিয়ে তাশাহহুদ পাঠ করি, ইখলাসের সহিত সালাম ফিরাই। ত্রিশ বছর যাবত এই হলো আমার নামায। ইমাম তখন হাতিম (রহ) কে বললেন, এটা এমন এক বিষয় যা আপনি ছাড়া অন্য কেউ এর ক্ষমতা রাখে না। একথা বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন।

তাহকীক : اَذْهَبُ : গেলাম, واحد متكلم - مضارع - (ف) ذَهَبَ ذَهَابًا যাওয়া। اَلْاِذْهَابُ নিয়ে যাওয়া, مَذْهَبٌ রাস্তা, তরীকা, বহুঃ مَذَاهِبُ

اَبْسُطُ : বিছিয়ে দিলো واحد مذكر - مضارع বাবে (ن) بَسَطَ بَسْطًا প্রসারিত করা, বিছানো।

اَعْضَاءُ : অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, عُضْوٌ এর বহুবচন।

اَرٰى : দেখি, واحد متكلم - مضارع - (ف) رَاٰى - يَرٰى رُؤْيَةً দেখা, বিশ্বাস করা, اَلْاِرَاءَةُ দেখানো, ناقص يائ ও مهموز عين

اَلْكَعْبَةُ : উঁচু ভূমি, চৌকস জায়গা বা ঘর, বায়তুল্লাহ শরীফ, পায়ের টাখনু, كَاعِبَةٌ যুবতী, বহুঃ كَوَاعِبُ -

بَيْنَ মধ্যখান, মাঝ, যরফে মাকান, مَبْنِى عَلَى الْفَتْحِ

حَاجَةٌ : প্রয়োজন, জরুরত, ভিক্ষা, বহুঃ حَاجَات - حَوَائِج، (ن) حَاجَ حَوْجًا ও اِحْتَاجَ মুখাপেক্ষী হওয়া।

حَذَرٌ : ভয়-ভীতি, (س) حَذِرَ حَذْرًا ভয় পাওয়া, বিরত থাকা, সতর্ক থাকা, সিফত حَذِرٌ - حَذُرٌ বহুঃ حَذِرُوْنَ ও حَذْرَى

اَلْجَنَّةُ : বাগান, উদ্যান, পার্ক, বেহেশ্‌ত। বহুঃ جِنَانٌ - مضاعف ثلاثى (ن) جَنَّ جَنًّا গোপন, লুকায়িত থাকা। এ মাদ্দা সকল শব্দে গোপন থাকার অর্থ পাওয়া যায়। যেমন- مَجْنُوْن পাগল যার হুঁস জ্ঞান গুপ্ত তথা আচ্ছাদিত। جِنٌّ যা মানুষের দৃষ্টি হতে গোপন ইত্যাদি এভাবে বেহেশ্‌ত ও মানুষের দৃষ্টির বাইরে।

يَمِيْنٌ : ডান দিক, ডান হাত, শপথ, বহুঃ اَيَامِنُ، اَيْمَان، يُمْن

شِمَالٌ : বাম দিক, বা হাত, বহুঃ شَمَائِلُ، شُمُل، اَشْمُلٌ

نَارٌ : আগুন, বহুঃ نِيْرَان দোযখ উদ্দেশ্য, (ن) نار نورا ও نور- نار تنور আলোকিত হওয়া।

مَلَكٌ : ফেরেশতা, বহুঃ مَلَائِك - مَلَائِكَةٌ মূলত مَلْئَكٌ ছিলো। مَلِكٌ (লামে যের হলে) অর্থ বাদশাহ,এর বহুঃ مُلُوْك، مِلْك মালিকানা, مُلْكٌ দেশ।

مَوْتٌ : মৃত্যু, (ن) مَاتَ مَوْتًا মৃত্যুবরণ করা, اَلْاِمَاتَةُ মৃত্যু দেয়া اجوف واوى

خَلْفَ : পেছনে, قُدَّام এর বিপরীত।

ظَهْرٌ : পিঠ, বহুঃ ظُهُوْرٌ - اَظْهُرٌ - ظُهْرَانٌ

وَاضِعٌ : اسم فاعل - واحد مذكر স্থাপনকারী, সংকলক, প্রণেতা, وَضَعَ (ف) وَضْعًا রাখা, স্থাপন করা مثال واوى

قَدَمَىَّ : আমার উভয় পা, يائے متكلم যুক্ত, মূলত قَدَمَانِىَ ছিলো। ইযাফতের কারণে نون বিলুপ্ত হয়েছে এবং আলিফটি ইয়া হয়ে গেছে।

صِرَاط : রাস্তা, সড়ক, পুল, বহুঃ صُرُطٌ

اَظُنُّ : আমি ধারণা করি। مضارع - واحد متكلم - (ن) ظَنَّ ظَنًّا ধারণা করা, বিশ্বাস করা, مضاعف ثلاثى

آخِرٌ : শেষ, পেছনে আগমনকারী اسم فاعل - واحد مذكر - اَخَّرَ تَأَخُّرًا বিলম্ব করা, مهموز فا

اَنْوِ : নিয়্যত করি, مضارع معروف - واحد متكلم - (ض) نَوَى نِيَّةً নিয়্যত করা, সংকল্প করা, لفيف مقرون

أُكَبِّرُ : তাকবীর বলি, مضارع معرف ـ واحد متكلم বাবে تفعيل

اَلْاِحْسَانُ : বাবে افعال এর মাসদার দয়া, অনুগ্রহ করা, উত্তমরূপে জানা, আল্লাহকে হাজির নাযির জেনে ইবাদত করা এখানে নিষ্ঠা অর্থে।

أَقْرَءُ : পড়ি, مضارع ـ واحد متكلم ـ (ف) قَرَءَ قِرَائَةً পড়া, مهموز لام

اَلتَّفَكُّرُ : বাবে تفعل এর মাসদার, চিন্তা-ভাবনা করা, فِكْرٌ গবেষণা করা, চিন্তা– গবেষণা, বহুঃ أَفْكَارٌ।

أَرْكَعُ : রুকু করি, مضارع ـ واحد متكلم ـ (ف) رَكَعَ رُكُوْعًا রুকু করা, মস্তকবনত করা, পিঠ বাঁকা করা।

اَلتَّوَاضُعُ : বিনয়ী হওয়া, এখানে حاصل بالمصدر তথা বিনয় অর্থে। বাবে تفاعل এর মাসদার। মাদ্দা و – ض – ع অর্থ রাখা مثال واوى

اَلتَّضَرُّعُ : বাবে تفعل এর মাসদার। অর্থ বিনম্র হওয়া, কান্নাকাটি করা, চুপেচুপে নিকটে আসা।

أَتَشَهَّدُ : তাশাহহুদ পড়ি। مضارع ـ واحد متكلم বাবে تفعل এর মাসদার। اِسْتَشْهَدَ সাক্ষী তলব করা। (ف) اَلشَّهَادَةُ সাক্ষ্য দেয়া, দেখা।

رَجَاءً : আশাবাদী হয়ে, মাসদার (ن) رَجَى يَرْجُوْ رَجَاءً আশা করা, ناقص واوى

اَلْاِخْلَاصُ : বাবে افعال এর মাসদার, খালিস তথা ভেজালমুক্ত করা, ইবাদতে লৌকিকতা পরিহার করা। تفعيل হতে ছেড়ে দেয়া। (ض) اَلْخَلَاصُ মুক্তি পাওয়া।

مُنْذُ : হরফে জার, অর্থ– হতে, যাবৎ, সময় বা কাল জ্ঞাপক।

ثَلَاثِيْنَ : ত্রিশ, سَنَةٌ বছর বহুঃ سِنُوْنَ ـ سَنَوَاتٌ

لَايَقْدِرُ : ক্ষমতা রাখে না مضارع منفي ـ واحد مذكر غائب বাবে ضرب মাসদার اَلْقُدْرَةُ ক্ষমতাবান হওয়া।

بَكَى : কাঁদলো, ماضى معروف ـ واحد مذكر ـ (ض) بَكَى يَبْكِيْ بُكَاءً ক্রন্দন করা, ناقص يائ غائب

شديدا : صيغهٔ صفت কঠোর, শক্ত, অতিমাত্রা অর্থে, বহুঃ اشداء ـ (ن) شَدَّ شِدَّةً কঠোর হওয়া বাধা।

তারকীব : ثُمَّ أَذْهَبُ اِلَى الخ ؛ ثم হরফে আতফ, أَذْهَبُ ফে'ল ফায়েল اِلَى الْمَسْجِدِ মুতাআল্লিক মিলে جملهٔ فعليه ـ فابسط ফে'ল ফায়েল الاعضاء মাফউল মিলে جملهٔ فعليه

فَاقُوْمُ بَيْنَ حَاجَتِىُ الخ : اقوم ফে'ল ফায়েল, بَيْنَ মুযাফ, حَاجَتِىُ মা'তূফ আলায়হি ও وَحَذَرِىْ মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলায়হি। মুযাফ ও মুযাফ ইলায়হি মিলে মাফউল, ফে'ল ফায়েল .....।

وَاللّٰهُ نَاظِرِىْ الخ : اللّٰه মুবতাদা, نَاظِرِىْ মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে খবর.....। এভাবে وَالْجَنَّةُ عَنْ এবং ... وَالنَّارُ عَنْ ভিন্ন ভিন্ন বাক্য।

مَلَكُ الْمَوْتِ : মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মুবতাদা, خَلْفَ ظَهْرِى মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে موجود উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে মুতাআল্লিক হয়ে খবর.....।

كَأَنِّى وَاضِعٌ الخ : كَانَّ হরফে মুশব্বাহা, ى মুতাকাল্লিম ইসম, وَاضِعٌ শিবহে ফে'ল, هو যমীর মুস্তাতির ফায়েল, قَدَمَىَّ মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মাফউল, على الصِّراط মুতাআল্লিক, শিবহে ফে'ল তার ফায়েল মাফউল ও মুতাআল্লিক মিলে শিবহে জুমলা হয়ে খবর, كَانَّ তার ইস্ম ও খবর মিলে ...

اظن : جملہ اسمیہ خبریہ ফে'ল ফায়েল, ان হরফে মুশাব্বাহ, هذا ইসমে ইশারা ও الصلوة মুশারুন ইলায়হি মিলে ইসম।

اخر মুযাফ, صلوة মওসূফ, أُصَلِّيْهَا জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে সিফত, মওসূফ -সিফত মিলে খবর। ان তার ইসম ও খবর.....।

ثُمَّ أَنْوِى وَأُكَبِّرُ الخ : انوى ফে'ল ফায়েল মিলে মা'তূফ আলায়হি, أُكَبِّرُ ফে'ল ফায়েল بالاحسان মুতাআল্লিক মিলে জুমলা হয়ে মা'তূফ। সামনে وَأُسَلِّم بِالْإِخْلَاصِ পর্যন্ত সকল বাক্যের এরূপ তারকীব হবে।

فَهٰذِهٖ صَلٰوتِىْ : هذه মুবতাদা صَلٰوتِىْ মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মাওসূফ, منذ হরফে জার, ثَلَاثِيْنَ মুমায়্যায, سنة তমীয মিলে মাজরূর, জার-মাজরূর মিলে كائنة শিবহে ফে'লে মাহযূফের সাথে মুতাআল্লিক হয়ে সিফত এ অংশটি খবর। মুবতাদা খবর মিলে جملۃ اسمیۃ خبریہ

فَقَالَ لَهٗ عِصَامُ الخ : قال ফে'ল, له মুতাআল্লিক ও عصام ফায়েল মিলে هٰذا মুবতাদা, شئ মওসূফ, لَايَقْدِرُ ফে'ল, غيرك মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে ফায়েল এবং عليه মুতাআল্লিক মিলে জুমলা হয়ে সিফত, মওসূফ সিফত.....। - قول

بَكٰى بُكَاءً : بَكٰى ফে'ল-ফায়েল, بُكَاءً মওসূফ, شديدًا সিফত মিলে মাফউল.....।

حكايت -٤ : حُكِيَ اَنَّ مَلِكًا شَابًّا تَوَلَّى الْمُلْكَ فَلَمْ يَجِدْلَهُ لَذَّةً فقال لِجُلَسائِه : هَلِ النَّاسُ فِي هٰذا مِثْلِيْ اَوْ لَا ؟ فَقَالُوْا لَهُ : اِنَّ النَّاسَ مُسْتَقِيْمُوْن - فقال لهُمْ فَمَا ذَايُقِيْمُه لِيْ؟ قالُوا : يقيمُ لكَ العُلَماءُ - فدَعا بِعُلَماءِ بَلَدِتِه وصُلحَائِها - وقال لهُمْ : اِجْلِسُوا عِنْدِيْ، فما رَايتُمْ مِنِّيْ مِنْ طاعَةٍ فَأْمُرونِيْ بِهَا ومَا رايتُم مِنِّيْ مِنْ مَعْصِيَةٍ فَازْجُرُونِيْ عَنْهَا- ففَعَلُوا ذٰلكَ ، فاسْتَقامَ لَهُ المُلْكُ اَرْبَعَ مِائَةِ سَنَةٍ - ثُمَّ اتاهُ اِبْلِيْسُ لعَنَهُ اللّٰهُ تَعالى، فقال الْمَلِكُ لهُ مَنْ اَنْتَ ؟ قالَ : انا اِبْلِيْس - ولٰكِنْ اَخْبِرْنِيْ مَنْ اَنْتَ ؟

(৪) ইবলিসের প্রতারণা ও তার অশুভ পরিণাম

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে, জনৈক যুবক সম্রাট রাজত্বের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। কিন্তু তিনি তাতে কোনো তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। একদা তিনি স্বীয় সভাসদবর্গকে বললেন, এ ব্যাপারে সকল মানুষ কি আমার মতোই, না অন্য রকম? তারা তাকে বললো, জনগণ ঠিক মতোই আছে। বাদশাহ তাদেরকে বললেন, কোন্ বস্তু আমার শাসন ক্ষমতাকে স্থায়ী করে দিবে? তারা বললো, আলেম সমাজ আপনার রাজত্ব স্থায়ী করে দেবে। অতএব, তিনি (বাদশাহ) স্বীয় শহরের ওলামাকে ও পূণ্যবান লোকদেরকে আহ্বান করলেন এবং বললেন, আপনারা আমার নিকট অবস্থান করুন। আল্লাহর আনুগত্যের যে সকল বিষয় আমার মধ্যে প্রত্যক্ষ করবেন সে বিষয়ে আমাকে নির্দেশ করবেন। আর আমার থেকে কোনো গুনাহের কাজ দেখলে তা থেকে আমাকে নিষেধ করবেন। তারা তাই করলেন। ফলে তার রাজত্ব চারশ' বছর পর্যন্ত স্থায়ী হলো। এরপর বাদশাহর নিকট একদিন ইবলিস আসলো, (তার ওপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক) বাদশাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করলে। তুমি কে? সে বললো, আমি ইবলিস, কিন্তু আমাকে বলো, তুমি কে?

তাহকীক : مَلِكٌ : বাদশাহ, বহুঃ مُلُوْكٌ ـ مَلَكٌ ফেরেশতা, বহুঃ مَلائِكَة
شَابًّا : যুবক, একঃ বহুঃ شُبَّان ـ شَبَبَة ـ شَبَّ (ض) যুবক হওয়া, مضاعف
تَوَلّٰى : গভর্নর হলো التَوَلِّى। দায়িত্বভার নেয়া, অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক হওয়া, مُتَوَلِّى পৃষ্ঠপোষক, ناقص يائ ও مثال واوى
مُلْك : রাষ্ট্র, দেশ, বহুঃ مُلوك ـ مَمالك ـ مِلْك মালিকানা, বহুঃ اَمْلَاك

لَمْ يَجِدْ : পেলো না, نفي جحد بلم معروف - (ض) اَلْوِجْدَانٌ পাওয়া
مثال واوى

لَذَّةٌ : স্বাদ, আস্বাদ, খুশী, বহুঃ لذاذ - اللذة (س ثلاثى - مضاعف ثلاثى
- ض) স্বাদ গ্রহণ করা, সুস্বাদু হওয়া।

جُلَسَاء : جَلِيْس এর বহুঃ সভাসদ, সঙ্গি (ض) الجلوس বসা, উপবেশন করা।

مُسْتَقِيْمُون : সঠিক পন্থী, مستقيم এর বহুঃ, الاِسْتِقَامَة মাসদার হতে
جمع مذكر، اسم فاعل বাবে استفعال অর্থ সোজা হওয়া মাদ্দা- قوم
اجوف واوى

يُقِيْمُ : مضارع معروف - واحد مذكر غائب বাবে افعال, মাসদার الاقامة
কায়েম রাখা, প্রতিষ্ঠা করা, অবস্থান করা, দাঁড় করানো, اجوف واوى

عُلَمَاء : عالم এর বহুঃ ইলমধারী, বিদ্যান, (س) اَلْعِلْم জানা, অবগত হওয়া।

بَلْدَة : শহর, নগর, যে কোনো জায়গা চাই বসতিপূর্ণ হোক বা না। বহুঃ بُلْدَان،
بِلَادٌ - (ك بَلُدَ بَلَادَةً) অলস ও উদাসীন হওয়া, সিফত بَلِيْد - أَبْلَد অলস।

صُلَحَاء : صالح এর বহুঃ সৎ, নেককার, সাধু, (ك) صَلُحَ صَلَاحًا صُلُوْحًا
নেককার হওয়া, ঠিক হওয়া, সংশোধিত হওয়া।

طَاعَة : ইবাদত, আনুগত্যতা, বহুঃ طَاعَات (ن) طَاعَ يَطُوْعُ অনুগত হওয়া।
বাবে افعال হতে الاطاعة আনুগত্য করা, اجوف واوى

مَعْصِيَة : অবাধ্যতা, বিরুদ্ধাচরণ, পাপ, বহুঃ مَعَاصِى، المَعْصِيَة (ض)
পাপ করা, ناقص يائ সিফত عاصى নাফরমান, বহুঃ عصاة

اِزْجُرُوْا : امرمعروف - جمع مذكرحاضر বাবে ضرب অর্থ বাধা দান করুন।
(ض) الزَّجْر বাধা দেয়া।

ابليس : শয়তানের জাতি নাম, অর্থ নিরাশ, বাবে افعال হতে الابلاس অর্থ
নিরাশ হওয়া, ভগ্নহৃদয় হওয়া, বহুঃ اَبَالِسَةٌ ও اَبَالِيْس

لعن : ماضى معروف - واحد مذكر غائب বাবে فتح - اَللَّعْنَةُ অভিসম্পাত
করা, ধমক দেয়া।

ফায়দা : مَا প্রথমত দু'প্রকার। ক. হরফিয়্যা খ. ইসমিয়্যা। ইসমিয়্যাহ ৭
প্রকার-১. استفهاميه (غَيْر ذوى العَقل এর ক্ষেত্রে) যেমন- مَاعِنْدَكَ ২.
تَعَجُّبِيَّه ৪. مَاتَفْعَلْ اَفْعَلْ -যথা شرطيه ৩. مَاعِنْدَكُمْ يَنْفَدُ -যথা موصوله

-تنكيريه .৬ যথা- مَا أَحْسَنَ زَيْدً .৫ مصدريه যথা- بَلَغَنِيْ مَافَعَلْتَ যথা- أَعْطِنِيْ كِتَابًا مَّا -যথা ابهاميه .৭ ও مُرِرْتُ بِمَا مُعْجِبُك

আর مانے حرفيه ৫ প্রকার- ১. نافيه যথা- مَا هٰذَا بَشَرًا ২. كافه যথা- إِنَّمَا زَيْدٌ عَالِم .৩ زائده যথা- فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ .৪ مصدريه যথা- ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ .৫ مصدريه ظرفيه যথা- أَوْصَانِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا

তারকীব : حِكَايَة : মূল বাক্য هٰذِهٖ حَكَايَةٌ رَابِعَةٌ হবে, هذه মুবতাদা, حكاية মওসূফ, رابعة সিফত মিলে খবর, মুবতাদা খবর মিলে জুমলাহ্ [illegible] حكى- ফে'লে মাজহুল, أَنَّ হরফে মুশব্বাহা, ملكا মওসূফ, شابًّا সিফত মিলে ইসম। توفى ফে'ল-ফায়েল, الملك মাফ'উল মিলে, জুমলা হয়ে নায়িবে ফায়েল, ফে'ল নায়িবে ফায়েল মিলে جملهٔ فعليهٔ خبريه اسميه خبريه

لَمْ يَجِدْ لَهُ الخ : لَمْ يَجِدْ ফে'ল ফায়েল, لَهُ মুতাআল্লিক ও لَذَّةً মাফউল মিলে جملهٔ فعليه خبريه

قَالَ لِجُلَسَائِهٖ: قال ফে'ল -ফায়েল এবং لِجُلَسَائِهٖ মুতাআল্লিক মিলে قول ـ هل হরফে ইস্তফহাম। النَّاسُ মুবতাদা, مِثْلِيْ মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মুবতাদা, في هذا মা'তূফ আলায়হি, او হরফে আতফ, لا মূলত غَيْرُمِثْلِيْ এর অর্থ হয়ে মা'তূফ, মা'তূফ মা'তূফ আলায়হি মিলে উহ্য كائن এর সাথে মুতাআল্লিক, كَائِن শিবহে ফে'ল, তার هو যমীর মুস্তাতির ফায়েল ও মুতাআল্লিক মিলে খবর। মুবতাদা খবর মিলে جملهٔ اسميه خبريه হয়ে مقوله

فَقَالُوْا لَهُ الخ : قَالُوْا ফে'ল او যমীর ফায়েল এবং له মুতাআল্লিক মিলে قول ـ ان হরফে মুশাব্বাহ, النَّاسُ ইসম ও مستقيمون খবর মিলে জুমলা হয়ে ان এর খবর। ان তার ইসম ও ... ।

فَقَالَ لَهُمُ الخ : قال ফে'ল-ফায়েল এবং لهم মুতাআল্লিক মিলে قول

فَمَاذَا : ما ইসমে মওসূল, اى شيى অর্থে মুবতাদা, ذا ইসমে ইশারা মওসূফ يُقِيْمُ ফে'ল ফায়েল, ه মাফউল এবং لى মুতাআল্লিক মিলে জুমলা হয়ে সিফত। মওসূফ সিফত মিলে খবর।

অথবা, ما ইসমে মওসূল اى شى অর্থে, اى মুযাফ, شئ মুযাফ ইলায়হি মিলে মুবতাদা, هو উহ্য খবর, يقيمه لى জুমলা হয়ে খবর, আর ذا ইসমে ইশারাটি জায়েদাহ, মুবতাদা খবর মিলে পুনরায় খবর, অতঃপর استفهاميه جمله।

قَالُوْا يُقِيْمُهُ لَكَ : قَالُوْا ফে'ল, واو ফায়েল মিলে قول ـ يقيمه ফে'ল মুতাআল্লিক এবং الْعُلَمَاءِ ফায়েল মিলে জুমলা হয়ে مقوله نى

فَدَعَا لِعُلَمَاءِ الخ : دعا ফে'ল، ফায়েল, علماء মুযাফ এবং بَلَدِتِه মা'তূফ আলায়হি মিলে মা'তূফ আলায়হি ও صُلَحَائِها মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলায়হি, মুযাফ ও মুযাফ ইলায়হি মিলে ب এর মাজরূর, জার-মাজরূর মিলে دعا এর সাথে মুতাআল্লিক, ফে'ল– ফায়েল ও মুতাআল্লিক মিলে جملة فعلية خبرية

وقال لهم الخ : ফে'ল ফায়েল মুতাআল্লিক মিলে قول ـ اجلسو। জুমলায়ে ইনশায়িয়্যা হয়ে مقوله

فَمَا رَأَيْتُمْ مِنِّيْ الخ : ما মওসূলা, رَأَيْتُمْ ফে'ল ফায়েল এবং مِنِّى মুতাআল্লিক মিলে সিলা, মওসূল-সিলা মিলে মুবায়্যান, فى বয়ানিয়া, طاعة বয়ান, বয়ান-মুবায়্যান মিলে মুবতাদা, فَأْمُرُوْنِيْ بِهَا এর فاء টি فصيحيه ـ أُمُرُوا ফেল-ফায়েল ও মাফউল মিলে খবর...।

وَمَا رَأَيْتُمْ... فَازْجُرُوْنِيْ : উপরের ন্যায় তারকীব হবে।

فَفَعَلُوْا ذَالِكَ : فَعَلُوْا ফে'ল واو ফায়েল ও ذالك মাফউল মিলে...।

فَاسْتَقَامَ لَهُ الخ : اِسْتَقَامَ ফে'ল ফায়েল, له মুতাআল্লিক, أَرْبَعَ مِائَةٍ মুমায়্যায, سَنَةً তমীয মিলে মাফউল, অতঃপর এসব মিলে জুমলা হবে।

ثُمَّ أَتَاهُ إِبْلِيْسُ : ثم হরফে আতফ, اتا ফে'ল, ه মাফউল, ابليس ফায়েল মিলে .....

جملة معترضة : لَعَنَهُ اللّٰهُ

فَقَالَ الْمَلِكُ الخ : قال ফে'ল, الملك ফায়েল এবং له মুতাআল্লিক মিলে قول ـ من মুবতাদা এবং انت খবর মিলে জুমলা হয়ে مقوله

وَلٰكِنْ أَخْبِرْنِيْ الخ : لكن হরফে ইস্তিদরাক, من انت জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে اخبرنى এর ২য় মাফউল, অতঃপর সব মিলে جملة انشائية

قَالَ : أَنَا رَجُلٌ مِّنْ بَنِيْ اٰدَمَ ـ فَقَالَ لَهُ :لَوْ كُنْتَ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ لَمُتَّ كَمَا يَمُوْتُ بَنُوْادَمَ وإنّما أَنْتَ إِلٰهٌ ، فَادْعُ النَّاسَ إِلٰى عِبَادَتِكَ ـ فَدَخَلَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنْ ذٰلِكَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، ثُمَّ قَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ !إِنِّي أَخْفَيْتُ عَلَيْكُمْ أَمْرًا وقَدْ حَانَ وَقْتُ إِظْهَارِهِ ـ تَعْلَمُوْنَ إِنِّي مَلِكُكُمْ أَرْبَعَ مِائَةِ سَنَةٍ ، ولَوْ كُنتُ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ لَمُتُّ كَمَا يَمُوتُ بَنُو اٰدَمَ ، وإنّما أَنَا اللّٰهُ فَاعبُدُوْنِيْ ـ فَأَوْحَى اللّٰهُ إِلٰى نَبِيِّ زَمَانِهِ : أَنْ أَخْبِرْهُ إِنِّيْ اِسْتَقَمْتُ لَهُ مَا اسْتَقَامَ ـ فَلَمَّا تَحَوَّلَ إِلٰى مَعْصِيَتِيْ فَبِعِزَّتِيْ وجَلَالِيْ : لَأُسَلِّطَنَّ عَلَيْهِ بُخْتَ نَصَّرَ ـ فَسَلَّطَهُ عَلَيْهِ ـ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَأَوْقَرَ مِنْ خَزَانَتِهِ سَبْعِيْنَ سَفِيْنَةً مِّنَ الذَّهَبِ ـ واللّٰه اعلم -

অনুবাদ॥ বাদশাহ্ বললেন, আমি একজন আদম সন্তান। ইবলিস তাকে বললো, যদি আপনি আদম সন্তান হতেন তবে তো অন্যান্য আদম সন্তানের ন্যায় আপনিও মারা যেতেন, আপনি তো মা'বুদই বটে। আপনি লোকদেরকে আপনার ইবাদত করার জন্যে আহ্বান করুন। এতে বাদশাহর অন্তরে গোমরাহী প্রবিষ্ট হলো। ফলে তিনি মঞ্চে আরোহণ করে (লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে) বললেন, হে লোক সকল! আমি এতোদিন একটি বিষয় তোমাদের থেকে গোপন রেখেছিলাম। এখন তা প্রকাশ করার সময় এসেছে। তোমরা জানো যে, আমি চারশো বছর ধরে তোমাদের বাদশাহ রয়েছি। আমি যদি আদম সন্তান হতাম, তবে অন্যান্য আদম সন্তানের মতো আমিও মরে যেতাম। বস্তুত আমি খোদা। সুতরাং (এখন থেকে) তোমরা আমার ইবাদত করবে। আল্লাহ পাক তখন সমকালীন নবীর প্রতি ওহী পাঠালেন, তুমি তাকে (বাদশাকে) জানাও, যতোদিন সে সঠিক পথে ছিলো আমি তার রাজত্বকে ঠিক রেখেছি। কিন্তু যখন সে নাফরমানীর প্রতি ধাবিত হয়েছে, তখন আমার মর্যাদা ও প্রভাব পরাক্রমের শপথ করে বলছি, আমি তার প্রতি জালিম বাদশাহ্ বুখত নসরকে অবশ্যই চাপিয়ে দেবো। অতএব, আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রতি বুখ্তে নসরকে চাপিয়ে দিলেন। ফলে সে বাদশার গর্দান উড়িয়ে দিলো এবং রাজকোষ থেকে সত্তর নৌকা ভর্তি করে স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে গেলো। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

তাহকীক : ادم : পীতবর্ণ, সোনালি রঙ। কারো মতে اَلْاُدُمَةُ চামড়া হতে গৃহীত, কারণ আদি পিতা আদম (আ) জমীনের পৃষ্ঠ তথা উপর অংশের মাটি হতে

সৃজিত। কারো মতে (ن) أَدَمَ ادَمًا و ادَمَةً অর্থ সোনালি বর্ণ হওয়া হতে গৃহীত। কারণ তিনি সোনালী বর্ণের ছিলেন।

لَمُتَّ : লামটি তাকীদের জন্যে مُتَّ- ماضى معروف - واحد مذكر حاضر বাবে نصر মাসদার الموت মৃত্যুবরণ করা, اجوف واوى

فَادْعُ : ফা তা'কীবিয়্যা ادع - امرمعروف - واحد مذكر حاضر অর্থ আহ্বান কর, বাবে نصر - الدعاء، والدعوة ডাকা, আহ্বান করা, ناقص واوى

صَعَدَ : ماضى معروف - واحد مذكر غائب আরোহণ করল, الصعود (س) আরোহণ করা, চড়া।

المنبر : উঁচু জায়গা, বক্তৃতার জায়গায়, স্টেজ, বহুঃ مَنَابِر (ض) النَّبْر উঁচু করা।

اُخْفِيْتُ : ماضى معروف - واحد متكلم গোপন রেখেছি। বাবে الإخفاء افعال লুকানো গোপন করা, ثلاثى হতে। الخفاء গোপন হওয়া, ناقص يائ

حَانَ : ماضى معروف - واحد مذكرغائب সময় হয়েছে (ض) حَانَ يَحِيْن সময় নিকটবর্তী হওয়া, حين - اجوف يائ সময় বহুঃ احيان

اَوْحَى : ماضى معروف - واحد مذكر غائب বাবে افعال অহী অবতীর্ণ করলেন, لفيف مفروق মাদ্দা و ح ى -

نَبِى : فعيل - صيغه صفت - واحد مذكر এর ওযনে সংবাদ দাতা, نَبَأ মূল ধাতু হতে সংবাদ, বহুঃ نبيون انبياء - مهموز لام - (ف) نبا نبا উঁচু হওয়া, تنبا নবী দাবী করা।

زمان : সময় বহুঃ ازمنة، ازمن

تحوّل : ماضى معروف - واحد مذكر غائب বাবে تفعل মাসঃ التحول ফিরে যাওয়া, اجوف واوى

عِزّت : শক্তি, সম্মান, প্রভাব, (ن) عَزَّيَعُزُّ اعزة কঠিন হওয়া, الاعزاز সম্মান দান করা, مضاعف ثلاثى

جلال : বড়ত্ব, মহত্ব, (ض) جل جَلالا বড়ো মর্যাদাবান হওয়া, (ن جل جلولا ض) অন্য শহরে স্থানান্তর হওয়া।

لَاُسَلِّطَنَّ : واحد متكلم - معروف ثقيله بانون تاكيد لام বাবে تفعيل অবশ্যই বিজয়ী করে দেবো, মাসঃ التسليط কারো ওপর বিজয়ী করা, চাপিয়ে দেয়া, শব্দটি দুই মাফউলের প্রতি মুতাআদ্দী হয়, ২য়টি على সহকারে আসে।

بُخْتَ نُصَّرُ : জনৈক কাফির জালিম বাদশাহর নাম, প্রায় পৃথিবীর এক সপ্তাংশের বাদশাহ ছিলো, শব্দটি بخت ও نصر দ্বারা যুক্ত مركب منع صرف দ্বিতীয়

অংশ যবরের ওপর মবনী। بُخت মূলত بُوخت ছিলো, অর্থ ছেলে, نَصَر এক দেবতার নাম, শৈশবে তাকে মূর্তির ঘরে বে ওয়ারিশ পাওয়া যায়, ফলে এনামেই প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

عُنُق : গরদান, ঘাড় বহুঃ اَعْنَاق (س) عَنِقَ লম্বা গলা বিশিষ্ট হওয়া, এ থেকেই مُعَانَقَه ঘাড়ে ঘাড় লাগানো, বুকে বুক লাগালে মূলত তাতে معانقه হয় না।)

اَوْقَرَ : واحد مذكر غائب ـ ماضي معروف বাবে افعال মাসদার الاِيْقَار ভারি বোঝা নেয়া।

خَزَانَة : ধন ভাণ্ডার, বহুঃ خَزَائِن (س) خَزَنَ خَزْنًا সম্পদ পুঞ্জিভূত করা, জমা করা।

سَفِيْنَة : নৌকা, জাহাজ, জলযান, বহুঃ سَفَائِن ـ سُفُنٌ

ذَهَبٌ : স্বর্ণ, বহুঃ اَذْهَاب، ذُهُبٌ

তারকীব : قَالَ اَنَا رَجُلٌ الخ : قال জুমলা হয়ে قول ـ انا মুবতাদা, رجل মওসূফ, بنى মুযাফ ও ادم মুযাফ ইলায়হি মিলে মাজরূর -জার মাজরূর মিলে كائن উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে মুতাআল্লিক হয়ে খবর, মুবতাদা খবর মিলে مقوله

فقال له : এংশটি قول ـ لو হরফে শর্ত, كنت ফে'লে নাকিস, ت ইসম, مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ উহ্য كائنا এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে খবর, كنت তার ইসম ও খবর মিলে شرط ـ لَمُتُّ লাম তাকীদের জন্য, مت ফে'ল ফায়েল।

كَمَا يَمُوْتُ بنى الخ : كما এর কাফটি তাশবীহিয়্যা, ما মাসদারিয়্যা يموت ফে'ল, بنو ادم ফায়েল মিলে মাসদারের তাবীলে হয়ে মাজরূর, জার মাজরূর মিলে لَمُتُّ এর সাথে মুতাআল্লিক, مت ফে'ল এসব মিলে شرط ـ جزا ও جزا মিলে جملهٔ شرطيه

اِنَّمَا اَنْتَ اِلٰهٌ : ان হরফে মুশাব্বাহ, ما টি كافه، انت اله হলো جمله خبريه ـ فَادْعُ ফে'ল -ফায়েল الناس মাফউল এবং الى عبادتك মুতাআল্লিক।

فَدَخَلَ فِيْ الخ : دخل ফে'ল, في نفسه মুতাআল্লিক এবং شئ (كائن) من ذالك ফায়েল মিলে...।

قَالَ اَيُّهَا : قال জুমলা হয়ে قول ـ ايها নেদা, الناس মুনাদা মিলে নেদা।

اِنِّى اَخْفَيْتُ لَكُمُ الخ : ان হরফে মুশাব্বাহা, ى মুতাকাল্লিম ইসম, اخفيت لكم امرًا জুমলায়ে ফে'লিয়্যা হয়ে খবর, ان তার ইসম ও খবর মিলে جمله اسميه

قَدْ حَانَ وَقْتُ الخ : وقت মুযাফ, إِظْهَارِهِ মুযাফ ইলায়হি মিলে ফায়েল...।

تعلمون انى الخ : انى এর ى হল ان এর ইসম اربع مائة মুমায়্যায, سنة তমীয মিলে ملك এর সাথে মুতাআল্লিক, পরে এসব মিলে ان এর খবর...।

وَلَوْ كُنْتُ الخ : لو শর্তিয়্যা, كنتُ এর পরে كائنا খবর মাহযূফ এর সাথে مِنْ بَنِى ادم মুতাআল্লিক, এসব মিলে খবর, ইসম খবর মিলে শর্ত, لمت كما পূর্বোক্ত নিয়মে جزا হয়ে جملهٔ شرطيه

وانما أَنَا اللّٰهُ : ان হরফে মুশাব্বাহা, ما হলো كافّه - انا মুবতাদা الله খবর মিলে ...।

فَاوْحَى اللّٰهُ الخ : اوحى ফে'ল, الله শব্দটি ফায়েল, الى জার, نبى মুযাফ, زمانه মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মুযাফ ইলায়হি, মুযাফ ও মুযাফ ইলায়হি মিলে মাজরূর, জার মাজরূর মিলে মুতাআল্লিক اوحى ফে'লের সাথে।

ان اخبره : ان মুখাফ্যাফা, اخبره ফে'ল-ফায়েল, ه মাফউল, انى এর মধ্যে ى হলো ان এর ইসম, استقمت ফে'ল-ফায়েল, له মুতাআল্লিক, ما (مادام অর্থে) মাসদারিয়্যা মুযাফ, استقم জুমলা হয়ে মুযাফ ইলায়হি, মুযাফ ও মুযাফ ইলায়হি মিলে মাফউলে ফীহ, استقمت ফে'ল এসব মিলে খবর, ان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলা হয়ে اخبر এর ২য় মাফউল।

فَلَمَّا تَحَوَّلَ الخ : لما শর্তিয়া (মুতাযাম্মিনে জরফ) تَحَوَّلَ ফায়েল الى مُعْصِيَتِى মুতাআল্লিক মিলে শর্ত, ب কসমিয়্যা, عزتى وجلالى মা'তূফ-মাতূফ আলায়হি মিলে মাজরূর, জার মাজরূর মিলে اقسم উহ্য ফে'লের সাথে মুতাআল্লিক, অতঃপর জুমলা হয়ে কসম, আর لَاُسَلِّطَنَّ الخ জুমলা হয়ে জওয়াবে কসম, কসম ও জওয়াবে কসম মিলে جملة قسميه

فضرب عنقه এবং فَسَلَّطَهُ عَلَيْهِ ভিন্ন ভিন্নভাবে جمله فعليه

مِنْ خَزَائِنِهِ الخ : اوقر من خَزَائِنِهِ হলো اوقر এর সাথে মুতাআল্লিক। سبعين মুমায়্যায, سَفِيْنَةً মওসূফ, مِنَ الذَّهَبِ উহ্য كائنة এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে সিফত, মওসূফ সিফত মিলে তমীয, মুমায়্যায তমীয মিলে মাফউল, অতঃপর এসব মিলে جملةٌ فعلية

حكاية - ٥ : حُكِيَ اَنَّهُ كَانَ لِهَارُوْنَ الرَّشِيْدِ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ، قَبِيْحَةُ الْمَنْظَرِ، فَنَشَرَ يَوْمًا دَنَانِيْرَ بَيْنَ الْجَوَارِيْ - فَصَارَتِ الْجَوَارِيْ يَلْتَقِطْنَ الدَّنَانِيْرَ، وَتِلْكَ الْجَارِيَةُ وَاقِفَةٌ تَنْظُرُ اِلَى وَجْهِ الرَّشِيْدِ - فَقِيْلَ : اَلَاتَلْتَقِطِيْنَ الدَّنَانِيْرَ؟ فَقَالَتْ : اِنَّ مَطْلُوْبَهُنَّ الدَّنَانِيْرُ وَمَطْلُوْبِيْ صَاحِبُ الدَّنَانِيْرِ. فَاَعْجَبَهُ قَوْلُهَا فَقَرَّبَهَا، وَاَتَى عَلَيْهَا خَيْرًا - فَانْتَهَى الْخَبَرُ اِلَى الْمُلُوْكِ بِاَنَّ هَارُوْنَ الرَّشِيْدِ عَشِقَ جَارِيَةً سَوْدَاءَ - فَلَمَّا بَلَغَهُ ذٰلِكَ اَرْسَلَ اِلَى جَمِيْعِ الْمُلُوْكِ حَتَّى جَمَعَهُمْ عِنْدَهُ - فَلَمَّا اجْتَمَعُوْا، اَمَرَ بِاِحْضَارِ الْجَوَارِيْ، وَاَعْطَى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ قَدَحًا مِنَ الْيَاقُوْتِ وَاَمَرَ بِاِلْقَائِهِ - فَامْتَنَعْنَ جَمِيْعًا -

(৫) হারুনুর রশীদের কুশ্রী দাসী

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে, বাদশাহ্ হারুনুর রশীদের কালো কুশ্রী এক দাসী ছিলো। একদিন হারুনুর রশীদ সকল দাসীদের সম্মুখে স্বর্ণমুদ্রা ছড়িয়ে দিলেন সকল বাঁদী স্বর্ণ মুদ্রাগুলো কুড়াতে লাগলো, কিন্তু সে বাঁদীটি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে হারুনুর রশীদের চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলো। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি স্বর্ণ মুদ্রা কুড়াচ্ছো না কেনো? সে জবাবে বললো, তাদের লক্ষ্য হলো স্বর্ণমুদ্রা, আর আমার লক্ষ্য হলো স্বর্ণমুদ্রার মালিক। তার একথা হারুনুর রশীদকে বিস্মিত করলো। তিনি তাকে আরো নৈকট্যভাজন বানালেন এবং তাকে প্রচুর সম্পদ দান করলেন। অন্যান্য রাজা-বাদশাহদের নিকট এ সংবাদ পৌছে গেলো যে, বাদশাহ্ হারুনুর রশীদ কালো কুশ্রী এক বাঁদীর প্রতি আসক্ত হয়েছেন হারুনুর রশীদ এ বিষয়ে অবহিত হয়ে সকল বাদশাহদের প্রতি দূত পাঠালেন। তারা (নির্দিষ্ট দিনে) হারুনুর রশীদের নিকট সমবেত হলেন। মঞ্চে সকল রাজন্যবর্গ উপস্থিত হলেন। আর তিনি বাঁদীদেরকে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাদের প্রত্যেককে একটি করে ইয়াকূতের পিয়ালা দিলেন এবং তা ভূমিতে ছুড়ে ফেলতে বললেন। সকল বাঁদীই এ নির্দেশ পালন হতে বিরত থাকলো।

তাহকীক : هارون : আব্বাসীয় বংশের পঞ্চম খলীফা, তিনি খলীফা মাহদীর পুত্র ছিলেন। জন্মস্থান রায়, স্বীয় ভ্রাতা হাদী এর পরে ১৭০ হি. সনে খেলাফতের আসন অলঙ্কৃত করেন। তাঁর উপাধি ছিলো রশীদ। তিনি অতি ন্যায় পরায়ণ ধর্মানুরাগী ও আড়ম্বরহীন খলীফা ছিলেন। هارون শব্দটি عجمه ও علم এ কারণে গায়রে মুনসারিক। ১৯৩ হি. পর্যন্ত মোট ২৩ বছর খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।

جَارِيَة : দাসী, বাঁদী, গৃহপরিচারিকা, নৌকা, সাপ, বহুঃ جَارِيات ـ جوارى

سَوْدَاء : কালো, কুশ্রী, أَسْوَدُ এর স্ত্রী লিঙ্গ, বহুঃ سُود (س) إِسْوِدٌ কালো হওয়া। قَبِيْحَة ঃ খারাপ, বহুঃ قبائح ـ (ك) قبح قبحا খারাপ হওয়া

مَنْظَرٌ : দৃশ্য, واحد ـ اسم ظرف বহুঃ مناظر

نَشَرَ : نصر বাবে ماضى معروف ـ واحد مذكر غائب – ছড়িয়ে দিলো, (ن س) نشرا ছড়ানো, কাব্যকারে কথা বলা।

دَنَانِيْر ঃ دِيْنَار এর বহুঃ স্বর্ণমুদ্রা, মূলে دِنَّار ছিলো, খিলাফে কিয়াস এক নূনকে ইয়া দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

يَلْتَقِطْنَ : افتعال বাবে مضارع معروف ـ جمع مونث غائب اَلْاِلْتِقَاطُ আহরণ করা, খুটে নেয়া, لقطة পড়ে পাওয়া বস্তু।

وَاقِفَة : اسم فاعل ـ واحد مونث দণ্ডায়মান, স্থির, اَلْوَقْفُ اَلْوُقُوفُ থেমে থাকা, مثال واوى

مطلوب : اسم مفعول ـ واحد مذكر কাম্য (ب) اَلطَّلَبُ খোঁজ করা, কামনা করা।

أَعْجَبَ : افعال বাবে ماضى ـ واحد مذكر غائب মাসদার اِلْاِعْجَابُ আশ্চর্যান্বিত করা, মুগ্ধ করা।

قَرَّبَ : تفعيل বাবে ماضى ـ واحد مذكر غائب নৈকট্যদান করা, اَلْقُرْبُ (ك) নিকটবর্তী হওয়া।

اتى : ضرب বাবে ماضى ـ واحد مذكر মাসদার اَلْاِيْتَاءُ দেওয়া, مهموز فا ও ناقص يائ ـ الاتيان আনয়ন করা।

عشق : ماضى ـ واحد مذكر غائب (س) ـ عَشِقَ عِشْقًا আসক্ত হওয়া, প্রেমে আবদ্ধ হওয়া, عَاشِق প্রেমিক, বহুঃ عُشَّاق، عَاشِقُوْن স্ত্রীঃ عَاشِقَة বহুঃ عَوَاشِق

بَلَغَ : نصر বাবে ماضى ـ واحد غائب মাসদার اَلْبُلُوغ পৌছানো, উপনীত হওয়া, সাবালক হওয়া, (لازم) بَلَّغَ পৌছে দেয়া (متعدى)

أَرْسَلَ : افعال বাবে ماضى ـ واحد مذكر غائب মাসঃ الارسال পাঠানো, প্রেরণ করা, الاحضار বাবে افعال হাজির করা।

قَدَح : পেয়ালা, খালি গ্লাস, বহুঃ أَقْدَاح, ভর্তি গ্লাস হলে তাকে كَأْس বলে।

ياقوت : মূল্যবান পাথর বিশেষ, বহুঃ يواقيت

القاء : বাবে اقعال এর মাসদার, নিক্ষেপ করা, মাদ্দা ناقص يائ ـ ل ق ى

তারকীব: حُكِيَ أَنَّهُ ঃ حُكِيَ ফে'লে মাজহুল, ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, যমীর ইসম, كَان ফে'লে নাকিস, ل হরফে জার, هارون মুবদাল মিনহু, الرَّشِيْد বদল মিলে মাজরূর, জার-মাজরূর মিলে ثابتة মুকাদ্দারের সাথে

মুতাআল্লিক হয়ে كان এর খবরে মুকাদ্দাম, جارية মওসূফ, سَوْدَاءُ ১ম সিফত, قَبِيْحَةُ الْمَنْظَرِ ২য় সিফত, মওসূফ সিফত মিলে كان এর ইসম, كان তার ইসম-খবর মিলে জুমলা হয়ে ان এর খবর, ان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলা হয়ে حُكِيَ এর নায়িবে ফায়েল, ফে'ল নায়িবে ফায়েল মিলে جملهٔ فعليه

فَنَثَرَ يَوْمًا الخ : فا ফা তা'কীবিয়্যা, نَثَرَ ফে'ল, যমীর هو তার ফায়েল يوما মাফউলে ফীহ, دَنَانِيرَ মাফউলে বিহী, بَيْنَ الْجَوَارِي মাফউলে ফীহ মিলে جملهٔ فعله خبريه

فَصَارَتِ الْجَوَارِي الخ : صَارَتْ ফে'লে নাকিস, الجَوَارِي ইসম ও يَلْتَقِطْنَ الدَّنَانِيْرَ জুমলা হয়ে খবর।

وَتِلْكَ الْجَارِيَةُ الخ : تِلْكَ الْجَارِيَةُ মুবতাদা, واقفة মওসূফ, تنظر الى وجه الرشيد জুমলা হয়ে সিফত, মওসূফ সিফত মিলে খবর।

فَقِيْلَ لَهَا الاَ الخ : قِيْلَ ফে'ল- নায়েবে ফায়েল মিলে قول ـ ا (হামযা) হরফে ইস্তিফহাম, لاَتَلْتَقِطِيْنَ الدنانير জুমলা হয়ে مقوله –

فقالت انا الخ : قالت ফে'ল ফায়েল মিলে قول ـ ان হরফে মুশাব্বাহ, مَطْلُوبُهُنَّ ইসম, الدَّنَانِيرِ খবর মিলে মা'তূফ আলায়হি مطلوبي মুবতাদা, আর صَاحِبُ الدَّنَانِيرِ খবর মিলে মা'তূফ, মা'তূফ ও মা'তূফ আলায়হি মিলে انএর খবর, এ সব মিলে مقوله

فَأَعْجَبَهُ قَوْلُهَا : اعجبه ফে'ল, ه মাফউল, قَوْلُهَا ফায়েল ... فقرّبها ফে'ল, ফায়েল মাফউল اَتَى عَلَيْهَا الخ ফে'ল-ফায়েল মুতাআল্লিক خير মাফউল ...

فَانْتَهَى الْخَبَرُ الخ : انتهى ফে'ল, الخبر ফায়েল, الى الملوك ১ম মুতাআল্লিক الرشيد ২য় মুতাআল্লিক অর্থাৎ هارون মুবদাল মিনহু بان ... سَوْدَاء বদল মিলে ان এর ইসম, جارية মওসূফ, سوداء সিফত মিলে খবর তারপর জার মাজরূর মিলে...।

فَلَمَّا بَلَغَهُ الخ : لَمَّا শর্তিয়া, بَلَغَهُ ذَالِكَ জুমলা হয়ে শর্ত, خَلْفَ جَمِيْعِ الملوك জরফ হয়ে ارسل এর ১ম মুতাআল্লিক, حتى হরফে জার جمعهم عنده জুমলা হয়ে মাজরূর, জার মাজরূর মিলে ২য় মুতাআল্লিক .....

فلمّا اجْتَمَعُوا শর্ত أَمَرَ بِإِحْضَارِ الْجَوَارِي জুমলা হয়ে জাযা।

وَاَعْطَى كُلَّ وَاحِدَةٍ الخ : اعطى ফে'ল ফায়েল, كل واحدة মাফউল, منهن মুতাআল্লিক, قدحا মওসূফ, مِنَ الْيَاقُوتِ উহ্য كائنة এর মুতাআল্লিক হয়ে সিফত, পরে ফে'ল ফায়েল, মাফউল.....।

أَمَرَ بِالْقَائِهِ : ফে'ল, ফায়েল, মুতাআল্লিক।

فَامْتَنَعْنَ جَمِيْعًا : اِمْتَنَعْنَ ফে'ল, هن যমীর জুলহাল, جَمِيْعًا হাল মিলে ...

فَانْتَهٰى الْاَمْرُ اِلٰى الْجَارِيَةِ الْقَبِيْحَةِ ، فَالْقَتِ الْقَدْحَ وكَسَرَتْهُ . فَقَالَ اُنْظُرُوْا اِلٰى هٰذِهِ الْجَارِيَةِ وَجْهُهَا قَبِيْحٌ وفِعْلُهَا مَلِيْحٌ . فَقَالَ لَهَا الْخَلِيْفَةُ: لِمَاذَا كَسَّرْتِيْهِ؟ فقالتْ : قَدْ اَمَرْتَنِيْ بِكَسْرِهٖ . فَرَايْتُ اِنَّ فِيْ كَسْرِهٖ نَقْصًا فِيْ خَزِيْنَتِهٖ ، وَفِيْ عَدَمِ كَسْرِهٖ نَقْصًا فِيْ اَمْرِهٖ . وَالنَّقْصُ فِي الْاَوَّلِ اولٰى بَقَاءً لِحُرْمَةِ اَمْرِ الْخَلِيْفَةِ . وَرَاَيْتُ اِنَّ فِيْ كَسْرِهٖ وَصْفِيْ بِالْمَجْنُوْنَةِ ، وَفِيْ اِبْقَائِهٖ وَصْفِيْ بِالْعَاصِيَةِ . وَالْاَوَّلُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ الثَّانِيْ . فَاسْتَحْسَنَ الْمُلُوْكُ مِنْهَا ذٰلِكَ وحَمِدُوْا لَهَا وعَذَرُوْا الْخَلِيْفَةَ فِيْ مُحَبَّتِهَا . واللّٰه اعلم .

অনুবাদ ॥ কিন্তু কুশ্রী দাসীর প্রতি নির্দেশ হলে তৎক্ষণাৎ সে পিয়ালাটি ছুড়ে দিলো এবং তা ভেঙে ফেললো। হারুনুর রশীদ তখন মজলিসে উপস্থিতদেরকে বললেন, আপনারা এ দাসীটির প্রতি লক্ষ্য করুন। তার চেহারা কুশ্রী কিন্তু তার কর্ম বড়ো চমৎকার। এরপর তিনি দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ মূল্যবান পিয়ালাটি টুকরো টুকরো করে ফেলে দিলে কেন? সে বললো, আপনি আমাকে তা ভাঙতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমি ভাবলাম, পিয়ালাটি ভাঙায় বাদশার রাজকোষের ক্ষতি সাধন হবে, আর তা না ভাঙলে বাদশার নির্দেশের অবমাননা হবে। আমি বাদশার নির্দেশের মর্যাদা রক্ষার্থে প্রথম বস্তুর (ভেঙে ফেলার) ক্ষতি সাধনাকে উত্তম ভেবেছি। আমি আরো দেখলাম পিয়ালাটি ভাঙলে আমি পাগলিনী আখ্যায়িত হবো। আর না ভাঙলে অবাধ্য আখ্যায়িত হবো। আমার নিকট প্রথমটি দ্বিতীয়টি হতে অধিক পছন্দনীয়। উপস্থিত রাজন্যবর্গ বাঁদীর এ উত্তরকে পছন্দ করলেন। তারা তার ভূয়সী প্রশংসা করলেন এবং তার প্রতি প্রেমাসক্তির ব্যাপারে বাদশাকে নির্দোশ বিবেচনা করলেন।

তাহকীক : كَسَّرتِ : ماضى معروف ـ واحد مونث غائب বাবে تفعيل মাসঃ التكسير ভেঙে ফেলা।

مَلِيْحٌ : সুন্দর, আকর্ষণীয়, বহুঃ مِلَاحٌ ـ اَمْلَاحٌ - (ك) مَلُوْحَةٌ مَلَاحَةٌ مَلُحَ সুন্দর হওয়া।

اَلنَّقْصُ : বাবে نصر এর মাসদার, কম হওয়া, ঘাটতি হওয়া, ত্রটি যুক্ত হওয়া।

بَقَاءٌ : বাবে سمع এর মাসঃ স্থায়ী থাকা, ناقص অবশিষ্ট থাকা মাদ্দা ب ق ى

حُرْمَةٌ : মর্যাদা, সম্মান, দায়িত্ব, অংশ অবধারিত বিষয় যার খেলাপ করা নিষিদ্ধ, রক্ষণশীল বস্তু যার অবমূল্যায়ন অবৈধ।

وُصُف : (ض) وَصَفَ وَصْفًا و صِفَةً বর্ণনা করা, প্রশংসা করা, إِتَّصَفَ বাবে افتعال। গুণান্বিত হওয়া, বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হওয়া, مثال واوى

مُجْنُونَة : পাগলিনী (ن) جَنَّ جُنُوْنًا পাগল হওয়া, ঢেকে নেয়া, مضاعف ثلاثى

عَاصِيَة : اسم فاعل ـ واحد مونث বাবে ضرب মাসঃ الْعِصْيَان। অবাধ্য হওয়া, অমান্য করা, مَعْصِيَة পাপ, নাফরমানী, বহুঃ مَعَاصى

استحسن : ماضى ـ واحد مذكرغائب বাবে استفعال। ভালো জ্ঞান করা।

عذروا : ماضى معروف ـ جمع مذكر غائب বাবে ضرب মাসঃ الْمَعْذِرَة। নির্দোষ সাব্যস্ত করা, অপরাগতা গ্রহণ করা, الاعتذار। অপরাগতা পেশ করা।

مُحَبَّة : মাসঃ (ض) حَبَّ حُبًّا، مَحَبَّة ـ ভালোবাসা, اَلْإِحْبَابُ বন্ধু বানানো।

তারকীব: فَانْتَهَى الامرُ الخ ঃ إِنْتَهَى ফে'ল, الامرُ ফায়েল, الجارية মওসূফ, القبيحة। সিফাত মিলে মাজরূর, জার মাজরূর মিলে إِنْتَهَى এর সাথে মুতাআল্লিক।

فَالْقَتْ الخ ও كَسَّرته ভিন্ন ভিন্ন জুমলা, فقال ফে'ল, ফায়েল মিলে قول এর عطف এর সাহায্যে যুক্ত হয়ে مقوله হবে। قَدْاَمَرْتَنِيْ থেকে শেষাংশ مِنَ الثَّانِيْ পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন জুমলা হয়ে

رايتُ اَنَّ الخ : رايتُ ফে'ল ফায়েল, فِيْ كَسْرِهِ উহ্য كائن এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে ان। এর খবর, نقصا ইসম মিল মা'তূফ আলায়হি, আর نقصًا فِيْ خَزِيْنَةِ الْخَلِيْفَةِ এর সাথে متعلق ـ ان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলা হয়ে মা'তূফ আলায়হি। فِيْ عَدَمِ كَسْرِهِ ঐভাবে জুমলা হয়ে মা'তূফ, পরে মা'তূফ ও মা'তূফ আলায়হি মিলে رايت এর মাফউল।

والنقصُ فِى الاوّلِ : والنقص في الاول ـ نقص এর সাথে متعلق হয়ে মুবতাদা, اولى খবর, لِحُرْمَةِ اَمْرِالْخَلِيْفَةِ ـ بقاء এর সাথে متعلق

فرايت ان হতে رايتُ اَنَّ فِيْ الخ : وَصْفِي بِالْعَاصِيَةِ এর তারকীব উপরে এর ন্যায়। অর্থাৎ وصفى بالمجنونة হলো (ان। এর ইসম فِيْ كَسْرِهِ হলো ان এর খবর, এসব মিলে মা'তূফ আলায়হি।

وَالْاَوَّلُ اَحَبُّ الخ : الاول মুবতাদা, الى এবং من الثانى উভয়টি احب এর সাথে متعلق হয়ে খবর, فَاسْتَحْسَنَ ফে'ল, الملوكى। ফায়েল ـ متعلق منها আর ذالك। মাফউল। حمدوا ফে'ল, ফায়েল لها হল متعلق

عَذَرُوْا : ফে'ল, واو ফায়েল, الخليفة। মাফউল, فِي مَحَبَّتِهَا হলো متعلق

حكايت - ٦ : حُكِىَ اَنَّ رَجُلًا كَانَ نَائِمًا فِى الْمَسْجِدِ - وَمَعَهُ هِمْيَانٌ - فَانْتَبَهَ فَلَمْ يَجِدْ هِمْيَانَهُ - وَرَاٰى جَعْفَرَ الصَّادِقَ (الطيّار) يُصَلِّيْ ، فَتَعَلَّقَ بِهِ - فَقَالَ لَهُ : مَاشَانُكَ؟ فَقَالَ :قَدْ سُرِقَ هِمْيَانِيْ وَلَيْسَ عِنْدِيْ غَيْرُكَ - فَقَالَ لَهُ :كَمْ كَانَ فِيْ هِمْيَانِكَ؟ فَقَالَ :اَلْفُ دِيْنَارٍ- فَمَضٰى جَعْفَرُ اِلٰى بَيْتِهٖ وَاتَاهُ بِاَلْفِ دِيْنَارٍ وَدَفَعَهَا اِلَيْهِ - فَذَهَبَ الرَّجُلُ اِلٰى اَصْحَابِهٖ - فَقَالُوْا لَهُ: هِمْيَانُكَ عِنْدَنَا وَقَدْ مَازَحْنَاكَ - فَعَادَ الرَّجُلُ بِالدَّنَانِيْرِ وَسَالَ عَنِ الَّذِيْ اَعْطَاهَا لَهُ - فَقَالُوْا لَهُ : هُوَ ابْنُ عَمِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلّى اللّٰهُ عليه وسلّم - فَذَهَبَ اِلَيْهِ وَدَفَعَهَا لَهُ فَلَمْ يَقْبَلْهَا - وَقَالَ : اِنَّا اِذَا اَخْرَجْنَا شَيْئًا عَنْ مِلْكِنَا لَايَعُوْدُ اِلَيْنَا - رضى اللّٰهُ عنه

(৬) ইমাম জাফর সাদেক (রহ) এর অপূর্ব দান

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে ঘুমন্ত ছিলো। তার নিকটে ছিলো একটি থলি। কিছুক্ষণ পর সে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলো কিন্তু তার থলি (মানি ব্যাগ) (খুঁজে) পেলো না। সে জাফর সাদেক (রহ) কে নামাযরত দেখে তাকেই ধরে বসলো। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? সে বললো, আমার থলে চুরি হয়ে গেছে। অথচ তুমি ব্যতীত অন্য কেউ আমার ধারে কাছে নেই। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার থলিতে কত ছিলো? সে বললো, এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা, এরপর জাফর সাদেক নিজ গৃহে চলে গেলেন এবং এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা এনে লোকটিকে দিয়ে দিলেন। অতঃপর লোকটি তার সঙ্গীদের নিকট গেলো। তারা তাকে বললো, তোমার টাকার থলি তো আমাদের নিকট। আমরা তোমার সাথে কৌতুক করেছি। অতঃপর লোকটি সেই স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে ফিরে আসলো। এবং যিনি তাকে স্বর্ণমুদ্রাগুলো দিয়েছিলেন তার সম্পর্কে লোকজনকে জিজ্ঞেস করলো। তারা বললো, তিনি তো মহানবী (স)-এর চাচাতো ভাই জা'ফর। লোকটি তার নিকট গেলো এবং স্বর্ণমুদ্রাগুলো ফিরিয়ে দিতে চাইলো। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ না করে বললেন, আমরা যখন আমাদের মালিকানা থেকে কোনো কিছু বের করি তা আমাদের কাছে ফেরত যায় না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

তাহকীক : نائما : واحد مذكر - اسم فاعل বাবে سمع - نَامَ يَنَامُ نَوْمًا اجوف واوى، ঘুমান, শয়ন করা। বহুঃ نَائِمون - نِيَام - نُوَّم - نِوَام

هِمْيَان : থলি, টাকার তোড়া, মানিব্যাগ বহুঃ هَمَائِيْن (ض) ~~هَمْيًا~~ প্রবাহিত হওয়া।

اِنْتَبَهَ امم : اِنْتَبَهَ افتعال ـ ماضى ـ واحد مذكر غائب মাসদার اَلْاِنْتِبَاهُ জাগ্রত হওয়া।

لَمْ نَجِدْ : نفى جحد بلم ـ واحد مذكر (ض) - وَجَدَ يَجِدُ وِجْدَانًا পাওয়া مثال واوى আর وُجُودًا অর্থ - বিদ্যমান থাকা।

جَعْفَر : কূপ বহুঃ جَعَافِيْر ـ جَعْفَرٌ মূলত দু'জন বিশিষ্ট অলীর নাম। একজন হলেন جعفرُ بْنُ محمّدِ بْنِ باقِرِ بْنِ زَيْنِ الْعَابِدِيْنَ بن حُسَيْن بن عَلِىّ رض – ইনি সাদিক লকবে ভূষিত ছিলেন। ১৪৮ হি. সনে খলীফা মানসূরের শাসনামলে ইন্তিকাল করেন। অপরজন হলেন রাসূলে করীম (স)-এর চাচাত ভাই جعفرُ بْنُ اَبِىْ طَالِب রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায় শহীদ হন। আল্লাহ তাকে বেহেশতে উড়ার সৌভাগ্য দান করেন। বিধায় طَيَّار (উড়ন্ত) লকবে ভূষিত হন। কারো মতে জা'ফর তায়্যার (র) সততার কারণে সাদিক রূপে খ্যাত ছিলেন। এখানে জা'ফর তায়্যার উদ্দেশ্য। কারো মতে জা'ফর সাদিক উদ্দেশ্য।

فَتَعَلَّقَ : واحد مذكر غائب ـ ماضى বাবে تفعل মাসঃ التعلّق জড়িত হওয়া, সংশ্লিষ্ট হওয়া।

قَدْ سُرِقَ : চুরি হয়ে গেলো, ماضى قريب مجهول ـ واحد مذكر غائب বাবে ضرب মাসঃ السَّرْقُ ـ السَّرَقَةُ চুরি করা।

فَمَضَى : واحد مذكر غائب ـ ماضى বাবে ضرب মাসঃ اَلْمُضِىُّ অতিক্রম করা, অতিবাহিত হওয়া, এখানে যাওয়া অর্থে। এ থেকে ماضى (অতীতকাল) - ناقص يائى

مَازَحْنَا : ماضى ، جمع متكلم বাবে مُفاعله মাসঃ المُمَازَحَة والمزاح ঠাট্টা করা, মজাক করা, খাসিয়্যত مشاركة (ফায়েল মাফউলের অংশীদারিত্ব)

عَادَ : ماضى ـ واحدمذكرغائب বাবে نصر মাসঃ العود প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা اجوف واوى

سَال : ماضى ـ واحد مذكر غائب বাবে نتح মাসঃ السُّؤالُ والمَسْئَلَة জিজ্ঞেস করা, ভিক্ষে করা, চাওয়া مهموز عين

اَعْطَا : ماضى ـ واحد مذكرغائب বাবে افعال মাসঃ الاعطاء দান করা, عَطِيَّة দান, ناقص يائ (ن) عَادَ عِيَادَة রোগীর সেবা করা, খোঁজ নেয়া)।

عم : চাচা বহুঃ اعمام ـ مضاعف স্ত্রীঃ عمة ফুফু, বহু عمات

القبول মাসঃ سمع বাবে نفى جحد بلم، واحد مذكرغائب ঃ لم يقبل গ্রহণ করা।

তারকীব : حُكِيَ اَنَّ رَجُلًا ঃ حكى ফে'ল মাজহুল, ان হরফে মুশাব্বাহ, رجلا ইসম, فِى الْمَسْجِد হলো نائما এর সাথে متعلق হয়ে خبر -

وَمَعَهُ الخ : معه জরফ উহ্য كائن এর সাথে متعلق হয়ে خبرمقدم আর مبتداءے مؤخر হলো هِمْيَان

رَأى جَعْفَر الخ : جعفر মুবদাল মিনহু, الصادق বদল মিলে জুলহাল, يُصَلِّى জুমলা হয়ে হাল, হাল জুলহাল মিলে راى এর মাফউল।

مَاشَانُكَ : مَا টি اى شى এর অর্থে মুবতাদা شانك খবর ...।

قد سُرِقَ لَهُ الخ : هميانى মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে قد سرق এর নায়িবে ফায়েল হয়ে مقوله

لَيْسَ عِنْدِى الخ : عندى উহ্য موجود এর সাথে متعلق হয়ে ليس এর খবর, غَيْرُك ইসম।

كَمْ كَانَ الخ : كم মুমায়্যায, এর পরে دينار তমীয মাহযুফ মিলে মুবতাদা, كَانَ فِى هِمْيَانِكَ জুমলা হয়ে খবর।

فقالَ الفُ دِيْنَار : قال জুমলা হয়ে قول ـ الف دينار মুমায়্যায-তমীয মিলে উহ্য كان এর খবর, كان এর যমীর হলো ইসম। পরে জুমলা হয়ে مقوله

فَقالُوا لَهُ هِمْيَانُكَ : لَهُ মুতাআল্লিক। قالو এর সাথে, هِمْيَانك মুবতাদা, عِنْدَنَا উহ্য موجود এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে খবর।

سَالَ عَنِ الَّذِى الخ : سال ফে'ল, عن হরফে জার, الذى ইসমে মওসূল اَعْطَاهَا لَهُ জুমলা হয়ে সিলা, মওসূল সিলা মিলে মাজরূর...।

قال اِنَّا اِذَا الخ : انا মূলত ان نا ছিলো। এক নূনকে তাখফীফের জন্য হযফ করা হয়েছে। ان হরফে মুশাব্বাহা نا তার ইসম, اذا শর্তিয়া اَخْرَجْنَاعَنْ مِلْكِنَا শর্ত। لايَعُوْدُ اِلَيْنَا জাযা।

حكايت -٧ : حُكِيَ أَنَّ شَابًّا مِّنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا ـ فَنَذَرَتْ أُمُّه إِنْ عَافَاهُ اللّٰهُ مِنْ مَرَضِه لَتَخْرُجَنَّ مِنَ الدُّنْيَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ ـ فَعَافَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْهُ وَلَمْ تَفِ بِنَذْرِهَا ـ فَنَامَتْ لَيْلَةً فَأَتَاهَا آتٍ وَقَالَ لَهَا أَوْفِيْ بِنَذْرِكِ لِئَلَّا يُصِيْبَكِ مِنَ اللّٰهِ بَلَاءٌ شَدِيْدٌ ـ فَلَمَّا أَصْبَحَتْ دَعَتْ وَلَدَهَا وَأَخْبَرَتْه بِالْقِصَّةِ ـ وَأَمَرَتْه أَنْ يَحْفِرَ لَهَا قَبْرًا فِي الْمَقَابِرِ وَيَدْفِنَهَا فِيْهِ ـ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ـ فَلَمَّا نَزَلَتْ فِي الْقَبْرِ، قَالَتْ : إِلٰهِيْ وَسَيِّدِيْ! قَدْ فَعَلْتُ جُهْدِيْ وَطَاقَتِيْ وَأَوْفَيْتُ بِنَذْرِيْ فَاحْفَظْنِيْ فِيْ هٰذَا الْقَبْرِ مِنَ الْآفَاتِ ـ فَحَثَا وَلَدُهَا عَلَيْهَا التُّرَابَ وَانْصَرَفَ فَرَأَتْ مِنْ جِهَةِ رَأْسِهَا نُوْرًا سَاطِعًا وَجُحْرًا كَالْكُوَّةِ فَنَظَرَتْ فِيْهِ فَرَأَتْهُ بُسْتَانًا فِيْهِ اِمْرَأَتَانِ فَنَادَتَاهَا : أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ! أُخْرُجِيْ إِلَيْنَا ـ فَاتَّسَعَ الْجُحْرُ ـ وَخَرَجَتْ إِلَيْهِمَا ـ

(৭) সাত দিন কবরে অবস্থান

অনুবাদ ॥ বর্ণিত আছে, বনী ইসরাঈলের এক যুবক কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে তার মা মান্নত করলো– যদি আল্লাহ্ তাআলা তাকে রোগমুক্তি দান করেন তাহলে অবশ্যই সাত দিনের জন্যে দুনিয়া হতে বের হয়ে যাবেন। আল্লাহ্ পাক তাকে রোগ থেকে আরোগ্য দান করেন। কিন্তু সে (মা) তার মান্নত পুরা করলো না। এক রাতে সে নিদ্রিত ছিলো। স্বপ্নে দেখলো, জনৈক আগন্তুক এসে তাকে বলছে, তুমি তোমার মান্নত পুরা করো, যাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো কঠিন মসিবত তোমার উপর না চাপে। ভোরে মহিলা নিজের ছেলেকে ডেকে এ বিষয়ে অবহিত করলো। সে তাকে তার জন্যে কবরস্থানে একটি কবর খননের এবং তাকে দাফনের নির্দেশ দিলো। ছেলেটি মায়ের নির্দেশমত কাজ করলো। সে কবরে অবতরণ করে বললো, হে আমার প্রভূ! আমি তো স্বীয় প্রচেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করেছি এবং নিজের মান্নত পূর্ণ করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে এ কবরের যাবতীয় বিপদ থেকে রক্ষা করুন। অত:পর তার পুত্র তার কবরের উপর মাটি ফেললো এবং সেখান থেকে চলে গেলো। মহিলাটি তার মাথার দিকে একটি উজ্জ্বল আলো এবং ছোটো জানালার মতো একটি সুড়ঙ্গ দেখতে পেলো। সে সুড়ঙ্গ পথে তাকালে একটি বাগান দেখতে পেলো। তাতে দুইজন মহিলা রয়েছে। মহিলা দু'জন তাকে ডাকলো যে, তুমি আমাদের নিকট আসো। তখন সুড়ঙ্গ পথটি প্রশস্ত হয়ে গেলো এবং কবরের মহিলাটি বাগানে অবস্থিত মহিলা দু'জনের নিকট চলে গেলো।

তাহকীক : شَابًّا : যুবক বহু: شُبَّان স্ত্রী, شابة যুবতী বহুঃ شَابَّات ـ مضاعف

مَرِضَ : واحدمذكر غائب ـ ماضي বাবে سمع মাসঃ المَرْض অসুস্থ/পীড়িত হওয়া, সিফত مَرِضٌ ـ مَرِيْضٌ রোগী বহুঃ مرضى، مَرَاضٍ

نَذَرَتْ : واحد مونث غائب ـ ماضي বাবে ضرب মাসঃ نَذْرا، نُذور মান্নত মানা। জরুরি নয় এমন কোনো কাজকে নিজের ওপর অবশ্য পালনীয় করে নেয়া। نذر মান্নত বহুঃ نذور

عَافَا : واحد مذكرغائب ـ ماضي বাবে مفاعلة মাসঃ المُعَافَاة ক্ষমা করা, মাদ্দা عفو ناقص اوى ـ عافيت সুস্থতা।

لم تَفِ : واحد مونث غائب ـ نفي جحد بلم معروف বাবে ضرب মাসঃ الوَفاء পূর্ণ করা, لم تف সে পূর্ণ করেনি, মূলত لم توفى ছিলো, لفيف مفروق মাদ্দা وف ى ـ افعال হতে الايفاء পূর্ণ করা।

لايُصِيبُكَ : واحد مذكر غائب ـ نفي فعل مضارع معروف বাবে افعال মাসঃ الاصابة ঠিক করা المصيبة বিপদপতিত হওয়া মাদ্দা اجوف واوى ـ صوب

القِصَّة : ঘটনা, বহুঃ قصص ـ مضاعف ثلاثي (ن) বর্ণনা করা।

يَحفِرُ : واحد مذكزغائب ـ (ض) الحفر খনন করা।

قبر : সমাধী, কবর, বহুঃ قبور (ن ض) قَبْرًا مَقْبَرًا লাশ সমাহিত করা, مقبَرَة গোরস্তান, বহুঃ مَقابر

يَدْفُنُ : واحد مذكر غائب ـ مضارع বাবে ضرب মাসঃ دفنا সমাহিত করা।

نَزَلتْ : واحد مونث ـ ماضي (ص) النزول অবতরণ করা, الانزال অবতীর্ণ করা, (س) نزل نزلا সর্দিতে আক্রান্ত হওয়া, نزلة সর্দি, التنزيل অল্প অল্প নাযিল করা।

جُهْد : কষ্ট, পরিশ্রম, (ن) جهد অতিরিক্ত চেষ্টা করা।

طَاقة : শক্তি, ক্ষমতা, (ن) طاق طاقة ক্ষমতাবান হওয়া ـ طوق اجوف واوى

احفظ : امر واحد حاضر বাবে سمع মাসঃ الحفظ সংরক্ষণ করা।

حَثَا : واحد مذكر غائب ـ ماضي বাবে نصر মাসঃ الحثاء ـ حثي নিক্ষেপ করা, ناقص واوى

آفاتٌ : آفة এর বহুঃ বিপদাপদ।

تُرَاب : মাটি, বহুঃ أَتْرِبَة، تُرْبَانٌ ـ (س) تَرِبَ تَرَبًا مَتْرَبًا ধূলিযুক্ত হওয়া, অভাবী হওয়া।

اِنْصَرَفَ : واحد مذكر ـ ماضي ـ انفعال মাসঃ الانصراف ফিরে যাওয়া।

جِهَةٌ : দিক বহুঃ جِهَات - (ض) وَجَهَ وَجْهًا মুখে মারা, وَجَّهَ تَوجُّهًا মুখ ফিরানো (ك) الوجه মর্যাদাবান হওয়া, মাদ্দা وجه - مثال واوى

سَاطِعًا : واحد مذكر - اسم فاعل (ف) سطع سطوعا উঁচু হওয়া, প্রসারিত হওয়া, (س) سطع লম্বা খন্ড হওয়া।

جُحْرٌ ঃ গর্ত, ছিদ্র, বহুঃ أَجْحَار، جُحَرَة، جُحْرٌ، إِنْجَحَرَ গর্তে প্রবেশ করা।

الكُوَّة : জানালা, ভেন্টিলেটার, বহুঃ كوى

بُسْتَانًا : বাগান, বহু : بساتين ফার্সি হতে আরবি, মূলত بوستان ছিলো।

اِتَّسَعَ: واحد مذكر - ماضى বাবে افتعال মাস : الاتساع প্রশস্ত হওয়া, مثال واوى ছিলো, মূলত اوتسع প্রশস্ত হওয়া, وسع سعة ووسعا হতে ثلاثى বাবে افتعال এর فا কালেমায় واو আসায় تا হয়ে ইদগাম হয়েছে।

তারকীব : حُكِىَ انّ شَابًّا الخ : شَابًّا মওসূফ, مِنْ بَنِيْ اِسْرائيل উহ্য كائِنًا এর সাথে متعلق হয়ে সিফাত, এ অংশটি ان এর ইসম, আর مرضا شديدا মওসূফ সিফত মিলে مرض এর মাফউলে মুতলাক, অতঃপর জুমলা হয়ে ان এর খবর। তারপর حكى এর নায়িবে ফায়েল।

اِنْ عَافَاهُ اللّٰهُ الخ : ان عافاه পর্যন্ত জুমলা হয়ে শর্ত, لتخرجن ফে'ল ফায়েল, مِنَ الدّنيا মুতাআল্লিক ও سبعَةَ ايّام মাফউল মিলে জাযা- এরপর থেকে فاتاها اتِ পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন বাক্য।

قَالَ لَهَا : জুমলা হয়ে قول - بنذرك মুতাআল্লিক, اوفى এর সাথে, لئلا মূলত لان لا ছিলো, ل হরফে জার, ان মাসদারিয়্যা, من الله মুতাআল্লিক يصيبك এর সাথে, بلاءٌ شديدٌ ফায়েল, জুমলা হয়ে মুফরাদের তাবীলে মাজরূর। অতঃপর اوفى এর সাথে মুতাআল্লিক।

وَامَرَتْهُ اَنْ يَحْفِرَ الخ : ان মাসদারিয়্যা يحفرلها এবং يَدفنُها فيْهِ ভিন্ন ভিন্ন জুমলা হয়ে মুফরাদের তাবীলে হয়ে امرت এর ২য় মাফউল।

فلمّا نَزَلتُ الخ : فى القبْرِ পর্যন্ত শর্ত, قالت ফে'ল ফায়েল মিলে الهى সহ يا উহ্য نداء, قد فعلت থেকে من الافات পর্যন্ত মা-তূফ আলায়হি মিলে جواب نداء ও نداء - جواب نداء মিলে وسيّدى - قول - مقوله

نورًا سَاطِعًا মওসূফ সিফাত মিলে মা'তূফ আলাইহি, كالكوة উহ্য كائنة এর মুতাআল্লিক হয়ে মা'তূফ, অতঃপর উভয়টি মিলে ات এর মাফউল।

فَإِذَا فِى الْبُسْتَانِ حَوضٌ نَظِيفٌ وَهُمَا جَالِسَتَانِ عَلَيْهِ فَجَلَسْتُ عِنْدَهُمَا وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمَا فَلَمْ تَرُدَّا عَلَيْهَا السَّلَامَ - فَقَالَتْ لَهُمَا : مَامَنَعَكُمَا أَنْ تَرُدَّا عَلَىَّ السَّلَامَ وَأَنْتُمَا قَادِرَتَانِ عَلَى الْكَلَامِ ؟ فَقَالَتَا لَهَا : إِنَّ السَّلَامَ طَاعَةٌ وَقَدْمُنِعْنَا مِنْهَا - فَبَيْنَمَا هِىَ جَالِسَةٌ عِنْدَهُمَا وَإِذَا بِطَائِرٍ عَلَى رَأْسِ إِحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ يَرُوحُ عَلَيْهَا بِجَنَاحَيْهِ، وَإِذَا بِطَائِرٍ عَلَى رَأْسِ الْأُخْرَى يَنْقُرُ رَأْسَهَا بِمِنْقَارِهِ - فَقَالَتْ لِلْأُولَى : بِمَاذَا نِلْتِ هٰذِهِ الْكَرَامَةَ ؟ فَقَالَتْ : كَانَ لِىْ فِى الدُّنْيَا زَوْجٌ ، كُنْتُ مُطِيعَةً لَهُ وَقَدْ خَرَجْتُ مِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ عَنِّىْ رَاضٍ، فَأَكْرَمَنِىَ اللّٰهُ بِهٰذِهِ الْكَرَامَةِ - وَقَالَتْ لِلْأُخْرَى : بِمَاذَا أَصَابَتْكِ هٰذِهِ الْعُقُوبَةُ؟ فَقَالَتْ : إِنِّىْ كُنْتُ إِمْرَأَةً صَالِحَةً وَكَانَ لِىْ فِى الدُّنْيَا زَوْجٌ وَكُنْتُ عَاصِيَةً لَهُ وَقَدْ خَرَجْتُ مِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ سَاخِطٌ عَلَىَّ -

অনুবাদ ॥ হঠাৎ সে বাগানে একটি পরিচ্ছন্ন হাউজ দেখলো, মহিলা দু'জন তার নিকটে বসে আছে। মহিলাও উক্ত মহিলা দু'টোর নিকট বসে তাদেরকে সালাম দিলো। কিন্তু মহিলাদ্বয় তার সালামের জবাব দিলো না। সে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো, আমার সালামের উত্তর দিতে তোমাদেরকে কিসে বাধা দিলো অথচ তোমরা দু'জনই কথা বলতে সক্ষম? তারা তাকে বললো, সালাম এক প্রকার ইবাদত। আর আমাদেরকে ইবাদত করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। মহিলাটি উক্ত দুই মহিলার নিকট বসা থাকাকালীন হঠাৎ দেখতে পেলো, যে তাদের একজনের মাথার উপর একটি পাখি বসা, পাখিটি তার উভয় ডানা দ্বারা মহিলাটিকে বাতাস করছে। আর দ্বিতীয় মহিলার মাথার উপর একটি পাখি বসে তার চঞ্চু দ্বারা তাঁর মাথায় ঠোকাচ্ছে। সে প্রথম মহিলাকে জিজ্ঞেস করলো, কোন আমলের বিনিময়ে আপনি এ মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন? সে উত্তরে বললো, দুনিয়াতে আমার স্বামী ছিলো, আমি তার অনুগত ছিলাম। আমি দুনিয়া হতে এ অবস্থায় বিদায় হয়েছি যে, তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এ সম্মানে ভূষিত করেছেন। সে অপর মহিলাকে জিজ্ঞেস করলো, কি কারণে তোমার উপর এ আযাব আপতিত হয়েছে? মহিলটি বললো, দুনিয়াতে আমি পুণ্যবতী পুণ্যশীলা মহিলা ছিলাম। দুনিয়ায় আমার একজন স্বামী ছিলেন, আমি তার অবাধ্য ছিলাম, আমি যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছি, তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন।

তাহকীক : حَوْضٌ : কূপ, ট্যাঙ্কি, বহুঃ أحْوَاض ـ حِيْضَان (ن) حاض حوضا হাউজ বানানো। نظِيْفٌ : পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, نظف نَظَافَةً পরিচ্ছন্ন হওয়া। حياض

الردٌّ : لم تردّا : বাবে نصر মাস نفي جحد بلم ،تثنية مؤنث غائب ফেরত দেয়া, এখানে সালামের জবাব দেয়া। مضاعف ثلاثي -

قادِرَتَان ঃ تثنية مؤنث ـ اسم فاعل - (ض) قَدَرَةً ـ قَدْرًا مَقْدُرَةً সক্ষম হওয়া।

جَنَاحَيْنِ : ডানা, جَنَاح এর দ্বিবচন, বহু : اجنحة - جناح পাপ।

النَّقْرُ চঞ্চু দ্বারা ছিদ্র করা, نَقَرَ عَلَىٰ فلانٍ রাগান্বিত হওয়া, مِنْقَار পাখির চঞ্চু।

نَالَتْ : واحد مؤنث ـ ماضى معروف বাবে ضرب মাদ্দা ن ى ل পাওয়া।

زَوْجٌ ঃ স্বামী, জোড়, বহুঃ جج ـ زوجة ـ ازواج - ازاويج, স্ত্রীঃ زوجة বহুঃ زوجات

مُطِيعَة : واحد مؤنث ـ اسم فاعل বাবে افعال -الاطاعة আনুগত্য করা, (ن) الطَوْعُ অনুগত হওয়া, মাদ্দা طوع ـ اجوف واوى।

رَاضٍ : واحد مذكر ـ اسم فاعل বাবে سمع ـ الرضاء সন্তুষ্টি হওয়া, বহুঃ راض ـ رضاة ـ رضو ـ راضون মূলত راضو ছিলো। داع এর ন্যায় তা'লীল হয়েছে।

العقوبة : শাস্তি. অন্যায়ের প্রতিশোধ (ن ض) عقب عقبا গোড়ালি দ্বারা আঘাত করা। পেছনে আসা المعاقبة والعقاب পাকড়াও করা; عاقبت পরিণাম।

ساخط : اسم فاعل অসন্তুষ্ট, (ن) سخط ـ سخط অসন্তুষ্ট হওয়া, রাগ করা।

তারকীব : فَإِذَا فِي الْبُسْتَانِ الخ : اذا টি مفاجاتيه ,فى البستان উহ্য كائن এর متعلق হয়ে مقدم ا جز আর حوض نظيف হলো مبتداء مؤخر-

ما منعكما الخ : ما بمعنى اى شى মুবতাদা, تردا এর আলিফ জমীর যুলহাল, على মুতাআল্লিক, واو টি حاليه - انتما মুবতাদা, على الكلام মুতাআল্লিক, قادرتان এর সাথে হয়ে খবর, তারপর সব মিলে হাল, হাল যুল হাল মিলে ফায়েল, على মুতাআল্লিক, السلام মাফউল মিলে মুফরাদের তাবীলে হয়ে منع এর ২য় মাফউল, অতঃপর জুমলা হয়ে খবর।

فَبَيْنَمَا هِيَ جَالِسَةٌ الخ : جالسة عندهما এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে هى মুবতাদার খবর, মুবতাদা খবর মিলে بين জরফ এর মুযাফ ইলাইহি, ما যায়েদা মুযাফ-মুযাফ ইলাই মিলে احس উহ্য ফে'লের সাথে متعلق مقدم ـ بطائر এর با যায়েদা, طائر হলো احس ফে'লের নায়িবে ফায়েল। على راس উহ্য كائن এর মুতাআল্লিক হয়ে طائر এর ১ম সিফাত, يروح জুমলা হয়ে ২য় সিফাত।

بماذا نلت الخ : اى شيئ ـ ماذا এর অর্থে মাজরূর, (অথবা اى شيئ ـ ما এর অর্থে মুজরূর اذ মওসূল, সামনের সিলা মিলে মাজরূর نلت এর সাথে متعلق مقدم আর نِلْتِ هذا الكرامة সব মিলে জুমলা হয়ে مقوله -

فَجَعَلَ اللّٰهُ قَبْرِى روضَةً لِصَلاحِىْ ، وعَاقَبَنِىْ بِهٰذِهِ العُقُوبَةِ بِسَخَطِ زَوْجِىْ ـ فَاسْئَلُكِ اِذا رَجَعْتِ الَى الدّنيا فَاشْفَعِىْ لِىْ عِنْدَ زَوْجِىْ لعَلّهُ يَرْضَى عنِّى ـ فلمّا مَضَى عليها سبعة ايّام ، قالتا لها : قُومِى، اُدْخُلِى فِى قَبْرِكِ .لِاَنّ ولدَكِ جاءَ فى طلبِكِ فلمّا دَخلتْ قبْرَها يَحفِرُ عَليها وَاخرجها مِنَ القَبْرِ وذهب بِها الى المَنْزِلِ ـ فشاعَ الخَبَرُ اَنّها وَفَتْ بِنَذرِها فجَاءَالنّاسُ لِزِيَارَتِهَا وجاءَ زوجُ المَرْاةِ الّتى سالَتْها الشّفاعَةَ عِنْدَهٗ فَاخبَرَتْهُ بِخَبْرِهَا فعفا عنها ـ فرَاتْ فِى نَوْمِهَا تِلْكَ المَرْاةَ ـ فقالتْ لَها: قد نَجَوْتُ مِنَ العُقُوبَةِ بِسَبَبِكِ ـ فجَزَاكِ اللّٰهُ خيرا وعَفا عَنْكِ ـ

অনুবাদ॥ তাই আল্লাহ তা'আলা আমার সততার কারণে আমার কবরকে বাগিচা বানিয়েছেন; তবে আমার স্বামীর অসন্তুষ্টির কারণে আমাকে এ শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। আমি তোমার নিকট এ আবেদন জানাই যে, তুমি যখন দুনিয়ায় ফিরে যাবে, তখন আমার স্বামীর নিকট আমার জন্যে সুপারিশ করবে। হতে পারে তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্টি হবেন।

এদিকে বনী ঈসরাঈলের মহিলার যখন সাত দিন অতিবাহিত হলো, মহিলা দু'জন তাকে বললো, তুমি উঠো এবং তোমার কবরে প্রবেশ করো, কেননা তোমার ছেলে তোমার সন্ধানে এসেছে। মহিলা যখন তার কবরে প্রবেশ করলো, দেখলো, তার পুত্র তার কবর খনন করছে। অতঃপর সে মহিলাকে বের করে নিজ গৃহে নিয়ে গেলো। (চারদিকে) এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো যে, সে তার মান্নত পূর্ণ করেছে। লোকজন মহিলাকে দেখার জন্যে ভীড় জমালো। ঐ মহিলার স্বামীও আসলো, যে মহিলা তাকে তার স্বামীর নিকট তার জন্যে সুপারিশ করার আবেদন করেছিলো। তখন সে তার স্বামীকে কবরে শাস্তিরত মহিলার সংবাদ জানালো। ফলে লোকটি তার স্ত্রীকে মাফ করে দিলো। অতঃপর সে উক্ত মহিলাকে স্বপ্নে দেখলো যে, মহিলা তাকে বলছে, তোমার কারণে আমি আযাব হতে নাজাত লাভ করেছি। আল্লাহ পাক তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং তোমাকে ক্ষমা করুন।

তাহকীক : اِشْفَعِىْ : واحد مؤنث حاضر ـ امر معروف ـ (ف) شَفَعَ شَفَاعَةً সুপারিশ করা।

شَاعَ : واحد مذكر غائب ـ ماضي (ف) مشاعًا شُيُوْعًا شَيْعًا شَاعَ প্রসার লাভ করা, اجوف يائى

زِيَارَةٌ : বাবে نصر এর মাসদার, زار مـــزارا زورا زوارا সাক্ষাতের জন্যে যাওয়া।

عَفَا : واحد مذكر غائب ـ ماضي ـ (ن) العفو ক্ষমা করা, ناقص واوى –

نَجَوْتُ : واحد متكلم (ن) نجاء ـ نجاة نجاينجو পরিত্রাণ পাওয়া, মুক্তি পাওয়া, ناقص واوى।

جَزَا : واحد مذكر غائب ـ ماضي (ض) جزاءً جَزَا প্রতিশোধ প্রদান করা, বিনিময় দান করা।

তারকীব : فَلَمَّا دَخَلَتْ قَبْرَهَا الخ : لما শর্তিয়্যা, دخلت قبرها শর্ত, اذا فا–جزائيه مفاجاتيه জরফ, يحفر এর মাফউলে মুকাদ্দাম, ولدها মুবতাদা, يحفرُ عليها জুমলা হয়ে খবর, অতঃপর সব মিলে জাযা।

فشاعَ الخَبَرُ : الخبرُ মুবদাল মিন্‌হু انها وفت بنذرها জুমলা হয়ে বদল, পরে উভয় মিলে شَاعَ এর ফায়েল।

حكايت -٨ : حُكِيَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ - قَالَ : كُنْتُ بِمَكَّةَ . فَوَقَعَ فِيْها قَحْطٌ كَبِيْر وكَانَ النَّاسُ يَسْتَسْقُوْنَ بِعَرَفَاتٍ . فلَمْ يَزْدَادُوْا اِلاَّ شِدَّةً . فَمَكَثُوْا عَلٰى ذَالِكَ جمعةً ثمَّ بعدَ الجُمُعَةِ خَرَجُوا الٰى عرفاتٍ . فرايْتُ فيْهم رجُلا اسود، ضَعِيْفَ البَدَنِ، فَصَلّٰى رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا رَبَّهٗ ثمّ سَجَد . وقَال وعِزّتِك لاارفعُ راسِيْ مِن السُّجودِ حتّٰى تَسْقِيْ عِبادَكَ . فرايتُ قطعةً مِّن السَّحَابِ ظهرَتْ، ثمّ انْضَمَّ اليْها قطعٌ اُخَرُ، ثمَّ اَمْطَرَتِ السَّمَاءُ كَاَفْوَاهِ القِرَبِ . فحَمِدَ اللّٰهَ وَانْصَرَفَ فَاتبعتُ اِثْرَهٗ حتّٰى رَايْتُهٗ دَخَلَ مَكانًا فيْهِ نخاسُ العَبِيْدِ فَانصرفتُ . ثمّ اصْبَحْتُ فحَمَلْتُ مَعِيْ مِن الدَّرَاهِمِ وَالدَّنانيْرِثمّ جِئْتُ الٰى دَارِالنَّخَّاسِ وقلتُ لَهٗ اِنِّيْ مُحتاجٌ الٰى غُلامٍ اَشْتَرِيْهِ .

(৮) দুর্বল গোলামের দু'রাকাত নামায

অনুবাদ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি মক্কায় অবস্থান করছিলাম। সেখানে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। মানুষজন আরাফাতের ময়দানে বৃষ্টির জন্যে দোআ করছিলো। কিন্তু দুর্ভিক্ষের প্রকোপ আরো বৃদ্ধি পেলো। এই অবস্থায় তাদের এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হলো। (পরের সপ্তায়) জুমুআর পরে মক্কাবাসীগণ আরাফাতের ময়দানে সমবেত হলো। আমি লোকজনের মাঝে কৃষ্ণকায় দুর্বল এক লোককে দেখতে পেলাম। সে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন, এরপর স্বীয় প্রতিপালকের সমীপে দোয়া করলেন। সেজদায় গিয়ে বললেন, তোমার ইজ্জতের শপথ! আমি ততোক্ষণ পর্যন্ত সেজদা হতে মাথা উঠাবো না, যতোক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তোমার বান্দাদেরকে (বৃষ্টি বর্ষিয়ে) পরিতৃপ্ত করবে। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ) বলেন, আমি (আকাশে) এক টুকরো মেঘকে প্রকাশ হতে দেখলাম, এর সাথে আরো কয়েক খণ্ড মেঘ একত্রিত হলো, অতঃপর আকাশ (কলস) মশকের মুখের মতো (মুষলধারে) বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করলো। এরপর লোকটি আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে চলে গেলেন। আমি তার পেছনে পেছনে এসে তাকে এমন এক ঘরে প্রবেশ করতে দেখলাম যেখানে এক গোলাম ব্যবসায়ী থাকতো। অতঃপর আমি ফিরে এলাম। সকাল হলে আমি আমার সঙ্গে কিছু রৌপ্য মুদ্রা ও স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে সেই গোলাম ব্যবসায়ীর বাড়ি গেলাম। আমি তাকে বললাম, আমার একটি গোলাম ক্রয়ের প্রয়োজন।

তাহকীক : عبد الله بن المبارك বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, ফকীহ, ইমাম ও বযুর্গ ছিলেন। ১১৮ হিঃ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। ইমাম আবু হানিফা (র)-এর বিশিষ্ট শিষ্যবৃন্দের অন্যমত। তার থেকে অসংখ্য কারামাত প্রকাশিত হয়। একদা তিনি হাদীসের দরস দিচ্ছিলেন। এমন সময় একটি সাপ নার্গিস বৃক্ষের ডাল মুখে নিয়ে পেছন দিক থেকে তাকে বাতাস করতে থাকে, শেষ বয়সে তিনি কা'বা গৃহের সন্নিকটে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং ১৮১ হি. সনে ইহধাম ত্যাগ করেন।

مَكَّة : আরবের বিশিষ্ট নগর, আমাদের নবীজী (সা)-এর জন্ম ভূমি। এর অপর নাম بَكَّة – পবিত্র কুরআনে بَكَّة নামই ব্যবহৃত হয়েছে, এটা مَكَّ বা بَكَّ হতে গৃহীত। অর্থ ধ্বংস হওয়া, মক্কার খানায়ে কা'বার সাথে কেউ বে-আদবী করলে নিশ্চিত সে ধ্বংস হতো। বিধায় শহরের নাম مَكَّة বা بَكَّة হয়ে গেছে।

قَحْطٌ : দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, বহুঃ قحوط (س ف) قَحْطًا قُحُوْطًا বৃষ্টি না হওয়া।

كَبِيرٌ : বড়ো, বহুঃ كبار ـ كُبَراء ـ (ك) كِبَرٌ كِبْرًا বড়ো হওয়া।

يَسْتَسْقُون : جمع مذكر غائب ـ مضارع استفعال বাবে الْإِسْتِسْقَاء মাসঃ বৃষ্টি কামনা করা, মাদ্দা سَقْيٌ ـ ناقص يائي ـ ثلاثي থেকে السَّقْي পান করানো, তৃষ্ণা নিবারণ করা।

عرفات : আরাফা মক্কা থেকে ১২ মাইল দূরের একটি ময়দান, হাজীদের জন্যে ৯ যিলহজ্ব সেখানে একরাত অবস্থান করা ওয়াজিব। দুনিয়ায় আসার পর এ ময়দানে হযরত আদম ও হাওয়ার প্রথম সাক্ষাত বা পরিচয় ঘটে, বিধায় عَرَفَة (পরিচয়) নামে খ্যাতি লাভ করে।

لَمْ يَزْدَادُوْا : جمع مذكر غائب ـ نفي جحد بلم معروف - বাবে افتعال মাসদার, الازدياد বেশি হওয়া, মূলত لم يزتيدوا ছিলো, ফা কালেমায় ز আসায় افتعال এর تا টি دال হয়ে গছে। مجرد হতে الزيادة বেশি হওয়া বা বেশি করা।

مَكَثُوْا : جمع مذكر غائب ـ ماضي, বাবে نصر - মাসদার المكث থেকে যাওয়া, চলা বন্ধ করা।

جُمُعَة : শুক্রবার. এদিনেই হাশরের ময়দানে মানুষ সমবেত হবে বিধায় এ দিনকে يوم الجمعة বলে। الجمع সমবেত হওয়া, জমা করা, বহুঃ جُمُعَاتٌ

اسودُ : واحد مذكر কাল, কালসাপ, স্ত্রীঃ سوداء - কৃষ্ণা, বহুঃ سود।

ضعيفٌ : দুর্বল, واحد. مذكر - اسم فاعل (ك ن - ا) الضعف والضعافة দুর্বল হওয়া, বহুঃ ضعفة ـ ضعفاء।

قِطْعَة : খন্ড, অংশ, ভাগ বহুঃ ছন্দ বা ছন্দের কলি المُقْطَعُ ,القطعُ কর্তন করা, কাটা।

سَحَابٌ : মেঘ, বহুঃ سحب (ف) السحب মাটিতে হেঁচড়ানো।

انْضَمَّ : انفعال (ن) الضَّمُّ ও الْإِنْضِمَامُ মিলিত হওয়া, مضاعف ثلاثى ।

أَمْطَرْنَ : جمع مذكر غائب ـ ماضى ـ انفعال ـ الامطار বৃষ্টি বর্ষণ করা, مَطَرٌ বৃষ্টি হতে (ن) الْمَطَرُ বৃষ্টিপাত হওয়া।

أَفْوَاه : فَمٌ এর বহুঃ মুখ, فم এর মূলরূপ হলো فوه - (ن) فاه فوها বলা, (س) প্রশস্থ গাল হওয়া, اجوف واوى -

قِرَبٌ : قِرْبَة এর বহুঃ মশক, চামড়ার পানির পাত্র, قربة নৈকট্য, (ك) القرب নিকটবর্তী হওয়া।

نُخَّاسٌ : গোলাম ব্যবসায়ী, বহুঃ نخاسون ـ (ن ف) نخس পশুর পশ্চাৎ ভাগে লাঠি বিদ্ধ করে উত্তেজিত করা।

مُحتَاج : মুখাপেক্ষী, অভাবী, واحد مذكر ـ اسم فاعل বাবে افتعال মূলত مُحتَيِجٌ ছিলো

তারকীব : عن عبد الله بن الخ : عبد الله মুবদাল মিন্‌হু بن المبارك মওসূফ সিফাত মিলে বদল, এসব মিলে মাজরূর। حكاية মাসদারে মাহজুফের সাথে মুতাআল্লিক হয়ে নায়িবে ফায়েল।

فَلَمْ يَزْدَادُوا الا الخ : الا হরফে ইস্তিসনার আগে شيئا মুস্তাসনা মিনহু মাহযূফ, আর شدة মুস্তাসনা মিলে মাফউল। لم يزدادوا ফে'ল ফায়েল মাফউল মিলে جملةٌ فعليه خبريه -

فرايتُ فِيْهِم الخ : رايت ফে'ল ফায়েল, فيهم মুতাআল্লিক, رجلا মওসূফ, اسود ১ম সিফাত, ضيعف البدن ২য় সিফাত মিলে মাফউল।

وعِزَّتِكَ لا ارفعُ : واو কসমিয়্যা, اقسم অর্থে, اقسم ফে'ল-ফায়েল عزتك মাফউল মিলে قسم এবং لا ارفع জুমলা হয়ে جواب قسم - من - لا ارفعُ السجود এর ১ম মুতাআল্লিক, حتى হরফে জার, تُسْقِى عِبَادَك জুমলা হয়ে মুফরাদের তাবীলে মাজরূর, জার-মাজরূর মিলে ২য় মুতাআল্লিক।

فرايتُ قطعةً الخ : رايت ফে'ল ফায়েল, قطعه মাফউল, من السَّحاب উহ্য كائنة এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে قطعة এর সিফাত, قطعة মওসূফ সিফাত মিলে জুলহাল, ظَهرَتْ জুমলা হয়ে হাল। হাল-জুলহাল মিলে মাফউল رايتُ ফে'লের।

ثمّ امطرَتِ السَّماءُ : امطرتْ ফে'ল, السماء ফায়েল كافواه القرب মুতাআল্লিক।

حَتّى رايتُه الخ : حتى হরফেজার, رايت ফে'ল ফায়েল, ه জুলহাল, دخل ফে'ল ফায়েল, مكانا মওসুফ, فيه ـ كائن এর মুতাআল্লিক হয়ে খবর, نخاس العبيد মুবতাদা, এসব জুমলা মিলে হয়ে সিফাত, دخل এসব মিলে হাল, অতঃপর হাল-জুলহাল মিলে মাফউল।

فَعَرَضَ عَلَىَّ نَحْوَ ثَلاثِيْنَ غُلامًا فقلتُ هَلْ بَقِىَ غَيْرُ هُؤلآءِ؟ قَالَ بَقِىَ غلامٌ مَشْئُوْمٌ ، لايُكَلِّمُ احَدًا. فقلتُ : أَرِنِيْهِ ـ فَأَخْرَجَ الغُلامَ الَّذِىْ رَأيْتُه بِعَيْنِهٖ ـ فقلتُ بِكَمْ اشْتَرَيْتَهُ ؟ فقالَ بِعِشْرِيْنَ دِيْنَارًا ـ وهُولكَ بِعَشَرَةِ دَنانِيْرَ ـ فقلتُ لَا ، بَلْ ازِيْدُكَ سَبْعَةً وَّعِشرِيْنَ دِيْنَارًا وأَخَذْتُ بِيَدِ الغُلامِ وَرَجَعْتُ ـ فَقَالَ : يَامَوْلاىَ ! لِمَ اشْتَرَيْتَنِىْ وَانَا لَا أُطِيْقُ خِدْمَتَكَ ـ فقلتُ :إِنَّما اشْتَرَيْتُكَ لِتَكُوْنَ أَنْتَ مَوْلاىَ وانا خَادِمُك ـ فَقَالَ لِىْ : لِمَاذَا تفعَلُ ذٰلكَ ؟ فقلتُ : رَايْتُكَ بِالأَمْسِ قد دَعَوْتَ اللّٰهَ تَعالٰى فاجابَكَ ـ فعَرفتُ كرامَتَك عَلَيْه ـ فقال لِىْ : قد رايْتَ ذٰلِكَ ـ قلتُ نَعَمْ ـ قالَ : فهَل تُعْتِقُنِىْ ؟ فقلتُ : انتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللّٰهِ تعالٰى ـ فسَمِعْتُ هَاتِفًا لَاارٰى شَخْصَهٗ يَقُولُ : يَا ابْنَ الْمُبارَكِ ! أَبْشِرْ فقدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ ـ

অনুবাদ॥ সে আমার সামনে প্রায় ত্রিশটি গোলাম উপস্থিত করলো। আমি বললাম– এগুলো ব্যতীত আর কোনো গোলাম আছে কি? সে বললো, হ্যাঁ! আছে। একটি দুর্ভাগা গোলাম। সে কারো সাথে কথা বলে না। তখন আমি বিক্রেতাকে বললাম, আমাকে সে গোলামটিও দেখাও। অতঃপর সে ঐ গোলামটিকে বের করলো যাকে আমি (গতকাল) দেখেছিলাম। আমি তাকে বললাম, তুমি একে কত দ্বারা ক্রয় করেছো? সে বললো, বিশ দিনারে, কিন্তু আপনার জন্যে এর মূল্য দশ দীনার। আমি বললাম– না, বরং আমি তোমাকে সাতাশ দীনার (সাত দীনার বেশি) দেবো। এ কথা বলে আমি গোলামটির হাত ধরে নিয়ে এলাম। গোলাম আমাকে বললো, হে আমার মনিব! আপনি আমাকে কেন ক্রয় করেছেন?, আমি আপনার খিদমত করার ক্ষমতা রাখি না। আমি বললাম, আমি তোমাকে এ উদ্দেশ্যে ক্রয় করেছি যে, তুমি আমার মনিব হবে, আর আমি তোমার খাদিম (সেবক) হবো। সে বললো, আপনি এরূপ করবেন কেন? আমি বললাম, গতকাল আমি তোমাকে দেখেছি, তুমি আল্লাহর দরবারে দোআ করছো, তিনি তোমার দোআ কবুল করেছেন। এ থেকে আল্লাহর নিকট তোমার (কতটুকু) মর্যাদা (তা) আমি বুঝতে পেরেছি। গোলাম আমাকে বললো, সত্যিই কি আপনি তা প্রত্যক্ষ করেছেন? আমি বললাম, হ্যা! সে বললো, আপনি কি আমাকে আযাদ করে দেবেন? আমি বললাম, হ্যাঁ! তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে আযাদ। এ সময় আমি এক গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেলাম। তবে আওয়াজ দাতার আকৃতি দেখতে পেলাম না। তিনি বলছেন, হে ইবনুল মুবারক। তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহ পাক তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

তাহকীক : اَشْتَـرِىْ : افتعـال ـ مضـارع ـ واحـد مـتـكـلم الشِّراء কিনবো ও اَلْاِشْتِرَاءُ ক্রয় করা। (ض)

مَشْئُوْمٌ : اسم مفعـول ـ واحـد مـذكـر কুলক্ষণে (ف) شـام কুলক্ষণে হওয়া, - مهـموز عيـن

لَا يُكَلِّمُ : تفعيـل مضـارع منفى ـ واحد مذكر غائب বাবে কথা বলবে না।

عَيْـن : জাত-সত্তা, চোখ, হাঁটু, সূর্য, ঝর্ণা, বহুঃ اعيـن، عيون ـ اعيان -

لَا اُطِيْقُ : مضـارع منـفى ـ واحـد متـكـلم ক্ষমতা রাখিনা, বাবে افعـال - মাদ্দা طَوْق ـ اجوف واوى।

تُعْتِقُ : مضـارع ـ واحد مذكر حاضر বাবে افعـال - الاعتاق আযাদ করা, দাসত্ব মুক্ত করা।

هَاتِف : اسم فـاعل গায়েবী আওয়াজ দাতা, টেলিফোন, বহুঃ هواتف।

شَخْصٌ : দেহধারী বস্তু যা দূর থেকে দেখা যায়, বহুঃ اشخص ـ اشخاص।

তারকীব : قوله فعَرَضَ عَلَىَّ الخ : فا তা'কিরিয়্যা, عرض ফে'ল هو যমীর মুস্তাতির ফায়েল, عَلَىَّ জার-মাজরূর মিলে عرض এর সাথে মুতাআল্লিক نحو মুযাফ, ثَلَاثِيْن মুমায়্যাম, غلافا তমীয মিলে মুযাফ ইলায়হি, মুযাফ ইলায়হি মিলে عرض এর মাফউলে বিহি।

فقلتُ هَلْ بَقِىَ الخ : قلت ফে'ল-ফায়েল মিলে জুমলা হয়ে قول আর هل হরফে ইস্তিফহাম, بقى ফে'ল غير মুযাফ ও هولاء মুযাফ ইলায়হি মিলে ফায়েল, ফে'ল-ফায়েল মিলে مقوله -

لَابَلْ اَزِيْدُكَ : لا এর আগে اَشْتَرِىْ بِعَشَرَةِ دَنَانِيْر উহ্য রয়েছে, সুতরাং এটাই এক জুমলা। بَلْ اَزِيْدُكَ الخ ভিন্ন জুমলা - بل হরফে আত্‌ফ, ازيد ফে'ল ফায়েল, سَبْعَةَ عَشَرَ মুমায়্যায, دِيْنَار তমীয মিলে মাফউল।

اِنَّمَا اِشْتَرَيْتُكَ الخ :لِتَكُون মুতাআল্লিক اشتريت ফে'লের সাথে لِتَكُونَ এর লামটি لام كى এর পরে ان উহ্য রয়েছে, تكون ফে'লে নাকিস, যমীর انت হলো‌ تاكيد ـ موكد ও تاكيد মিলে ইসম, مولاى খবর, পরে এসব মিলে মাসদারের তাবীলে মাজরূর। অতঃপর اشتريت এর সাথে মুতাআল্লিক।

قوله فسمعتُ هَاتِفًا الخ : فسمعتُ ـ هَاتِفًا এর মাফউল, لااری شخصه জুমলা হয়ে هاتفا এর সিফাত, يا ابن المبارك নেদা, ابشر জওয়াবে নেদা মিলে مقوله হলো يقول এর, قول ও مقوله মিলে هاتفا থেকে হাল।

ثُمَّ أَسْبَغَ الْغُلَامُ الْوُضُوْءَ وصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ـ ثمّ قالَ : الْحَمْدُ لِلّٰه هٰذا عِتْقُ مَوْلَاىَ الْأَصْغَرِ، فَكَيْفَ يَكُونُ عِتْقُ مَوْلَاىَ الْأَكْبَرِ! ثمّ تَوَضَّأَ ايْضًا وصلّى رَكعتَيْنِ ثمّ رَفعَ يَدَهُ الى السّماءِ وقالَ الٰهِىْ! انْتَ تعلمُ انّى عَبَدتُّكَ ثَلاثِيْنَ سَنَةً ـ وانّ العَهْدَ بَيْنِىْ وبَيْنَكَ ان لاتَكْشِفَ سِتْرِىْ ـ فحِيْنَئِذٍ كَشَفْتَهُ فَاقْبِضْنِىْ اليْكَ ـ فخرَّ مَغْشِيًّا عَليْهِ .فَاذا هوَ ميّتٌ ـ فَكَفَّنْتُهُ ولمْ اُحْسِنْ كَفَنَهُ وصَلَّيْتُ عليْه ودفَنْتُهُ ـ فلمّا نِمْتُ رايتُ رَجُلا حَسَنًا فِىْ ثِيَابٍ حَسَنَةٍ ، ومَعَهُ رجُلٌ كبيْرٌ كَذٰلِكَ .وكلٌّ مِنهما واضِعٌ يَدَهُ عَلٰى كَتِفِ الْآخرِ ـ فقالَ لِىْ: يَاابْنَ الْمُبارَكِ ! اَمَاتَسْتَحْيِىْ مِنَ اللّٰهِ ؟ ثُمَّ مَشٰى فقلتُ لهُ مَنْ انتَ ؟ فقال انامحمّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وهٰذا ابِىْ ابراهيْمُ ـ فقلتُ وكيْفَ لا اَسْتَحْيِىْ وَانا اُكْثِرُالصّلواةَ ؟ فقالَ : مَاتَ وَلِىٌّ مِّنْ اَوْلِيَاءِ اللّٰهِ تعالٰى فلَمْ تُحْسِنْ كَفَنَهُ ـ فَلمّا اَصْبَحْتُ اَخْرجتُهُ مِنَ القَبْرِوكفَنْتُه فِىْ كفْنٍ نَقِيٍّ وصَلّيتُ عليْه وَدفَنْتُهُ رَحِمَهُ اللّٰهُ تعالٰى ـ

অনুবাদ ॥ এরপর উক্ত গোলাম উত্তমরূপে ওযু করে দু'রাকাত নামায আদায় করলো। এরপর বললো, আলহামদুলিল্লাহ্। এ হলো আমার ছোটো মনিবের মুক্তি দান, এখন আমার বড়ো মুনিবের মুক্তিদান কেমন করে হবে? অতঃপর সে পুনরায় ওযু করে দু'রাকাত নামায আদায় করলো। তারপর আসমানের দিকে হাত উঠিয়ে বললো, হে আমার প্রভু! তুমিতো জানো, আমি ত্রিশ বছর যাবৎ তোমার ইবাদত করছি। আমার আর তোমার মাঝে এ প্রতিশ্রুতি ছিলো যে, তুমি আমার গোপন অবস্থা প্রকাশ করবে না। তুমি যখন তা প্রকাশ করেছো, তখন আমাকে তোমার কাছে উঠিয়ে নাও। একথা বলা মাত্রই সে বেহুঁশ হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লো। হঠাৎ দেখতে পেলাম সে মৃত। অতঃপর আমি তাকে কাফন পরালাম; তবে মূল্যবান ও ভালো কাফন পরালাম না। এরপর তার জানাযা পড়ে তাকে দাফন করলাম। যখন আমি ঘুমুলাম! স্বপ্নে উত্তম পোষাক পরিহিত একজন অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী লোককে দেখলাম। তার সাথে তার মতোই একজন বয়স্ক লোক ছিলেন। উভয়েই একজন অন্যজনের কাঁধের উপর হাত রেখেছেন। তাদের একজন আমাকে বললেন, হে ইবনে মুবারক! তোমার কি আল্লাহ তা'আলার প্রতি-লজ্জা হয় না? এরপর তিনি চলতে লাগলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি

কে? তিনি বললেন, আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা)। আর ইনি হলেন, আমার সম্মানিত পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ)। তাঁকে আমি বললাম, কিভাবে আল্লাহকে আমি লজ্জা করি না? অথচ আমি অধিক পরিমাণে নামায পড়ি। তিনি বললেন, আল্লাহর একজন ওলী মৃত্যুবরণ করেছেন অথচ তুমি তাকে ভালো কাফন পরাওনি। ইবনে মুবারক বললেন, সকালে আমি তাকে কবর থেকে বের করে পরিচ্ছন্ন কাপড় দ্বারা কাফন পরালাম। তার জানাযা পড়লাম ও সমাহিত করলাম। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহম করুন।

তাহকীক : أَسْبَغَ : واحد مذكر ـ ماضى ـ افعال ـ الاسباغ পূর্ণ করা।

عَهْد : চুক্তি, অঙ্গিকার, বন্ধুত্ব, দায়িত্ব, কাল, স্বপথ, বহুঃ عهود।

سِتْر : পর্দা, আবরণ, বহুঃ ستار ـ ستور - ثلاثى হতে (ن) الستر লুকান।

مُغْشِيًّا : واحد مذكر ـ اسم مفعول, للامر (س) غشى غشاء আবৃত করা, غشاء আড়াল, (ض) غشيانا غشية বেহুঁশ হওয়া, مغشى বেহুঁশ।

كَفَّنْتُ : واحد متكلم ـ ماضى কাফন পরালাম, খাসিয়্যত إلباس مأخذ।

كَتِف : ঘাড়, বহুঃ اكتاف ـ كتفة ـ (ض) كتف كتفا আস্তে চলা।

تَسْتَحْيِى : واحد مذكر ـ مضارع منفى বাবে استفعال ـ الاستحياء লজ্জা পাওয়া। لفيف مقرون ـ حياء লজ্জা, মাদ্দা ح ى ى -

نَقِيٌّ : পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, صيغه صفت বহুঃ نقاء ـ أنقياء (س) نقى পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া। মাদ্দা ن ق و - ناقص واوى -

---

তারকীব : إِلٰهِى أَنْتَ تَعْلَمُ الخ : إلهى মুনাদা, يا নেদা মাহযূফ, انت تعلم জওয়াবে নেদা, عَبْدَتَكَ জুমলা হয়ে ان এর খবর, ى মুতাকাল্লিম ইসম, জুমলা হয়ে মুফরাদের তাবীলে تعلم এর মাফউল, অতঃপর সব মিলে انت এর খবর।

وَمَعَهُ رَجُلٌ : معه উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে মুতাআল্লিক হয়ে خبر مقدم, كبير ও كذالك হলো رجل এর সিফাত- মওসুফ ও সিফাত ২টি মিলে مبتدائے مؤخر।

বি. দ্র. كَذَالِكَ এর কাফটি হরফী (জার) হলে ذالك ইসমে ইশারা, মাজরূর মিলে উহ্য كَائِنًا এর মুতাআল্লিক হয়ে সিফাত হবে, আর কাফটি ইসমী তথা مثل এর অর্থে হলে مثل মুযাফ ও ذالك মুযাফ ইলায়হি মিলে সিফাত হবে।)

وَكُلٌّ مِّنْهُمَا وَاضِعٌ : كل এর তানবীনটি واحد মুযাফ ইলায়হি-এর عوض বা পরিবর্তে অর্থাৎ كل واحد এটা মওসূফ, منهما উহ্য كائن এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে সিফাত, মওসূফ সিফাত মিলে মুবতাদা, واضع শিবহে ফে'ল, যমীর ফায়েল يده মাফউল ও عَلٰى كَتِفِ الْاٰخَرِ মুতাআল্লিক মিলে খবর।

هٰذَا أَبِىْ اِبْرٰهِيْم : هذا মুবতাদা, ابى মুবদাল মিনহুও ابراهيم বদল মিলে খবর।

وَسُئِلَ ابُو الْقَاسِمِ الْحَكِيْمُ اَيُّمَا افضَلُ -عَاصٍ يَتوبُ عَنْ عِصْيَانِهٖ ،اَمْ كَافِرٌ يَرْجِعُ الٰى الْاِيْمَانِ ؟ فَقَالَ بَلِ الْعَاصِىْ الَّذِىْ يَتوبُ عَنْ عِصْيَانِهٖ افضَلُ . لِاَنَّ الْكَافِرَ فِىْ حَالِ كُفْرِهٖ اَجْنَبِىٌّ وَالْعَاصِىْ فِى حَالِ عِصْيَانِهٖ عَارِفٌ بِرَبِّهٖ ـ وَلِاَنَّ الْكَافِرَ اِذَا اَسْلَمَ يَنْتَقِلُ مِنْ دَرَجَةِ الْاَجَانِبِ الٰى دَرَجَةِ الْعَارِفِ وَالعاصى يَنْتَقِلُ عَن دَرَجِةِ الْعَارِفِ الى دَرَجَةِ الْاَحْبَابِ ـ كَمَا قال اللّٰهُ تَعَالٰى واللّٰهُ يُحِبُّ التَّوابِيْنَ ـ والله اعلم-

অনুবাদ ॥ হাকীম আবুল কাসেম (রহ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো; কোন ব্যক্তি উত্তম? গুনাহগার যে তার গুনাহ থেকে তওবা করে সে নাকি কাফের যে ঈমানের দিকে ফিরে আসে? তিনি বললেন, বরং গোনাহ হতে তওবাকারী মুমিনই উত্তম। কেননা, কাফের তার কুফরী অবস্থায় (আল্লাহর সাথে) অপরিচিত, সম্পর্কহীন। পক্ষান্তরে গোনাহগার মুমিন গোনাহ করা অবস্থায়ও আপন রবকে চেনে। কাফের যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন সে অপরিচিতের স্তর হতে পরিচিতের স্তরে বের হয়ে প্রিয়জনের মর্যাদায় স্থানান্তরিত হয়। যেমন– আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন– আল্লাহ তাআলা তাওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন।

তাহকীক ঃ حَكِيْم : বিজ্ঞ, জ্ঞানী, صفت - বহুঃ حُكَماء - حَكُمَ (س) জ্ঞানী হওয়া।
افضلُ : মর্যাদাবান, উত্তম (ك) فضل فضلا মর্যাদাবান হওয়া, অতিরিক্ত হওয়া।
كافِر : اسم فاعل ـ واحد مذكر - নাফরমান, অকৃতজ্ঞ, (ف) الكفر অকৃতজ্ঞ হওয়া। বহুঃ كافرون ـ كفرة ـ كفار ـ كفر এর মূল অর্থ লুকানো, চাষ করা। যেমন- رايت كافرا يكفر بكافر (একজন চাষিকে কোদাল দ্বারা ভূমি খনন করতে দেখলাম)। كفارة গোনাহ গোপন তথা পাপ মুক্তকারী।
دَرَجَةٌ : স্তর, মর্যাদা বহুঃ درجات - (ن) درج ও ادرج প্রবেশ করান।
اَحْبَاب : حبيب এর বহুঃ বন্ধু, ـ الاحباب ভালো বাসা مضاعف ثلاثى ।
تَوَّابِيْن : تواب এর বহুঃ اسم مبالغة - অতিশয় তাওবাকারী, (ن) التوبة রুজু করা, ফিরে আসা, اجوف واوى -

তারকীব: ابوالقاسم الحكيم : سئل ابو القاسم : سئل ফে'লে মাজহুল, নায়িবে ফায়েল, اى মুযাফ, هذين মাহজুফ, মুবদাল মিনহু, عاص يتوب মওসূফ সিফাত মিলে মা'তুফ আলাইহি, এভাবে كافر يرجع মওসূফ সিফাত মিলে মা'তূফ, তারপর উভয়টি মিলে বদল, বদল মুবদাল মিনহু মিলে اى এর মুযাফ ইলায়হি। মুযাফ-মুযাফ ইলায়হি মিলে মুবতাদা افضل খবর।

حكايت -٩ : حُكِىَ عَنْ رجلٍ قال : كنا فِى سَفِيْنَةٍ مَعَ تُجَّارٍ. فهاجَتْ علينا رِياحٌ وامواجٌ من البَحْرِ. فاضطرَبَتِ السَّفِيْنَةُ فخِفْنا خوفا شديْدًا وكانَ فى زَاوِيَةٍ مِّن السَّفِيْنَةِ رجلٌ عليه كِساءٌ مِّنْ وَبَرٍ. فلَمْ تَزَلِ الْاَمْوَاجُ تضرِبُ السَّفِيْنَةَ حتّى سَقَطَ فيْها الماءُ فَثَقُلَتْ وَاَيِسْنَا مِنْ اَنْفُسِنَا واَمْوالِنَا . فخَرَجَ ذَالك الرَّجُل مِنَ السَّفِيْنَةِ و وَقَفَ يُصَلِّىْ عَلى المَاءِ . فقُلْنَا لهُ : يا وَلِىَّ اللّٰهِ ! اَدْرِكْنَا . فلَمْ يَلْتَفِتْ اِلَيْنَا . فقلنا لهُ بِحَقِّ مَنْ قَوَّاكَ لِعِبادَتِهٖ اَغِثْنَا وَاَدْرِكْنا . فَالتفَتَ اِلَيْنَا وقال ماشانكم وهُوَغَائِبٌ عَنْ جُمِيْعِ مَااصابَنا . فقلنا لهُ : اَلاَ تَرٰى الى السَّفِيْنَةِ ومَا اصَابَها مِنَ الْاَمْوَاجِ وَالرِّيَاحِ ؟ فقالَ لنا : تَقرَّبُوْا الى اللّٰهِ . فقلنا لهُ بِمَاذا نتقرَّبُ ؟ فقال : بِتَرْكِ الدُّنْيَا . فقلنا لهُ : قَدْفَعَلْنَا . فَقال اُخْرُجُوْا بِاِسْمِ اللّٰهِ .

---

(৯) পানির ওপর নামায

অনুবাদ॥ জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণিত– তিনি বলেন, একদা আমরা কিছু ব্যবসায়ীর সাথে (সমুদ্রে) নৌকায় আরোহী ছিলাম। তখন আমাদের ওপর সমুদ্র বক্ষ হতে প্রচণ্ড বাতাস ও উত্তাল তরঙ্গমালা বইতে শুরু করলো। নৌকা দুলতে লাগলো। ফলে আমরা খুব ভীতু হয়ে পড়লাম। নৌকার কোণে এক ব্যক্তি উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর গায়ে ছিলো পশমী চাদর। একেরপর এক ঢেউ নৌকাতে আঘাত হানছে। এমনকি নৌকার ভেতরে পানি ঢুকতে লাগলো। ফলে নৌকা ভারি হয়ে গেলো। আমরা নিজেদের জীবন এবং সম্পদ সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়লাম। তখন ঐ লোকটি নৌকা থেকে নেমে গেলেন এবং পানির ওপর নামায পড়তে লাগলেন। আমরা তাকে বললাম, হে আল্লাহর ওলী! আমাদের উদ্ধার করুন। তিনি আমাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলেন না। আমরা তাকে বললাম, সেই পবিত্র স্বত্তার শপথ, যিনি আপনাকে ইবাদত করার শক্তি দান করেছেন। আপনি আমাদের সাহায্য করুন ও উদ্ধার করুন। তখন আমাদের দিকে তিনি তাকালেন এবং বললেন, তোমাদের কী অবস্থা? আমাদের ওপর যে বিপদ আপতিত হয়েছে, তিনি যেন সে সম্পর্কে অনবহিত। আমরা তাঁকে বললাম, নৌকার অবস্থা এবং ঢেউ ও তুফানের যে মছিবতে নৌকা আক্রান্ত আপনি কি তা দেখছেন না? তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করো। আমরা বললাম, কিভাবে আমরা আল্লাহর

নৈকট্য অর্জন করবো? তিনি বললেন, দুনিয়া ত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করো। আমরা তাকে বললাম আমরা অবশ্যই তা করলাম। তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে নৌকা থেকে বেরিয়ে এসো।

তাহকীক : تُجَّار - تَاجِر এর বহুঃ ব্যবসায়ী, (ن) تَجَرَ تِجَارَةً ব্যবসা করা,

هَاجَتْ : ماضى (ض) هَيَجَانًا هِيَاجًا উত্তেজিত করা, اجوف يائى।

رِيَاحٌ : رِيح এর বহুঃ বাতাস, ঝড়, الإرَاحَة শান্তি দেওয়া। اجوف يائى

أمْوَاجٌ : مَوْج এর বহুঃ ঢেউ, (ن) ماج مَوْجًا সাগরে ঢেউ খেলা, اجوف واوى।

زَاوِيَةٌ : কোণ বহুঃ زوايا (ض) زوى زويا বিচ্ছিন্ন করা, اجوف واوى।

كِسَاء : কাপড়, চাদর, কম্বল, বহুঃ أكْسِيَة (ن) الكَسْوُ কাপড় পরান,

وبر : উট ইত্যাদির পশম, বহুঃ اوبار (ن) الوبر অতি পশমবিশিষ্ট হওয়া, ناقص واوى। ايسنا : جمع متكلم - ماضى - (س) আমরা নিরাশ হয়ে গেলাম, مثال واوى। اجوف يائى ও مهموز فا।

أدْرِكْنَا : امر - واحد حاضر - افعال উদ্ধার করুন, (ن) الدرك পাওয়া।

لَمْ يَلْتفت : نفى جحد بلم، واحد مذكر - افتعال ভ্রুক্ষেপ করলো না।

قَوَّا : ماضى - واحد مذكر - تفعيل – শক্তি দান করেছেন, قوة শক্তিবান হওয়া, لفيف مقرون - মাদ্দা ق ور

أغِثْ : امر - واحد مذكر - افعال সাহায্য করুন, الإغَاثَة বিপদে সাহায্য করা। الاستغاثة সাহায্য কামনা করা, غَوْث উদ্ধারকারী, اغث মূলত اغوث ছিলো, اجوف واوى।

তারকীব : كُنَّا فِى سُفَيْنَةِ الخ - كنا ফে'লে নাকিস, نا ইসম, فى سفينة এবং مع تجار উভয়টি উহ্য جالسين এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে খবর।

وكان فى زاوية الخ : মূল ইবারত হবে

كَانَ جَالِسًا فِىْ زَاوِيَةٍ مِّنَ السَّفِيْنَةِ رجلٌ كَانَ عَلَيْهِ كساءٌ حَاصِلٌ مِنْ وَبَرٍ

এতে كِسَاء মওসূফ حاصل من وبر সিফাত মিলে كان এর ইসম, عليه মুতাআল্লিক, এসব মিলে জুমলা হয়ে رجل এর সিফাত, মওসূফ সিফাত মিলে كان এর اسم।

وقف يُصَلِّى الخ : وقف এর যমীর যুলহাল, يصلى على الماء জুমলা হয়ে হাল। فقلنا له بحق ما الخ : فقلنا له হলো قول আর حق মুযাফ, ما মওসূল, قواك لِعِبَادَتِه সিলা মিলে মুযাফ ইলায়হি, মুযাফ ও মুযাফ ইলায়হি মিলে মাজরূর, জার-মাজরূর متعلق مقدم হলো أغِثْنَا وأدْرِكْنَا এর সাথে, এসব মিলে জুমলায়ে আতেফা হয়ে مقوله -

فَمَا زِلْنَا نَخْرُجُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ نَمْشِيْ عَلَى الْمَاءِ حَتَّى اجْتَمَعْنَا حَوْلَهُ وَنَحْنُ قِيَامٌ عَلَى الْمَاءِ وَكُنَّا مِائَتَيْ نَفْسٍ اَوْ اَكْثَرَ. فَغَرِقَتِ السَّفِيْنَةُ بِمَا فِيْهَا مِنَ الْاَمْوَالِ. فَقَالَ لَنَا اَمَّا مِنْ هَوْلِ الدُّنْيَا فَقَدْ سَلِمْتُمْ فَاذْهَبُوْا. فَقُلْنَا لَهُ : نَسْئَلُكَ بِاللّٰهِ مَنْ اَنْتَ؟ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَقَالَ انا اُوَيْسٌ الْقَرْنِيْ. فَقُلْنَا لَهُ اِنَّ فِي السَّفِيْنَةِ اَمْوَالًا لِفُقَرَاءِ الْمَدِيْنَةِ. بَعَثَهَا اِلَيْهِمْ رَجُلٌ مِّنْ مِصْرَ. فَقَالَ اِنْ رَدَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اَمْوَالَكُمْ تُقَسِّمُوْنَهَا عَلَى فُقَرَاءِ الْمَدِيْنَةِ ؟ فَقُلْنَا لَهُ نَعَمْ. فَصَلَّى عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِدُعَاءٍ خَفِيٍّ فَطَلَعَتِ السَّفِيْنَةُ بِجَمِيْعِ مَافِيْهَا عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ فَرَكِبْنَاهَا وَفَقَدْنَا اُوَيْسًا. فَسِرْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَاقْتَسَمْنَا اَمْوَالَنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ اَهْلِهَا فَلَمْ يَبْقَ فِي الْمَدِيْنَةِ فَقِيْرٌ.

অনুবাদ॥ আমরা একের পর এক (নৌকা থেকে) বের হতে লাগলাম এবং পানির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার চার পার্শ্বে সমবেত হয়ে পানির ওপর দাঁড়িয়ে গেলাম। আমরা ছিলাম দু'শো বা এরচেয়ে বেশি লোক। অতঃপর নৌকাটি তার ভেতরের সমস্ত মালসহ ডুবে গেলো। আমাদেরকে তিনি বললেন, তোমরা ইহজাগতিক ভীতি থেকে তো মুক্তি পেলে, এখন যাও। আমরা তাঁকে বললাম, খোদার শপথ দিয়ে আমরা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি আপনি কে? আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি রহম করুন। তিনি বললেন, আমি উয়াইস আল করনী। আমরা তাকে বললাম, নৌকাতে মদীনার গরিবদের মাল-সামগ্রী ছিলো। মিশর থেকে এক ব্যক্তি তাদের জন্যে প্রেরণ করেছেন। (আমাদের কথার প্রেক্ষিতে) তিনি বললেন, আল্লাহ্ যদি নিমজ্জিত সম্পদ তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেন, তবে কি তোমরা তা মদীনার গরিবদের মাঝে বণ্টন করে দেবে? আমরা তাকে বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি পানির ওপর দু'রাকাত নামায আদায় করলেন, অতঃপর চুপিসারে দোওয়া করলেন। ফলে নিমজ্জিত নৌকা সমস্ত মালসহ পানির ওপর ভেসে উঠলো, আমরা সকলেই নৌকায় আরোহণ করলাম এবং ওয়াইস (র) কে আমরা হারিয়ে ফেললাম। আমরা মদীনার দিকে যাত্রা করলাম এবং সম্পদগুলো আমাদের ও মদীনার গরিবদের মাঝে বণ্টন করে দিলাম। ফলে মদীনায় কোনো গরিব-দরিদ্র অবশিষ্ট রইলো না।

তাহকীক : نَمْشِي : مضارع ـ جمع متكلم আমরা চলতে থাকলাম (ف) اَمْشِي হাঁটা, চলা, ناقص يائي ।

غَرِقَتْ : ماضي ـ واحد مؤنث - ডুবে গেলো, (ض) الغرق ডুবে যাওয়া, নিমজ্জিত হওয়া।

هَوْل : মছিবত, বিপদ, বহুঃ اهوال ـ (ن) الهول চিন্তিত করা, ভীতিকর হওয়া, اجوف واوى ।

اُوَيْسٌ : হযরত উয়ায়েস ইবনে আমের আল করনী তাবেয়ী, বহু উচ্চ মর্যাদাবান ও নবীজীর আশেক ছিলেন। মায়ের খেদমতের কারণে নবীজীর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়নি। নবীজী (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের নিকট তার মর্তবা সম্পর্কে আলোচনা করে গেছেন, এবং হযরত উমরকে সাক্ষাৎ হলে তার থেকে দোয়া কামনা করার আদেশ দান করেছিলেন।

فُقَرَاء : فَقِيْر এর বহুঃ অভাবী।

তারকীব : فَمَازِلْنَا نَخْرُجُ وَاحِدٌ الخ : مازلنا ফে'লে নাকিস نا যমীর ইসম, فخرج ফেল, فحن যমীর যুলহাল, واحد মওসূফ ও بَعْدَواحِدٍ সিফত মিলে ১ম হাল, আর نَمْشِيْ عَلَى الْمَاءِ হলো نخرج এর যমীর نحن এর ২য় হাল, অথবা بعدَ واحدٍ - نخرُج এর সাথে মুতাআল্লিক।

مِائَتَيْ : وَكُنَّا مِائَتَيْ نفسٍ او اَكْثَرَ মুমায়্যায, نفس তমীয মিলে মা'তূফ আলাইহি ও او اكثر মা'তূফ মিলে كنا এর খবর।

اِنْ رَدَّ اللّٰهُ عَلَيْكُم الخ : ان হরফে শর্ত, رَدَّ اللّٰهُ عليكم জুমলা হয়ে শর্ত, تَقْسِمُوْنَهَا ফে'ল ফায়েল ها মাফউল এবং عَلٰى فُقَرَاءِ الْمَدِيْنَه মুতাআল্লিক মিলে জাযা, শর্ত ও জাযা মিলে جملهٔ شرطيه -

حكايت - ١٠ : حُكِى انّ طارِقًا الصّادق اِنّما سُمِّىَ صَادِقًا لِمَا وَقَعَ لَهُ فِىْ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ فمرَّ عَلَيْها نَفَرٌ مِّنَ الْحَاجِّ ۔ فقَالُوا : نَسُدُّ رَاسَهَا لِئَلاَّ يَقَعَ فِيْهَا احدٌ ۔ فقَال : قلتُ فِىْ نَفْسِىْ اِنْ كنتَ صَادقًا فاسْكُتْ ۔ فسَدُّوْهَا وَانْصَرفُوْا ۔ فَاَظْلمَتْ ظَلامًا شَدِيْدًا وَاذا بِسِرَاجَيْنِ عِنْدِىْ فصِرْتُ اَنْظُرُ بِنُوْرِهِمَا ۔ وَاذا ثُعْبَانٌ عَظِيْمٌ مُقْبِلٌ اِلَىَّ ۔ فقُلتُ فىْ نَفْسِىْ : اِذَنْ يَظْهَرُ الصَّادقُ مِنَ الكَاذِبِ ۔ فلمّا وَصَل اِلَىَّ، ظَنَنْتُ اِنّهُ يَاكُلُنِىْ ۔ فصَعِدَ نَحْوَ فَمِ البِئْرِ ثُمَّ جَعَل ذَنَبَهُ فِى عُنُقِىْ وتَحْتَ رِجْلِىْ وحَمَلَنِىْ كَالدّلْوِ ورَفَعَ كلَّ مَا عَلىٰ رَاسِ البِئْرِ وجَذَبَنِىْ اِلىٰ الْاَرضِ ثمّ جَذبَ ذَنَبَهُ عَنِّىْ ۔ فسَمِعْتُ هَاتِفًا لااَرَاهُ يقولُ : هٰذا مِنْ لُطفِ رَبِّكَ اذْ نَجّاكَ مِنْ عَدُوِّكَ بِعَدُوِّكَ ۔ فسُمِّىَ صَادِقًا ۔

(১০) সাপে উঠাল কূপ থেকে

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে, হযরত তারেক আস-সাদেক (রহ)কে তার একটি ঘটনার প্রেক্ষীতে সাদেক (সত্যান্বেষী) নামে আখ্যায়িত করা হয়। (ঘটনাটি) এই একবার তিনি কোন এক পরিত্যক্ত কূপে পড়ে গিয়েছিলেন। কূপের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল হাজীদের একটি কাফেলা। তারা বললো, আমরা এ কূপের মুখ বন্ধ করে দেই, যাতে কেউ এতে পড়ে না যায়। তারেক সাদেক (রহ) বলেন, আমি মনে মনে বললাম, (হে তারেক!) যদি তুমি সাদেক হয়ে থাকো তবে এই অবস্থায় চুপ থাকো। অতএব, আমার মন চুপ রইলো এবং পথিক দল কূপের মুখ বন্ধ করে চলে গেলো। ফলে কূপটি প্রচণ্ড অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। হঠাৎ দেখলাম, আমার সামনে দু'টো প্রদ্বীপ। আমি সে দু'টো প্রদীপের জ্যোতিতে দেখতে লাগলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, একটি বিশালাকায় অজগর আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তখন আমি মনে মনে বললাম, এখন সত্য মিথ্যার পার্থক্য হয়ে যাবে। অজগরটি আমার নিকট যখন পৌঁছলো, আমার ধারণা হলো, সেটি আমাকে খেয়ে ফেলবে। কিন্তু অজগরটি কূপের মুখের দিকে অগ্রসর হলো। তারপর তার লেজ আমার ঘাড়ে ও পায়ের নিচে দিয়ে পেঁ৭চিয়ে নিলো এবং বালতির মতো উপরে তুলে নিলো। কূপের মুখের সব কিছু সরিয়ে আমাকে ভূমির দিকে টেনে উঠালো। অতঃপর অজগরটি আমার থেকে তার লেজ টেনে নিলো। এসময় আমি একজন অদৃশ্য লোক বলতে শুনলাম, এ হলো তোমার প্রভুর করুণা। তিনি তোমাকে এক দুশমনের মাধমে আরেক দুশমন থেকে মুক্তি দিলেন। এ ঘটনা থেকেই তিনি সাদেক হিসেবে আখ্যা পান।

তাহকীক : سُمِّيَ : واحد مذكر غائب - ماضى مجهول، تفعيل নাম রাখা হয়েছে। মাদ্দা ـ سُمو ـ ناقص واوى ।

بِئـر : কূপ, বহুঃ ـ ابار ـ بئار (ف) بئر খনন করা।

مُعَطَّلَةٍ : واحد مؤنث، اسم مفعول পতিত, বাবে تفعيل، تعطيل ছুটি দেয়া, কর্মহীন হওয়া।

مَرَّ : واحد مذكر ـ ماضى (ن) المرور অতিক্রম করা, مضاعف ثلاثى -

نَفَرٌ : ৩-১০ পর্যন্ত সংখ্যকের দল, বহুঃ انفار ـ نفور -

حَاجٌّ : اسم فاعل (ن) الحج ইচ্ছা করা, প্রমাণে বিজয়ী হওয়া مضاعف।

إِنْسَدَّ ঃ واحد مذكر غائب ـ ماضى ـ انفعال ـ الانسداد বন্ধ হওয়া, مضاعف -

أَظْلَمَتْ : ماضى ـ افعال ـ الاظلام অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া, ظلام অন্ধকার।

سِرَاجَيْنِ : سراج এর দ্বিবচন, বাতি, প্রদীপ, বহুঃ سرج -

ذَنَبٌ ঃ লেজ, বহুঃ اذناب ـ ذنب এর আরেক অর্থ পাপ, বহুঃ ذنوب -

তারকীব : حُكِيَ أَنَّ طَارِقًا الصَّادِقَ الخ : طارق মওসূফ الصادق، সিফাত মিলে ان এর ইসম, انما এর ما টি كافه (আমল বাতিলকারী) سمّى ফে'লে মাজহুল, যমীর নায়িবে ফায়েল, صادقا মাফউল; লাম হরফে জার, ما মওসূফ, وَقَعَ لَـهُ সিলা হয়ে মাজরূর, জার-মাজরূর মিলে سمّى এর মুতাআল্লিক হয়ে لما وقع ... ـ مُعَطَّلَةً - جزاء مقدم জুমলা হয়ে شرط مؤخر - শর্ত জাযা মিলে ২য় মাফউল, سمى তার .....

... فقالوا : فقالوا نَسُدُّ رَاسَهَا الخ জুমলা হয়ে قول ـ لِئَلَّا يَقَعَ الخ জুমলা হয়ে نَسُدّ এর সাথে মুতাআল্লিক। راسها মাফউল অতঃপর জুমলা হয়ে مقوله -

إِنْ كُنْتَ صَادِقًا : ان كنت صادقا শর্ত فاسكت জাযা মিলে جمله شرطيه-

فَاظْلَمَتْ ظَلَامًا : فاظلمت ظلاما شديد মওসূফ সিফাত মিলে মাফউলে মুতলাক,

إِذَا بِسِرَاجَيْنِ عِنْدِى : اذا জরফ (মুফাজাতিয়া) মাফউলে ফীহ মুতাআল্লিক رايت উহ্য ফে'লের সাথে, بسراجين এর ب যায়েদা, سراجين মাফউলে বিহী, عندى মুতাআল্লিক رايت এর সাথে। رايت, ফে'ল ফায়েল উভয় মাফউল ও মুতাআল্লিক মিলে جمله فعليه خبريه।

فسمعتُ هَاتِفًا لَاأَرَاهُ الخ ঃ هاتفا মওসূফ, لااراه সিফাত, يقول হলো قول

هذا মুবতাদা, من لطف ربك উহ্য كائن এর সাথে মুতাআল্লিক, আর ذا জরফ, মুযাফ, نجاك الخ জুমলা হয়ে মুযাফ ইলায়হি, মুযাফ ও মুযাফ ইলায়হি মিলে' لطف মাসদারের সাথে মুতাআল্লিক, لطف মুযাফ তার মুযাফ ইলায়হি ও মুতাআল্লিক মিলে মাজরূর, জার-মাজরূর كائن মাহজুফের সাথে মুতাআল্লিক হয়ে খবর।

حكايت -١١: حُكِىَ اَنَّ إمْرَاةً كَانَ لَهَا زوجٌ مُنَافِقٌ ، وكانَتْ تقولُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ : بِسْمِ اللّٰهِ. فقالَ زوجُهَا لَاَفْعَلَنَّ مَا اُخَجِّلُهَا بِهِ ـ فدَفَعَ اليْهَا صُرَّةً وقال لها إحْفَظِيْهَا ـ فَوَضَعَتْهَا فِىْ مَحَلٍّ وغَطَّتْهَا ـ فَغَافَلَهَا واَخَذَ الصُّرَّةَ ومَا فِيْهَا وَرَمَاهَا فِىْ بِئْرٍ فِىْ دَارِهٖ ـ ثمّ طَلَبُهَا مِنْهَا ـ فَجَاءَتْ اِلٰى مَحَلِّهَا وقَالَتْ بِسْمِ اللّٰهِ ـ فَامَرَ اللّٰهُ جِبْرائِيلَ اَنْ يَّنْزِلَ سَرِيْعًا ويُعِيْدُ الصُّرَّةَ اِلٰى مَكَانِهَا فَوَضَعَتْ يَدُهَا لِتَاخُذَهَا فَوَجَدَتْهَا كَمَا وَضَعَتْهَا فتعَجَّبَ زوجُهَا وتَابَ الى اللّٰه تعالى ـ

(১১) বিসমিল্লাহ্‌র অলৌকিক গুণ

অনুবাদ ॥ বর্ণিত আছে, জনৈক মহিলার এক স্বামী ছিলো মুনাফিক। মহিলাটি তার যাবতীয় কথায় ও কাজে বিসমিল্লাহ বলতো। একদা তার স্বামী (মনে মনে) বললো, আমি অবশ্যই এমন একটি কাজ করবো, যা দ্বারা আমি তাকে লজ্জিত করবো। একদিন সে তার স্ত্রীর নিকট একটি টাকার থলি অর্পণ করে বললো, এটি হিফাজত করে রাখবে। মহিলা থলিটিকে (বিসমিল্লাহ বলে) এক স্থানে রেখে থলিটিকে ঢেকে দিলো। এক সময় স্বামী স্ত্রীকে থলি সম্পর্কে অমনোযোগী দেখে থলি এবং তাতে যা কিছু ছিলো সব নিয়ে নিলো। আর থলিটি বাড়ির এক কূপে ছুঁড়ে ফেললো। এরপর স্ত্রীর নিকট সে থলিটি চাইলো। স্ত্রী তখন থলি রাখার স্থানে আসলো এবং বিসমিল্লাহ বললো আল্লাহ্ তা'আলা জিব্রাঈল (আ) কে দ্রুত অবতরণের এবং থলিটি স্বস্থানে রাখার নির্দেশ দিলেন। মহিলাটি যখন থলি নেয়ার জন্যে হাত বাড়ালো সে তা যথাযথভাবেই পেয়ে গেলো। এ দেখে তার স্বামী বিস্মিত হলো এবং আল্লাহ পাকের নিকট তওবা করলো।

তাহকীক : مُنَافِقٌ : واحد مذكر ـ اسم فاعل ـ مفاعله এর মাসদার نفاق ভেতরে কুফরী রেখে নিজেকে মুমিনরূপে প্রকাশ করা, মাদ্দা نفق খরচ করা।

اُخَجِّلُ : واحد متكلم ـ مضارع ـ تفعيل - লজ্জিত করবো, خجل লজ্জা,

صُرَّةٌ : থলি, ব্যাগ, বহুঃ صرر - وضعت : (ف) الوضع রাখা,

غَطَّتْ : واحد مؤنث غائب ـ ماضى ـ تفعيل ـ التغطية ঢেকে রাখা।

سَرِيْعًا : واحد مذكر সিফাত فعيل এর ওযনে, দ্রুতগামী, বহুঃ سرعان

তারকীব : لَاَفْعَلَنَّ مَا اُخَجِّلُهَا بِهَا : لافعلن ফে'ল, انا যমীর ফায়েল, ما মওসূল اخجل ফে'ল, ফায়েল, মাফউল ও بها মুতাআল্লিক মিলে সিলা।

فَامَرَ اللّٰهُ جِبرائِيْلَ الخ : امر ফে'ল, الله ফায়েল, جبرائيل ১ম মাফউল, আর ان মাসদারিয়্যা, ينزل ফে'ল, যমীর জুলহাল, سريعا হাল মিলে مفرد এর তাবীলে ২য় মাফউল, ফে'ল তার..।

حكايت - ١٢ : حُكِيَ انَّ مُبارِزًا مِنَ الرُّومِ أَسَرَ جَمَاعَةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنه فوُصِفَ لِكَلْبِ الرّوم رجلٌ فِيْهِمْ قَوِيٌّ هَيُوْبٌ . فدَعا بِهٖ لِيَرَاهُ ، وكانَ بَيْنَ يَدَيْ كَلْبِ الرُّوْمِ سِلْسِلَةٌ مَمْدُوْدَةٌ . حَتّٰى لا يَدْخُلَ عليْهِ احدٌ اِلَّا عَلٰى هَيْئَاةِ الرَّاكِعِ . فلمَّا رَاٰهَا الرَّجُلُ اَبٰى انْ يَدْخُلَ عَلٰى كَلْبِ الرُّوْمِ كَهَيْئَاةِ الرَّاكِعِ . وقَال : اِنِّيْ لَاَسْتَحْيِيْ مِنْ مُحَمَّدٍ صلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ انْ ادْخُلَ عَلٰى الْكافِرِ كَهَيْئَاةِ الرَّاكِعِ . فَاَمَرَ كلْبُ الرّومِ بِرَفْعِهَا حَتّٰى يَدْخُلَ . فلمّا دَخَلَ عَلَيْه تكلَّمَ مَعَه وَاطال مَعَهُ الكلامَ . فَقال لَهُ كلبُ الرُّومِ : اُدْخُلْ فِيْ دِيْنِنَا حَتّٰى اصْنَعَ خَاتَمِيْ فِيْ يَدِكَ واُعْطِيْكَ وِلايَةَ الرُّوْمِ . فَتفعَلَ فِيْهَا مَاتَشَاءُ . فَقَالَ لِكَلْبِ الرُّوْمِ كَمْ لِلرُّوْمِ مِنَ الدُّنْيَا ؟ فقالَ ثُلُثُهَا او رُبُعُهَا .

(১২) রোম সম্রাটের ব্যর্থতা

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে,ওমর (রা)-এর শাসনামলে এক রোমান যুদ্ধোৎসাহী বাহাদুর মুসলমানদের একটি কাফেলা বন্দী করে। রোম সম্রাটকে অবহিত করা হলো যে, মুসলিম কাফেলায় শক্তিশালী ও ভয়ঙ্কর এক ব্যক্তি রয়েছে। রোম সম্রাট তাকে দেখার নিমিত্তে হাজির করতে বললেন। রোম সম্রাটের সম্মুখে একটি শিকল ঝুলানো থাকতো, ফলে কেউ তার দরবারে রুকুর ভঙ্গি করা ছাড়া প্রবেশ করতে পারতো না। তা দেখে (মুসলমান) লোকটি রুকুর ভঙ্গিতে সম্রাটের দরবারে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি বললেন, আমি রুকুর ভঙ্গিতে কোনো কাফিরের সম্মুখে প্রবেশ করতে মুহাম্মদ (সা) কে লজ্জা করি। রোম সম্রাট শিকলটি সরানোর নির্দেশ দিলেন। যাতে লোকটি তার নিকট প্রবেশ করতে পারে। তিনি তার সম্মুখে গেলেন, এবং তার সাথে আলাপ করলেন। আলোচনা বেশ দীর্ঘ হলো। রোম সম্রাট তাকে বললেন, তুমি আমাদের ধর্ম গ্রহণ করো, তোমার হাতে আমার (রাজ) আংটি পরিয়ে দেবো এবং তোমাকে রোমের রাজত্ব দান করবো। তখন তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পারবে। মুসলমান ব্যক্তি তখন বললেন, (হে সম্রাট!) রোম সাম্রাজ্য পৃথিবীর কত অংশ জুড়ে আছে? বললেন, এক তৃতীয়াংশ অথবা একচতুর্থাংশ।

তাহকীক : مُبَارِزٌ : اسم فاعل، مفاعله বীর, বাহাদুর المبارزة প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় বের হওয়া, (ن) البرز প্রকাশ হওয়া, البراز পায়খানা-

أَسَرَ : واحد غائب ـ ماضى ـ (ض) الاسر কয়েদ করা, اسير বন্দি, বহুঃ اسراء -

كَلْبُ الرُّوم : রোম সম্রাটের উপাধি, অতি জালেম হওয়ায় এ উপাধিতে খ্যাতি লাভ করে।

هَيُوْبٌ : ভয়ংকর, واحد مذكر ـ صفت مشبه (ض) الهيبة ভয় করা।

سِلْسِلَةٌ : শিকল, চেইন, বেড়ী, বহুঃ سلاسل ـ التسلسل ক্রমবর্ধমান হওয়া, مضاعف رباعى -

مَمْدُوْدَةٌ : واحد مؤنث ـ اسم مفعول ঝুলন্ত (ن) المد টানা, ঝুলানো।

هَيْئَةٌ : ভঙ্গি, অবস্থা, বহুঃ هاء يهيئ সুগঠন হওয়া।

তারকীব : أَنَّ مُبَارِزًا مِّنَ الرُّوم الخ : من الروم ـ مُبَارز এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে ان এর ইসম, فى زمان عمر بن الخطاب মুতাআল্লিক أَسَرَ এর সাথে। অতঃপর জুমলা হয়ে ان এর খবর, رضى الله عنه হলো جملةٌ معترضه

فَوُصِفَ لِكَلْبِ الرُّوم الخ : لِكَلْبِ الرُّوم মুতাআল্লিক, وصف ফে'লে মাজহুলের সাথে, رجل মওসূফ, قيام উহ্য موجود শিবহে ফে'লের সাথে মুতাআল্লিক হয়ে খবর, قوى ১ম সিফাত, هَيُوب ২য় সিফাত, মওসূফ সিফাত মিলে মুবতাদা, মুবতাদা খবর মিলে নায়িবে ফায়েল। ফে'ল, নায়িবে ফায়েল ও মুতাআল্লিক মিলে جملهٔ فعليه خبريه।

وَكَانَ بَيْنَ يَدَيْ كَلبِ الرُّوم : بَيْنَ يَدَيْ الخ হলো كَان এর খবরে মুকাদ্দাম, আর سِلْسِلَةٌ مَمْدُوْدَةٌ হলো ইসমে মুয়াখ্যার-

حَتّٰى لَايَدخلُ عَلَيْهِ احدٌ اِلَّا الخ : على هيئة الراكع, হরফে ইস্তিসনা, الا মুস্তাসনা মুকাদ্দাম, لا يدخل عليه احد জুমলা হয়ে মুস্তাসনা, মুস্তাসনা ও মুস্তাসনা মিনহু মিলে মুফরাদের তাবীলে মাজরূর, حتى জার মাজরূর মিলে পূর্বের বাক্য ممدودة এর সাথে মুতাআল্লিক।

فَقَالَ الرَّجُلُ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا كُلُّهَا لَهُمْ مَمْلُوَّةٌ ذَهَبًا وَجَوْهَرًا وَاَعْطَوْهَا لِيْ بَدَلاً عَنْ سِمَاعِ اَذَانِ يَوْمٍ مَاقَبِلْتُهَا . فَقَالَ لَهُ كَلْبُ الرُّوْمِ : وَمَا الاذانُ ؟ فَقَالَ هُوَ اشهَدُ انْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ واشهَدُ انَّ مُحَمَّدًا رسُولُ اللّٰه . فقال كلبُ الرّومِ اِنَّهُ قدْ ثَبَتَ حُبُّ محمدٍ فِيْ قَلْبِهِ فَلا يُمكِنُه انْ يَرجِعَ فِيْ هٰذه السَّاعَةِ . ثمّ اَمَرَ بِاَنْ يُوْضَعَ قِدْرٌ عَلَى النَّارِ ويُوْضَعُ فِيْهِ مَاءٌ وقالَ اِذا اشْتَدَّ غِلْيَانُهُ فَاَلْقُوْهُ فِيْه . فَفَعَلُوا ذٰلكَ . فلمَّا القُوْهُ فَقَالَ بِسْمِ اللّٰه الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . فَدَخَلَ مِنْ جانِبٍ وخَرَجَ مِنْ جانبٍ اُخَرَ بِقُدْرَةِ اللّٰه تعالى .

অনুবাদ॥ তখন মুসলমান ব্যক্তি বললেন, সমগ্র পৃথিবী রোমবাসীদের জন্য যদি স্বর্ণ ও মণি মুক্তায় পূর্ণ হতো, আর তা একদিনের আযান শ্রবণের বিনিময়ে আমাকে প্রদান করতেন আমি তা গ্রহণ করতাম না। রোম সম্রাট বললেন আযান কী জিনিস? মুসলমান ব্যক্তি বললেন, আযান হচ্ছে– আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল। রোম সম্রাট বললেন এ লোকটির হৃদয়ে মুহাম্মদ (সা)-এর ভালোবাসা সুদৃঢ় হয়ে গেছে। অতএব, তার পক্ষে দ্বীন ত্যাগ করা অসম্ভব। এরপর তিনি নির্দেশ দিলেন যেন আগুনের ওপর একটি ডেকচি রেখে তা পানি দিয়ে পূর্ণ করে দেয়া হয়। পানি যখন গরমে টগবগ করবে তখন তাকে তোমরা ডেকচির ভেতর ফেলে দিবে। তারা তাই করলো। যখন তারা মুসলমান লোকটিকে ডেকচিতে নিক্ষেপ করলো, তিনি তখন বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে আল্লাহর করুণায় এক দিক দিয়ে প্রবেশ করে ডেগের অপর দিক দিয়ে (সুস্থ শরীরে) বেরিয়ে আসলেন, লোকজন এ দেখে বিস্মিত হয়ে গেলো।

তাহকীক : مَمْلُوَّةٌ : واحد مؤنث ـ اسم مفعول পূর্ণ (ف) الملا পূর্ণ করা, মূলে مملوئة ছিলো, مهموز لام -

جَوْهَرٌ : মূল্যবান পাথর, স্বনির্ভর সত্তা, বহুঃ جواهر -

غِلْيَان : জোশ, উত্তেজনা, (ض) الغليان উত্তেজিত হওয়া, ناقص يائى -

خنزير : শূকর, বহুঃ خنازير -

তারকীব : لَوْكَانَتِ الدُّنْيَا كُلُّهَا الخ : لو হরফে শর্ত, الدنيا মুয়াক্কাদ, كلها তাকীদ মিলে كَانَتْ এর ইসম, لهم ـ كانت এর সাথে মুতাআল্লিক, مملوة মুমায়্যায, ذَهَبًا وجَوْهَرًا তমীয মিলে كانت এর খবর। ফে'লে নাকিস তার ইসম ও খবর মিলে মা'তূফ আলায়হি, আর واعطوها .... يوم পর্যন্ত জুমলা হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ ও মাতূফ আলায়হি মিলে শর্ত - مَا قَبِلْتُهَا হলো জাযা, শর্ত জাযা মিলে جملهٔ شرطيه ।

مَا الاذانُ : ما ইস্তিফহাম মুবতাদা, الاذان খবর মিলে جملهٔ انشائيه

فتعجّبوا من أمره فأمر به كلبُ الرّوم ان يحبس في بيتٍ مظلمٍ ويمنع عنه الطّعامُ والشّرابُ ويلقى له لحمُ الخنزير والخمر اربعين يومًا ـ فلمّا تمّ الاربعون فتحوا عليه الباب فرأوا جميع ما القوه له بين يديه لم ياكل منه شيئًا ـ فقالوا كيف لاتاكل منه واكله جائز في دين محمّد (صلى الله عليه وسلم) عند الضّرورة ؟ فقال لهم : لو أكلت لفرحتم وإنّما أردتّ اغاظتكم ـ فقال له كلب الرّوم حيث لم تاكل من ذلك فاسجدلي حتّى أخلّي سبيلك وسبيل من معك من الأسارى ـ فقال له انّ السّجود في دين محمّد صلى الله عليه وسلّم لا يجوز الا للّه تعلى ـ فقاله قبّل يدىّ حتّى أخلّي عنك وعمّن معك من الأسارى ـ فقال له : انّ هذا لايجوز إلّا للأب او للسّلطان العادل أو للأستاذ فقال له فقبّل جبهتي ـ فقال أفعل هذا بشرطٍ ـ فقال له افعل ماتريد ـ فوضع كمّه على جبهته وقبّلها ناويًا تقبيل كمّه ـ فخلّى سبيله ومن معه من الأسارى وأعطاه مالًا كثيرًا وكتب الى عمر بن الخطّاب رضى اللّه تعلى عنه- لو كان هذا في بلادنا في ديننا لكنّا نعتقد عبادته ـ فلمّا جاء الى عمر رضى اللّه تعالى عنه ـ قال له لاتختصّ بالمال وحدك بل شارك فيه اهل مدينة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلمَ ـ ففعل ذلك ـ

অনুবাদ॥ রোম সম্রাট আদেশ করলেন, তাকে একটি অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ করে তার পানাহার বন্ধ করে দেয়া হোক এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সামনে শুধু শূকরের গোশ্ত এবং শরাব রেখে দেয়া হোক। চল্লিশ দিন পূর্ণ হয়ে গেলে প্রহরীরা তার বন্দীখানার দরজা খুলে দিলো। দেখলো তার সামনে যা কিছু খেতে দেয়া হয়েছিলো সব তার সামনে স্ব-অবস্থায় বিদ্যমান। তা থেকে সে কিছুই খাননি। লোকেরা তাকে বললো, তুমি এগুলো খাওনি কেন? অথচ প্রয়োজনের তাগিদে মুহাম্মদ (সা) এর ধর্মে এসব খাওয়া বৈধ আছে। তিনি জবাব দিলেন, আমি যদি এগুলো খেতাম, তোমরা আনন্দিত হতে। আর আমি তো তোমাদেরকে ক্রোধান্বিত করতে চেয়েছি। রোম সম্রাট বললেন, তুমি যখন এর কিছুই খেলে না, এখন

আমাকে তুমি সেজদা করো, তাহলে আমি তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদেরকে মুক্ত করে দেবো। মুসলমান লোকটি বললেন, মুহাম্মদ (সা)-এর দ্বীনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করা বৈধ নয়। তখন রোম সম্রাট বললেন, তুমি আমার হাত চুম্বন করো। তাহলে তোমাকে এবং তোমার সঙ্গীদেরকে মুক্ত করে দেবো। তিনি বললেন, এটা ন্যায় পরায়ন বাদশাহ, পিতা অথবা শিক্ষক ব্যতীত কারো জন্যে বৈধ্য নয়। সম্রাট বললেন, তবে আমার ললাটে চুম্বন করো। লোকটি বললেন, একটি শর্তে আমি তা করতে পারি। সম্রাট বললেন, তুমি যেভাবে চাও করো। তিনি তার জামার আস্তিন রোম সম্রাটের ললাটে রেখে তাতে চুম্বন করলেন। ফলে রোম সম্রাট তাকে ও তার বন্দী সাথীদেরকে মুক্ত করে দিলেন এবং প্রচুর মাল সামগ্রী উপহার দিলেন সাথে সাথে ওমর (রা)-এর নিকট এ মর্মে পত্র লিখলেন যে, এই লোকটি যদি আমার দেশের আমার ধর্মের হতো, তবে অবশ্যই তাকে আমরা ইবাদতের যোগ্য মনে করতাম। যখন মুসলিম বাহাদুর ব্যক্তি ওমর (রা)-এর নিকট পৌঁছলেন– ওমর (রা) তাঁকে বললেন, এ সম্পদ শুধু তোমার নিজের জন্যেই খাছ করো না। বরং এ সম্পদের সাথে রাসূল (সা)-এর শহরের অধিবাসীদেরকেও ভাগীদার করো। মুসলমান বাহাদুর তাই করলেন।

তাহকীক : اِغَاظَةٌ : রাগান্বিত করা, افعال এর মাসদার, غَيْظ ক্রোধ।

سُلْطَان : বাদশাহ, দলিল, ক্ষমতা, বহুঃ سَلَاطِين -

كُمٌّ ঃ হাতা, টুপী, বহুঃ كِمَام ,كِمَام، أكْمَام - (ن) الكَمُّ গোপন করা।

তারকীব: كَمْ لِلرُّوْمِ مِنَ الدُّنْيَا : এখানে كم استفهاميه এর তমীয মাহযূফ অর্থাৎ حصة - মুমায়্যায তমীয মিলে মুবতাদা, ثَابِتٌ لِلرُّوْمِ مِنَ الدُّنْيَا খবর।

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا الخ : اشهد ফে'ল ফায়েল, ان হলো مخففه - لا হলো لائے نفی جنس আর الا মুস্তাসনা মিনহু, موجود শিবহে ফে'ল মাহজুফ لا এর খবর, الا হরফে ইস্তিসনা, الله শব্দটি মুস্তাসনা, মুস্তাসনা ও মুস্তাসনা মিনহু মিলে لا এর ইসম, لا তার ইসম ও খবর মিলে اشهد এর মাফউল।

فَلَمَّا تَمَّ الْاَرْبَعُوْنَ فَتَحُوْا الخ : لما শর্তিয়্যা, تم الاربعون ফে'ল ফায়েল মিলে শর্ত, فَتَحُوْا عَلَيْهِ الْبَابَ জুমলা হয়ে জাযা।

فَرَاَوْا جَمِيْعَ مَا اَلْقَوْهُ الخ : راوا ফে'ل, واو ফায়েল, جميع মুযাফ এবং ما মওসূল, القوه له জুমলা হয়ে সিলা, মওসূল সিলা মিলে মুযাফ ইলায়হি, মুযাফ ও মুযাফ ইলায়হি মিলে راوا এর মাফউল, بين يديه ২য় মাফউল বা মুতাআল্লিক মিলে جملهٌ فعليه خبريه।

لَا تَخْتَصَّ بِالْمَالِ وَحْدَكَ : لَا تَخْتَصَّ এর যমীর জুলহাল, مُتَوَحِّدًا - وحدك এর অর্থে হাল।

حكايت -١٣: حكى أَنَّ عِيْسٰى عليه السلامُ كانَ فِىْ سِيَاحَتِهٖ - فَنَظَرَ الٰى جَبَلٍ عالٍ - فقصَدَهٗ فَاِذَا بِصَخْرَةٍ فِىْ ذَرْوَتِهٖ اشدَّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ - فصارَ يَمْشِى حَوْلَهَا ويتعجَّبُ منْ حُسْنِهَا - فاوحى اللّٰهُ اليهِ يَاعِيْسٰى! اتُحِبُّ اَنْ اُبَيِّنَ لَكَ الْاَعْجَبَ مِمَّا تَرٰى ؟ قال نَعَمْ يَارَبِّ - فَانْفَلَقَتِ الصَّخْرَةُ عَنْ شَيْخٍ عَلَيْه مِدْرَعَةٌ مِنَ الشَّعْرِ وبِيَدِهٖ عُكَازٌ اَخْضَرُ وبَيْنَ عَيْنَيْهِ عِنَبٌ وهُو قَائِمٌ يُصَلِّى - فَتَعَجَّبَ عِيْسٰى عَلَيْه السَّلَامُ مِنْ ذٰلِكَ - فَقَال يَاشَيْخُ مَا هٰذَا الَّذِىْ اَرٰى ؟ فَقَال هٰذَا رِزْقِىْ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ - فقالَ لَهٗ كَمْ تَعْبُدُ اللّٰهَ فِىْ هٰذا الحَجَرِ؟ فَقَال اربَعُ مِائَةِ سَنَةٍ - فَقَال عِيْسٰى عليه السلامُ اِلٰهِىْ وسَيِّدِىْ ! مَا اقولُ اِنَّكَ خَلَقْتَ خَلْقًا اَفْضَلَ مِنْ هٰذا - فَاَوْحَى اللّٰهُ عَلَيْه اِنَّ رَجُلا مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللّٰه عليه وسلم اَدْرَكَ شَهْرَ شَعْبَانَ وصَلّٰى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْه فهٰذِهٖ عِبَادَةُ اَفْضَلُ عِنْدِىْ مِنْ عِبادَةِ هذِهِ الْاَرْبَعِمِائَةِ سَنَةٍ - فَقَال عِيْسٰى عليه السلامُ يَالَيْتَنِىْ كُنْتُ مِنْ اُمَّةِ محمَّدٍ صلَّى اللّٰه عليه وسلمَ -

(১৩) পাথরের ভেতর বৃদ্ধ

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে, একদা হযরত ঈসা (আ) ভ্রমণে বের হলেন। তিনি এক সুউচ্চ পাহাড় দেখতে পেয়ে সেদিকে অগ্রসর হলেন। হঠাৎ করে পাহাড়ের চূড়ায় একটি শক্ত পাথর তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো, যা দুধের চেয়েও শুভ্র-স্বচ্ছ। তার চারপাশে তিনি হাঁটতে লাগলেন এবং তার সৌন্দর্যে অভিভূত হতে লাগলেন। আল্লাহপাক তাঁর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, হে ঈসা! তুমি যা দেখছো এর চেয়েও বিস্ময়কর বিষয় আমি তোমার সামনে প্রকাশ করবো, তুমি কি তা পছন্দ করো? ঈসা (আ) বললেন, জি-হ্যাঁ, হে আমার প্রভু! আপনি তা করুন। পাথরটি তখন ফেটে গেলো। তিনি তার মধ্যে একজন বুযুর্গ ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। তার পরনে রয়েছে পশমি জুব্বা, হাতে তার একটি সবুজ ছড়ি এবং তার দু'চোখের সামনে রয়েছে আঙ্গুর আর সে বুযুর্গ দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন।

হযরত ঈসা (আ) অতীব বিস্মিত হয়ে বললেন, হে শাইখ! একি আমি দেখছি? শাইখ বললেন, এটা আমার দৈনন্দিনের রিযিক, হযরত ঈসা (আ) তাঁকে বললেন, কতোদিন পর্যন্ত আপনি এ পাথরের মধ্যে উপাসনায় রয়েছেন? তিনি বললেন, চারশ' বছর ধরে। ঈসা (আ) বলে উঠলেন, হে আমার মা'বুদ! হে আমার প্রভু! আমি বলতে পারি না যে, আপনি এর চেয়ে কোনো উত্তম মাখলুক আর সৃষ্টি করেছেন কিনা। আল্লাহ ওহী পাঠালেন- মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের যে কেউ শা'বান মাস পায় আর সে উক্ত মাসের পনেরো তারিখের রজনীতে এবাদত করে। তা আমার নিকট চারশত বছর ইবাদতের চেয়েও উত্তম। এ কথা শুনে হযরত ঈসা (আ) বললেন, হায়! যদি আমি মুহাম্মদ (সা) -এর উম্মত হতাম।

তাহকীক : سَائِحَةٌ : سَاحَ (ض) سِيَاحَةً : মাসদার, বাবে ضرب - ভ্রমন করা, سُيَّاح ভ্রমণকারী, পর্যটক।

عَالٍ : واحد مذكر - اسم فاعل (ن) العلو উঁচু হওয়া, ناقص واوى

صَخْرَةٌ : বড়ো পাথর, বহুঃ صُخُور صُخُر - صُخْر -

ذُرْوَةٌ : টিলা, চূড়া, প্রত্যেক বস্তুর উপরিভাগ, বহুঃ ذُرًى -

اِنْفَلَقَتْ : واحد مؤنث - ماضى - انفعال - الانفلاق ফেটে যাওয়া।

مِدْرَعَةٌ : জুব্বা, কোট, বহু : مَدَارِع -

عُكَّاز : নিম্নাংশে ধারযুক্ত লাঠি বিশেষ, বহুঃ عَكَاكِيْز -

তারকীব : فَانْفَلَقَتِ الصَّخْرَةُ عَنْ شَيْخٍ الخ : انفلقت الصخرة হলো انفلقت এর ফায়েল। عَنْ شَيْخٍ মুতাআল্লিক, مِنَ الشَّعْرِ উহ্য حاصلة সাথে মুতাআল্লিক হয়ে مدرعة এর সিফাত, مِدْرَعَة মওসূফ তার সিফাত মিলে مبتداء مؤخر - عليه উহ্য لابس এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে خبر مقدم - অতঃপর জুমলা হয়ে মা'তূফ আলাইহি, এভাবে بِيَدِهٖ عُكَّازٌ أَخْضَرُ উহ্য كان এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে মা'তূফ আলাইহি ও মাতূফ, এভাবে بين عينيه عنب মুতাআল্লিক হয়ে মা'তূফ, উভয় মা'তূফ আলায়হি মিলে সিফাত - شيخ মওসূফ তার সিফাত মিলে মাজরূর।

يَاشَيْخُ مَاهٰذَا الخ : يا شيخ নেদা, استفهاميه ما হলো خبر مقدم আর الذى মওসূল, ارى সিলা মিলে مبتداء مؤخر - অতঃপর জুমলা হয়ে جواب ندا।

يَالَيْتَنِيْ كُنْتُ الخ : يا নেদা মুনাদা (القوم বা الله) মিলে নেদা, ليت হরফে মুশাব্বাহা, نى এর নূনটি نون وقايه, আর ياء متكلم ইসম كنت من امة محمد জুমলা হয়ে খবর, অতঃপর জুমলা হয়ে جواب ندا।

حكايت - ١٤ : حُكِىَ أَنَّهُ كانَ الحُكْمُ فِى زَمَنِ إِبْراهِيمَ الخليلِ عليه السلامُ لِلنّارِ . فالمُحِقُّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِيهَا فَلَا تُحَرِّقُهُ ، وَالمُبْطِلُ يُدْخِلُ يَدَهُ فِيهَا فَتُحْرِقُهُ . وكانَ الحُكْمُ فِى زَمَنِ مُوسٰى عليه السلام لِلْعَصَا فتَسْكُنُ لِلمُحِقِّ وتَضْرِبُ لِلمُبْطِلِ . وكانَ الحُكْمُ فِى زَمَنِ سُلَيْمان عليه السلام لِلرِّيحِ تَسْكُنُ لِلمُحِقِّ وتَرْفَعُ لِلمُبْطِلِ ثُمَّ تُسْقِطُهُ عَلَى الأَرْضِ وكانَ الحُكْمُ فِى زمَنِ داوُد عليه السلامُ لِلسِّلْسِلَةِ المُعَلَّقَةِ ، فالمُحِقُّ تَصِلُ يَدَهُ إِلَيْهَا بِخِلافِ المُبْطِلِ . وأَمَّا فِى زَمَنِ محمَّد صلى الله عليه وسلم فالحُكْمُ لَهُمَا بِالإِقْرارِ وإِقامَةِ البَيِّنَةِ . قال اللّٰه تعالٰى : يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ اليُسْرَ ولا يُرِيْدُ بِكُمُ العُسْرَ . وَرُوِىَ عَنِ التِّرمِذِىِّ أَنَّ اليُسْرَ إِسْمٌ لِلجَنَّةِ لِأَنَّ جَمِيعَ اليُسرِ فيها . والعُسْرُ اسمٌ لِلنّارِ لِأَنَّ جَمِيْعَ العُسْرِ فِيْها . وقِيْلَ غيرُ ذٰلِكَ .

(১৪) যে নবীর যে বিচার পদ্ধতি

অনুবাদ ॥ বর্ণিত আছে, হযরত ইব্রাহীম খলিল (আ)-এর যুগে আগুনের ফায়সালা মানা হতো। যে সত্যের ওপর থাকতো তাঁর হাত আগুনে প্রবেশ করালে আগুন তাকে জ্বালাতো না। আর যে অসত্যের ওপর থাকতো সে আগুনে হাত প্রবেশ করালে আগুন তাকে জ্বালিয়ে দিতো। হযরত মূসা (আ)-এর যুগে লাঠির ফায়সালা ছিলো। যে সত্যের ওপর থাকতো তার ক্ষেত্রে লাঠি স্থির থাকতো, আর যে অসত্যের ওপর থাকতো লাঠি তাকে (একাকীই) প্রহার করতো। হযরত সুলাইমান (আ)-এর যুগে বাতাসের ফায়সালা মানা হতো। যে ব্যক্তি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতো বাতাস তার জন্যে স্থির থাকতো। আর যে অসত্যের ওপর থাকবো বাতাস তাকে ওপরে উঠিয়ে নিয়ে যমীনে আছড়ে ফেলতো।

হযরত যুলকারনাইনের যুগে ফায়সালা ছিলো পানির। সত্যপন্থী ব্যক্তি পানির ওপর বসলে পানি জমে যেতো। আর অসত্যপন্থী পানির ওপর বসলে পানি তরল হয়ে যেতো। হযরত দাউদ (আ)-এর যুগে ঝুলন্ত শিকলের ফায়সালা ছিলো। সত্যবাদীর হাত ঝুলন্ত শিকল নাগাল পেতো, আর অসত্য ব্যক্তির হাত তা নাগাল

পেতো না। হযরত মুহাম্মদ (সা) -এর যুগে উভয়ের জন্যে স্বীকারোক্তি অথবা প্রমাণ উপস্থাপনের দ্বারা ফায়সালা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ তোমাদের জন্যে সহজ চান, তোমাদের জন্যে যা কষ্টকর তা চান না। হযরত তিরমিযী (রহ) হতে বর্ণিত। يسر হলো জান্নাতের নাম। কারণ, তাতে যাবতীয় সহজতা রয়েছে। আর عسر হলো জাহান্নামের নাম। কারণ তাতে রয়েছে যাবতীয় কঠোরতা। এছাড়াও এ সম্পর্কে আরো কিছু অভিমত রয়েছে।

ফায়েদা : যুলকারনাইন একজন ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। সমগ্র পৃথিবীতে তিনি রাজত্ব করেছেন। তিনি হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর যুগের লোক ছিলেন বলে কেউ কেউ একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। কেউ বলেন, তিনি নবী ছিলেন। তবে বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকগণের নিকট এই অভিমত গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।

তাহকীক : مُحِقٌّ : اسم فاعل ـ واحد مذكر হকপন্থী, বাবে اَلْاِحْقَاقُ ـ مُضاعف ثلاثى - افعال হক কথা বলা,

تُحْرِقُ : واحد مؤنث غائب ـ مضارع ـ افعال ـ الاِحْرَاق জ্বালানো।

تَسْكُنُ : واحد مؤنث غائب ـ مضارع ـ (ن) السُّكون স্থির থাকা।

سليمان : সমগ্র বিশ্বের বাদশাহ বিশিষ্ট নবীর নাম, গায়রে মুনসারিফ।

تَصِلُ : واحد مؤنث غائب ـ مضارع (ض) الوصول পৌঁছানো, مثال واوى

فى زمان : كَانَ الْحُكْمُ فِىْ زَمَنِ اِبْرَاهِيم الخ الحكم হলো كان এর ইসম, فى زمان ابراهيم الخليل মুতাআল্লিক উহ্য نافذا এর সাথে, نازلة ـ عليه এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে خبر مقدم - আর السلام ـ مبتداء مؤخر মিলে جمله معترضه। للنار মুতাআল্লিক, نافذ শিবহে ফে'ল তার ফায়েল ও মুতাআল্লিক মিলে খবর।

حكايت - ١٥: حكى انّ سُفيانَ الثّورىَّ رضى تعالىٰ عنه قال : اقمتُ بمكّه ثلث سنين. وكانَ رَجُل منْ اَهْلِها يَاتِىْ كلّ يوم عند الظّهيْرة الى المَسْجِد. فيطوفُ ويُصلّى ركعتين ثمّ يسلّم علىَّ ثم يَرْجِعُ الىٰ بيْتِه. فحَصَل لىْ بِه اُلْفَةٌ ومُحَبَّةٌ وصِرْتُ اتردّدُ اليه. فحَصَل لهٗ مَرَضٌ فدَعَانِىْ وقَال لِىْ اذا مِتُّ فاغْسِلْنِىْ بِنَفْسِك وصَلِّ عَلَىَّ وَادْفِنىْ ولا تَتْرُكْنِىْ تِلْكَ اللّيْلَة وَحِيْداً فِىْ قَبْرى ولَقِّنِّىْ التّوحِيْدَ عند سُوالِ مُنكرٍو نَكيْرٍ. فضَمِنْتُ لَهٗ ذلك. فلمّا ماتَ فعلتُ مَا امَرَنِىْ بِهٖ وبِتُّ عِنْدَ قبره. فبَيْنَما انا بَيْنَ النّائِم وَالْيَقْظانِ سَمِعْتُ هَاتِفًا مِنْ فَوْقِى يُنادِىْ :يَاسُفيَان ! لاحَاجَةَ لَهٗ الىٰ تَلقِيْنِكَ وَلا الىٰ اُنْسِكَ لِاَنَّا اَنْسَنَاهُ ولَقنّاه. فَقلتُ بِمَاذا ؟ فقِيْل بِصِيَامِه شَهْرَ رَمَضَان وَاَتْبَاعِه بِستّةٍ مّنْ شَوَّالٍ. فَاسْتَيْقَظْتُ فَلَمْ اَرَ احدًا فتَوَضّأتُ وصَلّيتُ حَتّى نِمْتُ فرايتُ مِثْل الاولِ وهٰكذا ثلثَ مرّاتٍ. فعَرَفْتُ اَنّهٗ مِنَ الرّحمٰنِ لاَ مِنَ الشّيطانِ. فانْصَرفْتُ عنْ قَبْرِه وقلتُ : اللّٰهمّ وفّقنِى لِصِيَام ذٰلك بِمَنّك وكَرمك اٰمِيْن -

(১৫) কবরে আমায় একা রেখো না

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে, সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, আমি মক্কাতে তিন বছর অবস্থান করেছিলাম। দৈনিক একব্যক্তি দুপুরের সময় মসজিদে হারামে এসে তাওয়াফ করতো, দুই রাকাত নামায আদায় করতো এবং আমাকে সালাম দিয়ে আপন গৃহে ফিরে যেতো। ক্রমান্বয়ে তার সাথে আমার হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমি তার নিকট আসা-যাওয়া করতাম। একবার সে রোগাক্রান্ত হলে আমাকে ডেকে বললো, আমার মৃত্যু হলে আপনি নিজেই আমার গোসল দেবেন। আমার জানাযা পড়ে আমাকে দাফন করবেন। রাতে আমাকে কবরে একা ফেলে চলে আসবেন না। মুনকার নাকীরের প্রশ্নকালে আমাকে তাওহীদের তালক্বীন করবেন। আমি তার এসবের দায়িত্ব নিলাম।

তিনি যখন মৃত্যুবরণ করলেন, তার নির্দেশিত যাবতীয় বিষয় আমি পালন করলাম এবং তার কবরের নিকট রাত যাপন করলাম। নিদ্রা ও জাগরণের অবস্থায়

ছিলাম, এমন সময় আমি আমার ওপর থেকে এক অদৃশ্য ব্যক্তিকে আওয়াজ দিতে শুনলাম, হে সুফিয়ান! তোমার তালকীনের এবং তার সঙ্গ দেয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা, আমিই তার সঙ্গ দিচ্ছি এবং আমিই তার তালকীন করছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ তালকীন কিসের বদৌলতে? বলা হলো তার রমযানের রোযা ও তার পরবর্তী শাওয়ালের ছয় রোজা রাখার কারণে। জাগ্রত হয়ে আমি কাউকে দেখতে পেলাম না। আমি উযু করে নামায আদায় করলাম। অতঃপর ঘুমিয়ে পড়লাম। (স্বপ্নে) আমি প্রথমবারের মতোই দেখলাম। তিনবার এরূপ ঘটলো। আমি বুঝতে পারলাম যে, এ স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকেই; শয়তানের পক্ষ থেকে নয়। এরপর আমি তার কবর থেকে ফিরে এলাম। আর বললাম, হে আল্লাহ! আপনার অনুগ্রহে আমাকে এ সকল রোযা আদায় করার তাউফীক দিন।

তাহকীক : سُفيان الثوري : খলীফা সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালিকের আমলে ৯৯ হিজরি সনে জন্ম গ্রহণ করেন। বিশিষ্ট বুজর্গ ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, মুজতাহিদ ও তাবেয়ী ছিলেন, পিতার নাম سعيد بن مسروق সাওর মিশরের এক শাখা বংশের নাম। তাঁর উপনাম আব্দুল্লাহ। তিনি কূফার অধিবাসী ছিলেন, ১৬১ হি. সনে ইরাকের বসরায় ইন্তিকাল করেন।

ظَهِيْرَةٌ : দুপুর, দ্বিপ্রহর, বহুঃ ظهائر -

أُلْفَةٌ বন্ধুত্ব (س) الف الفا মহব্বত করা, مهموز فا - الائتلاف যুক্ত হওয়া,

أَتَرَدَّدُ : واحد متكلم - تفعل - التردد বার বার আসা, সংশয় সৃষ্টি হওয়া।

يَقْظَان : واحد مذكر - فعلان এর ওযনে صفت مشبه জাগ্রত, مثال يائ -

أُنْسُنَا : جمع متكلم - مفاعلة - الموانسة সান্ত্বনা দেয়া, مهموز فا -

---

তারকীব : اقمتُ بِمَكَّةَ ثلثُ سِنِيْن : بمكة মুতাআল্লিক اقمت এর সাথে, ثلث মুমায়্যায, سنين তমীয মিলে مفعول -

فَبَيْنَمَا انا بَيْنَ النَّائِم الخ : بينما এর ما টি অতিরিক্ত, بين মুযাফ, انا মুবতাদা, بَيْنَ النَّائم واليقظان - كائن মাহযূফের সাথে মুতাআল্লিক হয়ে খবর, মুবতাদা খবর মিলে জুমলা হয়ে بين এর মুযাফ ইলায়হি, মুযাফ ও মুযাফ ইলায়হি মিলে সামনে উল্লিখিত سمعت এর সাথে মুতাআল্লিক।

بِصِيَامِهٖ شَهْرَ رَمَضَان الخ : এর পূর্বে ওপরের ন্যায় اُنْسُنَاهُ উহ্য রয়েছে। তার সাথে بصيامه মুতাআল্লিক। আর شَهْر رَمَضَان মা'তুফ আলাইহি اِتِّبَاع মাসদারের সাথে মুতাআল্লিক, بِسِتَّة من شوال - اِتِّبَاع মাসদ র মুযাফ ও মুযাফ ইলায়হিও এ মুতাআল্লিক মিলে মা'তূফ। মা'তুফ ও মা'তূফ আলায়হি মিলে صيام মাসদারের মাফউল।

حـكـايـت- ١٦ : حُكِىَ اَنَّ عَابِدًا عَبَدَ اللّٰهَ مِائَةَ سَنَةٍ فِى صَوْمَعَتِهِ ـ فَوَسْوَسَ لَهُ الشَّيْطَانُ ـ فَنَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ ودَخَلَ الْبَلَدَ لِزِيَارَةِ اَقَارِبِهِ واَصْدِقَائِهِ لِلّٰه تعالٰى ـ فتعلَّقَ بِهِ صَدِيْقٌ لَهُ وَاَدْخَلَهُ الٰى بَيْتِهِ واَحْلَفَهُ بِاللّٰهِ اَنْ يُسَاعِدَهُ عَلٰى مَا هُوَ عَلَيْهِ ـ فَسَاعَدَه فِىْ ذٰلك سَبْعَةَ اَشْهُرٍ ـ فَنَامَ لَيْلَةً مِّنَ اللَّيَالِىْ ـ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ السَّحَرِ صَاحَ صَيْحَةً مُّنْزَعِجَةً ـ فَقَامَ صاحبُ الْمَنْزِلِ مُنْزَعِجًا ـ فَقَالَ لَهُ مَالَك ؟ فَقَالَ اَوْقِدْ لِىْ سِرَاجًا ـ فَاَوْقَدَ لَهُ ـ فَقَالَ لَهُ كُنْتُ نَائِمًا فَرَايْتُ شَابًّا حَسَنَ الْوَجْهِ نظيفَ الثِّيَابِ ـ فَقَالَ لِىْ اَنَا رسولُ اللّٰهِ فَاىَّ عَيْبٍ رَايْتَ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ حَتّٰى تركتَ عِبَادَتَهُ اِرْجِع الٰى صَوْمَعَتِكَ قَبْلَ ان تَمُوْتَ ـ فَخَرَجَ الْعَابِدُ فِىْ اللَّيْلِ ، فَلَمْ يَزَلْ يَطُوفُ فِى الْمَفَاوِزِ ويَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ وَيَاكُلُ مِنْ وَرَقِ الشَّجَرِ ، ويُنَادِىْ اِلٰهِىْ! بَدَنِىْ مَكْرُوْبٌ وقَلْبِىْ مَعْيُوْبٌ وَلِسَانِىْ مُقِرٌّ بِالذُّنُوبِ فَاغْفِرْ لِىْ يَا غَفَّارَ الذُّنُوْبِ وَيَا عَلَّامَ الْغُيُوْبِ ـ فَلَمَّا دَنَا مِنْ صَوْمَعَتِهِ وهَمَّ بِدُخُوْلِهَا فَاَدْخَلَ رَجُلًا وَاحِدًا فَرَاٰى شَيْئًا مَكْتُوْبًا فَتَامَّلَ فِيْهِ فَرَاٰى اَرْبَعَةَ اَسْطُرٍ ـ تَوَكَّلْتَ عَلَيْنَا فَكَفَيْنَاكَ واٰثَرْتَ عَلَيْنَا فَتَرَكْنَاكَ ـ وَاَقْبَلْتَ عَلَيْنَا فَقَبِلْنَاك وفَارَقْتَ الذُّنُوْبَ فَغَفَرْنَاهَا لكَ ورَحِمْنَاكَ وطَمِعْتَ فِيْمَا عِنْدَنَا فَاَعْطَيْنَاكَ ـ

(১৬) বৃষ্টির পানিতে জীবন ধারণ

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে, এক আবেদ একশো বছর ইবাদত করলো। অতঃপর শয়তান তাকে ধোকা দিলো। ফলে তিনি ইবাদতখানা থেকে নেমে তার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সহিত সাক্ষাতের নিমিত্তে শহরে প্রবেশ করলেন।

(পথিমধ্যে) তার এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হলে সে তাকে নিজ গৃহে নিয়ে গেলো। (বন্ধু) আল্লাহর শপথ করে তার কাজে সাহায্য করার জন্যে তাকে বললো। তিনি সাত মাস পর্যন্ত বন্ধুর কাজে সাহায্য করলেন, একরাতে তিনি ঘুমিয়েছিলেন, শেষ রাতে তিনি এক ভয়ঙ্কর চিৎকার দিলেন, ফলে বাড়ির মালিক অস্থির হয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন, এবং বললেন, তোমার কী হয়েছে? আবেদ বললেন, বাতি জ্বালান।

বাতি জ্বালানো হলো। (এবার) আবেদ বললেন– আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে এক সুদর্শন পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিহিত এক যুবককে দেখলাম। যুবক বললো, আমি আল্লাহর রাসূল! তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মধ্যে কি ক্রুটি দেখলে যার দরুন ইবাদত পরিত্যাগ করলে? মৃত্যুর (ঘণ্টা বাজার) পূর্বেই তুমি নিজ ইবাদতগৃহে ফিরে যাও। এরপর আবেদ সে রাতেই বের হয়ে পড়লেন। তিনি অনবরত বনে বনে ঘুরতে থাকেন এবং বৃষ্টির পানি পান করে, বৃক্ষের পাতা খেয়ে ফরিয়াদ করতে থাকেন, হে আল্লাহ! আমার দেহ কষ্ট-ক্লেশে পরিশ্রান্ত, আমার হৃদয় কলুষিত, আমার মন গুনাহ স্বীকারকারী, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, হে অপরাধ মার্জনাকারী! হে অদৃশ্য বিষয়ে অবহিত সত্তা।

তিনি যখন ইবাদতখানার নিকটবর্তী হলেন এবং তাতে প্রবেশ করার ইচ্ছা করলেন, একপা ইবাদতগৃহে রাখা মাত্রই তিনি লিখিত কয়েকটি পঙ্‌ক্তি দেখতে পেলেন। গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাতে এ চারটি ছত্র দেখতে পেলেন–

১. আমার ওপর তুমি ভরসা করেছো আমি তোমার জন্যে যথেষ্ট হয়ে গেলাম।

২. আমার ওপর অন্যকে প্রাধান্য দিয়েছিলে, তাই তোমাকে আমি পরিত্যাগ করেছিলাম।

৩. আমার দিকে তুমি অগ্রসর হয়েছো, বিধায় আমি তোমার আকুতি কবুল করলাম।

৪. তুমি পাপ বর্জন করেছো সুতরাং তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করলাম, তুমি আমার নিকট বিদ্যমান বস্তুর আশা করেছো, আমি তোমাকে তা দান করলাম।

তাহকীক : صَوْمَعَةٌ গির্জা, বহুঃ صَوامِع -

وَسْوَسَ : واحد مذكر غائب . ماضى বাবে فَعْلَلَة . الوَسْوَسَةُ কুমন্ত্রণ দেয়া, مضاعف رباعى -

اَقَارِب : اَقْرِبَة এর বহুঃ নিকটতম আত্মীয় স্বজন,

اَصْدِقَاء : صَدِيْق এর বহুঃ বন্ধু-বান্ধব -

أَحْلَفَ : কসম দিলো, واحد مذكر ـ ماضى ـ افعال ـ (ف) حلفا শপথ করা, الإحْلاف। শপথ দেয়া।

يُسَاعِدُ : مضارع ـ مفاعلة ـ المُسَاعَدَة। কাজে সহায়তা করা।

صَاحَ : واحد مذكر ـ ماضى (ض) الصيحة। চিৎকার করা, اجوف يائ -

مُزْعِجَةٌ : واحد مؤنث ـ اسم فاعل ـ افعال ـ الازعاج। অস্থির করা, لا نْعزاجٌ অস্থির হওয়া।

أَوْقَدَ : امر ـ افعال ـ الايقاد। জ্বালানো, مُوقِد চুলা, مثال واوى -

هَمَّ : ماضى (ن) هم هما ইচ্ছা করা, (ن) مُهِمَّة চিন্তিত করা, مضاعف -

أَسْطُر : سطر এর বহুঃ লাইন, রেখা مِسْطَرة রুলার, স্কেল।

أَثَرْتَ : واحد مذكر حاضر ـ ماضى ـ مفاعلة ـ المواثرة والايثار। প্রাধান্য দেয়া, مهموز فا -

---

তারকীব : دَخَلَ الْبَلَدَ لِزِيَارَةِ أَقْرِبَائِه الخ : دخل ফে'ল ফায়েল, البلد মাফউল, لِزِيَارَةِ اقْرِبَائِه واَصْدِقَائِه জার-মাজরুর মিলে دخل এর সাথে মুতাআল্লিক, لله মুতাআল্লিক خالصا মাহজুফের সাথে, خالصا তার যমীর ও মুতাআল্লিক মিলে دخل এর ফায়েলের যমীর থেকে হাল।

تعالى : ফে'ল ফায়েল মিলে جمْلة معترضه -

فقامَ صاحِبُ الْمَنْزِل : صاحب المنزل জুলহাল, مُنْزَعِجًا হাল মিলে ফায়েল। مَالك؟ : ما استفهامية মুবতাদা, لك ـ حاصل এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে খবর, অতঃপর جمله انشائيه -

فرأيتُ شَابًّا حَسَنَ الْوَجْه : شابا মওসূফ حسن الوجه ১ম সিফাত نظيف الثِّيَاب ২য় সিফাত মিলে মাফউল।

توكلت علينا فكفينا الخ : এখানে لما শর্তিয়া মাহজুফ রয়েছে, لنا فكفينالك - শর্ত تَوكَلتَ عَلَيْنَا জাযা।

حكايت -١٧: حُكِىَ أَنَّ الشِّبْلِىَّ رضىَ اللهُ عنه قال يَوْمًا فِىْ مَجلِسِ وعظِهٖ "اللّٰه" بِالهَيْبَةِ ـ فَسَمِعَهُ شابٌّ فَزَعَقَ زَعْقَةً فمَاتَ فخاصمَه اولياؤُهٗ الى السُّلطانِ وَادَّعَوا عَلَيْهِ بانَّه قَتَلَ ولدَ هُمْ ـ فَقال له السُّلطانُ مَاتقول ؟ فقال يَا اميرَ المُومنينَ ! روحٌ حَنَّتْ فرَنَّتْ فدُعِيَتْ فاجابَتْ فمَا ذُنْبِى؟ فبَكى اميرُ المُؤمِنِيْن ثم قالَ لِاَوْلِيَائِهٖ : خَلُّوا سَبِيْلَهٗ فَلا ذنبَ لهٗ - والله اعلم ـ

(১৭) 'আল্লাহ' শ্রবণেই যুবকের মৃত্যু

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে, হযরত শিবলী (রহ) একদিন গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বরে স্বীয় মজলিসে আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করলেন। এক যুবক তা শুনে একটি বিকট চিৎকার দিলো এবং তৎক্ষণাতই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। তার অভিভাবকগণ হযরত শিবলী (রহ)-এর বিরুদ্ধে বাদশাহর নিকট মামলা দায়ের করলো। তারা দাবী করলো যে, শিবলী (রহ) তাদের পুত্রকে হত্যা করেছে। বাদশাহ শিবলী (রহ)কে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত হত্যার অভিযোগ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী? তিনি বললেন, হে আমিরুল মু'মিনীন! ছেলেটির আত্মা অপেক্ষমান ছিলো, তা অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে উঠলো, তাকে আহ্বান করা হলো আর সে তাতে সাড়া দিলো। এতে আমার অপরাধ কী? একথা শুনে আমীরুল মু'মিনীন কেঁদে ফেললেন এবং মৃত যুবকের অভিভাবকদেরকে বললেন, তোমরা তাকে ছেড়ে দাও, তিনি নিরপরাধ।

তাহকীক : شبلى – শিবলী (রহ)-এর আসল নাম জা'ফর। উপনাম আবু বকর, শিবলী হলো উপাধি। মা অরাউন্নাহার এর নিকটবর্তী একটি জনপদের নাম শিবলা। হযরত শিবলী-এর পূর্ব পুরুষ (পর দাদা) সেখানে আসা-যাওয়া করায় এনামে খ্যাতি লাভ করেন। ইরাকের বাগদাদ নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী-এর বিশিষ্ট মুরীদ ছিলেন। পরবর্তীকালে সূফী সাধকদের ইমামে পরিণত হন। তিনি মালেকী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন, মুয়াত্তা মালিকের হাফেজ ছিলেন। তাঁর থেকে শত শত কারামত প্রকাশিত হয়।

৩৩ হি. সনের যিলহজ্ব মাসে ৭৭ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন।

زَعَقَ : (ف) الزَّعْقُ। চিৎকার করা,

خَاصَمَ : ماضى ـ مفاعلة ـ المخاصمة। ঝগড়া করা।

حَنَّتْ : واحد مؤنث غائب ـ ماضى ـ (ض) الحنين। সুখে বা দুঃখে শব্দ করা, بصله الى আগ্রহী হওয়া, مضاعف ثلاثى -

رَنَّتْ : (ض) الرنين। স্বজোরে কান্নাকাটি করা مضاعف ثلاثى -

خَلُّوا : جمع مذكر حاضر ـ امر ـ تفعيل التخلية। ছেড়ে দেয়া, ناقص واوى -

তারকীব : قال يوما فى الخ : قال ফে'ল, يوما মাফউলে ফীহ্‌, فى مجلس وعظه ১ম মুতাআল্লিক, بالهيبة ২য় মুতাআল্লিক মিলে قول ـ الله। হলো مقوله -

حكايت -١٨: حُكِىَ اَنَّ ذَا النُّوْنِ الْمِصْرِى رح كَانَ يَصْطَادُ فِى الْبَحْرِ ومَعَهُ بِنْتٌ لَهُ صَغِيْرَة - فَطَرَحَ شَبْكَةً - فَوَقَعَ فِيْهَا سَمَكَةٌ فَارَادَتْ اَخْذَهَا مِنَ الشَّبْكَةِ - فَرَاَتْهَا تُحَرِّكُ شَفَتَيْهَا فَطَرَحَتْهَا فِى الْبَحْرِ - فَقَال لَهَا لِمَاذَا ضَيَّعْتِ كَسْبَنَا ؟ فَقَالت لَهُ : اِنِّى لا اَرْضَى بِاَكْلِ خَلْقٍ يَذْكُرُ اللّٰهَ تَعَالٰى - فَقَال لَهَا اَبُوْهَا فَمَاذَا نَفْعَلُ ؟ فَقَالت نَتَوَكَّلُ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وهُوَ يَرْزُقُنَا رِزْقًا مِمَّا لَايُذْكَرُ اللّٰهُ تَعَالٰى - فَتَرَكَ الصَّيْدَ ومَكَثَا يَتَوَكَّلَانِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اِلَى الْمَسَاءِ - فَلَمْ يَاْتِهِمَا شَيْئٌ - فَلَمَّا صَارَتْ وَقْتُ الْعِشَاءِ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ عَلَيْهَا اَلْوَانُ الطَّعَامِ - وصَارَتْ تَنْزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى نَحْوِ اِثْنَتَى عَشَرَ سَنَةً - فَظَنَّ ذُو النُّوْنِ اَنَّ نُزُولَهَا بِسَبَبِ صَلٰوتِهِ وصِيَامِهِ وعِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ - فَمَاتَتْ بِنْتُهُ فَلَمْ تَنْزِلْ مَائِدَةٌ بَعْدَهَا - فَعَلِمَ اَبُوهَا اَنْ نُزُولَ الْمَائِدَةِ كَانَ بِسَبَبِهَا لَا بِسَبَبِهِ - فَرَجَعَ عَنْ ظَنِّهِ الْمَذْكُوْرِ -

(১৮) যূননূন মিসরী (র)

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে, হযরত যূননূন মিসরী (রহ) সমুদ্রে (মৎস্য) শিকার করতেন, সাথে থাকতো তার এক ছোট্ট মেয়ে। একবার তিনি (সমুদ্রে) জাল ফেললে তাতে একটি মাছ আটকে গেলো। মেয়েটি জাল থেকে তা ধরতে গিয়ে দেখলো, সেটি তার দু'ঠোঁট নাড়ছে। এ দেখে সে মাছটি সমুদ্রে ছেড়ে দিলো। হযরত যূননূন মিসরী (মেয়ের কাণ্ড) দেখে বললেন, আমাদের উপার্জন তুমি বিনষ্ট করে দিলে কেন? মেয়েটি বললো, এমন কোনো জীব আহারে আমি সম্মত নই যা আল্লাহর যিকির করে। পিতা মেয়েকে বললেন, তাহলে আমরা (এখন) কী করবো? মেয়ে বললো, আল্লাহর ওপর আমরা ভরসা করবো। তিনি আমাদের জন্যে এমন রুজীর ব্যবস্থা করবেন যা তার যিকির করে না। (মেয়ের কথায়) হযরত যূননূন মিসরী (রহ) মৎস্য শিকার ত্যাগ করলেন এবং পিতা-মাতা উভয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে বসে রইলেন।

(রাত অবধি) তাদের নিকট (আল্লাহর পক্ষ থেকে) কিছুই আসলো না। এশার সময় আকাশ থেকে তাদের নিকট এমন এক খাঞ্চা অবতীর্ণ হলো, যাতে রকমারি (সুস্বাদু) খাবার ছিলো। এভাবে বারো বছর পর্যন্ত প্রতিরাতেই তাদের নিকট আসমানি খাদ্য অবতীর্ণ হতে থাকে। হযরত যূননূন (রহ) ভাবলেন, তার নামায, রোযা, ইবাদত ও আল্লাহর আনুগত্যের কারণেই আকাশ থেকে খাদ্য নেমে আসে। (একদিন তার এ পুণ্যবতী) মেয়েটির চির বিদায় ঘটে। এরপর আর আসমানি খাদ্য এলো না। এতে যূননূন (রহ) বুঝতে পারলেন যে, খাদ্যের অবতরণ তার মেয়ের কারণেই হতো, তার নিজের কারণে নয়। অতএব তিনি তার উল্লিখিত ধারণা পরিত্যাগ করলেন।

তাহকীক : ذَا النُّوْنِ الْمِصْرِى : ذا মূলত ذو এর حالتِ نصبى এর রূপ, অর্থাৎ ان আসায় واو এর পরিবর্তে الف এসেছে। نون অর্থ মাছ, বহুঃ انوان ـ نينان – নাম সাওবান ইবনে ইবরাহীম। উপনাম আবুল কায়স, উপাধি ذوالنون। তিনি মিশরের অধিবাসী ছিলেন, ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র) -এর শীষ্য ও মুকাল্লিদ ছিলেন। ২৪৫ হি. সনে ৭৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। এ ঘটনায় যূননূন নামে খ্যাতি লাভ করার ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

يَصْطَادُ ـ واحد مذكر ـ مضارع ـ افتعال ـ الاصطياد শিকার করা, মাদ্দা صعد ـ اجوف يائ -

طَرَحَ : واحد مذكر غائب ـ ماضى ـ (ف) الطرح নিক্ষেপ করা,

شَبَكَة : জাল, বহুঃ شُبُك ـ شِبَاك ـ شَبَكَات -

سَمَكَة ঃ মাছ, বহুঃ سماك ـ سموك ـ اسماك

شَفَة : বহুঃ شِفَاه ঠোঁট,

ضَيَّعْتِ : واحد مؤنث حاضر ـ ماضى ـ تفعيل নষ্ট করলে, اجوف يائ -

عِشَاء : রাতের প্রথম ভাগের অন্ধকার বা দিনের শেষাংশ, عَشَاء রাতের আহার, مَائِدَة : দস্তরখান, বহুঃ موائد -

---

তারকীব : كَانَ يَصْطَادُ فِى الْبَحْرِ وَمَعَهُ بِنْتٌ لَهُ صَغِيْرَةٌ : فى البحر মুতাআল্লিক يصطاد এর সাথে, بنت মওসূফ, صغيرة সিফাত মিলে মুবতাদা, له উহ্য كائنة এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে হয় সিফাত, মওসূফ উভয় সিফাত মিলে মুবতাদা, معه উহ্য موجودة শিবহে ফে'লের সাথে মুতাআল্লিক হয়ে খবর।

حكايت -١٩ : حُكِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلمَ خَرَجَ لِصَلٰوةِ العِيْدِ وَالصِّبْيَانُ يَلْعَبُوْنَ وفِيْهِم صَبِيٌّ جَالِسٌ فِيْ نَاحِيَتِهٖ يَبْكِيْ وعَلَيْهِ ثِيَابٌ خَلِقَةٌ ـ فَقال لَهُ النَّبِيُّ صلَّى اللّٰهُ عليْه واله وسلمَ : ايُّها الصَّبِيُّ مَالكَ تَبْكِيْ ولَا تَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيانِ؟ فَقَال لَهُ الصَّبِيُّ وهُوَ لمْ يَعْرِفْ اَنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عليْهِ وآلِهٖ وسلَّمَ : خَلِّ عَنِّيْ ايُّهَا الرَّجُلُ ! فَاِنَّ اِبِيْ مَاتَ فِيْ غَزْوَةِ كَذَا مَعَ النَّبِيِّ صلَّى اللّٰه عليْه وآلِهٖ وسلَّمَ فتَزَوَّجَتْ اُمِّيْ بِزَوجٍ غَيْرِهٖ ، فَاكَلَا مَالِيْ وَاخْرَجَنِيْ زَوْجُها مِنْ بَيْتِهٖ ،ولَيْسَ لِيْ طَعامٌ ولَا شرابٌ ولا ثِيابٌ وَلا بَيْتٌ اوِيْ اِلَيْهِ ـ فَلَمَّا رَايْتُ الصِّبْيَانَ ذَوِي الْآبَاءِ يَلْعَبُوْنَ وَعَلَيْهِمُ الثِّيَابُ تَجَدَّدَ حُزْنِيْ ومُصِيْبَتِيْ فَلِذٰلكَ بَكَيْتُ ـ فَاَخَذَ النَّبِيُّ صَلى اللّٰه عليْه واله وسلم بِيَدِهٖ وقَال لَهُ : اَمَا تَرْضٰى اَنْ اَكُوْنَ لَكَ اَبًا وعَائِشَةَ رض اُمًّا وفَاطِمَةُ رض اُخْتًا وعَلِيٌّ رض عَمًّا والحَسَنُ رض والحُسَيْنُ رض اِخْوَةً ؟۰فقالَ كَيْفَ لَا اَرْضٰى يَا رسولَ اللّٰهِ ! فحَمَلَهُ اِلٰى مَنْزِلِهٖ وَاَلْبَسَهُ اَحْسَنَ الثِّيَابِ وَزَيَّنَهُ وَاَطْعَمَهُ وَارْضَاهُ ـ فَخَرَجَ ضَاحِكًا مَسْرُوْرًا يَعْدُوْ الٰى الصِّبْيَانِ ـ فَلَمَّا رَاَوْهُ قَالُوْا لَهُ : اَنْتَ اْلآنَ كُنْتَ تَبْكِيْ فَمَا لكَ صِرْتَ مَسْرُوْرًا ؟ فَقال كُنتُ جَائِعًا فشَبِعْتُ وعَارِيًا فَاكْتَسَيْتُ ويَتِيْمًا فصَارَ رسولُ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهِ عليه وآلِهٖ وسلَّمَ اَبِيْ وعَائِشَةُ رض اُمِّيْ وفَاطِمَةُ رض اُخْتِيْ وعَلِيٌّ رض عَمِّيْ وَالحَسَنُ رض وَالحُسَيْنُ رض اِخْوَتِيْ! فقَالَ الصِّبْيَانُ : لَيْتَ اٰبَاءَنَا كلُّهم مَاتُوا فيْ تِلْكَ الْغَزْوَةِ ! وَاسْتَمَرَّ الصَّبِيُّ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليْه والِهٖ وسلَّمَ حَتّٰى قُبِضَ ـ فَخَرَجَ يَبْكِيْ ويَحْثُوْ التُّرَابَ عَلٰى رَاْسِهٖ ويَقُوْلُ : اْلآنَ صِرْتُ يَتِيْمًا ،الانَ صرتُ غَرِيْبًا ـ فضَمَّهُ اَبوبكرٍ اِلٰى نَفْسِهٖ ـ

(১৯) ঈদের দিনে এতিম শিশু

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে, একদা মহানবী (সা) ঈদের নামায পড়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। (মাঠে) বালকরা (মনের আনন্দে) খেলছিলো। তাদের মধ্যে একটি বালক (মাঠের এক প্রান্তে) বসে কাঁদছিলো। তার পরনে ছিলো পুরাতন কাপড়। মহানবী (সা) তাকে বললেন, বৎস? কী হয়েছে তোমার? কাঁদছো কেন তুমি? অন্য শিশুদের সাথে খেলছো না কেন? বালকটি মহানবী (সা)-এর পরিচয় জানতো না। (সুতরাং) সে মহানবী (সা) কে বললো, জনাব আমাকে নিজের অবস্থায় থাকতে দিন। আমার পিতা অমুক যুদ্ধে মহানবী (সা)-এর সাথে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন। এরপর আমর মা ভিন্ন স্বামী গ্রহণ করেছেন। তারা স্বামী স্ত্রী মিলে আমার সম্পদ আত্মসাৎ করে নিয়েছে। আমার মায়ের স্বামী আমাকে তাঁর ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন। আজ আমি পানাহার, বস্ত্র ও আশ্রয়হীনতায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছি। এ সকল বালকদের আব্বু রয়েছে। তারা খেলা করছে, নতুন নতুন জামা পরেছে। এসব দেখে আমার অসহায়ত্ব ও দুঃখের কথা মনে পড়ায় আমি কাঁদছি।

মহানবী (সা) বালকটির হাত ধরে বললেন, (আজ থেকে) আমিই তোমার আব্বু, আয়েশা তোমার আম্মু, ফাতিমা তোমার বোন, আলী তোমার চাচা এবং হাসান হুসাইন তোমার দু'ভাই। তুমি কি সন্তুষ্ট নও? বালকটি (বুঝতে পারলো -ইনিই আল্লাহর রাসূল (সা) বালকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! (সা) এতোকিছু পেয়েও আমি কি সন্তুষ্ট না হয়ে পারি? এরপর মহানবী (সা) তাঁকে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন এবং সুন্দর জামা পরিয়ে সুসজ্জিত করলেন এবং তৃপ্তি সহকারে আহার করালেন। এতে বালকটি খুশি হয়ে হাসতে হাসতে অন্য বালকদের নিকট দৌড়ে গেলো। তারা তাকে বললো, কিছুক্ষণ পূর্বে না তুমি কাঁদছিলে? (মুহূর্তের মধ্যে) এমন কী হলো যে, তুমি খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলে? বালকটি বললো, আমি অনাহারে ছিলাম, পরিতৃপ্ত হয়েছি। পোষাকহীন ছিলাম, পোষাক পেয়েছি। আমি এতিম ছিলাম, মহানবী (সা) কে আমার পিতারূপে পেয়েছি।

হযরত আয়শা আমার আম্মু, হযরত ফাতিমা আমার বোন, হযরত আলী আমার চাচা, আর হাসান হুসাইন আমার ভাই হয়েছেন। বালকরা একথা শুনে বললো, হায়! আমাদের পিতাও যদি সেই রণাঙ্গনে শহীদ হতেন। বালকটি মহানবী (সা)-এর আশ্রয়েই অবস্থান করতে লাগলো। যে দিন মহানবী (সা) এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করলেন বালকটি সেদিন কাঁদতে কাঁদতে রাস্তায় বেরিয়ে স্বীয় শিরে মাটি নিক্ষেপ করছিলো, আর বলছিলো, আজ আমি এতিম হয়ে গেলাম। আজ আমি এতিম হয়ে গেলাম। এরপর আবু বকর (রা) বালকটিকে নিজের পরিবারের সদস্য করে নিলেন।

তাহকীক : صِبْيَان : صَبِيٌّ এর বহুঃ বালক, চোখের মনি, অনান্য বহুঃ.. صِبْيَةٌ صُبْوَةٌ -

خِلْقَةٌ : পুরাতন, ছিঁড়া ফাটা, বহুঃ أَخْلَاق ـ خُلْقَان (ن) خَلَقَ خُلِقًا ছিঁড়াফাটা হওয়া।

غَزْوَةٌ : যুদ্ধ, যাতে নবী করীম (সা) অংশ গ্রহণ করেছেন, অন্যথায় তাকে سَرِيَّة বলা হয়। বহুঃ غزوات - (ن) الغزو যুদ্ধ করা, غازى যোদ্ধা, ناقص واوى -

أَوِىْ : باب ضرب ـ مضارع ـ واحد متكلم আমি আশ্রয় নেবো, ماوى আশ্রয়স্থল, (ض) أوى اويا اواء আশ্রয় দেয়া, অবতরণ করা, ঠিকানা গ্রহণ করা, مهموز فا ولفيف مقرون -

---

তারকীব : وَفِيْهِمْ صَبِىٌّ جَالِسٌ فِىْ نَاحِيَةٍ يَبْكِىْ : فيهم উহ্য موجود এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে خبر مقدم ـ صبى মওসূফ, في ناحية ـ جالس এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে ১ম সিফাত, يبكى জুমলা হয়ে ২য় সিফাত, মওসূফ সিফাত মিলে مبتداء مؤخر।

أَيُّهَا الصَّبِىُّ مَالَكَ : اى এর আগে يا হরফে নেদা মাহযূফ রয়েছে, ها টি تنبيه এর জন্যে যায়েদা, اى মুবদাল মিনহু, الصبى বদল মিলে মুনাদা, اى - ما شى এর অর্থে মুবতাদা, لك উহ্য وقع এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে খবর, মুবতাদা -খবর মিলে جواب ندا অতঃপর جملة ندائيه انشائيه -

فَلَمَّا رَأَيْتُ الصِّبْيَانَ ذَوِى الْاَبَاءِ : ذوى الاباء মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে رأيت এর ২য় মাফউল, الصبيان ১ম মাফউল, يلعبون এবং وعليهم الثياب মা'তুফ মা'তূফ আলাই মিলে ৩য় মাফউল, এসব মিলে শর্ত, تجدد حزنى ومصيبتى হলো জুমলা হয়ে জাযা, শর্ত ও জাযা মিলে جملة شرطيه -

وَقَالَ لَهُ أَمَا تَرْضَ أَنْ الخ : قال له হলো قول, اما হরফে তাম্বীহ, ترضى ফে'ল ফায়েল, ان মাসদারিয়্যা, اكون ফে'লে নাকিস, انا যমীর ইসম, لك মুতাআল্লিক, ابا খবর মিলে মা'তূফ আলাইহি, সামনে عائشة اما এর আগে একটা করে فعل ناقص মাহযূফ রয়েছে, প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন জুমলা (অর্থাৎ تكون عائشة اما وتكونُ فَاطِمَةُ أُخْتًا) হয়ে মুফরাদের তাবীলে ترضى এর মাফউল হবে। অথবা اما এর হামযাটি হরফে ইস্তিফহাম, আর ما শব্দটি نافيه ও বলা যেতে পারে বাকী তারকীব একই রকম।

حكايت - ٢٠ : حُكِيَ اَنَّهُ كَانَ مَلِكٌ مِّنْ مُلُوْكِ الْكُفَّارِ جَائِرٌ فِيْ زَمَنِ دَاوٗد عليه السلامُ فَاسْتَعْدَى النَّاسُ عليه الى داوٗد عَلَيْهِ السلامُ. قالُوا لَهُ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! اَنْصِفْنَا مِنْهُ. فَاِنَّهُ قَتَلَ وسَبٰى. فَاَمَرَ دَاوٗدُ بِصُلْبِهِ. فَصُلِبَ فَوْقَ الْجَبَلِ عَشِيًّا وتَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ اِلٰى مَنَازِلِهِمْ. وصَارَ عَلٰى الْخَشَبَةِ وَحْدَهُ. فَتَضَرَّعَ الٰى اٰلِهَتِهٖ فَلَمْ يُغْنُوْا عَنْه شَيْئًا. فَتَضَرَّعَ الَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَقَالَ عَبدتُّكُمَا لِتَنْفَعَانِيْ اِذْ اَصَابَتْنِيْ بَلِيَّةٌ. فَانْفَعَانِيْ. فلَمْ يُغْنِيَا عنْه شَيْئًا. فَرَجَعَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وذَكَرَهٗ بِاَسْمَائِهٖ وابْتَهَلَ اِلَيْهِ. وقَالَ يا رَبِّ! عَصَيْتُكَ وعَبَدْتُّ غَيْرَكَ فلَمْ اَنْتَفِعْ بِهٖ واُتَيْتُكَ اَنْتَ الْحَقُّ لِتُغِيْثُنِيْ فَاَغِثْنِيْ بِرَحْمَتِكَ. فقال اللّٰهُ تعالٰى : هٰذا عَبَدَ اٰلِهَتَهٗ طَوِيْلاً فلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِمْ وفَزَعَ اِلَيَّ ودَعَانِيْ فَاسْتَجَبْتُ لَهٗ. فَاِنِّيْ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الْمُضْطَرِّ اِذاَ دَعَانِيْ. فَاهْبِطْ يَاجِبْرَائِيْلُ الٰى عَبْدِيْ هٰذاَ، وَضِعْهُ عَلٰى الْاَرْضِ فِيْ سَلَامَةٍ وعَافِيَةٍ. فَفَعَلَ جِبْرائِيلُ ذٰلِك. فلَمَّا اَصْبَحُوْا ذَهَبُوْا الٰى دَاوٗد (عليه السلام) وقالُوْا لهُ اِئْذَنْ لَنَا فِي اِلْقَائِهٖ عَنِ الْخَشَبَةِ. فَاَذِنَ لَهُمْ فَلَمَّا وَصَلُوْا اِلَيْهِ وجَدُوْهُ حَيًّا سَالِمًا عَلى الْاَرْضِ. فَاخَبَرُوْا دَاوٗدَ بِذَالِكَ. فذَهَبَ الَيْهِ فوَافاه كَما قالُوْا. فصَلّٰى دَاوٗدُ رَكْعَتَيْنِ وقَال : يَارَبِّ اَخْبِرْنِيْ بِمَا اَرٰى مِنَ الْعَجَائِبِ ! فَاَوْحَى اللّٰهُ تَعالٰى الَيْه : يَاداوٗد ! اِنَّ هٰذا الْعَبْدَ تضَرَّعَ الَيَّ فَاستَجَبْتُ لَهٗ واِنِّيْ لوْ لَمْ اَسْتَجِبْ لَهٗ كَمَا لَمْ تَسْتَجِبْ لَهٗ اٰلِهَتُهٗ فَاَيُّ فَرْقٍ بَيْنِيْ وَبَيْنَهَا ؟ وكَذٰلِكَ افْعَلُ بِمَنْ اَنَابَ اِلَيَّ يَا داوٗدُ! اَعْرِضْ عَلَيْهِ الْاِيْمَانَ. فَاِنَّهٗ يُؤْمِنُ ويُحْسِنُ ايمانَه وانا اقولُ الْحَقَّ واَهْدِي السَّبِيْلَ.

(২০) শূলিতেও তার মৃত্যু হলো না

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে, হযরত দাউদ (আ)-এর আমলে ছিলো এক অত্যাচারী কাফির বাদশাহ্। প্রজাবর্গ তার বিরুদ্ধে হযরত দাউদ (আ)-এর সমীপে সাহায্য প্রার্থনা করলো। তারা আরয করলো, হে আল্লাহ্র নবী! তার ব্যাপারে আপনার নিকট ন্যায় বিচার চাই। কেননা (অন্যায়ভাবে অনেককে) সে হত্যা করেছে। আর (অনেককে) কারারুদ্ধ করেছে। হযরত দাউদ (আ) তাঁকে শূলিতে ঝুলানোর নির্দেশ দিলেন, পাহাড়ের চূড়ায় নিশিরাতে তাকে শূলিতে ঝুলানো হলো। লোকজন নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলো, সে একাই শূলিতে রয়ে গেলো। সে তার মা'বুদের নিকট (নিজ মুক্তির ব্যাপারে) কান্নাকাটি করলো কিন্তু এতে কোনো উপকার হলো না। অতঃপর চাঁদ সুরুজের নিকট কেঁদে কেঁদে বললো, আমি তোমাদের উপাসনা করেছি যাতে কোনো মসিবতে পড়লে আমায় সাহায্য করো, সুতরাং এখন আমার উপকার করো। এরাও তার উপকারে আসলো না।

এরপর সে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করলো এবং আল্লাহু নামসমূহ ধরে তাঁকে ডাকলো এবং বললো, হে আল্লাহ! আমি তোমার অবাধ্য হয়ে (এযাবত) অন্যের এবাদতে মত্ত ছিলাম, কিন্তু তাদের দ্বারা আমার কোনোই উপকার সাধিত হয়নি, অসহায় হয়ে আমি তোমার দরবারে এসেছি, তুমিই সত্য। অতএব তুমি নিজ করুণায় আমাকে সাহায্য করো। আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমার এ বান্দা দীর্ঘদিন যাবত ভ্রান্ত মা'বুদের ইবাদত করেছে। কিন্তু তাদের দ্বারা সে কোনো উপকার পায়নি। ভীত হয়ে আজ আমার দরবারে এসেছে এবং আমাকে আহ্বান করছে। কাজেই আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। নিশ্চয়ই আমি অসহায়ের ডাকে সাড়া দেই। সুতরাং হে জিব্রাঈল। আমার এ বান্দার কাছে যাও। তাকে নিরাপদে যমীনের ওপর নামিয়ে রাখো। হযরত জিব্রাঈল (আ) তা ই করলেন। ভোরে লোকজন হযরত দাউদ (আ) নিকট সমবেত হয়ে লোকটিকে শূলি থেকে নামানোর অনুমতি প্রার্থনা করলো। হযরত দাউদ (আ) অনুমতি প্রদান করলেন। লোকেরা শূলির নিকট গিয়ে লোকটিকে অক্ষত ও জীবন্ত অবস্থায় দেখতে পেলো।

হযরত দাউদ (আ) কে তারা এ বিষয়ে অবহিত করলো। হযরত দাউদ (আ) সেখানে গিয়ে লোকদের কথামতই তাকে দেখতে পেলেন। দাউদ (আ) দু'রাকাত নামায আদায় করে ফরিয়াদ জানালেন, হে আমার পালন কর্তা! যে বিস্ময়কর বিষয় আমি দেখছি এ বিষয়ে আমাকে অবহিত করুন। আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, হে দাউদ! আমার এ বান্দা কেঁদে কেঁদে আমার নিকট প্রার্থনা করেছে, আমি তার প্রার্থনা অনুমোদন করেছি। আমি যদি তার প্রার্থনা কবুল না করতাম, তবে তার ভ্রান্ত মা'বুদদের এবং আমার মাঝে পার্থক্য থাকলে কি? এমন প্রত্যেকের সাথে আমি এরূপ করি যে আমার প্রতি ধাবিত হয়। হে দাউদ! তুমি তার নিকট ঈমান পেশ করো, সে ঈমান আনবে এবং তার ঈমান উত্তম হবে। আমি সত্য বলি এবং সঠিক পথের সন্ধান দেই।

তাহকীক : جَائِرٌ : واحد مذكر - اسم فاعل (ن) الجَوْرُ الجَوْرَةُ জুলুম করা। جَائِرٌ অত্যাচারি اجوف واوى

اِسْتَعْدَى : واحد مذكر غائب - ماضى - استفعال - الاستعداء সাহায্য চাওয়া, ناقص واوى -

سَبَى : واحد مذكر - ماضى معروف (ض) السبي বন্দি করা, ناقص يائ -

صُلِبَ : শুলে চড়ানো, মাসদার বাবে نصر -

عَشِيًّا সন্ধ্যা, রাতের প্রথমভাগের অন্ধকার।

اِبْتَهَلَ : واحد مذكر - ماضى - افتعال - الابتهال কান্না-কাটি করা।

تُغِيْثُ : واحد مذكر حاضر - مضارع معروف - افعال - الاغاثة সাহায্য করা, اجوف واوى -

فَزَعَ : واحد مذكر غائب - ماضى (س) الفزع ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া, بصله الى আশ্রয় চাওয়া।

مُضْطَرٌّ : واحد مذكر - اسم فاعل - افتعال - الاضطرار বাধ্য করা বা হওয়া, مضاعف ثلاثى । افتعال এর فا কালেমায় ض আসায় ت টি ط হয়ে গেছে।

وَافَا : واحد مذكر - ماضى - مفاعلة - الموافات এবং ثلاثى হতে الوفاء (ض) পূর্ণ করা, لفيف مفروق -

اَنَابَ : واحد مذكر - ماضى - افعال - الانابة রুজু কর, শরণাপন্ন হওয়া, اجوف واوى -

---

তারকীব : كَانَ مَلِكٌ مِّنْ مُلُوْكِ الْكُفَّارِ الخ : من ملوك الكفار উহ্য كائن এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে ملك এর সিফাত, ملك মওসূফ সিফাত মিলে كان এর ইসম, جائرا খবর, আর في زمن داؤد মুতাআল্লিক كان এর সাথে- قتل كثيرا এর মাফউল মাহযূফ রয়েছে অর্থাৎ قتل وسبى - فَإِنَّهُ قَتَلَ وَسَبَى مِنَ النَّاسِ والخ -

تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ الى الخ : الى منازلهم উহ্য ذاهبين এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে الناس এর হাল।

هٰذَا عَبَدَ الْهَتَهُ طَوِيْلًا : هذا মুবতাদা, طويلا সিফাতের মওসূফ زمانا উহ্য রয়েছে। মওসূফ সিফাত মিলে عبد এর মাফউলে ফীহ, জুমলা হয়ে هذا এর খবর হবে।

حكايت - ٢١ : حُكِيَ عَنْ بَعْضِ الزُّهَّادِ قال خرجتُ حَاجًّا فرأيتُ إمرأةً تَمْشِي بلا زادٍ ولا راحِلَةٍ۔ وهِيَ تذكرُ اللّٰهَ تعالى وتُثْنِي عَلَيْه۔ فدنوتُ مِنْها۔ فقلتُ : يَا امةَ اللّٰهِ ! الى أيْنَ؟ قالتْ : الى بَيْتِ اللّٰهِ الحَرامِ۔ فقلتُ مَا ارى مَعَكِ زادًا ولا راحلةً؟ فقالتْ : لوْ إتَّخذَ احدُكُمْ ضِيَافةً ودَعا النّاسَ اليْهَا فهَل يَحْسُنُ لأضْيافِهِ أن يَّجِيْءَ كلُّ واحدٍ بطعامِه؟ قلتُ لاَ . فقالتْ فضِيافةُ اللّٰهِ احقُّ بِهٰذا ۔ فجاءَتْ مَعَنا حتّى نَزَلْنا بِالأبْطحِ وهِيَ تقولُ :أيْنَ بيتُ رَبِّيْ ؟ فقِيْل تنظُرِيْنَهُ الْاٰنَ۔ فجاءَتْ حتّى دخلتِ الْمَسْجِدَ۔ فقِيْل لهَا : هٰذا بيتُ رَبِّكِ۔ فجاءتْ ووَضَعَتْ رأسَها على عَتَبَةِ الْكعبةِ وصارَتْ تَقُوْلُ : هٰذا بَيْتُ رَبِّيْ ، وتُكَرِّر ذٰلكَ ، حتّى خَفِيَ صَوتُها۔ فنَظَرْنا اليْها ، فإذا هِيَ قدْ ماتَتْ۔ رَحِمَها اللّٰهُ تعَالى ۔

---

(২১) কা'বার-পথে যাচ্ছে নারী

অনুবাদ॥ কোনো এক বুযুর্গ বলেন, একদা আমি হজ্বের নিমিত্তে বের হলাম। পথিমধ্যে সামান ও বাহনহীন এক মহিলাকে পথ চলতে দেখলাম। সে মহান আল্লাহর তাসবীহ পড়ছে। তার নিকটবর্তী হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর বান্দী! কোথায় যাচ্ছেন আপনি? তিনি বললেন, আল্লাহর পবিত্র গৃহ কা'বার দিকে যাচ্ছি। আমি বললাম, আপনার সঙ্গে সামান ও বাহন কিছুই দেখছি না যে? তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যদি মেহমানদারীর আয়োজন করে এবং মানুষজনকে দাওয়াত করে তবে মেহমানদের জন্যে কি নিজ নিজ খাবার সঙ্গে নিয়ে আসাটা সমীচীন হবে? আমি বললাম, না।

তিনি বললেন, আল্লাহর মেহমানদারী তো তাহলে এরচে বেশি (খাবার না আনার) হকদার (উপযোগী)। (চলতে চলতে) আমরা যখন আবত্বাহ্ নামক স্থানে অবতরণ করলাম, মহিলাটি তখন বললেন, কোথায় আমার প্রভুর ঘর? তাকে, বলা হলো– এইতো, এখনি দেখতে পাবেন। এরপর যখন তিনি মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করলেন, তখন তাকে বলা হলো, এটাই আপনার প্রভুর ঘর। অতঃপর

মহিলাটি এসে কা'বার কপাটে মাথা রেখে (আবেগভরে) "এটাই আমার প্রভুর ঘর" বারবার শুধু একথাই বলছিলো। এক সময় তার স্বর নিম্নগামী হয়ে আসলো, আমরা তার প্রতি তাকিয়ে দেখলাম, (তিনি আর এ জগতে নেই)। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

তাহকীক : زُهَّاد ـ زاهِد দরবেশ, দুনিয়া বিরাগী, (س ف ك) الزُّهْدُ والزَّهَادَةُ - بِصلهٗ فِيْ وعَنْ অনাগ্রহভাবে ত্যাগ করা।

زَادٍ : সম্বল, জীবিকা, বহুঃ ازواد ـ (ن) الزود সম্বল নেয়া, اجوف واوى -

رَاحِلَةٍ : বাহন, সোয়ারী।

اَبْطَحُ : বহুঃ اباطح পাথুরে ভূমি, পাথর কণাবিশিষ্ট নালা।

عَتَبَةٌ : চৌকাঠ, সিঁড়ির স্তর বা ধাপ, বহুঃ عتبات ـ عتب -

তারকীব : خَرَجْتُ حَاجًّا : خرجت ফে'ল, ت যমীর জুলহাল, حاجا হাল মিলে ফায়েল, ফে'ল ফায়েল মিলে جملہ فعلیہ -

فرايتُ امراة تَمْشِيْ الخ : فرايتُ ফে'ল ফায়েল, امراة মওসূফ, تمشى ফে'ল ফায়েল, تَمْشِيْ - بِلَا زادٍ ولا راحلةٍ এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে সিফাত...।

فضِيَافَةُ اللّٰهِ احَقُّ بِهٰذا : فا টি فصيحية যা উহ্য শর্ত বুঝায়, এখানে উহ্য শর্তটি হলো -

اِذَا لَمْ يُحْسِن لِلضِّيَافَةِ اَنْ يَجِيْئَ كُلُّ واحِدٍ مِّنْهُمْ بِطعَامِهٖ فِىْ بَيْتِ الْمُضِيْفِ فضيافةُ اللّٰه اَحَقُّ بِهٰذا ـ

এর মধ্যে للضيافة মুতাআল্লিক, لَمْ يُحْسن এর সাথে, كل واحد মওসূফ, منهم উহ্য كائن এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে সিফাত, মওসূফ সিফাত মিলে يجئ এর ফায়েল, بطعامه মুতাআল্লিক, فى بيت المضيف ২য় মুতাআল্লিক, এসব মিলে মাসদারের তাবীলে لم يحسن এর ফায়েল হয়ে শর্ত, ضيافة الله ـ মুবতাদা, احق بهذا খবর মিলে জাযা।

حكايت -٢٢ : حُكِيَ انّ رجلًا مَكَثَ ثلثين سنةً ، لم يَذكُرا للّٰهَ تعالى ابَدًا ـ فقالتِ الملائكةُ : يارَبَّنا ! إنَّ عبدك فُلانا لم يذكُرْكَ مُنذ كذا ـ فقال لَهُمُ اللّٰهُ تعالى : عدمُ ذِكْرِهِ لِي لِانّهُ في نِعْمَتِي ـ ولو اصابَتْهُ بَلْوايَ لَذكَرَنِي ـ فامرَ جبرئيلَ عليه السلام انْ يسكن عِرقًا مِنْ عُروقِه الضّارِبَةِ ـ ففعل .فقامَ الرجُلُ يقولُ : يارَبِّ ! يا ربِّ ! فقال اللّٰهُ تعالى لبّيكَ ، لبّيكَ عبْدِيْ اينَ كنتَ فِيْ تِلْكَ المُدَّةِ؟

(২২) ত্রিশ বছর পর

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি জীবনের ত্রিশটি বছর অতিক্রান্ত করলো, কিন্তু কখনো আল্লাহকে স্মরণ করেনি। ফেরেশ্তারা বললেন, হে আমাদের রব! আপনার অমুক বান্দা এ সুদীর্ঘ সময়েও আপনাকে স্মরণ করলো না। আল্লাহ্পাক তখন বললেন, আমাকে তার স্মরণ না করার কারণ হলো, সে আমার নিয়ামতে বিভোর। আমার পক্ষ থেকে যদি কোনো মসিবত তার ওপর নিপতিত হতো, তবে অবশ্যই সে আমাকে স্মরণ করতো। এরপর আল্লাহ্পাক জিব্রাঈলকে নির্দেশ দিলেন, তার সচল রগসমূহ থেকে একটি রগ বন্ধ করে দিতে। জিব্রাঈল তাই করলেন। ফলে লোকটি হে আমার প্রতি পালক! হে আমার প্রতিপালক! বলতে বলতে দাঁড়িয়ে গেলো। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন হে আমার বান্দা! আমি হাজির, এতোকাল তুমি কোথায় ছিলে?

তাহকীক : عُروق : عِرْق এর বহুঃ শিরা, عرق ঘাম, ভিন্ন বহুঃ عِراقٌ اَعْراقٌ -
لَبَّيْكَ : এটা فعل محذوف এর মাসদার মাফউলে মুতলাক, এবং كاف খেতাব যুক্ত; মূলত البابين لك الب এর সংক্ষিপ্ত রূপ, البابين হলো اِلْبابٌ এর দ্বিবচন, আধিক্য বুঝানোর জন্যে দ্বিবচন আনা হয়েছে, উপস্থিতির জবাবে ব্যবহৃত হয়। এখানে الب ফে'লকে وجوبا হযফ করে তার স্থলে مفعول উল্লেখ করা হয়েছে, البابين এর আলিফ ও হামযা বিলোপ করে ك এর সাথে ইযাফত করায় এবং দুই ب কে ইদগাম করায় لبيك হয়েছে।

তারকীব : يارَبَّنا ان عَبْدَكَ الخ : يارَبنا নেদা عَبدك মুবদাল মিনহু فلان বদল মিলে ان এর ইসম, يذكر ফে'ল ফায়েল ك মাফউল ও مُنذ كذا মুতাআল্লিক মিলে জুমলা হয়ে ان এর খবর, ان তার ইসম ও খবর মিলে جواب نذا -

حكايت -٢٣: حُكِيَ انّ جماعةً مِّن اَتباعِ هارونَ الرّشيدِ اخبرُوْهُ - بِاَنّهُمْ قَبَضُوْا علٰى عَشَرَةِ اَنْفارٍ مّن قُطّاعِ الطّريْقِ - فانظُرْ بِمَاذا تامرُنا فيْهِمْ - فارْسَلَ لهُمْ انْ يَبْعَثُوْهُمْ اليْهِ - فاَخَذهُمْ جَماعةٌ - ومَضَوْا بِهِمْ الى الْخليْفَةِ - فهَرَبَ واحدٌ مّنْهُمْ فىْ بعضِ الطّريْقِ - فحَصَلَ لهُمْ تَعَبٌ شديدٌ - وقالُوْا اِنْ ذَهَبْنَا بِالتِّسْعَةِ الٰى الخَليْفَةِ يقولُ اِنّكُمْ اَخَذْتُمْ الْاَمْوالَ مِنْ واحدٍ وخَلّيْتُمْ سَبِيْلَهٗ - فيُعاقِبُنا - ولٰكِنْ دعُوْنَا ناخُذُ واحِدًا مِنَ الطّرِيْقِ مَكانَهٗ - فبَيْنَما هُم كذٰلك اذ مَرَّ واحدٌ مِّنَ الحُجَّاجِ فَاَخَذُوْهُ وجَعلُوْهُ مَعَ التِّسْعَةِ - فلمّا وَصلُوْا الى الخَليْفَةِ اَمَرَ بِحَبْسِهِمْ فِى السِّجْنِ - فحَبَسُوْهُمْ مُدَّةً - ثمّ قال لهُمُ السُّجّانُ: هَل لكُمْ احَدٌ مِّنَ الْاقاربِ اوِ الْمَعارِفِ يَشْفعُ لَكمْ عِنْدَ الْخَليْفَةِ؟ قالُوا نعَمْ - فَارْسَلوْا الى مَعارِفِهِمْ فبَذلُوْا لِلْخليْفَةِ عَنْ كلِّ واحدٍ عَشَرَةَ اٰلافِ دِرْهَمٍ - فَاطلقَ مَحابِيْسَهُمْ - فَانْطلقُوْا جَمِيْعًا ولَمْ يَبْقَ اِلاّ الحاجُّ - فَقال لهٗ السُّجّانُ: اَلَكَ شَفيْعٌ؟ قالَ لا ولٰكِنْ اِذا كتبْتُ مَكتوْبَةً تُوصِلُهَا الٰى الْخليْفَةِ؟ قال نَعَمْ، قَال فَاَحْضِرْنِىْ دَواةً وقِرْطاسًا فَاحضَرَهُمَا لهٗ - فكَتَبَ: بِسْمِ اللّٰهِ الرحمٰنِ الرحيْمِ مِنَ العَبْدِ الذّليْلِ الٰى الرّبِّ الْجَليْلِ- فَاِنّ الْمَخلوقِيْنَ لهُمْ شُفَعَاءُ مِنْهُمْ فِى الجُرْمِ وَالجِنَايَةِ وقدْ شَفَّعُوا لهم عِنْدَ الخَليْفةِ فَاَطْلقَهُمْ - وَانا بَقِيْتُ فى السِّجْنِ مُنفرِدًا وَاَنْتَ يارَبِّ شَاهِدِىْ وشَفيْعِىْ وانا عبدٌ لَمْ اُذْنِبْ - فقالَ لهٗ السُّجّانُ: اِنِّى لا اقدِرُ عَلى اِيْصالِ هٰذِهِ الى الخَليْفَةِ -

(২৩) আল্লাহর নিকট পত্র প্রেরণ

বর্ণিত আছে, হারুনুর রশীদের একদল কর্মচারী তাকে এ মর্মে অবহিত করলো যে, দশজনের এক ডাকাত দলকে তারা গ্রেফতার করেছে। সুতরাং ভেবে দেখুন, তাদের ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত কী? গ্রেফতারকৃত ডাকতদলকে তার সমীপে হাজির করার নির্দেশ দিলেন হারুনুর রশীদ। একটি দল ডাকাত বাহিনীকে নিয়ে খলিফা অভিমুখে যাত্রা করলো। পথিমধ্যে এক ডাকাত পলায়ন করলো। কর্মচারীগণ ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লো, তারা পরস্পরে বলাবলি করলো, যদি আমরা নয়জন বন্দীকে নিয়ে খলিফার দরবারে উপস্থিত হই তবে খলিফা বলবেন, তোমরা অর্থের বিনিময়ে একজনকে ছেড়ে দিয়েছো। ফলে তিনি আমাদেরকে শাস্তি দেবেন। বরং তোমরা একটু সুযোগ দাও, পলাতক ডাকাতের পরিবর্তে পথ থেকে এক লোককে আমরা গ্রেফতার করে নেই। এ বিষয় নিয়ে আলোচনাকালে সে পথ ধরে অতিক্রম করেছিলেন এক হাজী সাহেব। তারা পথিক হাজীকে গ্রেফতার করে উক্ত নয় ডাকাতের সাথে যোগ করলো। বন্দীদের নিয়ে তারা খলিফার নিকট উপস্থিত হলে খলিফা তাদের কারাগারে আবদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন। বহুদিন তারা কারাগারে আবদ্ধ রইলো। জেল দারোগা একদিন তাদেরকে বললেন, খলিফা সমীপে সুপারিশ করার মতো তোমাদের কোনো আত্মীয় আছে কি? তারা বললো, হ্যাঁ আছে। এরপর তারা আত্মীয়দের নিকট সংবাদ পাঠালো, তারা খলিফার সমীপে বন্দীদের ব্যাপারে সুপারিশ করলেন। খলিফা বন্দীদের প্রত্যেককে দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে মুক্তির আদেশ দিলেন।

মুক্তি পেয়ে সকলেই চলে গেলো, একমাত্র বাকী রইল (নিরপরাধ) হাজী সাহেব। জেল দারোগা তাকে বললো, তোমার কি কোনো সুপারিশকারী আছে? তিনি বললেন, না। তবে আমি একটি পত্র লিখলে আপনি কি তা খলিফার নিকট পৌঁছে দেবেন? দারোগা বললো, ঠিক আছে। হাজী সাহেব বললেন, আমাকে দোয়াত ও কাগজ এনে দিন। দারোগা তাই করলো। হাজী সাহেব লিখলেন– বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম। নগন্য বান্দার পক্ষ থেকে মহান রবের নিকট। অপরাধ ও অন্যায়ের ব্যাপারে মাখলুকের মধ্যে তাদের সুপারিশকারী রয়েছে। তারা তাদের জন্যে খলীফা সমীপে সুপারিশ করেছে। ফলে খলিফা তাদের মুক্তি দিয়েছেন। এখন কারাগারে কেবল আমি একাই রয়ে গেছি! হে আমার প্রতিপালক! তুমিই আমার একমাত্র সাক্ষী ও সুপারিশকারী। আমি তো নিরাপরাধ বান্দা। তখন জেল দারোগা বললো– খলিফার দরবারে এ পত্র পৌঁছানোর ক্ষমতা আমার নেই।

তাহকীক : أَتْبَاع : تَبْع এর বহুঃ অধীনস্ত, কর্মচারী।

قَبَضُوْا : جمع مذكر غائب ـ جمع مذكر غائب ـ ماضى معروف ـ (ض) القبض ধরা।

أَنْفَار : نَفَرٌ এর বহুঃ ৩-১০ পর্যন্ত সংখ্যক দল, এখানে মানুষ উদ্দেশ্য।

قُطَّاعٌ : قاطع এর বহুঃ ডাকাত, ছিনতাইকারী, (ف) القطع কর্তন করা।

تَعَبٌ : কষ্ট, ক্লান্তি, বহুঃ اتعاب (س) التعب কষ্টে নিপতিত হওয়া।

سُجَّانٌ : জেলখানার দারোগা। (ض) السجن বন্দী করা, سِجْن জেলখানা।

الْمَعَارِفُ : معرف এর বহুঃ পরিচিত লোক, চেহারা, সৌন্দর্য।

مَحَابِيْسُ : محبوس এর বহুঃ কয়েদী, হাজতি।

أَطْلَقَ : واحد مذكر غائب ـ ماضى ـ افعال ـ الإِطْلَاقُ ছেড়ে দেয়া التَّطْلِيْقُ ত্যাগ করা।

তারকীব: وَلٰكِنْ دَعَوْنَا نَأْخُذْ وَاحِدًا الخ : لكن হরফে মুশাব্বাহা; মুখাফ্ফাফা, نا যমীরে শান মাহযূফ ইসম, دعوا ফে'ল ফায়েল, نا মাফউল মিলে শর্তের কায়েম মাকাম, ناخذ ফে'ল ফায়েল, واحدا মাফউল, فى الطريق মুতাআল্লিক, مَكَانَه ২য় মাফউল, এসব মিলে জুমলা হয়ে জাযার কায়েম মাকাম, শর্ত জাযা মিলে جملهٔ شرطيه (ইবারত মূলত ان تدعونا ناخذ الخ ছিলো)

فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ : بين মুযাফ, هم মুবতাদা, كذالك খবর মিলে মুযাফ ইলায়হি, মুযাফ-মুযাফ ইলায়হি মিলে مر ফে'লের সাথে متعلق مقدم এবং اذ জরফ মাফউলে ফীহ ও মুতাআল্লিক من الحجاج (كائن) واحد ৩য় মুতাআল্লিক, مر ফে'ল এসব মিলে...।

فَبَذَلُوا لِلْخَلِيْفَةِ عَنْ كُلِّ الخ : بذلوا ফে'ল, واو যমীর জুলহাল, للخليفة ১ম মুতাআল্লিক, عن كل واحد ২য় মুতাআল্লিক, عشرة الاف মুমায়্যায درهم তমীয মিলে মাফউল।

وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الخ : لم يبق ফে'ল, احد মুস্তাসনা মিনহু মাহযূফ, الحاج মুস্তাসনা মিলে ফায়েল।

فَانْظُرْ فِىْ اَيِّ موضَعٍ اَضَعُهَا ؟ فَقال لَهُ : ضِعْهَا عَلٰى سَطْحِ السِّجْنِ ـ فلمّا وَضَعَهَا طارَتْ فِى الهَوَاءِ اَحَدٌ مِنْ رَمْيَةِ السَّهْمِ مِنَ الْقَوْسِ القَوِىِّ ـ فَرَاٰى هَارونُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِىْ نَوْمِهِ : اِنَّ مَلائكةً نَزَلُوا مِنَ السَّمَاءِ فَاَخَذُوْهُ ورَفَعُوْهُ فِى الْهَوَاءِ ـ وقَالُوا لَهُ : ياهارونُ ! اِنَّ الْمَخْلوقِيْنَ قد شَفَّعُوْا عِنْدَ كَ فِىْ تِسْعَةٍ واَطْلَقَهُ مِنَ السِّجْنِ واَنَّ الخَالِقَ رَبَّ العِزَّةِ يَشْفَعُ عِنْدَكَ فِىْ واحِدٍ فَاَطْلِقْهُ وَاِلَّا فتَهْلِكُ ـ فَاسْتَيْقَظَ الْخَلِيْفَةُ مِنْ مَنامِهِ مَرعوبًا ودَعَا بالسَّجَّانِ وقال لَهُ : مَنْ فِى السِّجْنِ عِنْدَكَ ؟ فذكَرَ لَهُ القِصَّةَ ـ فقال لهُ : اَحْضِرْهُ عِنْدِىْ ـ فلمّا اُحضِرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَدِمَ الْخَلِيْفَةُ شَيْئًا مِنَ الحَلْوٰى وصَارَ يُلْقِمُهُ فِىْ فَمِهِ حَتّٰى شَبِعَ ـ واُمَرَ بِاَنْ يُحْمَلَ الٰى الحَمَّامِ وامَرَ بِخِلْعَةٍ سَنِيْئَةٍ وَاَعْطاهُ سَبْعِيْنَ مَرْكَبًا وسَبْعِيْنَ غُلامًا وجَارِيَةً واَمَرَمُنادِيًا يُنَادِىْ : مَنِ اسْتَشْفَعَ بِالْمَخْلوقِيْنَ يُعْطِ عَشَرَةَ الافٍ وَيَنْجُو، وَمَنِ اسْتَشْفَعَ بالْخالِقِ فَهٰذا جزائُهُ مِنْ هارونِ الرَّشيْدِ ـ

অনুবাদ॥ পত্রটা অন্য কোথাও রাখবো কিনা চিন্তা করুন। হাজী সাহেব বললেন, পত্রটা আপনি কারাগারের ছাদে রেখে আসুন। জেলার পত্রটা (ছাদে) রাখামাত্র, সুদৃঢ় ধনুক হতে নিক্ষেপিত তীরের চাইতে সেটি অধিক দ্রুত বেগে উড়ে গেলো। উক্ত রজনীতেই খলিফা স্বপ্নে দেখলেন, আকাশ থেকে কিছু ফেরেশতা অবতরণ করে তাকে ধরে শূন্যে উঠিয়ে নিলো এবং বললো, হে হারুন! কতিপয় মাখলূক তোমার কাছে নয় বন্দীর ব্যাপারে সুপারিশ করেছে, তুমি তাদেরকে মুক্তি দিয়েছো। আর মহান আল্লাহ তোমার নিকট একজন বন্দীর ব্যাপারে সুপারিশ করছেন। সুতরাং তাকে মুক্ত করে দাও। অন্যথায় তোমার পতন অনিবার্য। খলিফা ভীত হয়ে জেগে উঠে জেল দারোগাকে ডাকলেন, তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কারাগারে তোমার নিকট কে (বন্দী) রয়েছে? জেলার তখন হাজী সাহেবের ঘটনা

সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। হারুনুর রশিদ বললেন, অতিসত্বর বন্দীকে আমার নিকট উপস্থিত করো। জেল দারোগা যখন বন্দীকে খলিফার নিকট উপস্থিত করলেন, খলিফা স্বয়ং নিজেই তার সম্মুখে কিছু হালুয়া পেশ করলেন এবং তার মুখে লোকমা তুলে দিতে লাগলেন। হাজী সাহেব পরিতৃপ্ত হলেন। খলিফা হাজী সাহেবকে গোসলখানায় নিয়ে যেতে এবং তাকে মহা মূল্যবান পোষাক পরানোর নির্দেশ দিলেন। অতঃপর হাজী সাহেবকে সত্তরটি সওয়ারী সত্তরটি বাঁদী প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং এ মর্মে একজন ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করতে নির্দেশ দিলেন যে, যে ব্যক্তি মাখলূক দ্বারা সুপারিশ করায় সে দশ হাজার দিরহাম দিয়ে মুক্ত পায়। আর যে ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার মাধ্যমে সুপারিশ করায় তার জন্যে খলিফা হারুনের পক্ষ থেকে এ হলো প্রতিদান।

তাহকীক : طَارَتْ : واحد مؤنث غائب - ماضى - (ض) الطَّيْرُ والطَّيَرَانُ উড়া, উড্ডয়ন করা, اجوف يائى -

أَحَدٌّ : واحد مذكر - تفضيل - (ض) احد বেশি ধারালো হওয়া, অধিক দ্রুত বেগে অর্থে مضاعف -

سَهْمٌ : তীর, বহুঃ سهام, قَوْسٌ ধনুক বহুঃ أَقْوَاسٌ، قِسِيٌّ

خِلْعَةٌ : উপঢৌকন, প্রদত্ত বস্ত্র, হাদিয়া, (ف) الخلع নামানো, বহিষ্কার করা।

سَنِيْئَةٌ : মূল্যবান,

তারকীব : فَلَمَّا أَحْضَرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ الخ : لما শর্তিয়্যাহ, احضر ফে'ল ফায়েল, ه মাফউল এবং بَيْنَ يَدَيْهِ মুতাআল্লিক মিলে শর্ত, قدم ফে'ল الخليفة ফায়েল, شيئا মওসূফ, فِى الخَلْوَى (كائنا) সিফাত মিলে মাফউল, এসব মিলে জাযা.......।

حِكَايت-٢٤ : حُكِىَ انّ جماعةً مِّن اللُّصُوصِ خَرَجُوْا فِىْ اوّل اللّيلِ الى قَطْعِ الطّرِيْقِ عَلى قافِلَةٍ . فلمّا جَنَّ عليهم اللّيلُ جاءُوا الى رِباطِ المَفازةِ . فقرعُوا البابَ وقالُوا لِاَهْلِ الرّباطِ: اِنّا جماعةٌ مِّن الغُزاةِ ونُريْدُ انْ نَبِيْتَ فى رِباطِكُم . فَفَتَحُوا لهم البابَ . فدَخلُوا وقامَ صاحبُ الرّباطِ يَخْدِمُهم وكانَ يَتقرّبُ الى اللّهِ تعالى بذلكَ ويتبرّكُ بهم . وكانَ لهُ ابنٌ مُقعِدٌ لا يَقْدِرُ على القِيامِ . فاَخَذَ صَاحِبُ الرّباطِ سُؤْرَهُمْ وفَضلِ مِياهِهِم وقال لزوجَتِهِ لِنَمْسَحَ وَلدَنا بِهٰذا اَعْضَائَهُ فلعلّهُ يُشفِىْ بِبَرْكَةِ هٰؤلاءِ الغُزاةِ . ففعَلا ذٰلكَ . فلمّا اَصْبَحُوْا خَرجَ اللُّصُوصُ وتوجّهُوْا الى ناحِيَةٍ واخَذُوا اَمْوَالاً وجاءُوا الى الرّباطِ عِنْدَ المَساءِ . فَرَاَوْا الوَلَدَ يَمْشِي مُسْتَوِيًا . فقالُوا لِصاحِبِ الرّباطِ : اهٰذا الوَلَدُ الّذِىْ رَاَيناهُ مُقْعِدًا بِالاَمْسِ ؟ قال نَعَمْ . اخذتُ سُؤْرَكُمْ وفَضْلَ مَاءِكُمْ وَمَسَحْتُهُ بِهِ فَشفاهُ اللّه بِبَرْكَتِكُمْ . فاَخَذُوا يَبْكُوْنَ وقالُوا لَهُ : اِعْلَمْ اَيُّها الرَّجُلُ! اِنّنا لَسْنَا بِغُزاةٍ وانّمَا نَحْنُ لُصوصٌ خَرَجْنَا الى قَطْعِ الطّرِيقِ . غيرَ انَّ اللّهَ تَعالى عافا ولدَكَ بِحُسْنِ نِيّتِكَ وقَدْ تُبْنَا الى اللّهِ تعالى . فَتابُوْا جَمِيْعًا وصارُوْا مِنْ جُمْلَةِ الغُزاةِ والمُجاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّهِ حتّى مَاتُوا -

---

(২৪) গাজীর বেশে চোর

বর্ণিত অছে, একদল চোর রাতের প্রথম ভাগে কোনো এক কাফেলার ওপর ডাকাতির উদ্দেশ্যে বের হলো। তাদের ওপর যখন রাত আচ্ছন্ন হলো তখন তারা এক সরাইখানার দিকে গমন করলো। দরজায় করাঘাত করলে সরাইখানার মালিক বের হয়ে এলেন। তারা সরাইখানার মালিককে বললো, আমরা গাজীদের একটি দল। আমরা আপনার সরাইখানাতে আজ রাতযাপন করতে চাই। সরাইখানার মালিক তাদের জন্যে দরজা খুলে দিলো। তারা সরাইখানায় প্রবেশ করলো। তাদের সেবার জন্যে সরাইখানার মালিক প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং তাদেরকে

সেবার দ্বারা তিনি আল্লাহর নৈকট্য ও বরকত লাভের আশা করলেন। তার ছিলো এক পঙ্গু ছেলে। সে দাঁড়াতে পারতো না। সরাইখানার মালিক কাফেলার উচ্ছিষ্ট ও ঝোটা পানি নিলেন এবং তার স্ত্রীকে বললেন আমরা এ দ্বারা ছেলের অঙ্গসমূহ মুছে দেই এবং হয়তোবা আল্লাহ গাজীদের বরকতে ছেলেকে সুস্থ করবেন। তারা দু'জন তা-ই করলেন।

ভোরে এ চোরের দল বের হয়ে এক এলাকার দিকে যাত্রা করলো। (সেখানে লুটতরাজ করে) সন্ধ্যায় মাল নিয়ে সরাইখানায় ফিরে এলো। তারা পঙ্গু ছেলেটিকে সুস্থভাবে চলাফেরা করতে দেখলো। সরাইখানার মালিককে জিজ্ঞেস করলো, একি সেই ছেলে যাকে আমরা গতকাল পঙ্গু দেখেছিলাম? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি আপনাদের উচ্ছিষ্ট খাদ্য এবং ঝোটা পানি সংরক্ষণ করে তা দ্বারা তার অঙ্গে মালিশ করেছি। আল্লাহ আপনাদের বরকতে তাকে সুস্থতা দান করেছেন। একথা শুনে তারা কান্নায় ভেঙে পড়লো এবং বললো, হে ভাই! বস্তুত আমরা মুজাহিদ নই। আমরা চোর, চুরির উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি। তবে আপনার সুনিয়তের কারণেই আল্লাহ্ আপনার পুত্রকে সুস্থতা দান করেছেন। আমরা আল্লাহর দরবারে তাওবা করলাম। অতঃপর তারা সকলেই তাওবা করলো এবং আমরণ তারা খোদার পথের গাজী ও মুজাহিদ বনে গেলো।

তাহকীক : لُصُوْصٌ : لِصٌّ এর বহুঃ চোর, (ك) اللِّصُّ চুরি করা।

قَافِلَةٌ : যাত্রীদল, বহুঃ قوافل (ن ض) قفلا قفولا সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করা।

جَنَّ : واحد مذكر غائب - ماضى - (ن) الجن ঢেকে নেয়া পাগল হওয়া।

رِبَاط : পান্থশালা, মেহমানখানা, বহুঃ رباطات -

غُزَاة : غازى এর বহুঃ যোদ্ধা, (ن) الغزو যুদ্ধ করা, ناقص واوى -

نُبَيِّتُ : جمع متكلم - مضارع (ض) البيت والبيتوته রাত্রিযাপন করা।

مَسَاءٌ : সন্ধ্যা, امسى يمسى امساء রাতে হওয়া, مستويا : সোজা হয়ে, اسم فاعل বাবে افتعال - الاستواء সোজা হওয়া, لفيف مقرون - মাদ্দা سوى -

---

তারকীব : قَالُوْا لِأَهْلِ الرِّبَاطِ إِنَّا الخ : قالوا - لِأَهْلِ الرِّبَاطِ এর মুতাআল্লিক হয়ে সব মিলে قول - ان হরফে মুশাব্বাহা বিল-ফে'ল, نا ইসম, جماعة মওসূফ, من الغزاة উহ্য كائن এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে সিফাত, মওসূফ সিফাত মিলে খবর।

فَلَعَلَّهُ يَشْفِى بِبَرَكَةِ الخ : لعل হরফে মুশাব্বাহ, ه ইসম, هولاء ইসমে ইশারা, الغزاة মুশারুন ইলায়হি মিলে মুযাফ ইলায়হি, بركة মুযাফ তার মুযাফ ইলায়হি মিলে মাজরূর, يشفى ফে'ল, ফায়েল মুতাআল্লিক মিলে খবর......।

حكايت - ٢٥ : حُكِىَ أَنَّ إِبْلِيْسَ لعَنَهُ اللّٰهُ دَخَلَ عَلٰى الضَّحَّاكِ بْنِ عَلْوانَ فِىْ صُورَةِ اٰدَمِيٍّ - وقَالَ لهُ : ايُّهَا المَلِكُ ! اَنارجُلٌ اَجْوَدُ طَبِيْخَ الْاَطْعِمَةِ الطَّيِّبَةِ - فَاجْعَلْنِىْ عَلى طَعَامِكَ - فَضَمَّهُ نَفْسَهُ وَوَكَّلَهُ عَلٰى طَعَامِهِ - وكانَ النَّاسُ قَبْلَ ذٰلِكَ لَايَاكُلُوْنَ اللُّحُوْمَ فكَانَ اَوَّلَ مَا اخَذَهُ مِنَ الطَّعَامِ البَيْضَ فَاَكَلَهُ فاسْتَطَابَهُ - فَقَال لهُ اِبْلِيْسُ : لَوْ إِتَّخَذْتُ لَكَ طعَامًا مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهُ هٰذا البَيْضُ ! فلمَّا كانَ مِنَ الغَدِ ذَبَحَ لَهُ الدَّجَاجَ وَاتَّخَذَ لَهُ مِنْه طعامًا فَاسْتَطابَهُ - ثمَّ فى اليَوْمِ الثَّالِثِ ذَبَحَ لَهُ الغَنَمَ ، ثُمَّ فِى اليَوْمِ الرَّابِعِ ذَبَحَ لَهُ الاِبِلَ والبَقَرَ ومُرادُهُ مِنْ ذٰلكَ التَّوصُّلُ الٰى قَتْلِ الْاٰدمِيِّيْنَ - فمَضٰى عَلٰى ذٰلكَ مُدَّةً فَتمَرَّنَ المَلِكُ عَلى اَكْلِ اللُّحُوْمِ - ثمَّ قال ابلِيْسُ لِلمَلِكِ :إِنَّكَ قدْ شَرَّفْتَنِىْ واَكْرَمْتَنِىْ، فَأْذَنْ لِىْ اَنْ اُقَبِّلَ كَتِفَيْكَ - فَاَذِنَ لَهُ . فَدَنَا مِنْهُ وقَبَّلَ مَنْكَبَيْهِ - فخَرَجَ مِنْ مَوْضَعِ قُبْلَتِهِ فِيْهَا سِلْعَتانِ نَاتِيَتانِ كَهَيْأَةِ الحَيَّتَيْنِ - لهُمَا اَفْواهٌ واَعْيُنٌ فَلمَّا رَاٰهُمَا الضَحَّاكُ عَلِمَ اَنَّهُ ابْلِيْسُ - فَقال قَدْ قَتَلْتَنا ، ثمّ قالَ مَا دَوَاءُهُمَا يَالَعِيْنُ ؟ قَال اَدْمِغَةُ النَّاسِ ثمَّ وَلّٰى عَنْه فلمْ يَرَهُ - فَصارَ الضَحَّاكُ فىْ كُلِّ يَوْمٍ يَامُرُ وَزِيْرَهُ بِذَبْحِ اَرْبَعَةِ رِجَالٍ سِمانٍ حِسَانٍ - ويَاخُذُ اَدْمِغَتَهُمْ - فَيَغْذِىْ بِهَا تِلْكَ الحَيَّتَيْنِ - فمَكَثَ عَلٰى ذٰلكَ ثَلْثَمِائَةِ عَامٍ - فمَاتَ وزيرُهُ وَوَلّٰى وَزِيْرًا اُخَرَ- فصَارَيَحْضُرُ اَرْبَعَةً مِّنَ الرَّجُلِ - فَيَذْبَحُ مِنهُا اِثْنَيْنِ ويَاخذُ اَدْمِغَتَهُمَا ويَخْلُطُهُمَا بِاَدْمِغَةِ كَبْشَيْنِ - ويَغْذِىْ بِهَا الحَيَّاتِ ويَامُرُ الرَّجُلَيْنِ الاٰخَرَيْنِ بِاَنْ يَذْهَبَا إِلٰى الجَبَلِ ويُقِيْمَا فِيْهِ - وَاسْتَمَرَّ عَلٰى ذٰلك الٰى سَبْعِمِائَةِ سَنَةٍ حَتّٰى كَثُرُوا و تَوَالَدُوْا وصَارُوْا رِجَالاً ونِساءًا وَاقْتَنَوا الغَنَمَ وَالبَقرَ وغيرَهُمَا وَهُمْ الْاَكْرَادُ -

(২৫) শয়তানের চুম্বন

অনুবাদ ॥ বর্ণিত আছে, অভিশপ্ত ইবলিস মানবরূপে বাদশাহ যাহ্হাক ইবনে আলানের নিকট আসলো এবং বললো, হে বাদশাহ! আমি সুস্বাদু খাবার প্রস্তুতে অত্যন্ত পারদর্শী। অতএব, আমাকে আপনার খাবার প্রস্তুতে নিয়োগ করুন। বাদশাহ তাকে খাবার প্রস্তুতের দায়িত্বে নিয়োগ করে একেবারে আপন করে নিলেন। এর পূর্বে মানুষেরা গোশ্‌ত খেতো না। ইবলিসের প্রস্তুতকৃত সর্ব প্রথম খাবার ছিলো ডিম। বাদশাহ তা খেয়ে বড়োই স্বাদ পেলেন। ইবলিস তাকে বললো, যে জিনিস থেকে এ (সুস্বাদু) ডিম বের হয় তা যদি আমি রান্না করতাম। (তবে আরো তৃপ্তি পেতেন।) পরের দিন মুরগি জবাই করে বাদশাহর জন্যে খাবার প্রস্তুত করলো। বাদশার কাছে তা বেশ ভালো লাগলো। তৃতীয় দিন ইবলিসের জন্যে খাসি জবাই করলো। চতুর্থ দিন জবাই করলো বাদশাহর জন্যে উট ও গরু।

তার মতলব ছিলো সে এভাবে গণহত্যা পর্যন্ত পৌঁছবে। এভাবে বহুদিন চলে গেলো। এতো দিনে সম্রাটও গোশ্‌ত আহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন। একদা ইবলিস সম্রাট সমীপে আরয করলো, আপনি আমাকে বহু সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। আপনার দু'কাঁধে চুম্বন করার অনুমতি চাই। সম্রাট তাকে অনুমতি দিলেন ইবলিস সম্রাটের নিকটবর্তী হয়ে তার উভয় কাঁধে চুম্বন করলো। ফলে তার চুম্বনের স্থান দু'টোতে বড়ো আকারের দু'টো ফোড়ার বিকাশ ঘটে, যা দেখতে সাপের মতোই। উভয়টির মুখ ও চোখ ছিলো। সম্রাট তা দেখে বুঝতে পারলেন, এতো ইবলিস! সম্রাট বললেন, তুই আমাকে শেষ করে দিয়েছিস। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, হে অভিশপ্ত! বল, এদু'টোর ঔষধ কী? ইবলিস বললো, মানুষের মগজ। এরপর ইবলিস সরে পড়লো। সম্রাট আর তার পাত্তা পেলেন না। এরপর থেকে সম্রাট স্বীয় উজীরকে প্রতিদিন চারজন সুন্দর ও সুঠামদেহী মানুষকে জবাই করার আদেশ দিতেন আর উজির তাদের থেকে মগজ সংগ্রহ করে তা দ্বারা সাপ দু'টোকে আহার দিতেন। এভাবেই কেটে গেলো তিনশো বছর। একদিন তার উজির মৃত্যুবরণ করলো। অন্য একটি উজিরকে সম্রাট এ দায়িত্ব প্রদান করলেন। নতুন উজির সম্রাট সমীপে প্রত্যহ চারজন লোক উপস্থিত করতো এবং তাদের দুইজনকে জবাই করে মগজ সংগ্রহ করতো। আর দু'টো ভেড়ার মগজ তার সাথে মিশিয়ে সাপ দু'টোকে আহার দিতো। অপর দু'জনকে পাহাড়ের উপত্যকায় আত্মগোপন করার নির্দেশ দিতো। এভাবে অতিক্রম করলো সাতশো বছর। পাহাড়ে অবস্থানকারীদের সংখ্যাও অনেক হয়ে গেলো। তাদের বংশধরদের মধ্যে অনেক নর-নারী জন্মগ্রহণ করলো। তারা গরু, ছাগল পালতো আর তা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতো। এ জাতী কুর্দি' নামে প্রসিদ্ধ।

তাহকীক : إِبْلِيْسُ : নাফরমান জাতির ইসমে জিন্স, ابلاسا ـ ابلس। নিরাশ হওয়া থেকে ابليس।

ضَحَّاكٌ : (ض) الضِحْك মাসদার হতে اسم مبالغة অতি হাস্যকারী, যাহ্যাক ইবনে আলোয়ান আরবের প্রসিদ্ধ জালিম বাদশাহর নাম। শাদ্দাদ এর ভাতিজা। শব্দটা মূলত دہ آك এর পরিবর্তিত রূপ, অর্থ দশদোষে দোষী। উক্ত দোষগুলো হলো– ১ কুশ্রী হওয়া, ২। বেটে হওয়া, ৩। জুলুম করা, ৪। মিথ্যা কথা বলা ৫। কপটতা, ৬। ধর্মহীনতা, ৭। নির্লজ্জতা, ৮। অতিভোজন, ৯। বিবেকহীনতা ও ১০। কু-আলাপী হওয়া।

কথিত আছে, জান্মের সময়ই তার মুখে দু'টো দাঁত ছিলো, একারণে সুকামনা বশত তার নাম ضَحَّاك (অতিহাস্যকারী) রাখা হয়।

أَجْوَدُ : واحد متكلم ـ مضارع ـ (ن ف) الجودة উত্তম বানান।

طَبِيْخٌ : مَطْبُوْخٌ অর্থে রান্না করা বস্তু, বহুঃ اطبخة (ن ف) الطبيخ রান্না করা, طباخ বাবুর্চি।

لُحُوْمٌ : لحم এর বহুঃ গোশ্‌ত, بيض, بيضة এর বহুঃ ডিম।

إِسْتَطَابَ : واحد مذكر ـ ماضى ـ استفعال ـ الاستطابة উত্তম পাওয়া, اجوف يائى -

شَرَّفْتُ : واحد مذكر حاضر ـ ماضى ـ تفعيل ـ التشريف মর্যাদা দান করা।

سِلْعَتَانِ : سلعة এর দ্বিবচন, ফোঁড়া, চামড়া ভেতরের গিল্টি, টিউমার।

نَاتِيَتَانِ : ناتية এর দ্বিবচন, উঁচু (ف) النتو উঁচু হওয়া, ফোলা, مهموز لام -

أَدْمِغَة : دماغ এর বহুঃ মাথার মগজ, মস্তিষ্ক।

وَلَّى : واحد غائب ـ ماضى বাবে التولية ـ تفعيل : পলায়ন করা, গভর্ণর বানান।

سِمَان : سَمِيْن এর বহুঃ মোটা, حِسَان : حَسَنٌ এর বহুঃ সুন্দর।

حَيَّتَيْنِ : حية এর দ্বিবচন, সাপ, বহুঃ حَيَّات -

كَبْشَيْنِ : كبش এর দ্বিবচন, দু'বছরের ভেড়া, বহুঃ كِبَاش ـ أَكْبَاشٌ

إِقْتَنَوْا : جمع مذكر غائب ـ ماضى ـ افتعال ـ الْإِقْتِنَاءُ পূঞ্জিভূত করা, ناقص واوى -

حكايت -٢٦: حُكِيَ اَنَّ يَهوديًّا عَشِقَ امراةً يهوديّةً فصار كَالْمَجْنُونِ فيْها وَلا يَتَهَنّى بِطَعامٍ وَلا شَرابٍ فذهب الى عَطاءٍ الاكبرِ وسَاَلَهُ عَنْ حالِهِ ، فكتب لَهُ عَطاءُ الْبَسْمَلَتَةَ فِي كَاغِذٍ وَقَال لَهُ :اِبْتَلِعْ هٰذِهِ فلعَلّ اللّٰهُ تعالى يُسَلِّيك عَنْها اويَرزُقُكَ بِها- فلمّا ابْتَلعَها قال يَاعَطاءُ!قد وجدتُّ حَلاوَةَ الْاِيمَانِ وظَهَرَ فِي قَلبِي النُّورُ ونَسِيْتُ تِلكَ الْمَراةَ فَاَعْرِضْ عَلَيَّ الْاِسْلامَ ، فعرَضَ عَلَيْه فاَسْلَمَ بِبَرَكَةِ الْبَسْمَلَةِ، فَسَمِعَتْ تِلْكَ الْمراةُ بِاِسْلامِه فَجاءَتْ الى عطاءٍ وقالت لَهُ : يَا اِمامَ الْمُسلِمِيْنَ! اَنَا الْمَرْاَةُ الَّتِيْ ذكرَهَا لَكَ الْيَهودِيُّ الَّذِى اَسْلَمَ وإنِّيْ رَايتُ الْبارِحَةَ فيْ مَنامِيْ اَنَّهُ اَتانى اٰتٍ وقَال لى :اِنْ اَردتِّ انْ تَنْظرِيْ مَوضِعَكَ مِنَ الجَنَّةِ فَاذْهَبِيْ الى عَطاءٍ فَاِنَّهُ يُرِيكَ اِيّاهُ- وإنّى قد اُتيتُ اِلَيك ، فقُلْ لِيْ اَيْنَ الْجَنَّةُ ؟ فقال لها عَطاءٌ: ان اردتِّ الْجَنَّةَ فعَلَيْكِ اوَّلا اَنْ تَفْتَحِيْ بَابَهَا ، ثُمَّ تَدْخُلِيْنَ اِلَيها- فقالتْ لَهُ : كَيفَ اَفْتَحُ بابُها ؟ قالَ: قُوْلِيْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيم فَقَالَتْهَا ثمَّ قالتْ : يَاعطاءُ! قدْ وجدتُّ فِيْ قَلبِيْ نُوْرًا و رايتُ مَلَكوتَ اللّٰهِ فَاَعْرِضْ عَلىَّ الْاِسْلامَ- فَعرضَهُ عَليْها ، فَاَسْلمتْ بِبَرَكةِ البَسْمَلةِ، ثُمَّ عادَتْ إلى بَيْتِها فنامَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ - فَرَاتْ فيْ مَنامِها اَنَّها دَخلتِ الْجَنَّةَ و رَاتْ قُصورَهَا وقُبابَهَا وفيها قُبّةٌ مَكتوبٌ عَليْهَا "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيْمِ ، لَآ اِلٰهَ اِلّا اللّٰه محمَّد رَّسُولُ اللّٰهِ" فقَرَاتْ ذٰلكَ وَاذا مُنادٍ يَقُولُ : يَا اَيَّتُهَا القَارِيَةُ ! كَذٰلكَ قَدْ اعطاكِ اللّٰهُ جَمِيْعَ مَاقَراتِهِ ـ فانتَبهَتِ الْمَراةُ

وَقَالَتْ : اِلٰهِى كُنْتُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَاَخْرَجْتَنِىْ مِنْهَا ـ اَللّٰهُمَّ اَخْرِجْنِىْ مِنْ هَمِّ الدُّنْيَا بِقُدْرَتِكَ ـ فَلَمَّا فَرِغَتْ مِنْ دُعَائِهَا سَقَطَتْ دَارُهَا عَلَيْهَا فَمَاتَتْ شَهِيْدَةً ـ فَرَحِمَهَا اللّٰهُ بِبَرَكَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ـ

(২৬) প্রেমের মঞ্চ

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে, জনৈক ইহুদি এক ইহুদি রমনীর প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে। তার প্রেমে সে পাগল প্রায় হয়ে গেলো। খাদ্য-পানীয় কিছুই তার ভালো লাগছিলো না। তাই সে আতা আকবারের নিকট গেলো। তিনি তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আতা আকবার (রহ) একটি কাগজে 'বিসমিল্লাহ' লিখে তাকে দিলেন এবং বললেন, এটা গিলে ফেলো। হতে পারে এর অছিলায় আল্লাহ্ তোমাকে শান্ত করবেন এবং তার দ্বারা তোমার অভাব পূরণ করবেন। সে তা গিলে ফেলার পর, বললো, হে আতা! আমি ঈমানের স্বাদ পাচ্ছি। আমার হৃদয়ে নূর প্রকাশ পাচ্ছে। সে মহিলাকে আমি ভূলে গেছি। সুতরাং আমার নিকট ইসলাম পেশ করুন। আতা (রহ) তার নিকট ইসলাম পেশ করলেন। সে ইসলাম গ্রহণ করলো। বিস্‌মিল্লাহর বরকতে উক্ত রমনী তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অবহিত হলো। সেও আতা (রহ)-এর নিকট এসে বললো, হে মুসলমানদের ইমাম! আমি সেই রমনী যার কথা ইসলাম গ্রহণকারী যুবকের নিকট শুনেছেন।

আমি গত রাতে স্বপ্নে দেখলাম, জনৈক আগন্তুক আমার নিকট আগমন করে বলছে, তুমি যদি জান্নাতে তোমার স্থান দেখতে চাও, তবে আতার নিকট যাও। সে তোমাকে জান্নাত দেখাবে। তাই আমি আজ আপনার নিকট এসেছি। বলুন! জান্নাত কোথায়? আতা (রহ) বললেন, জান্নাত দেখতে হলে প্রথমে তার দরজা খুলতে হবে। এরপর তুমি তাতে প্রবেশ করবে। রমনী বললো, আমি কিভাবে তার দরজা খুলবো? তিনি বললেন, বলো, বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সে তা-ই বললো। কিছুক্ষণ পরই সে বলতে লাগলো, হে আতা! আমার অন্তরে আমি নূর অনুভব করছি এবং মহান আল্লাহর ফেরেশ্‌তাজগৎকে দেখছি। আমার সম্মুখে ইসলাম পেশ করুন। আতা (রহ) তার সামনে ইসলাম পেশ করলেন। বিস্‌মিল্লাহর বরকতে সেও মুসলমান বনে গেলো। এরপর সে নিজ গৃহে ফিরে গিয়ে রাতে ঘুমিয়ে পড়লো। স্বপ্নে দেখলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। সে তার প্রাসাদ ও গম্বুজসমূহ দেখতে পেলো।

একটি গম্বুজে লেখা রয়েছে, বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সে তা পড়লো, তখন হঠাৎ শোনা গেলো এক

ঘোষকের ঘোষণা, হে পাঠিকা! আল্লাহ তোমাকে এভাবেই সব কিছু দান করেছেন যা তুমি পাঠ করেছো। অতঃপর সে রমনী জেগে উঠলো, এবং বলতে লাগলো, হে আল্লাহ! আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছিলাম। তুমি তা থেকে আমাকে বের করে দিলে। হে আল্লাহ! তুমি আপন ক্ষমতায় দুনিয়ার হয়রানি থেকে আমায় বের করো, রমনী যখন মুনাজাত শেষ করলো। তার ওপর তার ঘর বিধ্বস্ত হলো। ফলে সে শহীদী মৃত্যু লাভে ধন্য হলো। আল্লাহ তা'আলা বিস্‌মিল্লাহর বরকতে তার প্রতি এ দয়া প্রদর্শন করেছেন। সমূহ প্রশংসা একমাত্র তারই জন্যে।

তাহকীক : اِبْتَلِعْ : واحد مذكر غائب - ماضى - افتعال - اَلْاِبْتِلَاعُ গলধ:করণ করা, গিলে ফেলা।

لَا يَتَهَنّٰى : واحد مذكر - مضارع - تفعل - اَلتَّهَنِّىُ খুশি হওয়া, স্বাদ পাওয়া।

بَسْمَلَةٌ : বাবে فَعْلَلَةٌ এর মাসদার, বিসমিল্লাহ বলা।

يُسَلِّىْ : واحد مذكر - مضارع - تفعيل - اَلتَّسْلِيَةُ সান্ত্বনা দেয়া, ناقص واوى -

حَلَاوَةٌ : স্বাদ, حلى حَلَاوَةٌ (ك) حَلُوَ (ن) حَلٰى মিষ্ট হওয়া, সুস্বাদু হওয়া।

نَسِيْتُ : واحد متكلم - ماضى - (س) نَسِىَ نِسْيَانًا ভুলে যাওয়া।

اَلْبَارِحَةَ : গতরাত, قِبَابٌ : قُبَّةٌ এর বহু: গম্বুজ।

তারকীব : يَا اِمَامَ الْمُسْلِمِيْنَ اَنَا الْمَرْأَةُ : اِمَامَ الْمُسْلِمِيْنَ মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মুনাদা, নেদা মুনাদা মিলে নেদা, انا মুবতাদা, اَلَّتِى ইসমে মওসূল, الذى اَسْلَمَ ذكرها ফে'ল ও মাফউল, لله মুতাআল্লিক ও اَلْيَهُوْدِى মওসূফ, জুমলা হয়ে সিফাত, মওসূফ সিফাত মিলে ফায়েল। ذكر ফে'ল এসব মিলে صله - موصول - صله মিলে খবর, মুবতাদা খবর মিলে .....।

فَقُلْ لِىْ : فَقُلْ لِىْ اَيْنَ الْجَنَّةُ ফে'ল ফায়েল মুতাআল্লিক মিলে اين - قول মুবতাদা الجنة খবর মিলে مقوله -

اِنْ اردتِّ الْجَنَّةَ الخ : ان اردتِّ الجنة জুমলা হয়ে শর্ত, عليك উহ্য لازم এর সাথে মুতাআল্লিক, لازم এর মাফউল, ان মাসদারিয়্যা, تَفْتَحِى الْبَابَ জুমলাটি মাসদারের তাবীলে হয়ে لازم এর ফায়েল। لازم তার ফায়েল মুতাআল্লিক মিলে শিবহে জুমলা হয়ে জাযা, শর্ত জাযা মিলে جملهٔ شرطيه -

حكايت - ٢٧ : حُكِىَ عَنْ بَعْضِ الصَّالِحِيْنَ -قَالَ كُنْتُ طَائِفًا بِالْبَيْتِ واذا رجُلٌ ساجدٌ . وهُوَيقولُ : مَاذا فعلتَ يَا سَيِّدِىْ فِىْ امْرِ عبْدِكَ الْمَحْرُومِ ! وكلَّمَا مررتُ عَلَيْهِ أَسْمَعُهُ يَقُولُ ذٰلكَ . فلمَّافرَغتُ مِنَ الطوَافِ وفَرَغَ مِنْ سُجودِهٖ سَالتُهُ عَنْ ذٰلكَ . فقالَ لِىْ : اِعْلَمْ اِنَّا كنَّا فِىْ بلادِ الرُّومِ نُغِيْرُ عَلَيْهِم فِى قِلاعِهِمْ . فجَمَعَ صاحبُ جَيْشِنَا جَمْعًا كثيْرًا وخرَج الى بِلادِهِمْ . فَاخْتَارَ صاحِبُ الجَيْشِ مِنَّا عَشَرَةَ فُرْسَانٍ وَاَنا مِنْهُمْ . وبَعَثَنَا طَلِيْعَةً فَاتَيْنَا مَفَازَةً . فرَاَيْنَا نحْوَ السِّتِّيْنَ كافرًا . ثمَّ نَظَرْنَا الى مَفازة أُخْرٰى . فَإذَا نحوَ سِتِّمِائَةٍ ايضًا . فرَجَعْنَا الى صاحِب جَيْشِنَا فاخْبَرْنَاهُ . فبَعَثَ اِلَيْهِمْ جَيْشًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاخَذُوْنا جَمِيْعًا .

(২৭) শাহাদাৎ হতে বঞ্চিত

অনুবাদ॥ এক পুণ্যবান ব্যক্তি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করছিলাম। সেজদারত এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। সে বলছে, হে আল্লাহ! তুমি তোমার এ বঞ্চিত বান্দার ব্যাপারে এ কি করলে? যতোবারই আমি তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, শুধু তার মুখে একই বাক্য শুনছিলাম। যখন আমি তাওয়াফ শেষ করলাম আর তার সেজদা সমাপ্ত হলো, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কী হয়েছে ভাই? সে বললো, শুনুন, একদা আমরা রোমে ছিলাম, রোমানদের কিল্লাগুলোতে আক্রমণ করছিলাম আমরা। একবার আমাদের সেনাপতি বিরাট বাহিনী সমবেত করে রোমানদের নগর অভিমুখে অগ্রসর হলেন। আমাদের মধ্য থেকে সেনাপতি দশজন অশ্বারোহী নির্বাচিত করেন, তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তিনি আমাদের গোয়েন্দা বানিয়ে পাঠালেন, এক ময়দানে এসে আমরা উপনীত হলাম। সেখানে আমরা ষাটজন কাফেরকে দেখতে পাই। অত:পর অন্য এক ময়দানের তাকালে সেখানে ছয়শত কাফির দেখলাম। আমরা আমাদের সেনাপতির নিকট ফিরে আসলাম এবং এ বিষয়ে তাকে অবগত করলাম। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি এক মুসলিম (মুজাহিদ) বাহিনী পাঠালেন, তারা তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে নিয়ে এলো।

তাহকীক : طَائِف : الطَّوَافُ (ن) ঘূর্ণন করা, প্রদক্ষিণ করা, اجوف واوى - । نُغِيْر : الإغارة লুট-পাট করা, با و الى সহকারে সাহায্যের জন্যে আসো। قلاع : قلعة এর বহু: কিল্লা, দূর্গ, فُرْسَان : فارس এর বহু: অশ্বারোহী।

তারকীব : ماذا فعلتَ يَاسَيِّدى فِىْ امر الخ : ما হলো اى شى এর অর্থে মুবতাদা, ذا ইসমে ইশারা, (অথবা ماذا ইস্তিফহাম مفعول مقدم) - فعلت ফে'ল ফায়েল মিলে মুশারুন ইলায়হি, ইসমে ইশারা ও মুশারুন ইলায়হি মিলে খবর, ياسيّدى নেদা, فِىْ أمْرِ عُبْدِكَ الْمَحْرُوم মুতাআল্লিক فعلتَ এর সাথে।

فَقَالَ لَنَا صَاحِبُنَا : إِنَّكُمْ مُبَارَكُوْنَ ، فَاخْرُجُوْا طَلِيْعَةً فِي اللَّيْلِ عَلَى الْعَادَةِ ـ فَخَرَجْنَا فَوَقَعْنَا فِيْ أَلْفِ فَارِسٍ ـ فَأَخَذُوْنَا جَمِيْعًا أُسَارَى ـ ثُمَّ قَدِمُوْا بِنَا إِلَى مَلِكِ الرُّوْمِ ـ فَأَمَرَ بِحَبْسِنَا ـ ثُمَّ بَلَغَهُ أَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ قَتَلُوْا أَسْرَاهُمْ وَفِيْهِمْ ابْنُ عَمِّ الْمَلِكِ ـ فَاغْتَمَّ بِذٰلِكَ غَمًّا عَظِيْمًا ـ ثُمَّ أَمَرَ بِقَتْلِنَا ـ فَعَصَبُوْا أَعْيُنَنَا ـ فَقَالَ الْوَاقِفُ عَلَى رَأْسِ الْمَلِكِ : إِنَّ فِيْ عَصْبِ أَعْيُنِهِمْ تَخْفِيْفًا عَلَيْهِمْ ـ فَاكْشِفْ عَنْ أَعْيُنِهِمْ لِيَنْظُرَ بَعْضُهُمْ عَذَابَ بَعْضِهِمْ ـ فَهُوَ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ وَأَنْكَى لَهُمْ ـ فَكَشَفُوْا عَنْ أَعْيُنِنَا ـ فَنَظَرْتُ إِلَى الْوَاقِفِ عَلَيَّ وَهُوَ لَابِسُ الدِّيْبَاجِ ، مُكَلَّلٌ بِالذَّهَبِ وَكَانَ رَجُلًا مُسْلِمًا عِنْدَنَا فَارْتَدَّ وَلَحِقَ بِدَارِ الْكُفْرِ ، فَلَمْ أَقْدِرْ أُكَلِّمُهُ ـ

অনুবাদ ॥ আমাদের সেনাপতি আমাদেরকে বললেন, ধন্য তোমরা। সুতরাং বিগত রাতের মতো আজও গোয়েন্দারূপে বেরিয়ে পড়। সেনাপতির অদেশ মতো বেরিয়ে পড়লাম এবং এক হাজার অশ্বারোহী বাহিনীর হাতে আমরা ধরা পড়লাম, তারা আমাদের সবাইকে বন্দী করে রোম সম্রাটের নিকট হাজির করলো। সম্রাট আমাদেরকে কারাগারে বন্দী করে রাখার নির্দেশ দিলেন। রোম সম্রাটের নিকট এ মর্মে সংবাদ পৌঁছলো যে, রোমান বন্দীদেরকে মুসলমানগণ হত্যা করে ফেলেছে। নিহতদের মাঝে সম্রাটের চাচাতো ভাইও ছিলো। ফলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। অত:পর আমাদেরকে হত্যার হুকুম জারি করলেন। আমাদের চোখে পট্টি বাঁধা হলো। এ সময় সম্রাটের পাশেই দাঁড়ানো ছিলো এক ব্যক্তি। সে বললো, চোখ বাঁধায় তাদের শাস্তি হালকা হবে। কাজেই ত'দের চোখ খুলে দিন, যাতে একে অপরের শাস্তি দেখতে পারে। আর এ হবে তাদের জন্যে আরো বেদনাদায়ক। সুতরাং তারা আমাদের বাঁধন খুলে দিলো, এবার আমার পার্শে দাঁড়ানো ব্যক্তির ছিলো দিকে তাকালাম। সে ছিলো রেশমি কাপড় পরিহিত ও স্বর্ণ দ্বারা সুসজ্জিত। আসলে সে মুসলমান। মুরতাদ হয়ে কাফিরদের দলে যোগ দিয়েছে। কিন্তু তার সাথে কথা বলার সুযোগ হয়নি আমার।

তাহকীক : طَلِيْعَةٌ : গুপ্তচর, বহু: طَلَائِع - اِغْتَمَّ : اَلْاِغْتِمَامُ চিন্তাযুক্ত হওয়া।
عَصَبُوْا : جمع مذكر ـ ماضي (ض) اَلْعَصْبُ ভাঁজ করা, বটা, বাঁধা।
أَنْكَى : تفضيل (ض) اَلنِّكَايَةُ কষ্ট দেয়া, আহত করে বিজয়ী হওয়া, ناقص -
دِيْبَاج : রেশমি বস্ত্র, বহু: دبائج - اِرْتَدَّ : اَلْاِرْتِدَادُ ধর্মান্তরিত হওয়া।

তারকীব : فَرَأَيْنَا عَشَرَةَ جَوَارِيَ مَعَ كُلِّ الخ : عَشَرَةَ جَوَارِيَ হলো رَأَيْنَا এর মাফউল, مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ উহ্য موجود এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম এবং مُنَادِيْلُ وَطَبَقٌ মুবতাদায়ে মুয়াখ্যার মিলে মুতাআল্লিক رَأَيْنَا এর সাথে।

ثُمَّ نَظَرْنَا اِلَى جِهَةِ السَّمَاءِ ـ فَرَاَيْنَا عَشَرَةَ جَوَارِىَ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْدِيلٌ وطَبَقٌ ، فَوْقَهُنَّ عَشَرَةُ اَبْوَابٍ مُّفَتَّحَةٍ مِّنَ السَّمَاءِ ـ فَبَدَا السَّيَّافُ فِىْ قَتْلِنَا واحِدًا بَعْدَ واحِدٍ ـ فَصَارَ كُلَّمَا قَتَلَ وَاحِدًا مِنَّا تَنْزِلُ إِلَيْهِ جَارِيَةٌ فَتَاخُذُ رُوحَهُ وتَلُفُّهَا فِى الْمِنْدِيْل وتَضَعُهَا عَلَى الطَّبَقِ وصَعَدَ بِهَا مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ ـ وكُنتُ أنا فِىْ أخِرِهِمْ ـ فَلَمَّا انْتَهَى الْاَمْرُ اِلَىَّ .تَقَدَّمَتْ جَارِيَتِى اِلَىَّ لِتَفْعَلَ بِرُوْحِىْ كَمَا فَعَلَتْ صَوَاحِبَهَا ـ فَلَمَّا ارادَ السَّيَّافُ قَتْلِىْ ـ قَالَ الوَاقِفُ عَلَى رَاسِ الْمَلِكِ : اَيُّهَا الْمَلِكُ ! اِذَا قَتَلْتَهُمْ جَمِيْعًا فَمَنْ يُّخْبِرُ الْمُسْلِمِيْنَ بِقَتْلِهِمْ ؟ فَتَرْكُ هٰذَا لِيُخْبِرَ الْمُسْلِمِيْنَ فَتَرَكَنِىْ مِنَ الْقَتْلِ ـ فَوَلَّتِ الْجَارِيَةُ عَنِّىْ وهِىَ تَقُولُ : مَحْرُوْمٌ ـ فَلِذٰلِكَ اَتَضَرَّعُ هٰهُنَا واَقُوْلُ : يَارَبِّ مَاذَا صَنَعْتَ فِىْ اَمْرِ الْمَحْرُوْمِ ! فَقُلْتُ لَهُ : لَاتَيْاَسْ فَفَضْلُ اللّٰهِ كَبِيْرٌ ـ

অনুবাদ॥ এরপর আমি আকাশের দিকে তাকালাম। দশজন বেহেশতী হুরকে দেখতে পেলাম। প্রত্যেকের সাথেই ছিলো একটি করে রুমাল ও একটি করে তশতরী, আর তাদের ওপরে আকাশের দশটি দরজা উন্মুক্ত রয়েছে। আমাদের এক একজনকে হত্যা করা হচ্ছিলো। একজনের রমনী তার নিকট অবতরণ করছিলো এবং তার আত্মা নিয়ে রুমালে পেঁচিয়ে তা তশতরীতে রাখছিলো। এরপর তা নিয়ে ঐ উন্মুক্ত দরজাসমূহের একটি দিয়ে চলে যাচ্ছিলো। আমি ছিলাম তাদের মধ্যে সর্বশেষ। জল্লাদ আমার নিকট পৌঁছলো, আমার জন্য নির্ধারিত রমনীও আমার দিকে অগ্রসর হলো আমাকে আমার সাথীদের মতো নেয়ার জন্যে। জল্লাদ যখন আমাকে হত্যা করতে চাইলো তখন সম্রাটের নিকট দাঁড়ানো ব্যক্তি বলে উঠলো, হে সম্রাট! যদি তাদের সকলকেই হত্যা করে ফেলেন তবে তাদের নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছাবে কে? সুতরাং সম্রাট আমাকে হত্যা থেকে বিরত থাকেন। তখন আমার জন্যে নির্ধারিত রমনী বঞ্চিত হয়ে যেন বলতে বলতে ফিরে গেলো। একি. কারণেই আমি কাঁদছি ও বলছি, হে আমার প্রতিপালক! আপনি কি করলেন এ বঞ্চিতের ব্যাপারে? তখন আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আপনি নিরাশ হবেন না। আল্লাহর অনুগ্রহ অনেক বড়ো।

তাহকীক : سَيَّاف কোতয়াল, তরবারিধারী, বহু: سَيَافَة ـ سَيَّافُ الاَمِيْرِ জল্লাদ।

حكاية - ٢٨ : حُكِيَ اَنَّ رَجُلاً كَانَ لَهُ كُرُومٌ وَاَشْجَارٌ فَاُخْبِرَ اَنَّهَا اَهْلَكَهَا الْبَرْدُ ـ فَوَسْوَسَ لَهُ الشَّيْطَانُ ، اِنَّكَ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَتُطِيْعُهُ وَقَدْ اَهْلَكَ كُرُوْمَكَ وَاَشْجَارَكَ ـ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيْدًا وَخَرَجَ وَرَمٰى بِالْمِفْتَاحِ ـ فَطَارَ الْمِفْتَاحُ فِي الْهَوَاءِ سَاعَةً ثُمَّ عَادَ اِلَيْهِ وَتَعَلَّقَ بِعُنُقِهٖ حَيَّةً سَوْدَاءَ ـ وَاسْتَمَرَّ مُعَلَّقًا بِعُنُقِهٖ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا حَتّٰى مَاتَ ـ فَلَمَّا اَرَادُ غُسْلَهُ ذَهَبَ عَنْ عُنُقِهٖ، فَلَمَّا دَفَنُوْهُ عَادَتْ اِلَيْهِ ـ

(২৮) সাপ গলায় চল্লিশ দিন

অনুবাদ ॥ বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তির আঙ্গুর ও বিভিন্ন বৃক্ষের বাগান ছিলো। একদা তাকে সংবাদ দেয়া হলো, যে প্রচণ্ড তুষারপাতে তোমার বাগান ধ্বংস করে ফেলেছে। শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলো যে, তুমি আল্লাহর উপাসনা করো, তারই আনুগত্য প্রদর্শন করো, অথচ তিনি তোমার আঙ্গুর বাগান ও অন্যান্য বৃক্ষরাজি ধ্বংস করে দিলেন। সে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলো এবং আকাশের দিকে চাবি ছুঁড়ে মেরে বললো, তুমি আমার আঙ্গুর বাগান ও অন্যান্য বৃক্ষরাজি ধ্বংস করে দিয়েছো। সুতরাং (তার) চাবিও নিয়ে নাও। কিছু সময় নিক্ষিপ্ত চাবিটি হাওয়ায় উড়তে থাকে। অত:পর তার দিকে তা ফিরে আসে এবং একটি কালো সাপে পরিণত হয়ে তার গলায় পেঁচিয়ে ধরে। এ সাপটি তার গলায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত পেঁচিয়ে ছিলো। এরপর লোকটি মৃত্যুবরণ করলো। লোকেরা যখন তাকে গোসল করানোর সংকল্প করলো! সাপটি তখন তার গর্দান ছেড়ে চলে গেলো। আবার দাফন করার পর সাপটি ফিরে এলো।

তাহকীক : كُرُوْمٌ : كَرْمٌ এর বহু: আঙ্গুরের লতা বিশিষ্ট ঘন বাগান।
ثِمَار : ثَمَرٌ এর বহু: ফল, اَلْاَثْمَارُ ফলদার হওয়া, عُنُق গর্দান, حَيَّة সাপ।

তারকীব : اِنَّ رَجُلاً لَهُ كُرُوْمٌ الخ : رَجُلاً ـ ان -এর ইসম, এখানে كَانَ ফে'লে লাযিম মাহযূফ রয়েছে। মূলত كان له كروم ছিলো। له মুতাআল্লিক كان এর সাথে كروم واَشْجَارٌ হলো كان এর ইসম। كان টি تام ـ كان তার ইসম ও মুতাআল্লিক মিলে ان এর খবর।

فَاُخْبِرَ اَنَّهَا اَهْلَكَهَا الخ : اُخْبِرَ ফে'লে মাজহুল, اَنَّهَا اَهْلَكَهَا الْبَرْدُ জুমলা হয়ে اخبر এর নায়িবে ফায়েল।

فائدة : عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمْ قالَ كانَ مِفْتاحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مَعْ سُلَيْمانَ عَلَيْهِ السلام - لايَامَنُ عَلَيْهِ اَحَدًا - فقامَ لَيْلَةً لِيَفْتَحَهُ بِهِ فَعُسِرَ عَلَيْهِ .فَاسْتَعانَ بِالْجِنِّ - فَعُسِرَ عَلَيْهِم ، فَاسْتَعانَ بِالإنْسِ فَعُسِرَ عَلَيْهِم ، فَجَلَسَ حَزِيْنًا كَئِيْبًا يَظُنُّ انَّ ربَّه قدْ مَنَعَهُ مِنْ بَيْتِهِ - فَبَيْنَما هوَ كَذٰلك ، اِذ اَقْبَلَ عَلَيْهِ شيخٌ يَتَّكِئُ عَلٰى عَصا لِكِبَرِهِ - وكانَ مِنْ جُلَسَاءِ اَبِيْهِ دَاوٗدَ عليه السلامُ- فقالَ يَانَبِيَّ اللّهِ اراك حَزِيْنًا! فَقال :اِنَّ هٰذا الْبابُ قد عُسِرَ فتحُهُ عَلَيَّ وعَلٰى الانْسِ والْجِنِّ - فَقالَ لَهُ شَيْخٌ : اَلَا اُعَلِّمُكَ كَلِماتٍ كانَ اَبُوْكَ يَقولُهُنَّ عندَ كَرْبِهِ فَيَكْشِفُهُ اللّهُ عنهُ ؟ قال بَلٰى ! فقال اللّٰهُمَّ بِنُوْرِكَ اهْتَدَيْتُ وبِفَضْلِكَ اسْتَغْنَيْتُ، بِكَ اصْبَحْتُ وَاَمْسَيْتُ ، ذنوبِيْ بَيْنَ يَدَيْكَ استغفرُكَ واتوبُ اِلَيْكَ يَاحَنَّانُ يَامَنَّانُ ! فلمَّا قالَهَا اِنْفَتَحَ لَهُ الْبابُ بِاِذْنِ اللّهِ تَعالٰى - واللّه اعلم -

মসজিদে আকসার চাবি

অনুবাদ॥ ফায়েদা : হযরত সুলাইমান (আ)-এর নিকট মসজিদে আকসার চাবি থাকত এ ব্যাপারে তিনি কারো ওপর আস্থা রাখতেন না। একরাতে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস খোলার ইচ্ছা করলেন, কিন্তু তা খোলা তার জন্যে কষ্টকর হয়ে পড়ে। ফলে জ্বিনদের সাহায্য নিলেন কিন্তু তারাও এতে ব্যর্থ হলো। অত:পর তিনি মানুষের নিকট সাহায্য চাইলেন, তাদের জন্যেও কঠিন হয়ে পড়লো। সুলাইমান (আ) ভগ্ন হৃদয়ে বসে রইলেন। চিন্তা করতে লাগলেন, হয়তো তার প্রতিপালক তাঁর ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। এমন সময় তার নিকট আগমন ঘটলো এক ক্ষুণ ক্ষুণে বৃদ্ধের। বার্ধক্যের কারণে সে লাঠিতে ভর দিয়ে ছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত সুলাইমান (আ)-এর পিতা হযরত দাউদ (আ)-এর একজন সভাসদ। বৃদ্ধ হযরত সুলাইমান (আ)-এর সামনে এসে বললো, হে আল্লাহর নবী! আপনাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে। তিনি বৃদ্ধকে বললেন এ দরজা খোলা আমার জন্যে কঠিন হয়ে পড়েছে। এমনকি অন্যান্য মানুষ ও জ্বিনদের ওপরও। বৃদ্ধ নবীকে বললেন, আমি কি আপনাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দেবো যা বিপদের সময় আপনার পিতা বলতেন? তিনি বললেন, অবশ্যই। বৃদ্ধ তখন বলেন অর্থ– হে আল্লাহ! তোমার নূরের (জ্যোতি) দ্বারাই আমি (সঠিক) পথের সন্ধান পেয়েছি এবং তোমার করুণায় ধন্য হয়েছি। তোমার সাহায্যে আমি সকাল ও সন্ধ্যা যাপন করি। আমার পাপরাশি সামনেই বিদ্যমান, তোমার নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থী তোমার নিকট তাওবা করছি হে আমার করুণাধার, হে সীমাহীন অনুগ্রহকারী দাতা, এ বাক্যগুলো পাঠ করলেন তিনি। আর আল্লাহর মর্জিতে দরজা খুলে গেলো।

তাহকীক : زيد بن اسلم : যায়েদ ইবনে আসলাম হযরত উমর (রা:)-এর আযাদকৃত গোলাম। উপনাম আবু আব্দুল্লাহ, ৩৬ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

صِفَةُ كُرْسِيِّ سَيِّدِنَا سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

رُوِيَ أَنَّه لَمَّا أَرَادَ الجُلُوسَ لِلْحُكْمِ أَمَرَ الشَّيَاطِيْنَ بِأَنْ يَعْمَلُوا لَهُ كُرْسِيًّا بَدِيْعًا بِحَيْثُ لَوْ رَاهُ مُبْطِلٌ أَوْ شَهِدُ زُوْرٍ إِرْتَعَدَتْ فَرَائِصُه فَاتَّخَذُوْهُ مِنْ أَنْيَابِ الفِيْلَةِ وَزَيَّنُوْهُ بِالْجَوَاهِرِ وَالْيَوَاقِيْتِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالزَّبَرْجَدِ وحَفُّوْهُ بِأَشْجَارِ الكُرُوْمِ مِنَ المَعَادِنَةِ بِأَرْبَعِ نَخْلَاتٍ مِنَ الذَهَبِ وشَمَارِيْخُهَا مِنَ الفِضَّةِ وعَلَى رَاسِ نَخْلَتَيْنِ مِنْها طَاوُسَانِ مِنْ ذهبٍ وعَلَى رَاسِ الأُخْرَيَيْنِ نَسْرَانِ مِنْ ذَهَبٍ وعَلَى جُبْهَتِهِ أَسَدَانِ مِنْ ذَهَبٍ وعَلَى رَاسِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَمُودٌ مِنْ زُمُرُدِ الأَخْضَرِ -

সুলাইমান (আ)-এর সিংহাসন

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে, একবার হযরত সুলাইমান (আ) বিচারকার্য পরিচালনার জন্যে একটি সংসদ গঠনের সংকল্প করলেন, তিনি জ্বিনদেরকে আদেশ দিলেন, তারা যেন এমন এক অভিনব সিংহাসন প্রস্তুত করে যা মিথ্যাবাদীরা ও মিথ্যা-সাক্ষীরা দেখলে তাদের কাঁধের গোশ্ত কেঁপে উঠে। জ্বিনেরা হাতির দাঁত দ্বারা সিংহাসন তৈরি করে তাকে মণি-মুক্তা, ইয়াকূত ও যবরযদ দ্বারা সুসজ্জিত করলো। তার চারপাশে খনিজদ্রব্যে নির্মিত আঙ্গুর বৃক্ষ দ্বারা এবং স্বর্ণের চারটি খেজুর বৃক্ষ দ্বারা বেষ্টিত করলো। বৃক্ষগুলোর শাখা ছিলো স্বর্ণের। তন্মধ্যে দু'টো খেজুর বৃক্ষের চূড়ায় বসানো ছিলো স্বর্ণের দু'টো ময়ূর, অন্য দু'টোর চূড়ায় বসানো ছিলো স্বর্ণের দু'টো শকুন। সিংহাসনের ললাটে স্বর্ণের দুটি সিংহ। আর উভয় সিংহের মাথায় সবুজ জমরদ পাথরের স্তম্ভ।

তাহকীক : كُرْسِيٌّ : চেয়ার, কেদারা, সিংহাসন অর্থে, বহু: كرسى - بديع : নব উদ্ভাবিত, (ف) التَبَدُّع। নমুনাবিহীন কিছু তৈরি করা, আবিষ্কার করা, البِدْعَة। ধর্মীয় ক্ষেত্রে নব রচিত প্রথা।

شاهِد : اسم فاعل সাক্ষী, বহু: شُهَدَاء - شاهِدُون (ف) الشَّهَادَة সাক্ষ্য দেয়া।

زُوْر : মিথ্যা, বিবেক, শক্তি, নেতা (ن) زار زيارة সাক্ষাতের জন্য যাওয়া, زور (تفعيل) মিথ্যা সাজানো, اجوف واوى -

اِرْتَعَدَتْ - واحد مؤنث - ماضى - افتعال - الإِرْتِعَادُ কম্পন করা।

فَرَائِص : فَرِيصَة এর বহু: কাঁধের গোশ্ত।

أَنْيَاب : نَابٌ এর বহু: দাঁত (ض) نَابَ نَيْبًا দাঁতে মারা, দাঁত কটমট করা।

حَفوا : جمع مذكر غائب - ماضى - (ن) حفا حفوا ঘেরা, বেষ্টনী দেয়া।

مُعَادِنَة : খনিজ পদার্থ, معدن খনি।

شَمَارِيْخ : شِمْرَاخ এর বহু: শাখা, ডাল, খেজুর বা আঙ্গুরের কাঁদি।

طَاوُسَان : طاوُس এর দ্বিবচন, ময়ূর, نسران : نسر এর দ্বিবচন, বাজপাখি।

عَمُود : খুঁটি, স্তম্ভ, বহু: عماد - اعمدة عمد

زُمُرُد : সবুজ বর্ণের মূল্যবান পাথর।

وجُعلوْه عَلَى صَخْرةٍ تَحْتَهَا تِنِّينٌ مِنْ ذَهَبٍ لإِدَارَتِهِ فَإِذَا صَعِدَ سُلَيْمَانُ عَلى الدَّرَجَةِ السُّفْلَى مِنْه إِسْتَدَارَ الكُرسِىُّ بِجَمِيْعِ مَا فِيْهِ كَدَوَرانِ الرَّحَى ونَشَرَتِ النُّسورُ وَالطَّواوِيْسُ أَجْنِحَتَهَا وبَسَطتِ الاسَدُ أَيْدِيَهَا وضَرَبَتِ الارضَ بِأَذْنَابِهَا وكَذا كُلُّ دَرَجَةٍ فَإِذَا وَصَلَ الَى العُلْيَا وضَعَ النَّسْرَانِ تَاجَهُ عَلَى رَاسِهِ ونَفَحَا عَلَيْهِ الْمِسْكَ وَالْعَنْبَرَ فَإِذَا جَلَسَ نَاوَلَتْهُ حَمَامَةٌ مِنْ ذَهَبِ الزَّبُوْرَ فَيَقْرَأَهُ عَلى النَّاسِ ويَجلِسُ عَلَى يَمِيْنِهِ عُلماءُ بَنِي إسرائيلَ عَلَى كُراسِيِّ الذَّهَبِ وعُظَمَاءِ الْجِنِّ عَنْ يَسارِهِ عَلَى كُراسِيِّ الْفِضَّةِ ثمَّ بعدَهُ يُجْلِسُ هٰكذَا لِلْقَضَاءِ . فَإِذَا جَاءَ شُهُودٌ لِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ دَارَ الْكُرْسِيُّ بِمَا فِيْهِ كَالرَّحَى وفَعلتِ الأُسُدُ والنُّسُورُ وَالطَّواوِيْسُ مَا تَقَدَّمُ . فَتَقَدَّمَ الشُّهُودُ فَلا يَشْهَدُوْنَ الا بِالْحَقِّ - فَلَمَّا ماتَ سُلَيْمَانُ عليه السلامُ أَخَذَ بُخْتُ نَصَرَ ذٰلك الكُرْسِيَّ ، فلمّا أراد الصُّعودَ عَلَيْهِ ضَرَبَهُ أَحَدُ الْأَسَدَيْنِ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى سَاقِهِ وقَدَمِه ، فلَمْ يَقْدِرْ عَلى الصُّعودِ واسْتَمَرَّ يَتَوجَّعُ مِنْهُ حَتّى مَاتَ وبَقِيَ الْكرسِيُّ بِأَنْطَاكِيَّةَ حَتّى غَزاهَا كراسُ بْنُ سُداسٍ - فَهَزَمَ بُخْتَ نَصَرَ. ثمَّ رَدَّ الكُرسِيَّ الى بَيْتِ المَقْدِسِ فلَمْ يَسْتَطِعْ احَدٌ مِّنَ المُلوكِ الصُّعودَ عَلَيْهِ . فوضعَ تحتَ الصَّخْرةِ فغابَ . فلمْ يُعْرَفْ لَهُ خَبرٌ و لا أَثَرٌ ولمْ يُعْرَفْ اينَ ذَهَبَ والله اعلم .

অনুবাদ॥ সিংহাসনকে জ্বিনেরা একটি পাথরের ওপর স্থাপন করেছিলো, যার নিচে ছিলো ঘুরানোর জন্যে স্বর্ণের দু'টো অজগর। হযরত সুলাইমান (আ) যখন প্রথম সিঁড়িতে পদার্পণ করতেন, তখন সিংহাসনটিসবসহ চাক্কির মত ঘুরতো। ময়ূর আর শকুন নিজেদের পেখম মেলে দিতো। সিংহ দু'টো নিজেদের হস্তদ্বয় থাবা বিস্তার করে যমীনের উপর লেজ মারতে থাকতো। প্রতি সিঁড়িতেই ছিলো এ ব্যবস্থা। তিনি সর্বোচ্চ সিঁড়িতে যখন আরোহণ করতেন, শকুনদ্বয় তাঁর মাথায়

(রাজ) মুকুট পরিয়ে দিতো এবং তাতে মিশক ও আম্বরের সুগন্ধি ছিটাতো। তিনি উপবেশন করলে স্বর্ণের একটি কবুতর তার হাতে যাবূর গ্রন্থ তুলে দিতো। তিনি জনসম্মুখে তা পাঠ করতেন। বিচার পরিচালনাকালে তাঁর ডানপার্শ্বে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের আলেমগণ স্বর্ণের কেদারায় এবং বাম পার্শে বিশিষ্ট জ্বিনরা রৌপ্যের কেদারায় উপবেশন করতো। অত:পর শুরু করতেন তিনি বিচার পরিচালনা। সাক্ষীগণ যখন সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে সামনে আসতো, তার মধ্যস্থ সব কিছু নিয়ে সিংহাসনটি চাক্কির ন্যায় ঘুরতো। ময়ূর, শকুন ও সিংহদ্বয় পূর্বের আচরণের ন্যায় করতো।

সুতরাং সাক্ষী এসব প্রত্যক্ষ করে ঘাবড়ে যেতো এবং সত্য সাক্ষ্যই প্রদান করতো। যখন হযরত সুলাইমান (আ) ইহধাম ত্যাগ করলেন, তখন বুখ্‌তে নসর সিংহাসন দখল করে নিলো। যখন সে সিংহাসনে আরোহণের সংকল্প করলো তখন সিংহদ্বয়ের একটি ডান হস্ত দ্বারা বুখ্‌তে নসরের পায়ের গোছায় থাবা মারে, ফলে তাতে আরোহণ করতে সক্ষম হলো না। এ ব্যথায় সে ক্রমাগত ভুগছিলো। আর এ ব্যথায়ই সে মৃত্যুবরণ করলো। সিংহাসনটি ইনতাকিয়ায় রয়ে যায়। কূরাস ইবনে আদাস আক্রমণ করে বুখতনসরকে বিপর্যস্ত করে। এরপর সিংহাসনটি বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরিয়ে দেয়। তারপর আর কেউই এতে আরোহণ করতে পারেনি। এরপর এটাকে মসজিদে আক্‌সার সাখরার নিচে রাখা হয়। সেখান থেকে তা অদৃশ্য হয়ে যায়। কেউই এর আর সন্ধান ও আলামত পায়নি, কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে কেউ তা জানেনা! আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

তাহকীক : تِنِّيْن : অজগর, বহু: تَنَانِيْن - صَخْرَة পাথর খণ্ড।

أَسَد : বাঘ, সিংহ, স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্যে ব্যবহৃত হয়। তবে বাঘিনীর জন্যে لَبُوَة শব্দ ও ব্যবহৃত হয়। বহুঃ أُسْد - أُسُد - أُسُود - آسَاد

نَفَحَا : تثنيه مذكر - ماضى - (ف) النَفح সুঘ্রাণ বিচ্ছুরিত হওয়া।

مِسْك : কস্তুরী, মৃগনাভী, مُشْك এর আরবি রূপ।

رَحًى : চাক্কি, যাতা, বহু: أَرْحَاء - أَرْحِيَة - رحى - (ن) الرَّحْوُ চাক্কি চালান।

يَتَوَجَّعُ : واحد مذكر غائب - مضارع - تفعل - التوجع ব্যথা পাওয়া।

তারকীব : وجُعَلوه صَخْرَة الخ : صَخْرَة মওসূফ تَحْتَهَا الخ সিফত হয়ে موجودة উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে মুতাআল্লিক হয়ে মুবতাদায়ে মুওয়াখ্যার। لَا يُرَاتِبه মুতাআল্লিক حاصل এর সাথে।

حكايت - ٢٩: حُكِىَ انَّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السلامُ كانَ يَطِيرُ بَيْنَ السَّمَاءِ والارضِ عَلى الرِّيحِ ـ فمرَّ يَوْمًا علىٰ بَحْرٍ عَمِيقٍ ـ فَرَاىٰ فيْهِ موجًا هَائِلاً مِنَ الرِّيْحِ ـ فامَرَ بِذٰلك الرِّيح ، فسَكَنَ ثم امرَ الشَّياطِيْنَ ان تَغُوْصَ فِى المَاءِ لِتَنْظُرَ ـ فَانْغمَسُوا واحِدًا بعدَ واحِدٍ ـ فوَجَدُوا قُبَّةً مِن دُرَّةٍ بَيْضَاءَ لاَبابَ لَهَا ـ فَاخبَرُوه بِهَا فَامَرَ بِاِخْرَاجِهَا ـ فاخَرجُوْها ، فوَضعُوْها بَيْنَ يَدَيْهِ ـ فتعجَّبَ منها ، فدَعَا اللّٰهُ تعالىٰ ، فَانْفَلقَتْ وفتَحَ لهَا بابٌ ـ فَاِذَا فِيْها شابٌّ سَاجِدٌ لِلّٰهِ تعالىٰ ـ فقالَ لهُ سُلَيْمان عليه السَّلام :اَمِنَ الْمَلائِكَةِ انتَ ام مِنَ الجِنِّ؟ فقالَ: لا ، بَلْ مِنَ الْاِنْسِ ـ فقال لهُ: باَىِّ شيءٍ نِلْتَ هٰذهِ الْكرامَةَ ؟ قالَ: بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ ، لِاَنَّه كانتْ لِى اُمٌّ عَجوزٌ وكنتُ اَحْمِلُهَا على ظَهْرِى

(২৯) সাগরতলে আবেদ যুবক

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে, হযরত সুলাইমান (আ) আকাশ ও ভূমির মধ্যভাগে উড়ে বেড়াতেন। একদিন তিনি গভীর সমুদ্রের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি হাওয়া চক্রের প্রবল ঢেউ দেখতে পান। বাতাসকে তিনি নির্দেশ দিলে তা থেমে যায়। অত:পর তিনি জ্বিনদেরকে (সমুদ্রের ভেতরগত অবস্থা) প্রত্যক্ষ করার জন্যে ডুব দিতে নির্দেশ দেন। তারা একের পর এক ডুব দিতে থাকে। তারা দরজা (জানালা) হীন একটি সাদা মুক্তার গম্বুজ দেখতে পেলো। তারা এ বিষয়ে সুলাইমান (আ) কে অবগত করলো। সুলাইমান (আ) তা তুলে আনার আদেশ দিলেন। জ্বিনেরা তা উঠিয়ে সুলাইমান (আ)-এর সামনে রাখলো। তা (দেখে) তিনি বিস্মিত হলেন। মহান রবের নিকট দোয়া করলেন, ফলে পাথরটি ফেটে গেলো এবং একটি দরজা খুলে গেলো। তিনি বিস্ময় ভরে দেখলেন, তাতে রয়েছে এক যুবক আল্লাহর জন্যে সেজদারত। সুলাইমান (আ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, (কে তুমি) ফেরেশ্তা না, জ্বিন? যুবক জবাব দিলো, না; বরং (আমি) মানুষ। সুলাইমান (আ) বললেন, কিসের বদৌলতে লাভ করেছো তুমি এ মহান মর্যাদা? সে বললো, মাতা-পিতার সেবা করার কারণে। আমার ছিলো এক বৃদ্ধা জননী। তাকে আমি পিঠে বহন করে চলতাম।

তাহকীক : عُمِيق গভীর, صيغه صفت (ك) العُمْق গভীর হওয়া।
- اجوف واوى واحد مؤنث غائب : تَغُوْصَ মضارع (ن) يَغُوْصُ ডুব দেয়া
انْغِمَاس ـ انفعال ـ ماضى ـ جمع مذكر غائب : اِنْغَمَسُوا الانغماس ডুব দেয়া।
دُرَّةٌ: বড়ো মুক্তা বহু: دُرَرٌ ـ دُرَّات -

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهَا لِيْ- اَللّٰهُمَّ ارْزُقْهَا السَّعَادَةَ واجْعَلْ مَكَانَهُ بعدَ وَفَاتِيْ لاَ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ. فلمَّا مَاتَتْ كنتُ أدُورُ بِسَاحِلِ البَحْرِ فرَأيتُ قُبَّةً مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهَا اِنْفَتَحَتْ لِيْ فَدَخَلتُ فِيْهَا فَانْطَبَقَتْ عَلَيَّ بِقُدرَةِ اللّٰهِ تعالى. فَلاَ أدْرِيْ أنا فِي الأرْضِ، او فى الهَوَاءِ ،اوْ فِي السَّمَاءِ و يرزقنى الله تعالى -

فقالَ سُلَيْمَانُ : كَيفَ يَاتِيكَ رزقُكَ فِيْهَا ؟ قال اذا جُعْتُ يَخْرُجُ مِنَ الحَجَرِ الشَّجَرُ، ويَخرجُ من الشَّجَرِ الثَّمَرُ، ويَنْبَعُ مِنه ماءٌ أبيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَاَحْلٰى مِنَ العَسَلِ وابرَدُ مِنَ الثَّلْجِ - فَاكُلُ واَشرَبُ . فَإذَا شَبِعتُ وَرَوِيْتُ زَالَ ذٰلكَ فقالَ سُلَيمَانُ عَلَيهِ السلامُ : كَيْفَ تَعرِفُ اللَّيلَ مِن النَّهَارِ؟ فقالَ اِذَا طَلَعَ الفَجْرُ ابْيَضَّتِ القُبَّةُ وَانَارَتْ، وَإذا غَرَبَتْ أظْلَمَتْ. فَاَعرِفُ بِذٰلِكَ النَّهَارَ وَاللَّيلَ . ثُمَّ دَعا اللّٰهَ تَعالٰى فَانْطَبَقتِ القُبَّةُ وصَارَتْ كَبَيْضَةِ النَّعَامَةِ وعَادَتْ اِلىٰ مَحَلِّهَا فِيْ قَاعِ البَحْرِ واللّٰهُ تعالى علٰى كلِّ شَيْءٍ قديْر -

---

অনুবাদ॥ তিনি আমার জন্যে দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার বাচাধনকে সৌভাগ্যশালী করো, আমার মৃত্যুর পর তার নিবাস করো, ভূমি-আকাশহীন স্থানে। তার মৃত্যুর পর সমুদ্র সৈকতে আমি বেড়াতাম। একদিন আমি শুভ্র মুক্তার একটি ঘর দেখলাম, আমি তার নিকটবর্তী হলে তা আমার জন্যে খুলে গেলো। তাতে আমি প্রবেশ করলাম। খোদার কুদরতে তা বন্ধ হয়ে গেলো। তারপর আর আমি জানিনা, আমি ভূমিতে, না শূন্যে না কি আকাশে? আল্লাহ তা'আলা এর মধ্যেই আমার রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। সুলাইমান (আ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এর মধ্যে কিভাবে তোমার রিযিক পৌছে? যুবক বললো– আমি ক্ষুধার্ত হলে পাথর থেকে একটি বৃক্ষ বেরিয়ে আসে। তাতে ফল ধরে এবং তা হতে দুধ থেকে সাদা, মধু হতে মিষ্ট, বরফ হতে ঠাণ্ডা পানি নির্গত হয়। আমি তা

আহার করি ও পান করি। আমি যখন পরিতৃপ্ত হই ও আমার পিপাসা মিটে যায়, এ বৃক্ষ তখন অদৃশ্য হয়ে যায়। সুলাইমান (আ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি রাত-দিন বুঝ কিভাবে? যুবক বললো, সুবহে সাদিক হলে ঘরটি শুভ্র ও জ্যোতির্ময় হয়ে যায়। আর সূর্যাস্ত হয়ে গেলে তা আঁধার হয়ে যায়। তাতেই আমি বুঝতে পারি রাত-দিনের পার্থক্য, এরপর তিনি দোয়া করলেন, বৃত্তাকার ঘরটি জোড়া লেগে উট পাখির ডিমের মতো (গোল) হয়ে গেলো। এরপর সমুদ্র গভীরে তা স্ব-স্থানে চলে গেলো। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

তাহকীক : سَاحِل : কিনারা, তির, পাড়, বহু: سَوَاحِل -

يَنْبُعُ : واحد مذكر غائب - مضارع (ف) النبع উৎসারিত হওয়া, ঝর্ণা হতে পানি বের হওয়া।

أَحْلٰى : অতিশয় মিষ্ট, সুমধুর, واحد مذكر - اسم تفضيل মাদ্দা حلو -

رَوِيَتْ : واحد مؤنث - ماضى (س) الرِّوِيُّ তৃষ্ণামুক্ত হওয়া, لفيف مقرون -

أَنَارَتْ : واحد مؤنث - ماضى - افعال - الإنَارَة আলোকিত করা, মাদ্দা نور - اجوف واوى -

إِنْطَبَقَتْ : واحد مؤنث - ماضى - انفعال - الإنطِبَاقُ বন্ধ হওয়া।

نَعَامَة : উটপাখি, বহু: نعائم - نعامات - نعام -

তারকীব : كَيْفَ يَاتِيْكَ رِزْقُكَ : كيف মুবতাদা, يَاتِيْ ফে'ল, ك যমীর মাফউলে বিহী, رِزْقُكَ মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে ফায়েল, আর مِنْهَا জার-মাজরূর মিলে ياتى এর সাথে মুতাআল্লিক, এসব মিলে জুমলা হয়ে খবর, মুবতাদা খবর মিলে جملة استفهامية انشائيه

اَللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ : الله মুবতাদা, كل شيئ মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মাজরূর, জার-মাজরূর মিলে قدير এর সাথে متعلق مقدم হয়ে খবর।

حكاية - ٣٠ : حُكِىَ أنَّهُ حُشِرَ لِسُلَيْمَانَ عليه السلامُ مِنَ الطُّيُورِ سَبْعُوْنَ الفَ جِنْسٍ - كُلُّ جِنْسٍ مِنْهَا لَهُ لونٌ لا يُشْبِهُهُ غيرُهُ فوقفَتْ عَلى راسِهِ كَالسَّحابِ - فَسَالَهَا مِنْ مُعَاشِهَا واين تَبِيْضُ واينَ تفقس؟ فقالتْ لَهُ: مِنَّا ما يَبِيْضُ فِى الهَوَاءِ ويفرخُ فِيْهِ، ومِنَّا ما يَبِيْضُ على جَناحِهِ حتّى يُفرِّخُ ، ومنا يُمْسِكُ بَيْضَهُ بِمِنْقارِهِ حتّى يفرخُ ، ومِنَّا مَا لا يَتَسافَدُ ولا يَبِيْضُ ونَسْلُنا قائِم أبَدًا -

قال السُّدِّىُّ (رح) : وكانَ بِساطُ سُلَيمانَ مِن نَسِيجِ الجِنِّ ، وكانَ مِن حَرِيْرٍ و ذهبٍ ، وكانَ يَحْمِلُ عَسْكَرَه ودَوابَّه وخُيُولَه وجِمَالَه وسَائِرَ الإنْسِ والجِنِّ والوُحُشِ والطيرِ - وكان عسكرُه الفُ الفٍ ويَتْبَعُهَا الفُ الفٍ - وكانَ يَسِيْرُ مَا بينَ السماءِ والارضِ قريبًا مِنَ السَّحابِ -

(৩০) বাতাসে ডিম, বাতাসেই বাচ্চা

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে, হযরত সুলাইমান (আ) একদিন সত্তর হাজার প্রকার পাখি সমবেত করলেন, তার মধ্যে প্রত্যেক প্রজাতির একটির রঙ অপরটির সাথে মিল ছিলো না। মেঘের ন্যায় পাখিগুলো তাঁর মাথার ওপর ছেয়ে থাকতো। তিনি পাখিগুলোকে তাদের জীবিকা, ডিম পাড়ার স্থান ও বাচ্চা দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। পাখিরা তাকে বললো, আমাদের কেউ শূন্যে ডিম পেড়ে তাতেই বাচ্চা দেয়, কেউ আবার ডানায় ডিম পাড়ে, তাতেই বাচ্চা ফুটায়। আবার কেউ চঞ্চু দ্বারা ডিম ধারণ করে আর সেখানেই বাচ্চা ফোটে। আমাদের মধ্য হতে কেউ এমন আছে যারা পর পাখির সাথে মিলন করে না, ডিম দেয় না তবুও আমাদের বংশ চিরদিন বাকি থাকে।

হযরত সুদ্দী (রহ) বলেন, হযরত সুলাইমান (আ) -এর বিছানা জ্বিনদের বুননকৃত ছিলো। তা ছিলো রেশম ও স্বর্ণের (তৈরি)। সেটি তাঁর সৈন্য সামন্ত, চতুষ্পদ জন্তু, ঘোড়া, উট, মানুষ, জ্বিন, হিংস্র প্রাণী ও পাখি বহন করতো। বিশ লক্ষ সৈন্য ছিলো তাঁর। এদের পশ্চাদবাহী ছিলো দশ লক্ষ। তিনি ভ্রমণ করতেন আকাশ-ভূমির মধ্যভাগে মেঘমালার নিকটবর্তী হয়ে।

তাহকীক : حُشِرَ : ماضى - مجهول - (ن ض) الحَشْرُ সমবেত করা।

طُيور : طَيْر এর বহু: পাখি, (ض) الطَّيَران উড্ডয়ন করা, উড়া, طائر বিমান, المَطار বমান বন্দর। سَحَاب : মেঘ, বহু: سُحُب -

تَفقس : واحد مؤنث - مضارع - (ض) الفَقْسُ ডিম ভেঙে ছানা বের করা।

يفرخ : واحد غائب - مضارع تفعيل التفريخ ডিম থেকে বাচ্চা পৃথক হওয়া।

لايَتَسافد : مضارع منفى واحد مذكر - تفاعل - التَّسافُد সঙ্গম করা।

نَسِيج : صفت مفعول তথা منسوج অর্থে- বুননকৃত, النَّسْجُ কাপড় বুনন করা।

عَسْكَر : লশকর, সৈন্য সামন্ত, বহু: عَساكِر -

وَكَانَ يَحْمِلُهُ الٰى اَىِّ مَوضِعٍ اَرادَ بِسُرْعَةٍ اَوْبَطِيٍّ بِحَسْبِ مَا اَرادَ وكَانَتِ الرِّيحُ فِى قُوَّةِ هُبُوبِهَا لا تَضُرُّ شَجَرًا ولا زَرْعًا ولا غَيرُ ذٰلِكَ ـ وَاِذا تَكَلَّمَ اَحَدٌ ـ اَلقَتْ كَلامَهُ فِى اُذُنِهِ و كَانَ لَهُ كُرسِىٌّ مِّنْ ذَهَبٍ مُرَصَّعٍ بِاليَواقِيتِ ـ وحَوْلَهُ ثَلٰثَةُ الاٰفِ كُرسِىٍّ ـ وقِيلَ سِتُّمِائَةِ الفِ كرسِيٍّ بِرَسْمِ العُلَماءِ وَالوُزَراءِ واَكَابِرِ بَنِى اسرائيلَ ـ وكَانَ لِعَسكَرِهِ مِائَةُ فَرسَخٍ ـ خَمسَةٌ وَّعِشرُونَ فَرسَخًا لِلاِنسِ ، وخَمسَةٌ وَّعِشرُونَ فَرسَخًا لِلْجِنِّ ، وخَمسَةٌ وَّعشرون فرسخًا لِلوَحشِ وخمسةٌ وَّعشرون فرسخًا للطَّيرِ وكانَتِ الجِنُّ تَستَخرِجُ له الدُّرَّ والجَواهِرَ مِن البِحَارِ ـ وكانَ فِى مَطبَخِهِ مِن الذَّبائِحِ فِى كُلِّ يَومٍ مائةُ الفِ شاةٍ ، وَاربعُون الفَ بَقَرٍ- مَعَ ذٰلِكَ كانَ لَايَاكُلُ اِلّا مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ كَمَا نُقِلَ مِنْ خُبزِ الشَّعِيرِ ـ

অনুবাদ॥ তিনি যেখানে ইচ্ছে করতেন, তার ইচ্ছে মা'ফিক দ্রুত বা ধীরে সেখানে নিয়ে যেতো। দ্রুতগতি হওয়া সত্ত্বেও বৃক্ষ-রাজি, কৃষি খামার ও অন্য কিছুরই বাতাস ক্ষতি করতো না। কেঁউ কথা বললে সুলাইমান (আ)-এর কানে বাতাসে তা পৌঁছে দিতো। তার ছিলো মণি-মুক্তা খঁচিত এক (শাহী) সিংহাসন। এর পার্শ্বে থাকতো তিন হাজার কেদারা। কেউ বলেছেন ছয় লাখ। সেগুলো ছিলো বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের জন্যে নির্দিষ্ট। তাঁর সেনা দলের জন্যে ছিলো একশো ক্রোশ (৩০০ মাইল) ভূমি। তার মধ্যে পঁচিশ ক্রোশ ছিলো মানুষের জন্যে, পঁচিশ ক্রোশ জ্বিনদের জন্যে, পঁচিশ ক্রোশ পাখ পাখালির জন্যে।- জ্বিনেরা সুলাইমান (আ)-এর জন্যে সমুদ্র হতে মণি-মুক্তা আহরণ করতো তার রন্ধনশালে প্রত্যহ একলক্ষ বকরী, চল্লিশ হাজর গরু জবাই করা হতো। এসত্ত্বেও তিনি স্বহস্তে উপার্জন করে খেতেন। যেমন– বর্ণিত আছে যে, তিনি যবের রুটি খেতেন।

তাহকীক : بَطِىٌّ ধীর গতিসম্পন্ন বহুঃ بِطَاءٌ আর بطا بِطْئًا (ن) بَطُؤَ এবং اَبْطَأَ অর্থ দেরি করা, বিলম্ব করা, تَبَطَّأَ পেছনে চলা, مَطْبَخٌ (ظرف) রন্ধনশালা, রান্নাঘর, বাবুর্চীখানা, (ف) الطَّبْخُ রান্না করা, وَحْش : বন্য প্রাণী, বহু: وُحْشَانٌ ـ وُحُوش সিফাত, وُحْشِىٌّ বন্য।

وَقِيْلَ : اَنَّهُ رَكِبَ يَوْمًا عَلٰى بِسَاطِهٖ فِيْ مَرْكَبِهِ الْكَبِيْرِ وَرَاٰى مَا اَعْطَاهُ اللّٰهُ وَمَا سَخَّرَ لَهُ ـ فَاَعْجَبَهُ ذَالِكَ فَاَعْجَبَ بِنَفْسِهٖ ـ فَمَالَ بِهِ الْبِسَاطُ فَهَلَكَ مِنْ عَسْكَرِهٖ اِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا ـ فَضَرَبَ الْبِسَاطَ بِقُضَيْبٍ كَانَ فِيْ يَدِهٖ ـ وَقَالَ لَهُ : اِعْتَدِلْ يَابِسَاطُ! فَاَجَابَهُ بِقَوْلِهٖ حَتّٰى تَعْدِلَ اَنْتَ يَا سُلَيْمَانُ ! فَعَلِمَ اَنَّ الْبِسَاطَ مَامُوْرٌ فَخَرَّ سَاجِدًا لِلّٰهِ تَعَالٰى ، مُعْتَذِرًا مِمَّا قَامَ بِنَفْسِهٖ : وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ ॥ কথিত আছে যে, একদা তিনি স্বীয় আসনে আরোহণ করলেন এবং আল্লাহ প্রদত্ব সকল নিয়ামত প্রত্যক্ষ করলেন। এতে তিনি মুগ্ধ হয়ে আত্মগর্বের শিকার হলেন। ফলে ফরাশ ঝুঁকে বারো হাজার সৈন্য প্রাণ হারায়। তিনি হাতের লাঠি দ্বারা বিছানাকে আঘাত করে বললেন, হে ফরাশ! সোজা হয়ে যাও। বিছানা জবাব দিলো, হে সুলায়মান! যতোক্ষণ না আপনি সোজা হবেন। এতে তিনি বুঝতে পারলেন যে এটা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশপ্রাপ্ত। অত:পর তিনি অন্তরের গর্ব কল্পনা থেকে আল্লাহ কাছে ক্ষমা লাভের জন্যে সেজদায় পড়ে গেলেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

তাহকীক : فَرْسَخٌ : তিন মাইল সমান দূরত্ব, কারো মতে বারো হাজার গজ (প্রায় আট কিলোমিটার, বহু: فَرَاسِخُ -

حكايت -١٣ : حُكِيَ اَنَّ الْمَلِكَ بَهْرام جُوْر خَرَجَ يَوْمًا لِلصَّيْدِ ـ فَظَهَرَ لَهٗ حِمارٌ وَحْشٌ ـ فَاتْبَعَهٗ حَتّٰى خَفِيَ عَنْ عَسْكَرِهٖ ـ فَظَفِرَ بِهٖ ـ فَمَسَكَهٗ وَنَزَلَ عَنْ فَرَسِهٖ يُرِيْدُ اَنْ يَّذْبَحَهٗ ـ فَرَاٰى راعِيًا اَقْبَلَ مِنَ الْبَرِّيَةِ فَقالَ لَهٗ يَاراعِيْ ! اَمْسِكْ فَرَسِيْ هٰذا حَتّٰى اَذْبَحَ هٰذا الْحِمارَ ـ فَمَسَكَهٗ ثُمَّ تَشاغَلَ بِذَبْحِ الْحِمارِ، فَلاحَ مِنْهُ الْتِفاتٌ فَرَاَى الرّاعِيَ يَقْطَعُ جَوْهَرَةً فِيْ عِذارِ فَرَسِهٖ ـ فَاَعْرَضَ الْمَلِكُ عَنْهُ حَتّٰى اَخَذَها وقالَ اِنَّ النَّظَرَ اِلَى الْعَيْبِ مِنَ الْعَيْبِ ، ثُمَّ رَكِبَ فَرَسَهٗ وَلَحِقَ بِعَسْكَرِهٖ ـ فَقالَ لَهُ الْوَزِيْرُ: اَيُّها الْمَلِكُ اَيْنَ جَوْهَرَةُ عِذارِ فَرَسِكَ ؟ فَتَبَسَّمَ الْمَلِكُ ثُمَّ قالَ اَخَذَ مَنْ لاَ يَرُدُّها وَاَبْصَرَ مَنْ لا يَنُمُّ عَلَيْهِ ـ فَمَنْ رَاٰها مِنْكُمْ مَعَ اَحَدٍ فَلا يُعارِضُهٗ بِشَيْئٍ بِسَبَبِ ذٰلِكَ ـ

(৩২) লাগাম থেকে মুক্তা চুরি

অনুবাদ ॥ বর্ণিত আছে,একদা সম্রাট বাহ্‌রাম ঘোর শিকারে বের হলেন। তার সামনে এক জংলী গাধা প্রকাশ পেলো, তিনি তার পিছু ধাওয়া করলেন। এক পর্যায়ে সৈন্যদলের দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন। তিনি গাধা শিকারে সফল হলেন, তাকে ধরে নিয়ে এসে জবাই করার উদ্দেশ্যে ঘোড়া থেকে নামলেন। এমন সময় জঙ্গল থেকে এক রাখালকে আসতে দেখেন। তিনি তাকে বললেন, হে রাখাল! আমার এ ঘোড়াটা ধর। গাধাটি আমি জবাই করে নেই। রাখাল ঘোড়াটি ধরলো। এরপর সম্রাট গাধা জবাই করতে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। তিনি আড় চোখে দেখলেন রাখাল তার ঘোড়ার লাগাম থেকে মুক্তা কর্তন করছে। সম্রাট বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন। রাখাল নির্বিঘ্নে মুক্তা নিয়ে নিলো। সম্রাট (মনে মনে) বললেন, দোষ দেখাও দোষ। এরপর সম্রাট স্বীয় ঘোড়ায় আরোহণ করে সৈন্যদের সাথে মিলিত হলেন। উজির তাকে জিজ্ঞেস করলো। আপনার ঘোড়ার লাগামের মুক্তা কোথায়? সম্রাট মৃদু হেসে বললেন, তা এমন এক ব্যক্তি নিয়েছে যে তা কোনোদিন ফেরত দেবে না। আর তা দেখেছে এমন ব্যক্তি যে তার চোগলখোরী করবে না। কারো নিকট তোমরা কেউ তা দেখলে এ ব্যাপারে তাকে কিছুই বলো না।

তাহকীক : بَهْرَامُ পারস্যের অত্যন্ত প্রতাপশালী পঞ্চম সম্রাট, گورخر শিকারের আগ্রহী থাকায়, بَهْرَام گور নামে খ্যাতি লাভ করে, ৪২৫ হি. তে সিংহাসন লাভ করে ২১ বছর রাজত্ব করেন।

رَاعِيْ : রক্ষক, শাসক واحد مذكر ـ اسم فاعل (ف) ـ اَلرَّعْيُ وَالرِّعَايَةُ পশু চরা বা চরানো, برية জঙ্গল, মাঠ বহু: بَرَارِى -

مِسْكٌ ـ (ن ف) اَلْمَسْكُ লেগে যাওয়া, اَلْاِمْسَاكُ বিরত থাকা, ধরা।

لَاحَ : (ن) اللوح প্রকাশ পাওয়া, اجوف - عِذَار : লাগাম, মুখমণ্ডল বহু: عُذُرٌ -

لَا يَنُمُّ : مضارع منفى ـ (ن ض) نم চোগলখুরী করা, مضاعف -

حكايت - ٣٢ : حُكِيَ اَنَّ الْمَلِكَ كِسْرٰى كَانَ اَعْدَلَ الْمُلُوْكِ - قِيْلَ اِنَّ رَجُلًا اِشْتَرٰى دَارًا مِنْ رَجُلٍ اٰخَرَ فَوَجَدَ الْمُشْتَرِىْ فِيْهَا كَنْزًا فَمَضٰى اِلَى الْبَائِعِ وَاَخْبَرَهٗ بِهٖ فَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ : اِنَّمَا بِعْتُكَ دَارًا لَا اَعْرِفُ فِيْهَا كَنْزًا - وَاِنْ كَانَ فِيْهَا كَنْزٌ فَهُوَ لَكَ - فَقَالَ الْمُشْتَرِىْ : لَا بُدَّ اَنْ تَاْخُذَهٗ فَاِنَّهٗ لَيْسَ دَاخِلًا فِيْمَا اشْتَرَيْتُ - فَطَالَ الْجِدَالُ بَيْنَهُمَا - فَتَحَاكَمَا اِلَى الْمَلِكِ كِسْرٰى - فَلَمَّا وَقَفَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَذَكَرَا لَهٗ اَمْرَ الْكَنْزِ اَطْرَقَ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لَهُمَا : هَلْ مَعَكُمَا اَوْلَادٌ ؟ فَقَالَ الْبَائِعُ : اِنَّ لِىْ وَلَدًا ذَكَرًا بَالِغًا وَقَالَ الْمُشْتَرِىْ : اِنَّ لِىْ بِنْتًا بَالِغَةً - فَقَالَ كِسْرٰى لَهُمَا : اٰمُرُكُمَا اَنْ تَزَوَّجَا الْاِبْنَ بِالْبِنْتِ لِيَكُوْنَ بَيْنَكُمَا صِلَةٌ وَّقَرَابَةٌ ، وَاَنْفِقَا ذٰلِكَ الْكَنْزَ فِىْ مَصَالِحِهِمَا - فَفَعَلَا اِمْتِثَالًا لِاَمْرِ الْمَلِكِ -

(৩২) গুপ্তধনে ছেলে মেয়ের বিয়ে

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে, সম্রাট কিসরা ছিলেন সকল সম্রাটের চেয়ে ন্যায় নিষ্ঠাবান। কথিত আছে, একলোক এক ব্যক্তির নিকট থেকে বাড়ি ক্রয় করেছিলো। ক্রেতা তার বাড়িতে একটি গুপ্তধন পেলো। সে বিক্রেতাকে এ বিষয়ে অবগত করলো। বিক্রেতা বললো, তোমার নিকট আমি বাড়ি বিক্রি করেছি তার কোনো গুপ্তধন সম্পর্কে আমি কিছু জানিনা। যদি তাতে কোনো প্রকার ধন থেকে থাকে তবে তা তোমার। ক্রেতা বললো, তা তোমাকেই নিতে হবে, কেননা যা আমি ক্রয় করেছি তার মধ্যে এ গুপ্তধন অন্তর্ভুক্ত নয়। এ নিয়ে তাদের মাঝে তর্কবিতর্ক হলো। অত:পর উভয়ে (সম্রাট) কিসরার নিকট মুকাদ্দামা পেশ করলো। উভয়েই সম্রাটের সামনে দাঁড়িয়ে গুপ্তভাণ্ডার সম্পর্কে আলোচনা করলো। শির নুইয়ে সম্রাট দির্ঘ সময় চিন্তা করলেন। এরপর উভয়কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কোনো সন্তান আছে কি? বিক্রেতা বললো, আমার একটি প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র রয়েছে। ক্রেতা বললো, আমার রয়েছে এক কন্যা। সম্রাট তাদেরকে বললেন, তোমাদের দু'জনকে আমি কন্যার সাথে পুত্রের বিবাহ করিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছি। যাতে তোমাদের (উভয়ের) মাঝে গড়ে উঠে সুসম্পর্ক ও আত্মীয়তার বন্ধন। আর তোমরা তাদের কল্যাণে ঐ সম্পদ ব্যয় করো। মহামান্য সম্রাটের আদেশ পালনার্থে তারা তা-ই করলো।

তাহকীক : كِسْرٰى : বাদশাহ নওশিরওয়া পারস্য ও মাদায়েনের সম্রাটের উপাধি, বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি, এটা মূলত خسرو এর আরবিরূপ (معرب) বহু: كُسُوْر - اَكَاسِرَة -

كَنْزٌ : খনি, পুঞ্জিভূত সম্পদ, বহু: كُنُوْزٌ (ض) الْكَنْزُ ও الْاِكْتِنَازُ সঞ্চয় করা।

اَطْرَقَ : الْاِطْرَاقُ মাথা অবনত করা, (ن) الطَّرْقُ রাতে আসা।

وقِيْلَ إنَّه وَلّى عُمَّالًا عَلٰى بَعْضِ الْبِلَادِ ، فَأَرْسَلَ لَهٗ عَامِلًا زِيَادَةً عَلٰى الْخِرَاجِ الْمُعْتَادِ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ ـ فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ الٰى كِسْرٰى، أمَرَ بِرَدِّ الزِّيَادَةِ إلٰى اصْحَابِهَا وامَرَ بِصُلْبِ ذَالك العَامِلِ ـ وَقال كُلّ مَلِكٍ أخَذَ مِنْ رَعِيَّتِهٖ شَيْئًا ظُلْمًا لَايُفْلَحُ أبَدًا أوْ تُرْفَعُ الْبَرَكَةُ مِنْ أرْضِهٖ ويَكُونُ وَبَالًا عَلَيْهِ ـ ثُمَّ قَالَ : الْمُلِكُ بِالْمُلْكِ، وَالْمُلْكُ بِالْجُنُوْدِ ، والْجُنْدُ بِالْمَالِ، وَالْمالُ بِعِمارَةِ الْبِلَادِ ، وَعِمارَةُ الْبِلَادِ بِالْعَدْلِ فِى الرَّعِيَّةِ والسّلام ـ

وقال بعضُ الْحُكَمَاءِ لَمَّا سُئِلَ أيُّمَا أفْضَلُ لِلْمَلِكِ الشُّجاعَةَ أوِ الْعَدْلُ ؟ فَقال :اذا عَدَلَ الْمَلِكُ لايَحْتَاجُ إلٰى الشُّجاعَةِ واللّٰه الْمُعِيْن ـ

কিসরার ন্যায় পরায়ণতা

অনুবাদ ॥ কথিত আছে– সম্রাট কিসরা এক ব্যক্তিকে কোনো এলাকার গভর্নর নিযুক্ত করলেন। সে গভর্নর বছরের নির্ধারিত ট্যাক্সের চেয়ে বেশি তার নিকট পাঠাতো। সম্রাট কিসরা এ বিষয়ে অবগত হওয়া মাত্রই অতিরিক্ত ট্যাক্স তার প্রাপকদেরকে ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং উক্ত গভর্নরকে শূলিতে চড়ানোর আদেশ দিলেন। তিনি বললেন, যে বাদশাহ অন্যায়ভাবে তার প্রজাদের নিকট থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নেই সে কখনো সফলতা লাভ করে না তার রাজ্য থেকে বরকত উঠে যায়। আর এটা তার বিপর্যের কারণ হয়। তিনি বললেন, রাজার স্থায়িত্ব রাজত্ব দ্বারা। আর রাজত্বের (স্থায়িত্ব) সৈন্য দ্বারা। আর সৈন্যের স্থায়িত্ব সম্পদ দ্বারা, সম্পদ সঞ্চয় হয় নগরসমূহ সমৃদ্ধ করার দ্বারা। আর প্রজাদের মাঝে ইনসাফ করার দ্বারাই নগরসমূহ সমৃদ্ধ করা।

★ একপণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করা হলো, বাদশাহর জন্যে কোন গুণটি উত্তম বিরত্ব, না ইন্‌সাফ? তিনি বললেন, যখন বাদশাহ ইনসাফ করবেন তার বিরত্বের প্রয়োজন হবে না।

তাহকীক : مُلِّىْ : দীর্ঘকাল, عَامِل : গভর্নর, হাকিম, শাসনকর্তা, বহু: عمال

خِرَاج : ট্যাক্স, কর, রাজস্ব, বহু: أخْرَاج ـ أخْرِجَة -

مُعْتَاد : অভ্যাস্ত, সাভাবিক, واحد مذكر ـ اسم فاعل افتعال اجوف واوى -

رَعِيَّة: প্রজা, জনগণ, বহু: رَعَايَا ـ جُنْد : সৈনিক, বহু: جُنود -

حكايت-٣٣ : حُكِيَ اَنَّ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السلامُ مَرَّ عَلٰى صَيَّادٍ فِي الْبَرِّ . وَقَدْ نَصَبَ شَبَكَةً فَتَعَلَّقَتْ بِهَا ظَبْيٌ . فَلَمَّا رَاٰتْهُ اَنْطَقَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَهُ . فقالتْ لَهُ : يَارُوْحَ اللّٰهِ! اِنَّ لِيْ اَوْلَادًا صِغَارًا وَاِنِّيْ تَعَلَّقْتُ بِهٰذِهِ الشَّبَكَةِ مُنْذُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فَاسْتَاْذِنْ لِيْ الصَّيَّادَ حَتّٰى اُرْضِعَهُمْ وَاَرْجِعُ . فَاَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ . فَقَالَ لَهُ : اِنَّهَا لا تعودُ فَاَخْبَرَهَا بِذٰلِكَ . فقالتْ : اِنْ لَمْ اَعُدْ فَاَنَا شَرٌّ مِنَ الَّذِيْنَ وَجَدُوا الْمَاءَ يومَ الْجُمُعَةِ ولمْ يَغْتَسِلُوْا . فَاَخَذَ عَلَيْهَا الْعَهْدَ . فَذَهَبَتْ وَرَجَعَتْ خَوْفًا مِنْ نَقْضِ الْعَهْدِ . فَذَهَبَ عِيْسٰى عليه السلام ، فَلَقِيَ لَبِنَةً مِنْ ذَهَبٍ اَحْمَرَ . فَاَمَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ يَدْفَعَهَا اِلَى الصَّيَّادِ فِدَاءً عَنِ الظَّبْيَةِ فَذَهَبَ بِهَا اِلَيْهِ قَبْلَ وُصُوْلِهِ اِلَيْهِ وَجَدَهُ قَدْ ذَبَحَهَا . فَدَعَا عليه . فقال اَذْهَبَ اللّٰهُ الْبَرَكَةَ مِنْ عَمَلِهِ فكانَ كَذَالك .

(৩৩) হরিণের মিনতী

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম (আ) বনে এক শিকারির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। শিকারি একটি জাল পেতে রেখেছিলো। তাতে একটি হরিণী আটকা পড়ে। হরিণীটি যখন হযরত ঈসা (আ) কে দেখলো, আল্লাহ তা'আলা তাকে বাকশক্তি দান করলেন। হরিণী তাঁকে বললো, হে রুহুল্লাহ্! আমার কচি কচি বাচ্চা রয়েছে, আমি তিন দিন যাবত এ জালে আটকে আছি। শিকারির নিকট আপনি আমার জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করুন– তাদের দুধ পান করিয়েই আমি ফিরে আসবো। ঈসা (আ) এ বিষয়ে শিকারিকে অবগত করেন। শিকারি বললো, হরিণী ফিরে আসবে না। হরিণীকে তিনি তা জানালেন। হরিণী বললো, আমি যদি ফিরে না আসি তবে আমি তাদের চেয়েও নিকৃষ্ট যারা জুমুআর দিন পানি পাওয়া সত্ত্বেও গোসল করে না। এরপর ঈসা (আ) তার থেকে অঙ্গীকার নিলেন। সে চলে গেলো এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের ভয়ে ফিরে এলো। ঈসা (আ:) চলে গেলেন। পথে একটি স্বর্ণের ইট পেলেন। আল্লাহ্পাক হরিণীর মুক্তিপণরূপে তা শিকারিকে দিতে আদেশ দেন। ঈসা (আ) ইট নিয়ে শিকারির নিকট যাওয়ার আগেই সে তাকে জবাই করে ফেললো। হযরত ঈসা (আ) তার জন্যে বদ দোওয়া করলেন আল্লাহ যেন শিকারির কাজ থেকে বরকত উঠিয়ে নেন, পরে তাই হলো।

তাহ্‌কীক : صَيَّاد : اسم مبالغه শিকারি, بَرٌّ বন, স্থলভাগ, شَبَكَةٌ জাল।
ظَبْيَةٌ : হরিণী, বকরী, ছাগী বহু:, ظَبْيَات ، ظِبَاء আর اَلظَّبْيُ হরিণী (স্ত্রী-পু:)-
اَنْطَقَ : واحد مذكر - ماضى - افعال - الانطاق বাকশক্তি দান করা।
اُرْضِعُ : الارضاع দুধ পান করানো, দুগ্ধ দান করা, مرضعة দুগ্ধবতী।
لَبِنَةٌ : ইট, বহু: لَبِنٌ - لبن ইট তৈরি করা

. حكايت - ٣٤ : حُكِيَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِسَمَرْقَنْدَ فَمَرِضَ فَنَذَرَ إِنْ شَفَاهُ اللّٰهُ لَيَتَصَدَّقَنَّ بِجَمِيْعِ عَمَلِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِوَالِدَيْهِ ـ فَعَاشَ زَمَنًا طَوِيْلًا يَفْعَلُ هٰكَذَا ـ فَفِيْ جُمُعَةٍ طَافَ جَمِيْعَ النَّهَارِ فَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ شَيْءٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَاسْتَفْتَى بَعْضَ الْعُلَمَاءِ ـ فَقَالَ لَهُ : أُخْرُجْ وَاطْلُبْ قِشْرَ الْبِطِّيْخِ، اِغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَاخْرُجْ بِهِ عَلٰى طَرِيْقِ أَهْلِ الرَّسَاتِيْقِ وَاطْرَحْهُ بَيْنَ حَمِيْرِهِمْ وَاجْعَلْ ثَوَابَهُ لِوَالِدَيْكَ فَتَخْرُجَ مِنَ النَّذْرِ ـ فَفَعَلَ ذَالِكَ، فَرَأَى لَيْلَةَ السَّبْتِ فِي الْمَنَامِ : أَبَوَاهُ يُعَانِقَانِهِ وَيَقُوْلَانِ لَهُ: يَا وَلَدَنَا! عَمِلْتَ مَعَنَا كُلَّ شَيْءٍ مِنْ وُجُوْهِ الْخَيْرِ حَتّٰى أَطْعَمْتَنَا الْبِطِّيْخَ وَكُنَّا نَشْتَهِيْهِ ـ فَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْكَ ـ

(৩৪) বাকল খাওয়ায়ে তরমুজের সওয়াব

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে, একলোক সমরকন্দে বাস করতো। একবার সে অসুস্থ হয়ে পড়লে মান্নত করলো যে, যদি আল্লাহ আমাকে শেফা দান করেন, তবে সে শুক্রবারের যাবতীয় উপার্জন মাতা-পিতার নামে সাদকা করে দেবে। লোকটি দীর্ঘদিন জীবিত রইলো। প্রতি শুক্রবার সে তা-ই করতো। কোনো এক শুক্রবারে সারাদিন ঘোরা ফিরা করলো বটে। কিন্তু সাদকা করার মতো কিছুই পেলো না। কোনো এক আলিমের নিকট সে তার মান্নত পূর্ণ করার ব্যাপারে জানতে চাইলো, আলেম তাকে বললেন, তুমি যাও! তরমুজের বাকল খুঁজে তা পানি দ্বারা ধৌত করো, এরপর তা নিয়ে এলাকাবাসীর চলার পথে যাও এবং তাদের গাধাগুলোর সামনে তা খেতে দাও। আর এর সওয়াব তোমার মাতা-পিতার রূহের মাগফিরাতের জন্যে বখশে দাও। তবেই তুমি মান্নত থেকে মুক্তি পাবে। সে তাই করলো। এরপর শনিবার রাতেই সে স্বপ্নে তার মাতা-পিতাকে তার সাথে মু'আনাকাহ্ করতে দেখলো। উভয়ে বললো, হে আমাদের পুত্র! আমাদের কল্যাণের জন্যে তুমি যাবতীয় পন্থা অবলম্বন করেছো, এমন কি তুমি আমাদেরকে তরমুজও খাওয়ায়েছো, আর এর প্রতি আমাদের চাহিদাও ছিলো। অতএব, আল্লাহ তায়ালা তোমার ওপর সন্তুষ্ট হোন।

তাহকীক : سَمَرْقَنْد : বর্তমান রাশিয়ার অন্তর্গত একটি প্রদেশ এককালে ইলমে দীনের চরম উৎকর্ষতায় সমৃদ্ধ ছিল। বহু প্রখ্যাত আলিম সেখানে জন্মগ্রহণ করেন, (ض) عَاشَ عَيْشًا জীবন ধারণ করা, বেঁচে থাকা, نَهَارٌ দিন, (ض) العيش عايش : জীবিত থাকা, قِشْرٌ : ছাল, বাকল। بِطِّيْخ : তরমুজ, বহু: بِطِّيْخَة - رُسْتَاق رَسَاتِيْق এর বাব, গ্রাম।

وَرَأَى أَمِيْرُ خُرَاسَانَ أَبَاهُ فِي الْمَنَامِ - فَقَالَ لَهُ: يَا امِيرُ! فَقَالَ لَا تَقُلْ : يَا أَمِيْرُ- فَإِنَّ الْإِمَارَةَ قَدْ ذَهَبَتْ وَلٰكِنْ قُلْ يَا أَسِيْرُ- وَإِنَّمَا يَا بُنَيَّ إِذَا أَكَلْتَ اللَّحْمَ فَأَطْعِمْنَا مِنْهُ بِأَنْ تَطْرَحَهُ بَيْنَ يَدَيِ السَّنَانِيرِ وَالْكِلَابِ وَاجْعَلْ ثَوَابَهُ لَنَا - فَإِنَّا نَشْتَهِيهِ - وَلِذٰلِكَ يُقَالُ- إِنَّ الْأَرْوَاحَ يَجْتَمِعُوْنَ فِيْ كُلِّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ فِيْ مَنَازِلِهِمْ يَرْجُوْنَ دُعَاءَ الْأَحْيَاءِ وَصَدَقَاتِهِمْ -

---

অনুবাদ॥ ★ একদা খোরাসানের আমীর স্বীয় মাতা-পিতাকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি পিতাকে বললেন, হে আমীর! পিতা বললেন, বৎস! তুমি 'হে আমীর' বলো না। কেননা আমীরত্ব তো নি:শেষ হয়ে গেছে। বরং তুমি বলো, হে বন্দী। বাবা! তুমি গোশ্‌ত খাওয়ার সময় তা থেকে আমাদেরকেও কিছু খাওয়াবে। তা এভাবে যে, কিছু গোশ্‌ত বিড়াল ও কুকুরের সামনে দিয়ে তার সওয়াব আমাদের জন্যে বখশিয়ে দিবে। আমরা এর বড়োই প্রত্যাশী। এ কারণেই বলা হয়, প্রতি জুমুআর রজনীতে রুহসমূহ আপন আপন গৃহে সমবেত হয়। জীবিত ও বন্ধু-বান্ধবদের দোয়া প্রত্যাশা করে।

তাহকীক : خُرَاسَانُ একটি প্রদেশ, مَنَام ঘুম, নিদ্রা, স্বপ্ন, نَامَ يَنَامُ (س) ঘুমান, নিদ্রা মগ্ন হওয়া, أَسِيْرُ বন্দী, কয়েদী, বহুঃ اسار،أَسَارَى أَسَرَ (ض) أَسْرًا বন্দি করা, لَحْم গোশত বহুঃ لُحُوْم - لَحْمًا (ارلام) لَحَمَ (ن) لَحْم মজবুত করা, (العظمَ) হাড় থেকে গোশত পৃথক করা, (ف) لَحَمَهُ গোশত খাওয়ান,
تَطْرَحُ : (ف) الطَّرْحُ নিক্ষেপ করা, ফেলে দেয়া, سَنَانِيْر - سِنَّوْر এর বহুঃ বিড়াল।

তারকীব : رَأَى أَمِيْرُ خُرَاسَانَ الخ - رأى ফে'ল امير মুযাফ ও خُرَاسَان মুযাফ মিলে ফায়েল اباه মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মাফউলে বিহী, فِى المنام মুতাআল্লিক رأى ফে'লের সাথে, رأى ফে'ল তার ফায়েল ও মুতাআল্লিক মিলে جملة فعليه خبريه -

حكايت - ٣٥ : حُكِىَ أَنَّهُ كَانَ فِى زَمَنِ مالِكِ بْنِ دِيْنَارٍ مَجُوْسِيَّانِ يَعْبُدَانِ النَّارَ. فَقَالَ الْأَصْغَرُ لِأَخِيْهِ الْأَكْبَرِ: ايّها الاخ انّكَ عَبَدْتَ هٰذِهِ النَّارَ ثَلٰثًا وسَبْعِيْنَ سَنَةً . وَانا عَبَدْتُّهَا خَمْسًا وثَلٰثِيْنَ سَنَةً . فَتَعَالَ نَنْظُرُ هَلْ تُحْرِقُنَا كَمَا تُحْرِقُ غَيْرَنَا مِمَّنْ لَمْ يَعْبُدْهَا . فَإِنْ لَمْ تُحْرِقْنَا عَبَدْنَاهَا وَإِلَّا فَلَا . فَأُوقِدَ نَارًا ، ثُمَّ قَالَ الْأَصْغَرُ لِأَخِيْهِ هَلْ تَضَعُ يَدَكَ قَبْلِى أَمْ أَنَا قَبْلَكَ ؟ فَقَالَ لَهُ : ضَعْ أَنْتَ . فَوَضَعَ الاصغرُ يَدَهُ . فَحَرَّقَتْ إِصْبَعَهُ . فَنَزَعَ يَدَهُ وقَال : آه ، عَبَدْتُّكَ كَذا وكَذا سَنَةً وانْتَ تُؤْذِيْنِى ؟ ثُمَّ قَالَ يَا أَخِىْ! تَعَالَ نَعْبُدُ مَنْ لَوْ أَذْنَبْنَا وتَرَكْنَاهُ خَمْسَ مِائَةِ سَنَةٍ لَتَجَاوَزُ عَنَّا بِطَاعَةِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ وَاسْتِغْفارٍ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ .

(৩৫) অগ্নি পূজক দু'ভাই

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে, হযরত মালেক ইবনে দীনার (র)-এর যুগে দু'জন অগ্নি পূজক (ভাই) ছিলো। তারা অগ্নি পূজা করতো। একদা ছোটো ভাই বড়ো ভাইকে বললো, হে ভাই! তুমি এই আগুনের পূজা করলে তিহাত্তর বছর যাবৎ, আর আমি পূজা করলাম পঁয়ত্রিশ বছর। এসো আমরা যাঁচাই করে দেখি! আগুন আমাদেরকে তাদের মতো জ্বালায় কি না, যারা তার উপাসনা করে না। আমাদেরকে যদি না জ্বালায় তবে আমরা তার উপাসনা করবো, নতুবা নয়। অত:পর সে আগুন জ্বালালো– সে বড়ো ভাইকে বললো, তুমি আমার আগে হাত রাখবে, নাকি আমি তোমার আগে হাত রাখবো? বড়ো ভাই তাকে বললো, তুমিই আগে হাত রাখো। সে আগুনে তার হাত রাখলো। আগুনে তার আঙ্গুল পুড়িয়ে ফেললো। সে তার হাত টেনে নিয়ে বললো, হায়! আমি তোমার এতো বছর ধরে পূজা করলাম। আর তুমি আমাকে কষ্ট দিলে? এরপর বললো– ভাই! এসো, আমরা এমন সত্তার ইবাদত করি, যদি আমরা গুনাহ করে পাঁচশো বছরও তাকে ভুলে থাকি তবুও তিনি এক মুহূর্তের ইবাদতেও মাত্র একবার এস্তেগফার করা দ্বারা আমাদের যাবতীয় অপরাধ মার্জনা করে দেবেন।

তাহকীক : مَالِكُ بْنُ دِيْنَار : তিনি বসরার অধিবাসী ছিলেন। উপনাম আবু ইয়াহইয়া, অত্যান্ত ইবাদত গুজার বুযর্গ ও ৫ম স্তরের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। ৩০ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

مَجُوْسِيَّان : مَجُوْسٌ এর দ্বিবচন, অগ্নি পূজারী বা সূর্য পূজারী।

حَرَّقَتْ : واحد مؤنث : ماضى . (ن) الحرق পুড়ান।

تُؤْذِيْن : واحد مؤنث حاضر . مضارع . افعال . الايذاء কষ্ট দেয়া, اذى কষ্ট।

تَجَاوَز : التجاوز অতিক্রম করা, بصلة عن ক্ষমা করা।

فَاجَابَهُ اَخُوْهُ اِلٰى ذٰلِكَ وَقَالَ : نَذْهَبُ اِلٰى مَنْ يَدُلُّنَا عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ . فَاجْتَمَعَ رَايُهُمَا بِاَنْ يَذْهَبَا اِلٰى مَالِكِ بْنِ دِيْنَارٍ . فَقَصَدَاهُ فَرَايَاهُ فِيْ سَوَادِ الْبَصْرَةِ قَدْ جَلَسَ لِلْعَامَّةِ يَعِظُهُمْ . فَلَمَّا وَقَعَ بَصَرُهُمَا عَلَيْهِ قَالَ الْاَخُ الْاَكْبَرُ لِاَخِيْهِ : قَدْ بَدَا لِيْ اَنْ لَا اُسْلِمَ وَقَدْ مَضٰى اكثرُ عُمْرِيْ فِيْ عِبَادَةِ النَّارِ، فَاِذَا اَسْلَمْتُ عَيَّرَنِيْ اهلُ بَيْتِيْ . وَالنَّارُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ ان يُعَيِّرُوْنِيْ . فقالَ له الاصغرُ لَا تَفْعَلْ - فانَّ تَعْيِيْرَهُمْ وَقْتًا يزولُ ، وانَّ النارَ ابدًا لايزولُ . فَلَمْ يَسْتَمِعْ اليه . فقال لَهُ : شانُكَ وما تُرِيْدُ يا شَقِيُّ ! فَرَجَعَ الاكبرُ وجاءَ الاصغرُ الٰى مالِكِ بْنِ دِيْنَارٍ مَعَ اولادِهٖ وَامْرَاتِهٖ وجَلَسُوْا عِنْدَهُ حتّٰى فَرَغَ مِنْ مَجلِسِهٖ . فقامَ اليهِ واخْبَرَهُ بِالقِصَّةِ وسَالَهُ ان يَعْرِضَ عليه الاسلامَ وعلٰى اولادِهٖ وامْرَاتِهٖ . فعَرَضَ عليهم الْاسلامَ -

---

অনুবাদ॥ তার ভাই তার কথায় সায় দিলো। এবং বললো, আমরা এমন ব্যক্তির নিকট যাবো, যিনি আমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেবেন। তাদের উভয়ে সম্মত হলো যে, তারা হযরত মালেক বিন দীনার (রহ)-এর নিকট যাবে। এরপর দু'ভাই তাঁর উদ্দেশ্যে রওনা হলো। তারা তাঁকে বসরার এক মহল্লায় জনসাধারণের (মাঝে) ওয়াজরত দেখলো। তাদের দৃষ্টি তাঁর উপর পড়া মাত্রই বড়ো ভাই বলে উঠলো, আমার মনে বলছে, আমি ইসলাম গ্রহণ করবো না। আমার জীবনের বেশি সময় অগ্নি পূজায় কেটেছে, আমি ইসলাম গ্রহণ করলে পরিবারের লোকেরা আমায় ভর্ৎসনা করবে। ভর্ৎসনার চেয়ে জাহান্নামই আমার প্রিয়। ছোটো ভাই বললো, ভাইয়া এমনটি করবেন না। ভর্ৎসনা ক্ষণিকের, এক সময় তা শেষ হয়ে যাবে। আর দোযখ চিরদিনের জন্যে। কখনো তার শেষ নেই। বড়ো ভাই তার কথায় ভ্রুক্ষেপ করলো না। ছোটো ভাই তাকে বললো, ঠিক আছে, তোমার ব্যাপার তোমার নিজের নিকটই। হে দুর্ভাগা! যা ইচ্ছে তুমি তাই করো। এরপর বড়ো ভাই ফিরে গেলো, আর ছোটো ভাই স্ত্রী ও সন্তানাদিসহ হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহ)-এর নিকট এলো। যখন তিনি মজলিস সমাপ্ত করলেন তখন সে তার নিকট গিয়ে (সমস্ত) ঘটনা জানালো এবং তাকে আবেদন জানালো, যেন তিনি তার এবং তার স্ত্রী ও সন্তানের নিকট ইসলাম পেশ করেন। মালিক ইবনে দীনার (রহ) তাদের নিকট ইসলাম পেশ করলেন।

তাহকীক : سَوَادُ الْبَصْرَةِ : বসরার পার্শ্ববর্তী এলাকা, سوادُ الْبَلَدِ শহরতলী।

يُعَيِّرُ : واحد مذكر - مضارع - تفعيل - التعيير লজ্জা দেয়া, তিরস্কার করা।

شَقِيٌّ : واحد مذكر - صيغه صفت দুর্ভাগা হওয়া, বহু: اشقياء - ناقص واوى -

ثُمَّ ارادَ الشابُّ ان يَّرْجِعَ بِاَهْلِه . فقالَ لَهُ مَالِكٌ حتّى اَجْمَعَ لَكَ شَيْئًا مِنْ اَصْحابِى . فقالَ : لاَ اُرِيدُ شَيْئًا . ثمّ انْصَرَفَ ودَخَلَ الخِرْبَةَ . فَوَجَدَ فِيْها بَيْتًا مَعمُورا فنَزَلَ فيه - فلمّا اَصْبَحَ قالتْ اِمراتُهُ : اِذْهَبْ اِلى السُّوقِ واطلُبْ عَمَلاً واشْتَرْ لَنَا بِاُجْرَتِكَ شَيْئًا نَاْكُلُه . فَذَهَبَ اِلى السُّوقِ فلمْ يَسْتَاجِرْه اَحَدٌ . فَقال فِى نَفْسِه اَعْمَلُ لِلّٰهِ تَعالى . فدَخَلَ خِرْبَةً اُخْرى . صلّى فِيْها الى المَغْرِبِ، ثم ذهَبَ الى مَنْزِلِه صِفْرَ اليَدِ . فقالتْ لهُ اِمراتُهُ : لَمْ تاتِنَا بِشَىْءٍ ؟ فَقال لَها : قَدْ عَمِلْتُ لِلمَلِكِ اليَوْمَ فلمْ يُعْطِنِى شَيْئًا، وقالَ اُعْطِيكَ غَدًا . فَباتُوا جِياعًا . فلمّا اَصْبَحَ ذَهَبَ الى السُّوقِ ، فلَمْ يَجِدْ عَمَلاً ، ففعَلَ كَمَا فعَلَ الامْسِ، وذَهَبَ الى امراتِه صِفْرَ اليَدِ، وقَالَ اِنَّ المَلِكَ وَعَدَنِى الى يَوْمِ الجُمُعَةِ .

অনুবাদ ॥ এরপর যুবক পরিবারে ফিরে যেতে সংকল্প করলো। তিনি বললেন, (একটু অপেক্ষা করো) আমার সাথীদের থেকে তোমার জন্যে কিছু সম্পদ যোগাড় করে দেই। যুবকটি বললো, আমি কিছুই চাইনা। যুবকটি ফিরে গিয়ে এক পতিত স্থানে পৌঁছলো। সেখানে একটি বসতী ঘর পেলো। তাতে অবতরণ করলো। ভোরে স্ত্রী তাঁকে বললো, আপনি বাজারে গিয়ে কোনো কাজ সন্ধান করুন। তার পারিশ্রমিক দ্বারা আমাদের জন্যে কিছু খাবার ক্রয় করে আনুন। যুবক বাজারে গেলো কিন্তু শ্রমিক হিসেবে কেউ তাকে গ্রহণ করলো না। মনে মনে সে বললো, ঠিক আছে, আমি আল্লাহর কাজ করবো। সে একটি পতিত ঘরে প্রবেশ করলো। তাতে মাগরিব পর্যন্ত নামায আদায় করলো। এরপর খালি হাতে ঘরে পৌঁছলো। স্ত্রী তাকে বললো, কিছু নিয়ে এলেন না কেন? সে তাকে বললো, আজ আমি বাদশাহর কাজ করেছি। তিনি আমাকে কিছু দেন নি, তিনি বলেছেন তোমাকে আমি আগামী দিন পারিশ্রমিক দেবো। সকলে ক্ষুধা অবস্থায় রাত যাপন করলো। সকালে সে বাজারে গেলো কিন্তু কোনো কাজ পেলো না। ফলে সে পূর্বের দিনের মতোই করলো। (বিকেলে) রিক্ত হস্তে স্ত্রীর নিকট গেলো এবং তাকে বললো, আমাকে বাদশাহ জুমুআর দিনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তাহকীক : خِرْبَة : পতিত জায়গা, বিরান ভূমি, বহু: خِرْبات - خِرَبٌ - خِرْبٌ

مَعْمُور : اسم مفعول واحد مذكر . (ن) العمر জনমুখর বা বসতিপূর্ণ করা ও হওয়া।

صِفْر : খালি, শূন্য, صفر اليد শূন্য **হস্ত।**

جِيَاعًا : جَائِع এর বহু: ক্ষুধার্ত।

فَلَمَّا أَصْبَحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ذَهَبَ إِلَى السُّوْقِ فَلَمْ يَجِدْ عَمَلًا ـ فَفَعَلَ كَمَا سَبَقَ ـ فَلَمَّا كَانَ اٰخِرَ النَّهَارِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ. وَقَالَ : يَا رَبِّ! لَقَدْ أَكْرَمْتَنِيْ بِالْاِسْلَامِ وَتَوَّجْتَنِيْ بِتَاجِ الْهُدٰى ـ فَبِحُرْمَةِ هٰذَا الدِّيْنِ وَبِحُرْمَةِ هٰذَا الْيَوْمِ الْمُبَارَكِ اِرْفَعْ نَفَقَةَ الْعِيَالِ عَنْ قَلْبِيْ وَاَنَا اَسْتَحْيِيْ مِنْ عِيَالِيْ وَاَخَافُ مِنْ تَغَيُّرِ حَالِهِمْ لِحِدَاثَةِ عَهْدِهِمْ بِالْاِسْلَامِ ـ فَلَمَّا دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ، ذَهَبَ اِلَى الْجَامِعِ وَكَانَ غَلَبَ عَلٰى اَوْلَادِهِ الْجُوْعُ ـ فَجَاءَ اِلٰى بَيْتِهِ شَخْصٌ وَقَرَعَ عَلَيْهِمُ الْبَابَ ـ فَخَرَجَتِ الْمَرْاَةُ فَاِذَا هِيَ بِشَابٍّ حَسَنِ الْوَجْهِ عَلٰى يَدِهِ طَبَقٌ مِنْ ذَهَبٍ مُغَطًّى بِمِنْدِيْلٍ مِنْ ذَهَبٍ ـ فَقَالَ لَهَا خُذِيْ هٰذَا وَقُوْلِيْ لِزَوْجِكِ هٰذَا اُجْرَةُ عَمَلِكَ يَوْمَيْنِ وَاِنْ زِدْتَّ زِدْتُّ ـ

অনুবাদ ॥ জুমআর দিন সকালে সে বাজারে গেলো কিন্তু কোনো কাজ তার জুটলো না। সুতরাং সে পূর্বের মতোই করলো। দিনের শেষ ভাগে সে দু'রাকাত নামায পড়ে দু'হাত উঠিয়ে বললো, হে আমার প্রতিপালক! ইসলাম দ্বারা তুমি আমায় ধন্য করেছো এবং আমাকে শুদ্ধির রাজমুকুট পরিয়েছো। অতএব এ দ্বীনের সম্মানে এবং পবিত্র দিনের সম্মানে আমার পরিবারে জীবিকার হতাশা আমার হৃদয় থেকে মুছে দাও। আমার পরিবারকে আমি বড়োই লজ্জা পাচ্ছি এবং তাদের অবস্থা বিগড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছি। কেননা, তারা নও মুসলিম। জুহরের সময় সে জামে মসজিদে গমন করলো, এদিকে তার সন্তানরা ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়লো। এমন সময় তাদের বাড়িতে এক (অপরিচিত) লোক এসে দরজায় করাঘাত করলো। স্ত্রী বেরিয়ে এসে দেখলো অপূর্ব সুন্দর এক নবযুবক। স্বর্ণের রুমালে মুড়ানো স্বর্ণের একটি প্লেট তার হাতে। লোকটি বললো, এটা গ্রহণ করো এবং তোমার স্বামীকে বলো, এ হলো তোমার দু'দিনের কাজের পারিশ্রমিক। যদি কাজ বৃদ্ধি করো তবে আরো বৃদ্ধি করে দেবো।

তাহকীক : تُوَّجْتَ : ماضى ـ تفعل ـ التَّتَوُّجُ মুকুট পরানো, اجوف واوى – تاج : শাহী মুকুট, বহু: تيجان ـ حرمة : মর্যাদা, সম্মান বহু: حرمات – عيال : عيل এর বহু: পরিবারবর্গ, সন্তানাদি।

حِدَاثَة : نصر এর মাসদার, সদ্য প্রসূত হওয়া, (ك) নতুন হওয়া।

شَبَاب : নওজোয়ান, নব যুবক।

فَاخَذَتِ الطَّبَقَ فَاِذَا فِيْهِ الفُ دِيْنَارٍ فَاخَذَتْ دِيْنَارًا وَاحِدًا وذَهَبَتْ اِلَى الصَّيْرَفِيِّ ـ وكَانَ ذٰلكَ الصَّيْرَفِيُّ نَصْرَانِيًّا فَوَزَنَ الدِّينَارَ ـ فزادَ علَى المِثْقَالِ والمِثْقَالَيْنِ ـ فَنَظَرَ الَى نَقْشِهِ فعَرَفَ اَنَّه مَنْ هَدايَا الاٰخِرَةِ ـ فَقَالَ لهَا : مِنْ اَيْنَ لَكَ هٰذا او فِيْ ايِّ مَحَلٍّ وَجَدْتِّ هٰذا ؟ فقصَّتْ عَلَيْهِ القِصَّةَ ـ فقال لها الصَّيرفِيُّ : اعرِضِيْ عَلَىَّ الْاِسْلام - فعَرَضَتْ فَاسلمَ ـ ثمَّ دَفَعَ لهَا الفَ دِرْهَمٍ ـ وَقَال لهَا اَنْفِقِيْهَا وَاذا فَرَغْتِ فَاَعْلِمِيْنِي - فَاَخَذَتْ مِنه واَصلحَتْ طَعَامًا ـ فلَمَّا صَلّى زَوجُها المغرِبَ واراد ان يَنْصَرِفَ الَى مَنْزِلِهِ صِفْرَ اليَدِ، بَسَطَ مِنْدِيْلًا وصَلّى رَكعتَيْنِ ومَلاَ المِنْدِيْلَ مِن التُّرابِ وقال فِي نفسه : اذا سَالَتْنِيْ قلتُ لهَا هٰذا دقيقٌ عمِلتُ بِه ـ ثمَّ جاءَ الى مَنزِلِهِ ـ

অনুবাদ॥ স্ত্রী প্লেটটি গ্রহণ করলো, দেখতে পেলো তাতে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে। তা থেকে সে একটি স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে এক খ্রীস্টান মুদ্রা ব্যবসায়ী নিকট গেলো। সে তা ওজোন করলো। এক মিসকাল বা দু মিসকাল ওজোন হলো। মুদ্রাব্যবসায়ী তার নক্শার দিকে দৃষ্টি করলে বুঝতে পারলো এটা আখিরাতের উপহার। সুতরাং সে তাকে জিজ্ঞেস করলো, কোথা হতে তুমি এটা পেয়েছো? এবং কোন স্থানে? স্ত্রী তার নিকট ঘটনা স্ববিস্তারে বর্ণনা করলো। সে তা শুনে বললো, আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করো, সে তাকে ইসলামে দীক্ষিত করলো। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করলো। অত:পর তাকে স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে এক হাজার রৌপ্যমুদ্রা দিলো এবং বললো এ থেকে তুমি ব্যয় করতে থাকো। শেষ হলে আমাকে অবহিত করবে। স্ত্রী তা নিলো এবং সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত করলো। তার স্বামী মাগরিবের নামায পড়ে রিক্ত হস্তে গৃহে ফিরার সংকল্প করলো। অবশেষে একটি রুমাল বিছিয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করলো এবং মাটি দ্বারা রুমালটি পূর্ণ করে মনে মনে বললো, স্ত্রী জিজ্ঞেস করলে তাকে বলবো, এ হচ্ছে আটা। এর বিনিময়ে আমি কাজ করেছি। অত:পর সে ঘরে ফিরে আসলো।

তাহকীক : مُغَطّٰى : আবৃত, اسم مفعول ـ التغطية ঢাকা, আবৃত করা।

صَيْرفى : মুদ্রা ব্যবসায়ী, বহু: صيارفة -

نصرانيا : নাছেরা শহরের অধিবাসী। مثقال : পাল্লা, নিক্তি, দেড় দেরহাম সমপরিমাণ ওজন, বহু: مثاقيل -

فَلَمَّا دَخَلَ الَيْهِ وَجَدَهُ مَفْروشًا مُهَيَّاءً، و وَجَد رَائِحَةَ الطَّعَامِ ، فَوضَعَ الْمِنْدِيلَ عِنْدَ الْبَابِ كَيْلا تَشْعِرُ إِمْرَاتُهُ بِهِ - ثم سَالَهَا عَنْ حَالِهَا وعمّا راىُ فِي الْمَنْزِلِ - فقصَّتْ عليهِ القِصَّةَ فسَجَدَ لِلّٰهِ شُكرًا - فسالته عمّا جاء بِهِ فِي الْمِنْدِيْل فقال لَهَا : لَاتَسْالِيْنِي عنه - ثمّ ذَهَبَ الَى الْمِنْدِيْل واراد ان يَرْمِي التُّرابَ الّذِيْ فِيْه ففَتَحَهُ فَرَاهُ دَقِيْقًا بِاِذْنِ اللّٰهِ - فسجد ثَانِيًا شُكرًا لِلّٰهِ عزّ وجلّ على ما اكرَمَهُ بِهِ - وعبد اللّٰه حتّى توفاه رحمه الله تعالى -

অনুবাদ॥ যখন সে ঘরে প্রবেশ করলো, বিছানা চাদর সুন্দর মতো বিছানো পেলো এবং খাবারের সুঘ্রাণ পেলো। অতঃপর দরজার নিকট রুমালটি রাখলো যাতে স্ত্রী বুঝতে না পারে। তারপর সে স্ত্রীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলো, যা সে ঘরে দেখছে। স্ত্রী স্ববিস্তারে ঘটনা বললো লোকটি আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদায় পড়ে গেলো। তারপর স্ত্রী রুমাল সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলে বললো, এ বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করো না। সে রুমালের কাছে গিয়ে মাটি ফেলে দেয়ার ইচ্ছে করলো, দেখতে পেলো তা আটায় পরিণত হয়ে গেছে। তখন দ্বিতীয়বার কৃতজ্ঞতার সেজদা আদায় করলো। এবং মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকলো। আল্লাহ্ তার ওপর করুণা করুন।

তাহকীক : مُهَيَّئًا : প্রস্তুত, واحد مذكر - اسم مفعول - التهيُّأ ঠিক করা, প্রস্তুত করা।

دَقِيْق : আটা, সূক্ষ্ম, কষ্টকর, এখানে আটা অর্থে, বহু: ادقة - أَدِقَّاءُ - دقيقة মিনিট বহুঃ دقائق

لا تَشْعِرُ : জানতে না পারে, شعور (س) شَعِرَ জানা, অনুভব করা, اِلْأَشْعَارُ জানান , অবহিত করা।

قَصَّت : ব্যাক্ত করলো, বর্ণনা করলো, (ن) قَصَّ قَصًّا বর্ণনা করা, পেছনে চলা, (ن) قَصَّ قَصًّا কেঁচী ইত্যাদি দ্বারা কর্তন করা, قَاصَّ قِصَاصًا প্রতিশোধ গ্রহণ করা, قصة ঘটনা, কাহিনী, বহুঃ قص

তারকীব : فلمّا دَخَلَ عَلَيْه الخ : لما শর্তিয়্যা دخل ফে'ল, যমীর ফায়েল, عليه মুতাআল্লিক, دخل এর সাথে, এসব মিলে জুমলা হয়ে শর্ত, وجد ফে'ল যমীর ফায়েল , ১ম মাফউল مفروشا ২য় মাফউল আর مهيا হল ৩য় মাফউল, এসব মিলে জুমলা হয়ে জাযা।

حِكَايَت - ٣٦ : حُكِىَ انَّه كَانَ فِى بَيتِ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ خَمسَةُ أَنفُسٍ - هُوَ وفَاطِمَةُ والحَسَنُ وَالحُسَيْنُ والحَارِثُ - فَمَكَثُوا لَمْ يَاكُلُو ثَلٰثَةَ ايامٍ - وكَانَ لِفَاطِمَةَ ازارٌ- فدَ فَعَتْهُ الٰى عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰه عنه لِيَبِيْعَهُ - فَبَاعَهُ بِسِتَّةِ دَرَاهِمَ وتَصدَّقَ بِهَا عَلى الفُقَرَاءِ - فَلَقِيَهُ جِبْرَئِيْلُ فِى صُورَةِ آدَمِيٍّ ومَعَهُ نَاقَةٌ مِنْ نُوقِ الجَنَّةِ - فقَال له: يَا ابا الحَسَنِ ! إِشْتَرِ مِنِّىْ هٰذِهِ النَّاقَةَ - فَقَال لَهُ لَيْسَ مَعِىَ ثَمَنُهَا - قَالَ بِالنَّسِيْئَةِ قال نَعَمْ - بِكَمْ تَبِيْعُهَا ؟ قَال بِمِائَةِ دِرهَمٍ - فَاشْتَرَاهَا مِنه بِذٰلِكَ - وأَخَذ بِزِمَامِهَا وذَهَبَ فَاسْتَقْبَلَهُ مِيكَائِيلُ عَلَى صوْرَةِ أَعرَابِيٍّ - فقَال له : اَتَبِيْعُ هٰذِهِ النَّاقَةَ يَا ابا الحَسَنِ؟ قَال نَعَمْ ، بِكَمْ اَشْتَرَيْتَهَا ؟ فقَال بِمِائَةِ دِرْهمٍ - قَال انا اَشْتَرِيْهَا بِرِبْحِ سِتِّيْنَ دِرْهَمًا - فبَاعَهَا له بِذٰلِكَ -

---

(৩৬) ফেরেশতার সাথে উট কেনাবেচা

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রা)-এর পরিবারে পাঁচজন সদস্য ছিলেন। তিনি নিজেসহ, হযরত ফাতিমা (রা), হযরত হাসান (রা), হযরত হুসাইন (রা) এবং হযরত হারিস (রা)। একবার তারা তিন দিন অনাহারে থাকেন। কিছুই আহার জোটেনি। ফাতিমা (রা)-এর একটি চাদর ছিলো। তিনি তা বিক্রির জন্যে হযরত আলী (রা) কে দিলেন। হযরত আলী (রা) তা ছয় দিরহামে বিক্রি করে ফকীরদের মাঝে সাদ্‌কা করে দিলেন। হযরত জিব্রাঈল (আ) মানবরূপে আলী (রা)-এর সাথে পথে সাক্ষাৎ করলেন। সঙ্গে ছিলো তার জান্নাতী উট। তিনি বললেন, হে আবুল হাসান! আমার থেকে তুমি এটা ক্রয় করো। আলী (রা) বললেন, আমার নিকট তার মূল্য যে নেই। তিনি বললেন, বাকীতে নিন। আলী (রা) বললেন, কততে বিক্রি করবেন? তিনি বললেন, একশো দিরহামে। অত:পর হযরত আলী (রা) একশো দিরহামের বিনিময়ে তা ক্রয় করলেন এবং তার লাগাম ধরলেন। আলী (রা) চলতে লাগলেন। বেদুঈন রূপে হযরত মীকাঈল (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং বললেন, হে আবুল হাসান! এ উটনী কি বিক্রি করবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করলেন আপনি কত মূল্যে তা ক্রয় করেছেন? বললেন, একশো দিরহামে। বেদুঈন বললো, আমি ষাট দিরহাম লাভে তা ক্রয় করবো। এরপর উটনীটি তিনি তার নিকট একশো ষাট দিরহামে বিক্রি করলেন।

তাহকীক : علی (رض) : রাসূলে করীম (সা)-এর চাচাত ভাই ও জামাতা পিতা। আবু তালিব, উপাধি আসাদুল্লাহ, হায়দার, মুর্তজা। কুনিয়াত আবু তুরাব, আবুল হাসান। ২য় হিজরিতে নবী কন্যা ফাতেমা (রা:) এর সাথে বিবাহ হয়।

হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের পরে ২৪ যিলহজ্জ ৩৫ হি. মোতাবেক ২৩ জুন ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে খলীফা মনোনীত হন। ১৭ রমযান ৪০ হি. মোতাবেক ২৫ জানুয়ারি ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে ফজরের নামাযে মসজিদে গমনকালে ইবনে মুলজিম ও দারোয়ানের তরবারির আঘাতে শাহাদাৎ বরণ করেন। কুফার হশকাউকাব নামক স্থানে সমাহিত হন।

فاطمة (رض) : খাতনে জান্নাত হযরত ফাতিমা (রা) নবুওয়াতের ৫ম বর্ষে জন্ম গ্রহণ করেন। হযরত খাদীজা (রা)-এর কনিষ্ঠ কন্যা ছিলেন। ৫ সন্তানের জননী ছিলেন, হাসান, হুসাইন ও মুহসিন এবং যয়নব ও উম্মে কুলসূম (রা) ১১ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

حسن (رض) : হযরত হাসান ২য় হি. মোতাবেক ৬২৪ খ্রি. মদিনায় জন্ম লাভ করেন। জন্মের পর নবীজীর মুখে আযান ও ইকামাতের শব্দ শ্রবণের সৌভাগ্য হয়েছিলো। হিজরতের ৪৩তম বর্ষে স্বীয় পিতার শাহাদাতের পরে ২২ রমাযান ৪০হি. সনে খলীফা নির্বাচিত হন।

ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়া (রা) হযরত হাসানের স্ত্রী জা'দা বিনতে আশআস এর কাছে গোপনে এ প্রস্তাব পাঠায় যে, হযরত হাসানকে মেরে ফেলতে পারলে তাকে এক লাখ দিরহাম পুরস্কার দেবে এবং তাকে বিবাহ করে নিবে। এ কুপ্রস্তাবে রাজী হয়ে সে তাঁকে বিষ প্রয়োগ করে। ফলে ৫০ হি. মোতাবেক ৬৭০ হি. সনে শাহাদাৎ বরণ করেন।

حسين (رض) : হযরত হুসাইন (রা) হযরত আ'লী ও ফাতেমার ২য় পুত্র ছিলেন। ৫ শা'বান হি. ৪র্থ সনে ভূমিষ্ঠ হন। দু'বছরকাল নবীজীর স্নেহে লালিত পালিত হন। তাঁর শানে বেশ কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণীমূলক হাদীস বর্ণিত আছে। সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে ১০ মুহররম হি. ২১ সনে কারবালা প্রান্তরে ইয়াযীদ বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শাহাদাতের অমীয়সুধা পান করেন।

نَاقَةٌ : উষ্ট্রী, বহু: نُوقٌ, نِيَاقٌ, نَاقَاتٌ -

نَسِيْئَةٌ : বাকী, زِمَام : রশি, লাগাম, নাকের রশি, বহু: أَزِمَّة ।

رِبْح : লাভ, বহু: أَرْبَاح - (س) الرِّبْحُ। মুনাফা অর্জন করা।

فَدَفَعَ لَهُ الْمِائَةَ وَسِتِّيْنَ دِرْهَمًا ـ فَاَخَذَهَا وَذَهَبَ ـ فَلَقِيَهُ بَائِعُهَا الْاَوَّلُ وَهُوَ جِبْرَئِيْلُ- فَقَالَ لَهُ قَدْ بِعْتَ النَّاقَةَ يَا اَبَا الْحَسَنِ؟ قَالَ نَعَمْ ـ قَالَ فَاَعْطِنِيْ حَقِّيْ ـ فَدَفَعَ لَهُ الْمِائَةَ وَبَقِيَ مَعَهُ السِّتُّوْنَ دِرْهَمًا - فَذَهَبَ بِهَا اِلَى بَيْتِهِ عِنْدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ـ فَصَبَّهَا بَيْنَ يَدَيْهَا ـ فَقَالَتْ لَهُ :مِنْ اَيْنَ لَكَ هٰذَا؟ فَقَالَ تَاجَرْتُ مَعَ اللّٰهِ بِسِتَّةِ دَرَاهِمَ فَاَعْطَانِيْ سِتِّيْنَ دِرْهَمًا لِكُلِّ دَرَاهِمَ ثُمَّ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ ـ فَقَالَ لَهُ : يَا عَلِيُّ! اَلْبَائِعُ جِبْرَئِيْل ، وَالْمُشْتَرِيْ مِيْكَائِيْل ، وَالنَّاقَةُ مَرْكَبُ فَاطِمَةَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ ثُمَّ قَالَ لَهُ : يَا عَلِيُّ! اُعْطِيْتَ ثُلُثًا لَمْ يُعْطَهَا غَيْرُكَ ـ لَكَ زَوْجَةٌ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَلَكَ وَلَدَانِ هُمَا سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَلَكَ صِهْرٌ هُوَ سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ ـ فَاشْكُرِ اللّٰهَ تَعَالٰى عَلٰى مَا اَعْطَاكَ وَاحْمَدْهُ فِيْمَا اَوْلَاكَ ـ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ॥ বেদুঈন তাকে একশ ষাট দিরহাম দিলো। আলী (রা) টাকা নিয়ে পথ চলতে লাগলেন। পূর্বের সেই বিক্রেতার সাথে তার সাক্ষাৎ হলো। তিনি ছিলেন জিব্রাঈল (আ)। আলী (রা) কে তিনি বললেন, হে আবুল হাসান! নিশ্চয়ই উটনী বিক্রি করেছেন? জবাব দিলেন, হা। জিব্রাঈল (আ) বললেন, আমার প্রাপ্য পরিশোধ করুন। আলী (রা) তাকে একশো দিরহাম দিয়ে দিলেন এবং নিজের সঙ্গে বাকী রইল ষাট দিরহাম। এ নিয়ে ফাতিমার গৃহে ফিরলেন এবং তার সামনে দিরহাম রেখে দিলেন। ফাতিমা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় পেয়েছেন এতো দিরহাম? আলী (রা) বললেন, আল্লাহর সঙ্গে ছয় দিরহাম দিয়ে ব্যবসা করেছি, তিনি আমায় ষাট দিরহাম দান করেছেন। প্রতি দিরহামে দশ দিরহাম। অত:পর তিনি মহানবী (সা)-এর নিকট গেলেন এবং এ ঘটনা অবহিত করলেন। মহানবী (সা) বললেন, হে আলী, বিক্রেতা ছিলো জিব্রাঈল (আ), আর ক্রেতা ছিলো মিকাঈল (আ)। অত:পর তিনি বললেন, শুন হে আলী, আল্লাহপাক তোমাকে এমন তিন রত্ন দান করেছেন যা অন্য কাউকে দান করেন নি। (১) তোমার স্ত্রী জান্নাতী রমনীদের সর্দার। (২) তোমার পুত্রদ্বয় জান্নাতী যুবককুলের নেতা, আর (৩) তোমার শ্বশুর নবীকুলের সরদার। সুতরাং আল্লাহর এ দানের জন্যে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো এবং সেসব নিয়ামতের ব্যাপারে তাঁর প্রশংসা করো, যা তোমাকে তিনি দান করেছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

তাহকীক : صِهْر : আত্মীয়, স্বামী, শ্বশুর, ভগ্নিপতি, কবর, বহু: اَصْهَار।
اَوْلٰى : واحد غائب ماضى افعال اَلْاِيْلَاء অনুগ্রহ করা, গভর্নর নিয়োগ করা।

حكاية -٣٧ : حُكِيَ عَنِ ابْنِ قِلابَةَ أَنَّه رَأى فِي الْمَنامِ مَقْبَرَةً ، كَانَ قُبورُهَا قَدِ انْشَقَّتْ ، وَإِنَّ أَمْواتَهَا خَرَجُوا مِنْهَا وقَعَدُوْا عَلٰى شَفِيْرِ الْقُبورِ ، وكانَ بَيْنَ يَدَىْ كلِّ واحدٍ مِّنهم طَبَقٌ مِّن نُّورٍ . وَرَأى فِيْمَا بينَهُم رجُلٌ مِن جِيْرَانِهِم لَمْ يَرَ بَيْنَ يدَيْهِ نُوراً . فسَألَهُ وقال لَه : مَالِيْ لَا أرٰى نوراً بَيْنَ يَدَيْكَ ؟ قالَ إنَّ لِهٰؤُلاَءِ أَوْلاَدًا أَصْدِقَاءَ يَدعُوْن ويَتَصَدَّقُوْن لهم ، وهٰذا النُّورُ مِمَّا بَعَثُوا إلَيْهِم . وإنَّ لِيْ وَلَدًا غَيْرَ صَالِحٍ . لاَ يَدْعُوا لِيْ ولا يَتَصَدَّقُ لِأجْلِيْ ، فَلا نورَ لِيْ وإنِّيْ أخْجَلُ مِنْ جِيْرَانِي .

(৩৭) নেককার ছেলের বদৌলতে

অনুবাদ ॥ হযরত আবু কিলাবা (রা) হতে বর্ণিত, একবার তিনি স্বপ্নে একটি কবরস্থান দেখলেন। তার কবরগুলো ফেটে গেলো। লাশগুলো তার ভেতর থেকে বের হয়ে কবরের কিনারায় উঠে বসলো। নূরের একটি করে থালা ছিলো প্রত্যেকের সামনে। কিন্তু তার এক প্রতিবেশীর সামনে তা দেখলেন না। তাই তিনি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন, কি ব্যাপার? আপনার সামনে নূর দেখছিনা যে! সে বললো, এদের সকলেরই রয়েছে (পুণ্যবান) নেককার সন্তান ও বন্ধু বান্ধব। তারা তাদের জন্য দোওয়া করে, সাদকা করে। এ কারণেই তাদের সামনে নূর রয়েছে। আর আমার এক কু-সন্তান রয়েছে। সে আমার জন্যে দোওয়া করে না, সাদকাও করে না। এ কারণে আমার নূর নেই। ফলে আমি আমার প্রতিবেশীদের সামনে লজ্জিত হচ্ছি।

তাহকীক : ابو قلابة : এ নামে দু'ব্যক্তি ছিলেন। একজন আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ বসরী। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। ১০৪ হি. সনে ইন্তিকাল করেন। অপরজন হলেন আব্দুল মালেক ইবনে মুহাম্মাদ আর রকাশী। অত্যন্ত সত্যবাদী ছিলেন। ২৭৬ হি. সনে ৮৬ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তবে এখানে কোন্ জন উদ্দেশ্য তা স্পষ্ট নয়।

شَفِيْرٌ : প্রত্যেক বস্তুর পার্শ্ব, কিনারা।

جِيْرَانٌ : جَارٌ এর বহু: প্রতিবেশী, أَجْوَار ـ جِوَار ও বহু: আসে।

أَخْجَلُ : واحد متكلم ـ مضارع ـ (س) الخَجَل লজ্জায় মস্তকাবনত হওয়া।

فَلَمَّا انْتَبَهَ ابُوْ قِلَابَةَ دَعَا ابْنَ الرَّجُلِ الْمَيِّتِ وَاَخْبَرَهُ بِمَا رَأى ـ فَقَالَ الابْنُ : امَّا أنَا فَقَدْ تُبْتُ ولَا اعودُ اِلٰى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ ـ ثُمَّ اقْبَلَ عَلَى الطَّاعَةِ وَالدُّعَاءِ لِاَبِيْهِ وَالصَّدَقَةِ لِاَجْلِهِ ـ ثُمَّ بَعْدَ مُدَّتٍ رَأى ابُوْقِلَابَةَ تِلْكَ الْمُقْبَرَةَ عَلَى حَالِهَا الاوَّلِ ـ وَرَأى بَيْنَ يَدَىْ ذٰلِكَ الرَّجُلِ نُورًا عَظِيْمًا اضوءُ مِنَ الشَّمْسِ واكْمَلَ مِنْ نُورِ غَيْرِهِ ـ فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا ابَاقِلَابَةَ! جَزَاكَ اللّٰهُ عَنِّى خَيرًا ، بِقَوْلِكَ نَجَا اِبْنِى مِنَ النِّيرَانِ ونَجَوْتُ أنَا مِنْ خَجلَتِىْ بَيْنَ الْجِيْرَانِ والْحَمْدُ لِلّٰه ـ

অনুবাদ॥ আবু কিলাবা (রা) জাগ্রত হয়ে, ঐ মৃত ব্যক্তির ছেলেকে ডাকলেন এবং স্বপ্ন সম্পর্কে তাকে অবহিত করলেন। ছেলে তাকে বললো, আমি তাওবা করছি। যে পাপে আমি নিমজ্জিত ছিলাম কোনোদিন আর তা করবো না। অত:পর পিতার জন্যে দোওয়া, ইবাদত ও সাদকা করতে মনোনিবেশ করলো। কিছুকাল পর আবু কিলাবা (রা) সেই কবরস্থানকে পূর্বের অবস্থায় স্বপ্নে দেখলেন। আর ঐ লোকটির সামনে একটি বিরাট নূর দেখলেন, যা সূর্যের চেয়েও ছিলো উজ্জ্বল এবং অন্যান্য নূরের তুলনায় বেশি পরিপূর্ণ। লোকটি বললো, হে আবু কিলাবা! আল্লাহ পাক আপনাকে আমার পক্ষ থেকে উত্তম প্রতদান দান করুন। আমার পুত্র জাহান্নাম থেকে আপনার কথার কারণেই মুক্তি পেয়েছে এবং আমিও প্রতিবেশীদের লজ্জা থেকে মুক্তি পেয়েছি। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর।

তাহকীক : اِنْتَبَهَ : জাগ্রত হল, الانتباه জাগ্রত হওয়া, نبه হতে تفعيل সতর্ক করা, সাবধান করা, تنبيه সতর্ক হওয়া।

تُبْتُ : واحد متكلم - ماضى - (ن) التَّوْبَةُ তাওবা করা, ফিরে আসা।

اَضْوَءُ : واحد مذكر ـ اسم تفضيل - অতি আলোকময়।

نِيْرَان : نَارٌ এর বহু: আগুন, জাহান্নাম।

তারকীব : فَقَالَ الْاِبْنُ الخ - قال ফে'ল الابن ফায়েল মিলে قول - ما হরফে তাফসীর, انا মুবতাদা, ف তাফসীলিয়া, قد تبت জুমলা হয়ে মা'তূফ আলায়হি আর عليه - لا اعود জুমলাটি মা'তূফ, মা'তূফ ও মা'তূফ আলায়হি মিলে জুমলায়ে আতেফা হয়ে খবর।

حكايت -٣٨ : حُكِيَ عَنْ أَوْسٍ الْيَمَانِيِّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ لَهُ أَرْبَعَةُ اولادٍ ـ فَمَرِضَ ،فقالَ احدُهم لهُمْ : إمَّا ان تُمَرِّضُوْهُ وَلَيْسَ لَكُمْ مِنْ مِيْرَاثِهِ شيْءٌ ، وَإمَّا ان أُمَرِّضَهُ ولَيْسَ لِيْ مِنْ مِيْرَاثِهِ شَيْءٌ ـ فَمَرَّضَهُ بِذٰلِكَ الشَّرْطِ ـ فَقِيْلَ لهُ فِي النَّوْمِ : إيْتِ مَكَانًا كَذا و خُذْ مِنْهُ مِائَةَ دِيْنَارٍ ولَيْسَ فِيْهَا بَرَكَةٌ ـ فَاَصْبَحَ وذَكَرَ ذٰلكَ لِاِمْرَاتِهِ فَقَالَت لهُ : خُذْهَا فَاَبٰى ـ وفِى اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ قِيْلَ له : إيْتِ مَكَانًا كَذَا وخُذْ مِنه عَشَرَةَ دَنانِيْرَ ولا بَرَكَةَ فِيْهَا فشاوَرَ اِمْرَاتَهُ فحَرَّضَتْهُ عَلٰى اَخْذِهَا فَاَبٰى ـ وفِى اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ قِيْلَ : اِذْهَبْ إلٰى مَكَانِ كَذَا ، وخُذْ مِنه دِيْنَارًا ، وفِيْه البَرَكَةُ ـ فَذَهَبَ اِلَيْهِ وَاَخَذَهُ ـ

(৩৮) পিতার সেবার বদৌলতে

অনুবাদ॥ আওসুল ইয়ামানী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তির ছিলো চারপুত্র। একবার সে লোকটি অসুস্থ হয়ে পড়লো। তার পুত্রদের মধ্য হতে একজন তখন বললো, হয়তো তোমরা তার সেবায় আত্মনিয়োগ করবে এবং মীরাস কিছুই পাবে না, অথবা আমি তার সেবা করবো, তার মীরাস (উত্তরাধিকারী সত্ব) কিছুই পাবো না। এ শর্ত সাপেক্ষে সে পিতার সেবা শুশ্রূষা করলো। (একদিন) তাকে স্বপ্নযোগে বলা হয় তুমি অমুক স্থানে যাও এবং একশত স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আস। কিন্তু তাতে কোনোই বরকত নেই। সকালে স্ত্রীকে স্বপ্নের কথা জানালো। স্ত্রী বললো, যাও নিয়ে এসো। সে (এ থেকে) বিরত রইলো। এরপর দ্বিতীয় রাতে তাকে বলা হলো, তুমি অমুক স্থান হতে দশটি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে নাও। কিন্তু তাতে বরকত নেই। এ ব্যাপারে সে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করলো। স্ত্রী তাকে তা আনার জন্যে উদ্বুদ্ধ করলো। কিন্তু এবারো সে বিরত রইলো। তৃতীয় রাতে তাকে বলা হলো, তুমি অমুক স্থানে যাও এবং সেখান থেকে একটি দীনার নিয়ে এসো, আর তাতে বরকত রয়েছে। অত:পর সে সেখানে গিয়ে একটি দীনার নিয়ে এলো।

তাহকীক : تُمَرِّضُوا : جمع مذكر ـ تفعيل ـ التمريض সেবা শুশ্রূষা করা, অসুস্থ করা।

اَبٰى : واحد مذكر غائب ـ ماضى ـ (ف) اِلْاِبَاءُ অস্বীকার করা।

إيْتِ : এসো, امر ـ الايتاء আসা।

شَاوَرَ : واحد غائب ـ ماضى ـ مفاعلة ـ المُشَاورة পরামর্শ করা।

فَلَمَّا خَرَجَ بِهٖ رَاٰى شَخْصًا يَبِيْعُ سَمَكَتَيْنِ ـ فَقَالَ لَهٗ بِكَمْ تَبِيْعُهُمَا ؟ قَالَ بِدِيْنَارٍ ـ فَاَخَذَهُمْ بِهٖ وَذَهَبَ بِهَا اِلٰى بُيَتِهٖ ـ فَشَقَّ جَوْفَهُمَا فَاِذَا فِىْ بَاطِنِ كُلِّ مِّنْهُمَا دُرَّةٌ يَتِيْمَةٌ ـ ذَهَبَ بِاَحَدِهِمَا اِلَى الْمَلِكِ، فَدَفَعَ لَهٗ فِيْهَا مَبْلَغًا كَثِيْرًا ـ ثُمَّ قَالَ لَهٗ : هٰذِهٖ لَا تَصْلُحُ اِلَّا مَعَ اُخْتِهَا، فَاَعْطِنِيْهَا وَنُعْطِيْكَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَذَهَبَ وَاحْضَرَهَا ـ فَاَعْطَاهُ الْمَلِكُ مَا وَعَدَهٗ مِنَ الْمَالِ ـ فَحَصَلَ لَهٗ بِبَرَكَتِ خِدْمَةِ وَالِدِهٖ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

অনুবাদ॥ যখন সে দীনারটি নিয়ে বের হলো, দেখতে পেলো এক লোক দু'টো মাছ বিক্রি করছে। সে মাছের মালিককে জিজ্ঞেস করলো, এ মাছ দু'টোর দাম কত? লোকটি বললো, এক দীনার। লোকটি তা ক্রয় করে বাড়িতে নিয়ে এলো। অত:পর মাছ কেটে প্রত্যেকটির পেটে পেলো একটি করে সে অমূল্য মুক্তা। লোকটি একটি মুক্তা নিয়ে বাদশাহর নিকট উপস্থিত হলো। তাকে বাদশাহ অনেক টাকা দিলেন। এরপর বাদশাহ বললেন, এ মুক্তা তার জোড়া ব্যতীত মানানসই হবে না। এর জোড়া মুক্তাটিও তুমি আমাকে দাও। বিনিময়ে তোমাকে আমি এতো এতো দেবো। লোকটি দ্বিতীয় মুক্তাটিও এনে দিলো। তখন বাদশাহ তাকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সম্পদ দিয়ে দেন। পিতার খেদমতের ওছিলায় লোকটির এ মুক্তা অর্জিত হলো। আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অনুগ্রহ করুন!

তাহকীক : حَرَّضْتُ : واحد مؤنث غائب ـ ماضى ـ تفعيل ـ التحريض - উৎসাহিত করা।

مَبْلَغ : (অর্থের) পরিমাণ, বহু: مَبَالِغ - মূলত এটি اسم ظرف এর ছীগা। بَلَغَ بُلُوْغًا (ن) পৌঁছানো হতে بَاطِن অভ্যান্তর, ভেতর, গুপ্ত, অপ্রকাশ্য, بِطَانَةٌ গেঞ্জী (কারণ তা জামার তলে গুপ্ত থাকে। دُرَّة মুক্তা, বহুঃ دُرَر - يَتِيْمَة মূল্যবান, ছিন্নমূল, পিতা-মাতাহীন নাবালেগ সন্তান।

তারকীব : فَلَمَّا خَرَجَ الخ - لما শর্তিয়া خرج ফে'ল هو যমীর মুস্তাতির ফায়েল ب তা'দিয়া ও ه যমীর মাফউল মিলে জুমলা হয়ে শর্ত راى ফে'ল هو যমীর ফায়েল شَخْصًا মওসূফ يَبِيْعُ سَمَكَتَيْنِ সিফত মিলে মাফউল, ফে'ল তার ফায়েল ও মাফউল মিলে জাযা।

حكايت - ٣٩ : حكى انّ داود عليه السلامُ قَرَاَ يَوْمًا الزَّبُوْرَ فَرَقَّ قلبُه عندَ قِرائِته فقال فِيْ نفسِهٖ ليسَ فِى الدُّنيا اعْبَدُ مِنِّى فَاَوْحى اللّٰهُ تعالى اليهِ يا دَاوُدُ! اِصْعَدْ اِلى جَبَلِ كَذا لِتَرى رَجُلاً زَرَّاعًا يَعبُدُ فى سَبْعِ مِائَةِ عامٍ ويَعْتَذِرُ مِنْ ذَنْبٍ فَعْلَةٍ لَيْس بِذَنْبٍ عِنْدِيْ ـ وذٰلك انّه مَرَّ يَوْمًا على سَطْحٍ وكانَتْ والدَتُهُ تحتَ السَّطْحِ فَاصابَهَا شئٌ مِّن التُّرابِ مِنْ مَشْيِه وانه اَعْبَدُ مِنْك فَاذْهَبْ اليه وبَشِّرْهُ بالمَغْفِرَةِ مِنِّىْ ـ فذهَبَ داوُد الى الجَبَلِ ، وَاذا رجُلٌ نَحِيْفٌ جِدًّا ـ قَدْ ظَهَرَ عَظْمُهُ مِنَ العِبادَةِ وَرَاٰهُ مُحرِمًا بِالصَّلوٰةِ ـ فلمّا فَرَغَ سلّمَ داوُدُ عليهِ ، فرَدَّ عليه السَّلامُ وقال له مَنْ اَنْتَ؟ قال اَنَا دَاوُدُ - فقالَ لَوْ علمتُ اَنَّكَ داوُدُ مَا رَدَدتُّ عَليكَ السلامَ لِما وَقَعَ مِنِّى مِنَ الزَّلَّةِ وتَفَرَّغتُ لِلصُّعُوْدِ على الجَبَلِ ولَمْ تَسْتَغْفِرُ اللّٰه ،

(৩৯) মায়ের কষ্টের ভয়ে সাতশো বছর রোনাজারী

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে, একদা হযরত দাউদ (আ) যাবুর পাঠ করেন। পাঠকালে তার হৃদয় বিগলিত হয়ে গেলো। তিনি মনে মনে ভাবলেন, আমার চেয়ে বেশি আবেদ পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কেউ নেই। তখন আল্লাহপাক ওহী প্রেরণ করলেন, হে দাউদ! তুমি অমুক পর্বতে আরোহণ করো। সেথায় এক কৃষককে দেখতে পাবে। সাতশো বছর যাবত সে ইবাদত করছে। আর এমন অপরাধ ক্ষমার জন্যে কান্নাকাটি করছে যা বাস্তবে আমার নিকট কোনো অপরাধই না। ঘটনাটি ছিলো এই যে, লোকটি একদিন এক ছাদের ওপর পায়চারী করছিলো। ছাদের নিচে ছিলো তার মা। তার হাঁটার কারণে ছাদ থেকে কিছু মাটি তার ওপর পড়ে, নিশ্চই সে তোমার চেয়ে বেশি ইবাদতকারী। তুমি তার নিকট যাও এবং আমার পক্ষ থেকে ক্ষমার সুসংবাদ দাও, হযরত দাউদ (আ) সে পর্বতে গেলেন এবং দেখলেন কৃশকায় এক লোক ইবাদতের কারণে তার অস্থি বেরিয়ে পড়েছে। তিনি নামাযে তাহরীমা বাঁধা অবস্থায় তাকে পেলেন। নামায সমাপ্ত করলে হযরত দাউদ (আ) তাকে সালাম দিলেন। তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি দাউদ। তিনি বললেন, যদি আমি জানতাম আপনি দাউদ তবে আপনার সালামের জবাব দিতাম না। আমার একটি পদস্থলন ঘটার কারণে। আমি তাই পর্বতের ওপর আরোহণ করে সব ত্যাগ করেছি। আমার জন্য আপনিতো আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলেন না।

তাহকীক : رَقَّ : (ض) الرِّقّة নরম হওয়া, পাতলা হওয়া, مضاعف ثلاثى -
زَرَّاعًا : বড় চাষি, চোগলখোর, (ف) الزرع চাষাবাদ করা।
نَحِيْف : দুর্বল, জীর্ণ-শীর্ণ, বহু: نحافة ـ نحاف -
زَلَّة : পদস্খলন, (ض) الزلة পা পিছলানো, পদস্খলন ঘটা, مضاعف -

وَاللّٰهِ قَدْ مَرَرْتُ عَلٰى سَطْحٍ وَكَانَ وَالِدَتِىْ تَحْتَهٗ ، فَتَنَزَّلَ عَلَيْهَا شَىْءٌ مِّنْ تُرَابِ السَّطْحِ يَمْشِىْ عَلَيْهِ ـ فَخَرَجْتُ وَلِىْ سَبْعُ مِائَةِ سَنَةٍ ، فَلَا اَدْرِىْ اَسَاخِطَةٌ عَلَىَّ اَمْ رَاضِيَةٌ ، وَمَعَ ذٰلِكَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِظَنِّىْ اَنَّهَا سَاخِطَةٌ عَلَىَّ، لِيَرْضٰى عَنِّىْ رَبِّىْ وَتَرْضٰى عَنِّىْ وَالِدَتِىْ ـ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ سَبْعَمِائَةَ سَنَةٍ. لَا اَتَفَرَّغُ لِلْاَكْلِ وَلَا لِلشَّرَابِ مَخَافَةَ عَذَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ فَاذْهَبْ عَنِّىْ فَقَدْ مَنَعْتَنِىْ مِنَ الْعِبَادَةِ ـ فَقَالَ لَهٗ : اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَنِىْ اِلَيْكَ لِاُخْبِرَكَ اَنَّهٗ غَفَرَلَكَ، وَهُوَ رَاضٍ عَنْكَ ، وَاَنَّ وَالِدَتَكَ خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاضِيَةٌ عَنْكَ، وَاِنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَحْتَ السَّطْحِ الَّذِىْ مَشَيْتَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُصِبْهَا تُرَابٌ ـ فَلَمَّا سَمِعَ الرَّجُلُ ذٰلِكَ – قَالَ : وَاللّٰهِ لَا اُحِبُّ الْحَيٰوةَ بَعْدَ هٰذَا فَسَجَدَ وَقَالَ رَبِّ اَقْبِضْنِىْ اِلَيْكَ ـ فَمَاتَ مِنْ سَاعَتِهٖ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

অনুবাদ॥ আল্লাহর শপথ, আমি ছাদের ওপর হাঁটছিলাম, আর ছাদের নিচে ছিলো আমার মা। আমার চলার দরুন তার ওপর কিছু মাটি পড়ে যায়। এরপর গৃহ ত্যাগ করে সাতশো বছর বেরিয়ে পড়েছি। জানিনা মা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট নাকি সন্তুষ্ট। এ সত্ত্বেও তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট ধারণা করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। যাতে আমার প্রতিপালক ও আমার জননী আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন। আর আমি এই সাতশো বছরে পানাহারের জন্য অবসর হইনি (একমাত্র) আল্লাহর শাস্তির ভয়ে। তুমি চলে যাও! তুমি আমার ইবাদতের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছো। দাউদ (আ) বললেন, আল্লাহপাক আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন এ খবর দেওয়ার জন্যে যে, তিনি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তোমার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। আর তোমার জননী দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি বস্তুত ছাদের নিচে ছিলেন না, যার ওপর তুমি হাঁটছিলে তার ওপর কোনো মাটিও পড়েনি। লোকটি এ শুনে বলতে লাগলো– আল্লাহর কসম, এরপর আমি আর জীবিত থাকতে চাই না। সে বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি নিজের নিকট নিয়ে নাও। ফলে তৎক্ষণাৎ সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

তাহকীক : سَاخِطَةٌ : واحد مؤنث ـ اسم فاعل ـ اسخط (ن ف) - নারাজ অসন্তুষ্ট করা, مَخَافَةَ ভয়, আশংকা, خوف (س) ভয় করা।

حكايـة – ٤٠ : حُكِيَ عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ – اَنَّ قومًا سَافرُوْا وَ نَزَلُوْا فِى بَرِيَّةٍ ـ فَسَمِعُوا نَهِيْقَ حِمَارٍ مُتَوَاتِرًا ـ فَاَسْهَرَهُمْ ـ فَانْطَلَقُوْا يَنْظُرونَ اِلَيْهِ – وَاذا هُمْ بِبُيَيْتٍ مِّنَ الشَّعْرِ ، فِيْهِ عَجوزٌ ـ فَقالُوْا : قدْ سَمِعْنَا نَهِيْقَ حمارٍ اَسْهَرَنَا ولمْ نَرَ عِنْدَكِ حِمارًا ؟ فقالَتْ : هٰذَا اِبْنِىْ، كانَ يقولُ لِىْ يَا حِمارَةُ! تَعالِىْ ويَا حمارةُ! اِذْهَبِىْ وهٰكذا ـ فدعوتُ اللّٰهَ انْ يُصَيِّرَهُ حِمارًا فَلِذٰلكَ لَمْ يَزَلْ يَنْهَقُ فِى كلِّ ليلةٍ الى الصَّباحِ – فقالُوا لَهَا : اِنْطَلِقِىْ بِنَا اليْهِ لِنَنْظُرَه ـ فَانْطلقُوْا مَعَها اِلَيْه ـ وَاذا هوَ فِى القَبْرِ وعُنقُه كعنقِ الحِمارِ فَلا حولَ ولا قوة الا باللّٰه ـ

(৪০) কবরে গাধার আওয়াজ

অনুবাদ॥ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রহ) হতে বর্ণিত, একটি কাফেলা একবার সফর করলো। তারা (রাত যাপনের নিমিত্তে) এক জঙ্গলে অবতরণ করলো। তারা ক্রমাগত একটি গাধার আওয়াজ শুনতে পেলো, এমনকি তাদেরকে তা বিনিদ্র রাখলো। বিষয়টি দেখার জন্যে তারা বের হলো। হঠাৎ এক পশমী ঘরের নিকট তারা পৌঁছলো, দেখলো তার মধ্যে রয়েছে এক বুড়ী। তারা বললো, আমরা একটি গাধার আওয়াজ শুনছি। আমাদেরকে ঘুমুতে দিচ্ছে না, অথচ আপনার কাছে তো কোনো গাধা দেখছিনা। বুড়ী বললো– এ (আওয়াজকারী) আমার পুত্র। সে আমাকে ডাকতো, হে গাধি এ দিকে আয়! হে গাধী! ওখানে যা। তাই তার জন্যে আমি বদদোয়া করলাম– আল্লাহ্ যেন তোকে গাধা বানিয়ে দেন। এ কারণেই সে প্রতিরাতে ভোর পর্যন্ত গাধার আওয়াজ করতে থাকে। তারা তাকে বললো, আমাদেরকে সেখানে নিয়ে চলুন। আমরা তাকে দেখবো। এরপর তারা বুড়ীর সাথে চলতে পেলো। তারা তার পুত্রকে একটি কবরের মধ্যে দেখতে পেলো, তার গর্দান গাধার গর্দানের ন্যায় হয়ে গেছে। বস্তুত আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো কিছু করার শক্তি-ক্ষমতা নেই।

তাহকীক : عطاءُ بْنُ يسارٍ : রাসূল (সা) -এর সহধর্মিনী হযরত মায়মূনার গোলাম বিশিষ্ট তাবেয়ী ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বেশিরভাগ হাদীস বর্ণনা করতেন। ৯৭ হি. সনে ৮৪ বছর বয়সে ওফাত পান।

اَسْهَرَ : واحد مذكر ـ ماضى ـ افعال ـ اَلْاِسْهَارُ জাগ্রত থাকা, (س) السَّهَرُ সারারাত জাগরণ করা। عجوز : বৃদ্ধা, বুড়ী, বহু: عَجَائِزُ -

يَنْهَقُ : واحد مذكر غائب مضارع (ف ن ض) النهق গাধার আওয়াজ করা।

حكايت - ٤١ : حكى أنّه كانَ فِيْ بَنِىْ اسرائيلَ عابدٌ ضَاقَتْ عليه مَعِيْشَةٌ ـ فخرج الى الصَّحْراء يعبُدُ اللهَ ويَسْألُه ان يُعْطِيَه شَيْئًا ـ فنُودِىَ ذاتَ يَوْمٍ ايُّها العابِدُ مُدَّ! يَداكَ وخُذْ - فمَدّ يَدَهُ - فوَضَعَ عليْهَا دُرَّتانِ كأنَّهُما كَوكَبَانِ ضِياءً ـ فجَاءَ بِهِمَا الى مَنْزِله وقال لِإمْراتِهِ اٰمِنَّا مِنَ الْفُقْرِ ، ثُمّ انّه رَأى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيْ مَنَامِهِ : أنَّهُ فِى الجَنَّةِ ـ فَرَاٰى فِيْهَا قَصْرًا ـ فَقِيْلَ لَهٗ : هٰذا قَصْرُكَ ـ فَرَاٰى فِيْهِ أرِيْكَتَيْنِ مُتَقَابِلَتَيْنِ ـ اَحدُهُمَا مِن الذَّهَبِ الْأحْمَرِ وَالْأُخْرٰى مِنَ الفِضَّةِ وسَقْفُهُمَا مِنَ اللُّؤْلُؤِ ـ وقِيْل له : احدُهُمَا مَقعَدُكَ وَالْأُخْرٰى مَقعَدُ إمْرَاتِكَ ـ فنَظَرَ الى سَقْفِهِمَا فَإذا فِيْهِ مَوْضِعٌ خَالٍ مقدارَ دُرَّتَيْنِ ـ

---

(৪১) আল্লাহ মুক্তা ফিরিয়ে নাও

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে বণী ইসরাঈলের যুগে এক আবেদ ছিলেন। তার জীবিকা সংকীর্ণ হয়ে পড়লো। তাই তিনি বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে পড়লেন যে, আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং তার নিকট কিছু প্রার্থনা করবেন। একদিন তাকে (অদৃশ্য থেকে) আওয়াজ দেওয়া হলো, হে বান্দা! তুমি হাত সম্প্রসারণ করো এবং গ্রহণ করো। সে তার হাত প্রসারিত করলো। তার হাতে দু'টো মুক্তা রাখা হলো। মুক্তা দু'টো ছিলো উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। সেগুলো নিয়ে তিনি বাড়ি এসে স্ত্রীকে বললেন, দারিদ্র্যতা থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি। এরপর একদিন নিজেকে স্বপ্নে জান্নাতে দেখলেন। তাতে দেখলেন একটি প্রাসাদ। তাকে বলা হলো, এটা তোমার প্রাসাদ। তার মধ্যে সামনাসামনি দু'টো পালঙ্গ দেখলেন। তার মধ্যে একটি লাল স্বর্ণ ও অন্যটি রূপা দ্বারা নির্মিত। আর তার ছাদ ছিলো মুক্তার। বলা হলো এ আসনটি তোমার, আর অন্যটি তোমার স্ত্রীর। এরপর তিনি পালঙ্গ দু'টির ছাদের দিকে দৃষ্টি করে দেখলেন, দু'টো মুক্তা পরিমাণ জায়গা খালি রয়েছে।

তাহকীক : ضَاقَتْ : واحد مؤنث ـ ماضى (ض) الضِّيْق সংকীর্ণ হওয়া।
مُدَّ : واحد مذكر امر حاضر معروف (ن) المَدّ টানা, আকর্ষণ করা, রাখা অর্থে।
أرِيْكَتَيْن : اريكة এর দ্বিবচন, সুসজ্জিত খাট, বহু: ارائك جـ فا مهموز -
سَقْف : سُقُف এর বহু: ছাদ।
دُرَّتَيْن : دُرّة এর দ্বিবচন, বড়ো মুক্তা, আর لؤلؤ ছোটো মুক্তা।

فَقَالَ مَا بَالُ هٰذا الْمَوْضَعِ اَنَّهُ خَالٍ ؟ فَقِيْلَ لَمْ يَكُنْ خَالِيًا وانتَ تَعَجَّلْتَ فِي الدُّنْيَا الدُّرَّتَيْنِ وهٰذا مَوْضَعُهُمَا ـ فَانْتَبَهَ مِنْ مَنامِهِ بَاكِيًا وَاَخْبَرَ اِمْرَاتَهُ بِذٰلِكَ ـ فقَالت لَهُ : عَلَيْك ان تَدعُوَ اللّٰهَ وتَسْاَلَهُ حتّٰى يردَّهُمَا مَكانَهُمَا ـ فخَرَجَ الَى الصَّحْراءِ وهُمَا فِيْ كفِّهِ وصَار يَدْعُوْ اللّٰهَ وَيَتَضَرَّعُ اليْهِ ان يردَّهُمَا فلمْ يَزَلْ كذٰلكَ حَتّٰى اُخِذتَا مِنْ كفِّهِ ونُوْدِى اَنْ رَدَدْنَاهُمَا الَى مَكانِهِما ـ فحَمِدَ اللّٰهُ على ذٰلك وَاَثْنٰى عَلَيْه ـ

অনুবাদ ॥ তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ স্থান দু'টো খালি কেন? বলা হলো এ স্থান খালি ছিলো না। বরং তাড়াহুড়া করে তুমি দু'টো মুক্তা নিয়ে নিয়েছো। আর এটাই সেই দুই মুক্তার স্থান। তিনি ঘুম থেকে কেঁদে উঠলেন এবং স্ত্রীকে এ বিষয়ে অবহিত করলেন। স্ত্রী বললো, আল্লাহর নিকট তোমার দোওয়া করা কর্তব্য যাতে তিনি এ মুক্তা দু'টো ফিরিয়ে স্বস্থানে রাখেন। অতএব, আবেদ হাতের তালুতে মুক্তা নিয়ে ময়দানের দিকে বের হন এবং কেঁদে কেঁদে দোওয়া করতে থাকেন, যেন মুক্তা দু'টো তিনি স্বস্থানে ফিরিয়ে নেন। এভাবে সবসময় দোওয়া করতে থাকেন। অবশেষে তার হাত থেকে মুক্তা দু'টো নিয়ে নেয়া হয় এবং আওয়াজ দেয়া হয় যে, এ দু'টো আমি স্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়েছি। এতে আবেদ আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তাহকীক : تَعَجَّلْتَ : واحدمذكر - ماضى বাবে التعجّل - تفعل তাড়হুড়া করা, দ্রুত করা, يَتَضَرَّعُ কান্নাকাটি করতে লাগলো, مضارع বাবে تفعل

نُوْدِىَ : ماضى مجهول বাবে مُفاعله - نادى مناداة ونرداء ডাকা আহ্বান করা, আযান দেয়া।

صَحْرَاء : মাঠ, মরু প্রান্তর, বহু: صحارى

তারকীব : مَا بَالُ هٰذَا الخ : ما ইস্তেফহামিযা বা اى অর্থে মুযাফ, بال মুযাফ ইলায়হি ও মুযাফ هذا الموضع মুযাফ ইলায়হি এ অংশটি মুবতাদা ان এর যমীর ইসম ও خال খবর মিলে জুমলা হয়ে খবর, মুবতাদা খবর মিলে جمله استفهامية انشائيه

حكاية - ٤٢ : حُكِىَ انَّ يَزِيْدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ قال لِاَصْحَابِه اَنَّهُ لَايُمْكِنُ اَنْ يَمُرَّ عَلٰى اِنْسَانٍ يَوْمٌ كَامِلٌ بِلا مَكْرُوْهٍ وغَمٍّ وَاِنِّى اُرِيْدُ اَنْ اَجْعَلَ لِىْ يومًا لا ارٰى فِيْهِ ذٰلك فهُيِّئَا لَهُ مَجْلِسًا لِلَّهْوِ، اِتَّخَذَ فيه من الرَّيَاحِيْنِ وغيرِها مَا تَفعَلُهُ المُلُوْكُ - وكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَيْهِ ، اِسْمُهَا حَنَّانَةُ، اَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا وَاَحْسَنُهُمْ صَوْتًا- فجَعَلَهَا خَلْفَهُ تَحْتَ السِّتَارَةِ ، وجَعَلَ النُّدَمَاءَ اَمَامَهُ - وصَارَ يَنْظُرُ اِلَى الْجَارِيَةِ ويَلعَبُ مَعَهَا تَارَةً والَى نُدَمَائِهِ تَارَةً لِسِمَاعِ اَصْوَاتِهِمْ - ولَمْ يَزل كَذٰلِكَ اِلى وقتِ الْعَصْرِ فَاَحْضَرُوْا لَهُ رُمَّانًا فَاَخَذَ يَجْعَلُ حَبَّةً عَلٰى يَدَيْهِ لِتَاخُذَهُ مِنْهُ الجَارِيَةُ فَاخذتْ وَاكَلَتْ فوقعتْ، حَبَّةٌ فِىْ حَلْقِهَا فَمَاتَتْ لِوَقْتِهَا - فحَصَلَ لَهُ مِنَ الغَمِّ مَا لا مَزِيْدَ عَلَيْهِ وَاسْتَمَرَّ عَلٰى ذٰلِكَ اَرْبَعَةَ اَيَامٍ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى مَعَاصِيْهِ-والله اعلم

(৪২) ইয়াযীদের মৃত্যু

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে, একবার ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়া (রা) তার সাথীদেরকে বললো, কষ্ট ও ভাবনাহীন কোনো মানুষের একটি দিন অতিবাহিত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু আমি নিজের জন্যে এমন একটি দিন যাপনের সংকল্প করেছি যেদিন চিন্তা-ভাবনা অনুভব করবো না। সুতরাং তার জন্যে আনন্দ উল্লাসের একটি আসর প্রস্তত করা হলো এবং তাতে নানা প্রকার সুগন্ধী ফুল ও নানা জিনিসের ব্যবস্থা করা হলো; যেমনটি অন্যান্য বাদশাহ করে থাকেন। তার ছিলো এক বাঁদী। সকল মানুষের চেয়ে সে তার প্রিয় ছিলো। নাম তার হান্নানাহ্। রূপ লাবণ্যে ছিলো অপরূপা সুন্দরী। কণ্ঠস্বরও ছিলো তেমনি সুমধুর। তিনি তাকে পেছনে পর্দার আড়ালে রাখলো। একবার সে বাঁদীর দিকে ফিরে তার সঙ্গে কৌতুক করছিলো, আরেকবার বন্ধুদের দিকে ফিরে তাদের কথা (গান-বাদ্য) শ্রবণ করছিলো। এভাবে আসর পর্যন্ত চললো। (সেবকরা) তার সামনে ডালিম উপস্থিত করলো। সে ডালিম দানা হাতে রাখছিলো উভয় বাঁদী যাতে সেখান থেকে নিয়ে খায়। বাঁদী তাঁর হাত থেকে নিচ্ছিলো ও খাচ্ছিলো। সহসা একটি দানা তার গলায় আটকে গেলো এবং তখনই মরে গেলো। ইয়াযীদ এতে যারপর নাই ব্যথিত হলেন। চারদিন তার এই অবস্থায়ই কেটে গেলো। অবশেষে আল্লাহর নাফরমানীর মাঝে মৃত্যু বরণ করলো। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

তাহকীক : يزيد بن معاوية (رض) : দাদার নাম ابوسفيان اموى ২৫ হি. মোতাবেক ৬৪৫ খ্রি. ভূমিষ্ঠ হয়, ৬০ হি. মোতাবেক ৬৮০ খ্রি. বনু উমায়্যার দ্বিতীয় খলীফা নিযুক্ত হয়। স্বীয় পিতা মুআবিয়া (রা)-এর জীবদ্দশায় কনস্টান্টিনোপলের অভিযানে অংশ গ্রহণ করে। তারই বাহিনীর হাতে নবীজীর কলিজার টুকরা ইমাম হুসাইন ৬১ হি. সনে কারবালা প্রান্তরে শহীদ হন।

৬৪ হি. মোতাবেক ৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের হিম্‌স নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করে।

حكايت -٤٣ : حُكِيَ عَنْ أَبِي يَزِيْدِ الْبُسْطَامِيِّ أَنَّهُ عَبَدَ اللّٰه تَعَالٰى سِنِيْنَ كَثِيْرَةً . فَلَمْ يَجِدْ لِلْعِبَادَةِ طَعْمًا وَلا لَذَّةً . فَدَخَلَ عَلٰى أُمِّهِ وقَالَ لَهَا أُمَّاهُ ! إِنِّي لا أَجِدُ لِلْعِبادَةِ وَلا لِلطَّاعَةِ حَلاوةً أَبَدًا . فَانْظُرِيْ هَل تَناولتِ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ الحَرَامِ حَيْثُ كُنْتُ فِيْ بَطْنِكِ او حِيْنَ رَضَاعَتِيْ ؟ فَتفكَّرتْ طوِيْلاً . ثمّ قالتْ لهُ يَا بُنَيَّ ! لمّا كُنْتَ فِي بَطْنِيْ صَعَدتُّ فوْقَ سطْحٍ فَرَأيْتُ إجَانَةً فِيْهَا اقِطٌ ، فَاشْتَهَيْتُهُ فَاكِلتُ مِنْهُ مِقْدارَ أَنْمِلةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ . فَقالَ ابُوْ يَزِيدُ : ما هُوَ إِلاّ هٰذا . فَاذْهَبِيْ الَى صاحِبِهِ وَأَخْبِرِيْهِ بِذٰلكَ . فذهَبَتْ اليْهِ واخبرتْهُ بِذٰلكَ . فَقال لهَا :انتِ فِيْ حِلٍّ مِنْهُ فاخبرَتْ اِبْنَها بِذٰلكَ فعِنْدَها ذاقَ حَلَاوَةَ الطَّاعَةِ .

(৪৩) ইবাদতে বিস্বাদ কেন?

অনুবাদ॥ আবু ইয়াযীদ বুস্তামী (রহ) হতে বর্ণিত, বহু বছর তিনি আল্লাহর ইবাদত করলেন কিন্তু তাতে কোনো স্বাদ পেলেন না। একদিন জননীর কাছে গিয়ে বললেন, আম্মাজান! আমি ইবাদত করে কোনো স্বাদ পাচ্ছি না। আপনি চিন্তা করে দেখুন তো আমি গর্ভে থাকা অবস্থায় বা দুধ পানকালে কোনো অবৈধ খাদ্য খেয়েছিলেন কি না? তিনি দীর্ঘক্ষণ চিন্তা করে বললেন– বাবা! তুমি যখন আমার গর্ভে ছিলে, আমি একটি ছাদে উঠি এবং চিনামাটির এক বাসন দেখি। তাতে পনির ছিলো, তা খেতে আমার মনে চায়। ফলে মালিকের অনুমতি ছাড়া তা থেকে আমি এক আঙুলের মাথা (চিমটি) পরিমাণ খেয়ে ফেলি। আবূ ইয়াযীদ (রহ) বললেন, ইবাদতে স্বাদ না পাওয়ার এটাই কারণ। অতএব, আপনি মালিকের নিকট যান এবং এ বিষয়ে তাকে অবগত করুন। তিনি মালিকের নিকট গেলেন এবং এ বিষয়ে অবগত করলেন। মালিক বললেন, তা থেকে তুমি মুক্ত। মা তার সন্তানকে এ বিষয়ে অবহিত করলেন। এরপর থেকেই আবু ইয়াযীদ ইবাদতে স্বাদ অনুভব করতে লাগলেন।

তাহকীক : طَعْمٌ : স্বাদ, لَذَّة : স্বাদ, বহু: لَذَّاتٌ - مضاعف ثلاثى -

رَضَاعَت : মায়ের দুগ্ধপান (ف س) الارضاع . বুকের দুগ্ধ পান করানো।

إِجَانَة : কাপড় ধোয়ার টব, থালা, প্লেট, বহু: أَجَاجِيْن -

إِقِطٌ : পনির (লবনযুক্ত জমাট দুধের তৈরি খাদ্য।)

أَنْمِلَةٌ : আঙ্গুলের মাথা, বহু: أَنَامِل -

حكايت -٤٤ : حُكِىَ اَنَّ ابا حَنِيفةَ رضى اللّٰه عنه كانَ بَيْنَهُ وبَيْنَ رجلٍ مِّنَ الْبَصْرةِ شِرْكَةٌ فِى تِجارَةٍ . فبَعَثَ اليهِ ابوحنيفةَ سَبْعِيْنَ ثوبًا مِّن ثِيابِ الخَزِّ ، وكَتَبَ اليهِ اَنَّ فِى واحدٍ مِّنْها عَيْبًا وَهُوَ الثَّوْبُ الفُلانِىُّ . فاذا بِعتَهُ فَبَيِّنِ الْعَيْبَ فباعَها بِثَلٰثِيْنَ الفَ دِرْهَمٍ وجاءَ بِهَا الى اَبِىْ حَنِيْفَةَ . فقالَ لهُ: هلْ بَيَّنْتَ العَيْبَ ؟ فَقَال لقَدْ نَسِيْتُ . فتَصَدَّقَ ابُوْحَنِيْفَةَ بِجَمِيْعِ ثَمَنِها المَذْكُوْرِ .

(৪৪) আবু হানিফা (রহ) এর সাদ্কা

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে, হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ) ও বসরার এক লোকের মাঝে যৌথ ব্যবসা ছিলো। একবার ইমাম সাহেব সত্তরটি রেশমী বস্ত্র তার নিকট পাঠালেন এবং লিখলেন এগুলোর সাথে একটি খুঁতযুক্ত তা হচ্ছে অমুক বস্ত্রটি। সুতরাং তা বিক্রয়কালে খুঁত বর্ণনা করো। ঐ লোকটি ত্রিশ হাজার দিরহামে কাপড়গুলো বিক্রি করে ইমাম সাহেবের নিকট আসলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি কাপড়টির খুঁত বর্ণনা করে বিক্রি করেছো? সে বললো, আমি ভূলে গিয়েছিলাম। অত:পর ইমাম সাহেব উল্লেখিত সমস্ত অর্থ সাদকা করে দিলেন।

টীকা : ابوحنيفة (رح) : নাম-নো'মান ইবনে সাবিত, উপনাম আবু হানীফা, ৮০ হি. মোতাবেক ৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের কুফা নগরে জন্মলাভ করেন। বিশিষ্ট বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। হানাফী মাযহাবের প্রবর্তক। মুসলিম বিশ্বে তাঁর মাযহাবের মুকাল্লিদই সর্বাধিক। অতি পরহেযগার ও ইবাদত গুজার ছিলেন। হযরত আনাসসহ বেশ কতিপয় সাহাবীর সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন। ইমাম জা'ফর সাদেক ও হামযাসহ অসংখ্য উস্তাদ থেকে ইলমে নববী লাভ করেন। তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের একমাত্র স্পেন ছাড়া সমগ্র এলাকা যথা মক্কা মদীনা দামেস্ক বসরা ওয়াসিত মসূল, মিশর ইয়ামন, বাহরাইন, বাগদাদ, বুখারা, সমরকন্দ সর্বত্র হতে মানুষ এসে তার শিষ্যত্ব বরণ করেন।

তিনিই সর্ব প্রথম ফিকহ শাস্ত্র সুশৃংখলভাবে সংকলন করেন। ১৫০ হি. মোতাবেক ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। আল ফিকহুল আকবর ও মুসনাদে আবু হানীফা তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব।

তাহকীক : خَزٌّ : রেশমি বা রেশম ও উলমিশ্রিত কাপড়, বহু: خُزُوْز -

بَيِّنْ : واحد مذكر - ماضى - التبيين প্রকাশ করা, বা হওয়া, اجوف يائى -

حـكـايـت -٤٥ : حُكِيَ اَنَّ قـاضِـيًـا مَـاتَ وتَـرَكَ اِمْـرَاتَـهٗ حَـامِـلًا فَـوَلَـدَتْ اِبْـنًـا فـلـمّـا تَـرَعْـرَعَ بَـعَـثَـتْـهُ اُمُّـهٗ الـى الـكُـتَّـاب ـ فَـلَـقَّـنَـهُ الـمُـعَـلِّـم الـتَّـسْـمِـيَـة، فَـرَفَـعَ الـلّٰـهُ الْـعَـذابَ عَـنْ اَبِـيْـهِ وقَـال يَـا جِبْـرَئِـيْـلُ :اِنَّـه لا يَـلِـيْـقُ بِـنَـا ان يـكُـوْنَ اِبْـنُـهٗ فِـيْ ذِكْـرِنَـا وهُـوَ فِـي عَـذابِـنَـا ـ فَـاذْهَـبْ اِلَـيْـهِ وهَـنِّـئْـه بِـابْـنِـهٖ ـ فـذهَـب الـيْـهِ وهَـنَّـاهُ بِـهٖ رَحِـمَـهُ اللّٰه تعـالـى ـ

(৪৫) সন্তানের বিস্‌মিল্লাহ শিক্ষায় পিতার মুক্তি

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে জনৈক কাজি স্বীয় স্ত্রীকে গর্ভাবস্থায় রেখে মৃত্যুবরণ করলো। স্ত্রী একজন ছেলে সন্তান জন্ম দিল। বালকটি বড় হলে মা তাকে মকতবে পাঠালো। ওস্তাদ তাকে বিস্‌মিল্লাহ শিখালো। এর বদৌলতে তার পিতার উপর থেকে আল্লাহ পাক শাস্তি উঠিয়ে নেন এবং জিব্রাঈল (আ)কে বললেন, আমার জন্যে এটা শোভা পায় না যে, তার পুত্র আমার যিকির করবে আর আমি তার পিতাকে শাস্তি দেবো। তুমি তার নিকট যাও এবং তার ছেলেকে সুসংবাদ প্রদান করো। এরপর ফেরেশ্‌তা তার নিকট গেলেন এবং তাকে উক্ত ব্যাপারে সুসংবাদ জানালেন। আল্লাহ্ তার ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

তাহকীক : تَرَعْرَعَ : واحد مذكر ـ ماضى বাবে تسربل - التَّرَعْرُعُ - সন্তান বড় ও যুবক হওয়া, مضاعف رباعى -

يَحِلُّ : واحد مذكر ـ مضارع ـ (ض) الحل খুলে দেয়া, الاحلال হালাল করা, مضاعف ثلاثى -

تُقِرُّ : واحد مذكر حاضر ـ مضارع ـ الاقرار - স্বীকার করা, مضاعف ثلاثى -

زُنَّار : হিন্দুদের পৈতা, বহু: زنانير - خصم - বিবাদী, প্রতিপক্ষ।

قصّاب : কসাই, (ض) القصب কর্তন করা।

إسْتَام : ماضى ـ افتعال ـ الاستيام দাম জিজ্ঞেস করা, اجوف واوى -

رَسَمْتَ : ماضى (ض) الرسم নিদর্শন রাখা। احتجت : আমি মুখাপেক্ষী হয়েছি। واحد متكلم ـ افتعال ـ الاحتياج - মুখাপেক্ষী হওয়া اجوف واوى

يُرَجِّح : مضارع ـ تفعيل ـ الترجيح - প্রাধান্য দেয়া, ঝুকিয়ে দেয়া।

لَاادْرِى : আমি জানি না, (ض) الدراية - জানা, ناقص يائى -

حكاية -٤٦ : حُكِىَ انّ حاتِم الاصَمّ دَخلَ بَغْدَادَ . فقِيْل لهٗ : اِنّ هٰهُنا يهودِيًّا غَلَبَ العلماءَ . فقال : انا اُكَلِّمُهٗ . فلمّا حَضَر اليهوديُّ سَأل حاتِمًا عَنْ اَىّ شَيْءٍ لايعلمُهُ اللّٰهُ واىُّ شَيْءٍ لا يُوجَدُ عِنْدَ اللّٰهِ واىُّ شَيْءٍ ليس فى خزائِنِ اللّٰهِ واىُّ شَيْءٍ يَسْئَلُهُ اللّٰهُ مِنَ العِبَادِ واىُّ شَيْءٍ يَعْقِدُهُ اللّٰهُ واىّ شَيْءٍ يُحِلّهُ اللّٰهُ ؟ فقال له حَاتِمٌ : اِنْ اَجَبْتُكَ تُقِرُّ بِالاسْلامِ؟ قالَ : نَعَمْ . فقال حاتِمٌ :الّذِى لا يَعلمُهُ هوَ شريكُه او وَلَدُهٗ . فانَّ اللّٰهُ لاَ يعلمُ لَهٗ شَرِيكًا وَلاَ وَلَدًا ، وَالّذِىْ ليْسَ عِنْدَ اللّٰهِ هوَ الظُّلْمُ .اِنّ اللّٰهَ لايظلِمُ النّاسَ شيْئًا ، وَالّذِىْ ليْس فِى خَزائِنِ اللّٰهِ الفَقْرُ. هوَ الغَنِىُّ وَانْتُمْ اَلْفُقَرَاءُ . وَالّذى يُسْالُهُ اللّٰه مِن العِبَادِ هُوَ القرضُ "مَنْ ذَا الّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهُ قَرْضًا حَسَنًا " وَالّذِىْ يَعْقِدُهُ اللّه هُوَ الزُّنّارُ لِلْكُفّار . وَالذِىْ يحِلّهُ اللّٰهُ هوَ ذٰلكَ الزنّار عن احْبّائِه . فاسلمُ اليَهودىُّ بِاذْنِ اللّٰهِ .

(৪৬) ইহুদির প্রশ্নোত্তর

অনুবাদ ॥ বর্ণিত আছে, হযরত হাতিম আছাম্ম (রহ) একবার বাগদাদ নগরীতে প্রবেশ করলেন। তাকে বলা হলো, এখানে এক ইহুদি রয়েছে, যে (যুক্তি তর্কে) ওলামাগণের ওপর প্রাধান্য লাভ করেছে। তিনি বললেন, আমি তার সাথে কথা বলবো। ইহুদি উপস্থিত হলো এবং হাতিম (রহ) কে প্রশ্ন করলো– (১) কোন বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত নন? (২) কোন জিনিস আল্লাহর নিকট পাওয়া যায় না? (৩) আল্লাহর ভাণ্ডবে কোন জিনিস নেই? (৪) কোন জিনিস আল্লাহ বান্দার নিকট চান? (৫) কোন জিনিস এমন যা কারো কারো জন্যে তিনি পছন্দ করেন না, আবার কারো কারো জন্যে পছন্দ করেন? হযরত হাতিম (রহ) বললেন, আমি যদি উত্তর দেই তবে কি তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে? সে বললো, হ্যাঁ। হযরত হাতিম (রহ) বললেন, (১) আল্লাহ যা অবগত নন তা হলো তার অংশীদারিত্ব ও তার সন্তান থাকা। নিশ্চয়ই তিনি তার অংশীদার ও সন্তান আছে বলে জানেন না। (২) তাঁর নিকট যা নেই তা হলো যুলুম। 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি সামান্যতম যুলুমও করেন না'। (৩) তাঁর ভাণ্ডারে যা নেই তা হলো অভাব,'তিনি ধনী আর তোমরা গরিব'। (৪) আল্লাহ তা'আলা বান্দার নিকট ঋণ চান, 'কে আছে এমন যে আল্লাহ তা'আলাকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে?' (৫) আর আল্লাহপাক যে জিনিস কারো ক্ষেত্রে পছন্দ করেন, আবার কারো ক্ষেত্রে পছন্দ করেন না– তা হলো পৈতা বা তাবিজ। তা কাফিরদের জন্যে পছন্দ করেন, আর স্বীয় প্রিয় বান্দাদের জন্যে পছন্দ করেন না। অত:পর ইহুদি আল্লাহর হুকুমে মুসলমান হয়ে যায়।

حكاية -٤٧ : حُكِىَ عَنْ ابِىْ يـزيدِ البِسْطَمِىِّ انّهٗ خرجَ يومًا وعليهِ اثرُالبُكاءِ ـ فقِيلَ له :لِمَ ذٰلك ؟ فقالَ بلغنِىْ إنّ عبدًا يَاتِىْ يومَ القِيٰمَةِ الى مَوْقِفِ الحِساب مع خصمٍ لَّهٗ ـ فيَقولُ يارَبِّ! إنّىْ كُنْتُ رَجُلاً قَصَّابًا ، فَجاءَ الى هٰذا الرّجُلِ وَاسْتَامَ مِنّى اللّحمَ وَ وَضَعَ اِصْبَعَهٗ عَلى لَحمِىْ حَتّى رَسَمَتْ اِصْبَعَهٗ ولم يَشْتَرِ لحمًا ـ فَاحْتَجْتُ اليَوْمَ الى ذٰلكَ المِقْدارِ ـ فيامرُ اللّٰهُ ان يُعْطِىَ مِنْ حَسَنَاتِهِ بِقَدْرِ حَقِّهِ ـ وكانَ مِيزَانُ ذٰلِكَ الرجُلِ قدْ خَفَّ مِقدارَ ذَرّةٍ فيُوضعُ ذٰلكَ ـ فيُرجَّحُ وَيُؤمَرُبِهِ الى الجَنّةِ ـ فيَنْقُصُ مِيزانُ خَصْمِهِ بِذَالك القَدْرِ ـ فيُؤمَرُبِهِ الى النّارِ ـ فلا اَدْرِىْ حَالِىْ ذلك اليَوْمَ ـ

(৪৭) আঙ্গুলে গোশতের ছাপের দরুন

অনুবাদ ॥ হযরত আবু ইয়াযীদ বুস্তামী (রহ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি বাইরে বের হলেন। কান্নার ছাপ ছিলো তার সমগ্র অবয়ব জুড়ে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমি জানতে পারলাম যে, কিয়ামতের দিবসে হিসাবের স্থানে এক ব্যক্তি তার প্রতিপক্ষকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হবে। বাদী বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি ছিলাম একজন কসাই। এ লোকটি একদিন আমার নিকট এসে গোশতের মূল্য জিজ্ঞেস করলো, আমার গোশতের ওপর তার হাত রাখার ফলে তার আঙ্গুলের ছাপ পড়ে গেলো। কিন্তু সে গোশ্‌ত ক্রয় করলো না। ঐ পরিমাণ (নেকী) এর আজ আমি মুখাপেক্ষী। আল্লাহ কসাই ব্যক্তির হক পরিমাণ বিবাদীর থেকে সওয়াব এনে পরিশোধ করতে নির্দেশ দেবেন। কসাইয়ের পাল্লা সামান্য হালকা থাকবে। এ সওয়াব তাতে রাখা হলে তা ভারি হয়ে যাবে। ফলে তাকে জান্নাতে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। আর ঐ সামান্য পরিমাণের জন্যে বিবাদীর পাল্লা হালকা হয়ে যাবে। ফলে তাকে জাহান্নামের নির্দেশ দেয়া হবে। ইয়াযীদ বুস্তামী (রহ) বলেন, জানিনা সেদিন আমার অবস্থা কী হবে?

তাহকীক : مُوقِفٌ - اسم ظرف - واحد مذكر মাসদার, الوقف অবস্থান করাম, দাঁড়া, থামা, বিরাম দেওয়া, موقف অবস্থান স্থল, বহুঃ مواقف - وقف وقوفا অবগত হওয়া।

اِحْتَجْتُ : اَحْتَجْتُ আমি মুখাপেক্ষী হয়েছি, واحدمتكلم ماضى বাবে افتعال মূলত اِحْتَيَجْتُ ছিলো।

حكاية - ٤٨ : حُكِيَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ أَدْهَمَ رضى اللهُ عنه أَنَّه كَانَ بِمَكَّةَ فَاشْتَرى مِنْ رَجُلٍ تَمْرًا فَإِذَا هُوَ بِتَمْرَتَيْنِ وقعتا على الارض بَيْنَ رِجْلَيْهِ فظنَّ أَنَّهُمَا مِمَّا اشْتَرَاهُ فرفعهما وَاكلهما وخرج الى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ودَخلَ الى قُبَّةِ الصَّخْرَةِ وخَلافيها وكَانَ الرَّسْمُ فِيْهَا ان يَخْرُجَ مَنْ كانَ فيها وتَخَلّى لِلْمَلْئِكَةِ لَيْلاً بعدَ الْعَصْرِ فَاخْرَجَ مَنْ كَانَ فِيْهَا فَاحْتَجَبَ إِبْرَاهِيْمُ ـ ولَمْ يَرَوْهُ فَبَقِيَ ، فَدَخَلَتِ الْمَلائِكَةُ ، فَقَالُوا: هٰهُنَا جِنْسٌ آدَمِيٌّ فَقَالَ واحدٌ مِنْهُمْ: هُوَ ابراهيمُ بْنُ أَدْهَمَ عَابِدُ خُرَاسَانَ، فَاجَابَهُ اخَرُ مِنْهُم نَعَمْ ـ

(৪৮) ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) দু'টো খেজুর খেয়ে

অনুবাদ ॥ হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রহ) হতে বর্ণিত, তিনি একবার মক্কায় অবস্থান করছিলেন। সেখানে এক ব্যক্তির নিকট হতে তিনি খেজুর ক্রয় করেন। দু'টো খেজুর তার দু'পাশে ভূমিতে পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি ভাবলেন, এ দু'টি হয়তো তার ক্রয়কৃত খেজুরেরই অংশ। সুতরাং তিনি তা উঠিয়ে খেয়ে নিলেন। এরপর তিনি মসজিদে আক্সা অভিমুখে বের হলেন এবং মসজিদের কুব্বায়ে সাখরাতে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি নির্জনে অবস্থান করলেন। মসজিদে আক্সার প্রথা ছিলো যে, আছরের পর কুব্বায়ে সাখরার সকলে বের হয়ে যেতো এবং ফেরেশতাদের জন্যে তা খালি থাকতো। ভেতরের সকলকে বের করে দেওয়া হলো– কিন্তু ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রহ) আত্মগোপন করে রইলেন, কেউ তাকে দেখলো না। ফলে তিনি সেখানে রয়ে গেলেন। ফেরেশ্তাগণ প্রবেশ করেন একজন অন্যজনকে বলতে লাগলেন, এখানে মানবজাতি আছে। তাদের মধ্যকার একজন বললো, সে ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রহ), খোরাসানের এক ইবাদত গুজার বান্দা।

তাহকীক : ابراهيم بن ادهم : বলখের বাদশাহ ছিলেন, মক্কার পথে ভূমিষ্ট হন, তাঁর মা তাকে কোলে নিয়ে তওয়াফকালে দোয়া করেছিলেন। পরে তওবা করে সম্পূর্ণ দুনিয়া বিরাগী হন। বর্ণিত আছে, একদা বনে শিকারকালে গায়েবী আওয়াজ এলো– ইবরাহীম! তোমাকে এজন্যে সৃষ্টি করা হয়নি। এরপর তিনি মক্কায় গিয়ে হযরত সুফিয়ান ছাওরী, ফুযাইল ইবনে আয়ায প্রমুখ বুযর্গের সান্নিধ্যে আসেন। আল্লামা কুরদুরীর বর্ণনা মতে তিনি ইমাম আবু হানীফা এর সান্নিধ্য লাভ করেন। এবং তার থেকে কিকাহও হাদীস লাভ করেন। কোনো এক জিহাদে গমনকালে ১৬১ হি. মতান্তরে ১৬৬ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

صَخْرَةٌ : বড়ো পাথর قبة الصخرة-বায়তুল মাকদাসের শূন্যে ঝুলন্ত পাথর।

التخلى - ناقص واوى ,খালি : ماضى - الخلوة (ن) নির্জনে সাক্ষাৎ করা, নির্জন বাস, অবসর গ্রহণ।

اِحْتَجَبَ : ماضى ـ افتعال ـ الاحتجاب-গুপ্ত হওয়া, লুকানো, حجاب আড়াল।

فَقَالَ اٰخَرُ: هٰذَا الَّذِىْ يَصْعَدُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ عَمَلٌ اِلَى السَّمَاءِ فَتُقْبَلُ ـ فَقَالَ اٰخَرُ : نَعَمْ، غَيْرَ اَنَّ طَاعَتَهُ مَوْقُوفَةٌ مُنْذُ سَنَةٍ وَلَمْ تُسْتَجَبْ دَعْوَتُهُ تِلْكَ الْمُدَّةَ لِمَكَانِ التَّمْرَتَيْنِ ـ ثُمَّ اشْتَغَلَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ بِالْعِبَادَةِ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَرَجَعَ الْخَادِمُ وَفَتَحَ بَابَ الْقُبَّةِ ، فَخَرَجَ اِبْرَاهِيْمُ وَذَهَبَ اِلٰى مَكَّةَ وَجَاءَ اِلٰى بَابِ الْحَانُوْتِ فَرَاٰى فَتًى يَبِيْعُ التَّمَرَ ـ فَقَالَ لَهُ كَانَ هٰهُنَا شَيْخٌ يَبِيْعُ التَّمَرَ فِى الْعَامِ الْاَوَّلِ ـ فَاَخْبَرَهُ اَنَّهُ وَالِدُهُ وَاَنَّهُ فَارَقَ الدُّنْيَا - فَاَخْبَرَهُ اِبْرَاهِيْمُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَهُ الْفَتٰى اَنْتَ فِىْ حِلٍّ مِّنْ نَصِيْبِىْ مِنَ التَّمْرَتَيْنِ وَلِىْ اُخْتٌ وَ وَالِدَةٌ فَقَالَ لَهُ اَيْنَ هُمَا؟ فَقَالَ فِى الدَّارِ -

---

অনুবাদ॥ অন্যজন উত্তরে বললেন– হ্যাঁ, আর একজন বললেন– এতো ঐ ব্যক্তি প্রতিদিন যার আমল আকাশে উঠতো। আর তা কবুলও করা হতো। অন্য একজন বললেন– হ্যাঁ, তবে দু'টো খেজুরের কারণে তার নেক আমল এক বছর ধরে আটকে আছে এবং তার দোওয়াও কবুল হয়নি দু'টো খেজুরের কারণে। অত:পর ফেরেশতাগণ ইবাদতে মগ্ন হয়ে গেলেন। ভোর হলে খাদেম ফিরে আসলো এবং কুব্বার দরজা উন্মুক্ত করে দিলো। এরপর ইব্রাহীম ইবনে আদহাম মক্কাভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেই দোকানের দরজায় গিয়ে হাজির হলেন। এক যুবককে তাতে খেজুর বিক্রি করতে দেখলেন। তিনি তাকে বললেন, এক বৃদ্ধ গত বছর এখানে খেজুর বিক্রি করতো। যুবক তাকে জানালো যে, তিনি ছিলেন আমার পিতা, তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। ইব্রাহীম ইবনে আদহাম তাঁর ঘটনা বর্ণনা করলেন। যুবকটি বললো, আমার অংশ থেকে আপনি মুক্ত, তবে আমার মা ও বোন রয়েছেন।

তাহকীক : سَمَاءٌ আকাশ, বহুঃ سُمُوٌّ মাদ্দা, سمو উঁচু হওয়া, কারণ আশংকা সবকিছু থেকে উঁচু।

خُرَاسَان : ইরানের প্রসিদ্ধ শহর, حَانُوت : দোকান, বহু: حوانيت - فتى : যুবক, বহু: فتية، فِتْيَان -

نَصِيْبٌ : ভাগ, অংশ, ভাগ্য, বহুঃ انصباء، منصب পদ دار ঘর, বাড়ি, বহুঃ دُوْرٌ دِيَار ، الدور ঘর্ণন করা হতে নিষ্পন্ন, কারণ মানুষ স্ব-স্ব ঘর থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে এবং ঘুরে ফিরে স্ব-গৃহেই অবস্থান নেয়।

فَجَاءَ ابراهِيْمُ فَقَرَعَ الْبابَ فَخَرَجَتْ عَجوزٌ مُتَّكِئَةٌ عَلٰى غُصْنٍ فَسَلَّمَ عَلَيْها فَرَدَّتْ عَلَيْهِ السلامَ ثم قلتُ لَهُ ما حاجتُكَ فَاخْبَرَ بالقِصَّةِ فقالتْ لَهُ انتَ فِىْ حِلٍّ مِّن نَصِيْبِى ثمّ فَعَلَ مَعَ بِنْتِها كذٰلكَ ـ ثمّ توجَّهَ ابراهيْمُ الٰى بيْتِ الْمُقَدَّسِ ودَخَلَ الْقُبَّةَ ـ فدَخلتِ الْمَلائِكةُ يقولُ بعضُهُم لبعضٍ : هٰذا ابراهيمُ بْنُ ادهمَ ، كانَ اَعْمالُه موقوفةٌ ودعْوتُهُ غيرُ مَقبُوْلةٍ مُنْذُ سَنَةٍ ـ فلمّا عَمِلَ ما عَلَيْهِ مِنْ شَانِ التَّمْرَتَيْنِ قُبِلَتْ اَعْمالُهُ واُجِيْبَتْ دَعوتُهُ واَعادَ اللّٰهُ الى دَرَجَتِهِ ـ فبَكٰى ابراهيمُ فَرْحًا وصارَ لايُفْطِرُ إلّا فِىْ سُبُعَةِ ايّامٍ لِطعَامٍ حَلالٍ ـ انتهى ـ

ইব্রাহীম (রহ) সেখানে গিয়ে দরজায় করাঘাত করলেন। লাঠিতে ভর করে ঘর হতে বেরিয়ে আসলো একে বুড়ী। তিনি তাকে সালাম দিলেন। বুড়ী সালামের জবাব দিলো, এরপর বললো, বাবু তুমি কী প্রয়োজনে এসেছো? ইব্রাহীম (রহ) ঘটনাটি বললেন। তিনি বললেন, আমার অংশ থেকে তুমি মুক্ত। ইব্রাহীম (রহ) তার কন্যার সাথে তদ্রুপই করলেন। অত:পর মসজিদে আকসার দিকে যাত্রা করলেন এবং কুব্বায় প্রবেশ করলেন। (বিকালে) ফেরেশ্‌তাগণও প্রবেশ করলেন। তারা একে অপরকে বললেন, এ হলো ইব্রাহীম ইবনে আদহাম, এক বছর ধরে তার আমল আটকে ছিলো। আর দোওয়াও কবুল হয়নি দুই খেজুরের কারণে। খেজুরের ব্যাপারে যা করা তার জন্য আবশ্যকীয় ছিলো তা সম্পাদন করলে এখন তার আমল ও দোওয়া কবুল হতে শুরু করেছে। পুনরায় আল্লাহপাক তাকে তার মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। আনন্দে ইব্রাহীম (রহ) কেঁদে ফেললেন। এরপর থেকে তিনি প্রতি সাত দিন পরপর হালাল খাবার দ্বারা ইফতার করতেন।

তাহকীক : قَرَعَ : করাঘাত করলো, (ف) اَلْقَرْعُ। করাঘাত করা, ঘটঘটান, عَجُوزٌ বৃদ্ধা, বহুঃ عجائز

مُتَّكِئَةٌ : ভর দিয়ে, افتعال ـ اسم فاعل ـ واحد مؤنث

(ف) اَلْفَرْحُ : আনন্দিত হওয়া।

فَرَّحَ تفريحا : বিনোদন কল্পে পায়চারী করা, আনন্দিত করা, فرح খুশী, আনন্দ, فرحانة সন্তুষ্ট, আনন্দিত।

حكاية- ٤٩ : حُكِىَ عَنْ ذِى النُّونِ الْمِصْرِىِّ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامَ فَرَأَى رَجُلًا مطروحًا تَحْتَ أُسْطُوَانَةٍ ـ وهو عُرْيَانٌ يَذْكُرُ اللّٰهَ بِقَلْبٍ حَزِينٍ ـ قَالَ فَدَنَوْتُ مِنْهُ وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ـ فَقُلْتُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ قال انا رَجُلٌ غريبٌ ـ فقلتُ لَهُ : مَا اسْمُكَ ؟فَقَال انا مطلوبُ الّذِىْ هَرَبْت مِنْه ـ فقلتُ لهٗ ما تقولُ؟ فَبَكىٰ فبكيْتُ لِبُكَائِه ـ فما زَال يَبْكِي حتّٰى مات مِنْ سَاعَتِهِ ـ فَرَمَيْتُ عليه إِزارى لِاَ سْتُرَهٗ بِه ـ فذهبتُ أَطلبُ لَهٗ كَفَنًا ـ ثم رجعتُ فَمَا وَجَدْتُه ـ فقلتُ يا سُبْحَانَ اللّٰهِ! مَنْ سَبَقَنِىْ اِلَيْهِ! فاخَذَنِىْ النَّوْمُ ،

(৪৯) হযরত যূননূন মিসরী (রহ)

অনুবাদ॥ হযরত যূননূন মিসরী (রহ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি মসজিদে হারামে প্রবেশ করলেন। এক বিবস্ত্র লোককে সেখানে খুঁটির পার্শ্বে পড়ে থাকা দেখলেন, অত্যন্ত ভগ্ন হৃদয়ে সে আল্লাহর যিকির করছে। তিনি বলেন, আমি তার নিকটে গেলাম এবং তাকে সালাম দিলাম। তাকে প্রশ্ন করলাম কে তুমি! তিনি বললেন, আমি এক মুসাফির। আমি তাকে বললাম আপনার নাম কী? বললেন, যার থেকে আমি পলাতক তার উদ্দিষ্ট ব্যক্তি আমি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এ কি বলছেন? তিনি কেঁদে ফেললেন। তার ক্রন্দনে আমিও কান্নায় ভেঙে পড়লাম। লোকটি কাঁদতে কাঁদতে তখনই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। তাকে ঢাকার নিমিত্তে আমি স্বীয় চাদর তার ওপর দিলাম। অত:পর কাফনের সন্ধানে বের হলাম। ফিরে এসে তাঁকে আর পেলাম না। পাশের লোকদেরকে বললাম, হে লোক সকল! কি আশ্চর্য! (সুবহানাল্লাহ!) তার নিকট কে আমার পূর্বে আসলো ইতোমধ্যে আমার ঘুমে ধরলো। (আমি ঘুমালাম)

তাহকীক : اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامِ : কা'বাঘর, حرام অর্থ সম্মানিত, বহু: حرم -নিষিদ্ধ।

مُطْرُوحٌ : পতিত, নিক্ষিপ্ত, (ف) الطرح। নিক্ষেপ করা।

أُسْطُوَانَه : খুঁটি, স্তম্ভ, বহু: اساطين ـ عراة : عار এর বহু: عار এর বহু: বিবস্ত্র, নগ্ন, স্ত্রী, عارية নগ্না, বহু: عاريات - ناقص يائى -

حُزَيْن : চিন্তিত, বিষণ্ন, حزن চিন্তা, বহু: احزان -

دَنَوْتُ : واحد متكلم ـ ماضى ـ (ن) الدنو। নিকটবর্তী হওয়া।

وَاذا بِـهـاتِـفٍ يـقـولُ: يـاذا الـنـونِ ! هٰذا الـذِىْ يـطـلـبُـهُ الـشَّـيـطـانُ لاَ يَـرَاهُ وَيـطـلـبُـه رِضـوانُ الْـجِـنـانِ فلا يَـراهُ ـ فَـقُـلْتُ لِلْـهَـاتِـفِ- فـايـنَ هُـوَ بـعـدَ هٰـذا ؟ قـالَ فـى مَـقْـعَـدِ صـدقٍ عـنـدَ مـلـيـكٍ مُـقْـتَـدِرٍ ـ وكـذٰلـكَ يُـقـالُ: الـنـاسُ فِـى الـعِـبـادَةِ عـلـٰى ثَـلٰـثَـةِ اقـسـامٍ : رُهْـبَـانِـىٌّ: هـوَ الَّـذِىْ يَـعـبُـد اللّٰـهَ رَهْـبَـةً وخَـوْفًـا ، والـحُـيْـوانِـىُّ : هُـو الـذِىْ يـعـبُـد الـلـهَ رَجـاء رَحْـمَـتِـهِ وعَـفْـوِهِ ، وَالـرَّبـانِـىُّ : هُـو الـذى يـعـبُـد الـلـهَ ولا يـعـرِفُ الـدُّنْـيَـا وَلَا الاخـرةَ وَلا الـجـنَّـةَ ولا الـنَّـارَ ولا الـنَّـفْـسَ ولا الـرُّوْحَ ـ فَـالاولُ يُـقـالُ لـهُ يـومَ الـقِـيْـمَـةِ اذا بُـعِـثَ مِـنْ قَـبْـرِهِ : نـجـوتَ مِـنَ الـنـارِ ويـقـالُ لـلـثَّـانـى اُدْخُـلِ الـجـنَّـةَ ـ ويـقـالُ لِـلـثَّـالـثِ: انـتَ مُـحـبُـوْبِىْ ،انـتَ مَـطْـلُـوْبِىْ، انـتَ مُـرادِىْ ـ عِـزَّتِـىْ وَجَـلالِـىْ مـا خـلـقـتُ الـجِـنَـانَ الا لِـمِـثْـلِـكَ ـ

অনুবাদ॥ এক ঘোষককে বলতে শুনলাম, হে যূননূন! সে ঐ ব্যক্তি যাকে শয়তান পৃথিবীতে তালাশ করে পায়নি। জাহান্নামের দারোগা মালিক তাকে খোঁজ করে কিন্তু তার সন্ধান পায় না। জান্নাতের রিদওয়ান তাকে অনুসন্ধান করেও তাকে পায় না। আমি গায়েবী ঘোষককে বললাম, তবে এখন তিনি কোথায়? সে বললো, যোগ্য আসনে, যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী প্রভুর সান্নিধ্যে রয়েছেন। এ কারণেই বলা হয় ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষ তিন শ্রেণীর (১) রোহবাণী, (২) হাইওয়ানী, ও (৩) রব্বানী।

রোহবাণী : সে, যে আল্লাহর ভয়-ভীতি নিয়ে ইবাদত করে।

হাইওয়ানী : সে, যে খোদার রহমত ও মাগফিরাতের আশায় ইবাদত করে।

রব্বানী : সে যে আল্লাহর ইবাদত করে। দুনিয়া, পরকাল, জান্নাত-জাহান্নাম, নফস ও রুহ কিছুই চিনে না। প্রথম শ্রেণীর লোককে কিয়ামতের দিবসে বলা হবে, জাহান্নাম থেকে তুমি মুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোককে বলা হবে, তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো। আর তৃতীয় শ্রেণীর লোককে বলা হবে, তুমিই আমার প্রিয়তম, আমার উদ্দিষ্ট, আমার কাম্য। আমার ইজ্জত ও ক্ষমার কসম; তোমার মতো লোকদের জন্যেই আমি জান্নাত সৃষ্টি করেছি।

তাহকীক : خَازِنُ الـنَّـار : দোযখের দারোগা।

رِضـوانُ الـجِـنَـان : বেহেশতের প্রহরী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা।

مُـقْـتَـدِر : ক্ষমতাবান, اسم فـاعـل ـ افـتـعـال ـ الاقـتـدار ক্ষমতা পাওয়া।

رَهْـبَـة : ভয়-ভীতি।

حكاية - ٥٠ : حُكِىَ انّه كانَ ملكٌ كافرٌ ولهٗ وزيرٌ مُسلمٌ صالحٌ وكانَ الوزيرُ يَتَرَصَّدُ فُرصَةً للمُوعِظَة لهٗ فَفِي ذاتِ ليلةٍ قال لهٗ المَلِكُ : قمْ حَتى نَركبُ ونَنْظرُ اَحْوالَ النّاسِ - فَركِبا ومَرّا فِى الطّريْقِ - فَاذا هوبِمَحَلٍّ شَبِيهِ الْجَبَلِ وفِيْهِ ضَوْءُ نارٍ فذهبَ اليهِ - فَاِذا هوَ بيْتٌ فيهِ اصواتُ غِناءٍ واوتارٍ ورَاَيا رَجُلاً خَلِقَ الثِّيابِ فِى مِزْبَلَةٍ مُتَّكِئًا عَلٰى تِلٍّ مِّن زِبْلٍ وبَيْنَ يديهِ اِبْريقٌ مِّن فَخَّارٍ وفِىْ يَدِهٖ مِرْبَطٌ وامْراتُهٗ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحَيِّيهِ بتَحِيَّةِ المُلُوكِ وهوَ يُحَيِّيهَا بسَيِّدَةِ النِّساءِ۔ فقال المَلك لعلهُمَا يَصْنَعانِ كُلَّ ليلةٍ كذٰلكَ فَحِيْنَئِذٍ اِغْتَنَمَ الوَزِيرُ الفُرْصَةَ - فقال للمَلِكُ : ايُّها المَلِكُ! نُخافُ اَنْ تكونَ فِى الغُرورِ مِثلهُمَا - قالَ كيْفَ ذٰلك؟ فقالَ اِنّ مُلْكَكَ فِىْ عَيْنِ مَنْ يَعْرِفُ المَلكوتَ مِثْلَ هٰذِهِ المِزْبَلةِ فِيْ عَيْنِكَ - و كَذالك مُتَّكاكَ و قُصورُكَ - وَاِنّ جَسَدك و مَلبُوسَكَ عِنْدَ مَنْ يَعْرِفُ النَّظافَةَ و النَّظَارَةَ مثلَ هٰذَيْنِ فىْ عيْنِكَ - فَقال المَلِكُ و مَنْ هُمْ اصحابُ هٰذِهِ الصِّفَةِ ؟ قال هُمْ اهلُ الْمَدِيْنَةِ الّتِىْ فِيْها الفَرَحُ لَا الحُزْنُ ، والنُّورُ لَا الظُّلْمَةُ ، وَالْاَمْنُ لَا الخَوْفُ - فَقَال لهٗ المَلِكُ : مَا مَنَعَكَ ان تُخْبِرَنِىْ بِهٰذا قَبلَ الْيَوم ؟ فقال له هَيْبَتُكَ - فقال لهٗ المَلِكُ : لَئِنْ كانَ هٰذا الّذِىْ وصفتَ حَقًّا فَيَنْبَغِىْ لَنا ان نجعَلَ لَيْلَنَا و نَهارَنا فِيْه - فقالَ مَعَ الوَزِيْرُ: اَ تامرُ ان اطلبَ لكَ فِىْ ابياتٍ عَلى قُبُوْرِ اٰبائِكَ - فقال مَا هِى؟ فقال شعر-

اَتعْمى عَنِ الدُّنْيا وانتَ بَصِيْرٌ + وتَجْهَلُ مَا فِيْها وانْتَ خَبِيرٌ۔
وتُصْبِحُ تَبْنِيْها كَاَنَّكَ خَالِدٌ + وَاَنْتَ غَدًا عَمَّا بَنَيْتَ تَصِيْرُ۔
وتَرْفَعُ فِى الدُّنْيَا بِنَاءً مُفاخِرًا + ومَثْواكَ بَيْتٌ فِى الْقَبُوْرِ صَغِيْرٌ
ودُوْنَكَ فَاصْنَعْ كَمَا اَنْتَ صَانِعٌ + فَاِنّ بُيُوتَ المَيِّتِيْنَ قُبورٌ۔

فَلَمّا سَمِعَ المَلِكُ تابَ اِلَى اللهِ وأَسْلَمَ وحَسُنَ اسلامُهٗ، وكانَ ذالِك سَبَبًا لِنَجاتِهٖ -

(৫০) মন্ত্রীর উপদেশে বাদশাহর ইসলাম গ্রহণ

অনুবাদ॥ বর্ণিত আছে, এক ছিলেন কাফির বাদশাহ্। তার ছিলেন একজন নেককার মুসলমান মন্ত্রী। মন্ত্রী সারাক্ষণ বাদশাহকে উপদেশ দেয়ার সুযোগ সন্ধান করতেন। কোনো এক রাতে বাদশাহ তাকে বললেন, চলো, একটু সোওয়ার হয়ে মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আসি। তারা দু'জন সোওয়ার হয়ে একটি পথ ধরে

চলতে লাগলেন। বাদশাহ সহসা পাহাড়ের ন্যায় একটি ভবন দেখলেন, যাতে ছিলো অগ্নির ঝলকানী। সে ভবনের দিকে বাদশাহ গমন করলেন, হঠাৎ সেখানে একটি ঘর দেখলেন। সেখানে গানের সুর ও ঝংকার বয়ে চলেছে এবং পুরাতন ছেঁড়া কাপড় পরিহিত একে লোক আবর্জনা ফেলার স্থানে গোবরের স্তূপে ঠেস লাগিয়ে উপবিষ্ট। সামনে রয়েছে তার একটি মাটির লোটা এবং হাতে ধারণকৃত একটি রশি। আর তার স্ত্রী তাকে শাহী অভিবাদন জ্ঞাপন করছে।

যেন সে কোন কার্যলেডী বা নারী নেত্রী। বাদশাহ বলে উঠলেন প্রতি রাতেই হয়তো তারা এমনটি করে থাকে। উজীর এসময় মহাসুযোগ মনে করে বললেন, হে বাদশাহ! আশঙ্কা করছি, যে এ দু'জনের সাথে আপনিও ধোকায় নিপতিত। বাদশাহ বললেন, তা কিভাবে? উজির বললেন, যে জন রহস্য জগতের রাজ্য ক্ষমতা সম্বন্ধে অবগত তার দৃষ্টিতে আপনার রাজ্য ও আবর্জনা স্তূপের মতো– যা আপনি অবলোকন করছেন। আপনার সিংহাসন, বালাখানা, শরীর ও পোষাক-পরিচ্ছদ তার দৃষ্টিতে তেমনি, যেমনটি এ দু'জনের সামনে। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তারা কারা, যারা এসব গুণের অধিকারী?

উজির বললেন, তারা হলো মদীনাবাসী। যেথায় আনন্দ আছে দু:খ নেই। আলো আছে, অন্ধকার নেই, নিরাপত্তা রয়েছে, ভয় নেই। বাদশাহ বললেন। ইতোপূর্বে আমাকে এ বিষয়ে অবহিত করনি কেন? কোন জিনিস তোমায় বাধা দিয়েছে? উজির উত্তর দিলেন, আপনার ভয়। বাদশাহ তাকে বললেন, তোমার বর্ণনা যদি সত্যিই হয় তবে দিবা-নিশি আমাদের তাতেই মত্ত থাকা উচিৎ। উজির তাকে বললেন, আমাকে আপনি অনুমতি দিচ্ছেন কি? আপনার জন্য আমি তা সন্ধান করবো? বাদশা বললেন– হ্যাঁ! কিছুদিন পর বললেন, হে মহামান্য বাদশাহ। আপনার কাঙ্ক্ষিত বস্তু আমি আপনার পূর্বসূরিদের কবরগাহের কবিতায় কতিপয় পেয়েছি? বাদশাহ বললেন, তা কী? উজির বললেন, (কবিতা)

১. তুমি কি দুনিয়া হতে অন্ধ? অথচ তুমি দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। তুমি কি দুনিয়া থেকে অজ্ঞ? অথচ সে সম্পর্কে অবহিত।

২. তুমি দুনিয়ায় এমন নির্মাণ কর্ম করছো যেন তুমি চিরস্থায়ী, অথচ তুমি যা নির্মাণ করছো, কালই তা ছেড়ে তোমাকে চলে যেতে হবে।

৩. অহংকার ভরে তুমি দুনিয়ায় নির্মাণ সুউচ্চ ইমারত। অথচ তোমার ঠিকানা হলো কবরস্থানের ছোট্ট একটি ঘর।

৪. উপদেশ গ্রহণ করো। তোমার যা কিছু করার করে যাও। কেননা মৃতদের ঘর হলো কবর।

বাদশাহ উল্লিখিত কবিতাসমূহ শুনে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তার ইসলাম বেশ উত্তম হলো– আর এটাই তার নাজাতের কারণ হলো।

তাহকীক : وَزِيْر : মন্ত্রী, বহু: وُزَرَاء - يَتَرَصَّد : অপেক্ষা করা, فُرْصَة : সুযোগ, অবকাশ, شَبِيْهٌ : সাদৃশ্যশীল, أَوْتَار : সেতারা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র, مِزْبَلَة : আবর্জনা নিক্ষেপের জায়গা, تَل : ছোট টিলা, إِبْرِيْق : বদনা, فَخَّار : পাকা মাটি, تُحَيِّى : التَّحِيَّةُ। অভিবাদন জ্ঞাপন করা, النَّظَارَةُ : বিচক্ষণতা, ظُلْمَة অন্ধকার, بَصِيْرٌ : চক্ষুষ্মান, জ্ঞানী, خَالد : চিরস্থায়ী, مَثْوَى : ঠিকানা, বাড়ি।